



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
March 2017

" মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দ্বারা বাবাকে দেখো আর বাবাকেই স্মরণ করো , এই শরীরকে দেখেও দেখো না "

প্রশ্ন - এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে তোমরা বাচ্চারা কোন ডাইরেকশান (নির্দেশ) পেয়েছ?

উত্তর - মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরোনো দুনিয়া যার মধ্যে তোমরা থাকো , সেটা এবার কবরস্থান (স্মাশান) হওয়ার মুখে, যেখানে রাবণের রাজত্ব চলছে , এইসবে আর মন (দিল) লাগিও না । এখানে থেকে বুদ্ধির আসক্তি নতুন দুনিয়ার দিকে যাওয়া দরকার । যদিও বা তোমরা গৃহস্থে থাকো, কিন্তু পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকো , সবার সাথে ভালো সম্পর্ক রেখে চলো । বুদ্ধির যোগ শুধু একমাত্র বাবার সাথে থাকুক । জ্ঞান যোগে মজবুত তৈরী হও । কোনোও পরিস্থিতিতে যেন খুশীর পারা কম না হয় । ধৈর্য (ধীরজ) রেখে কর্ম বন্ধনকে কাটতে থাকো ।

*গীত - : ধীরজ(ধৈর্য) ধর মনুয়া
ধৈর্য ধর ওরে মন..... *

ওম্ শান্তি । মানুষদের ধৈর্য ধরতে তখন বলা হয় , যখন তারা দুঃখিত আর অসুস্থ হয় । এখানে তোমরা তো মানুষের মতে চলছো না, তোমরা চলছো ঈশ্বরীয় মতে, তাও আবার সবাই চলে না । ঈশ্বর, যাঁকে সত্য বাবা , সত্য শিক্ষক, সদ্ধরু বলা হয় , -- ওঁনার মত তো সর্বশ্রেষ্ঠ হয় । ভগবানই শ্রীমত দিয়েছিলেন । মানব থেকে দেবতা হওয়ার অথবা দৈবীয় দুনিয়ার মালিক হওয়ার । এতো উচ্চ মত আর কেউই দিতে পারে না , কারণ মানুষ মাত্রই হলো পতিত আর ভ্রষ্টাচারী, সেক্ষেত্রে তারাও সেরকম মতই দিয়ে থাকে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমাদের শিববাবা মত দিচ্ছেন । উচ্চ থেকে উচ্চ বাবার উচ্চ মত হয় । ওঁনাকে তো কেউ ভ্রষ্টাচারী পতিত বলতে পারবে না । পতিতরাই নিরাকার বাবাকে ডাকে -- এইসব কথা সাকারের নয় , এইজন্য বলা হয় মানুষের মত শুনো না । হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল খারাপ জিনিস শুনো না আর দেখো না) । যদিও এই চোখ মানুষদের দেখে কিন্তু তোমরা তো তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, সেই নেত্র দ্বারা বাবাকে দেখো আর বাবাকেই স্মরণ করো । দ্বিতীয় আর কেউ নেই, যাদের তৃতীয় নেত্র হয় আর যার দ্বারা তারা বাবাকে দেখতে পায় । তোমরা বোঝো বাবাকে দেখতে যাবো, বুদ্ধিতে থাকে যে ইনি তো হন আত্মা (পরমাত্মা) , তাই না! তোমরা তো আত্মাকে দেখো , জীবাত্মা বলা দরকার । শুধু বোন বললে আত্মাকে ভুলে যাওয়া হয় । এখানে বোঝানো হয় যে তোমরা এই শরীরকে ভুলে নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । দিব্য চক্ষু দ্বারা ওঁনাকে (বাবাকে) দেখো । তোমরা আত্মারা তো এবার দিনের আলো দেখতে পেয়েছো যে আমাদের বাবা কে ! কোথায় থাকেন! ওঁনার থেকে আমরা কি পেয়ে থাকি ! তোমাদের মতন দুনিয়ায় আর কেউই নেই, যারা বাবার কাছ থেকে অধিকার নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করে । যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাচ্চা তৈরী না হয় , ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাবার কাছ থেকে বর্সা (অধিকার) নিতে পারে না । বাবার তো বর্সা হয় অসীম (অগুনতি, count less) । সূর্যবংশী রাজারানী হওয়া তো উচ্চ থেকে উচ্চ হয় । যদিও ওকালতি পাস করা হয় ,তবুও তার মধ্যেও নম্রর ভিত্তিক হয় । কেউ তো অনেক কামাই করে আবার কেউ অনেক মুশকিলে নিজের পেট ভরতে পারে । এবার

তোমরা জানো আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে রাজাই (অধিকার) প্রাপ্ত করছি। কখনও কেউ মানুষদের বলতে পারে না যে ইনি সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক বা সদ্গুরু অথবা সবাই গুরু। সত্য সদ্গুরু হলেন একজনই। বাকী সবাই হয় মিথ্যা বলার নিমিত্ত। তারা সত্যিকারের সন্নতি কাউকেই দিতে পারে না। সদ্গুরুর মহিমা, আমরা তোমরা কেউই জানতাম না। কারোর বুদ্ধিতেই আসবে না যে তিনি সত্য বাবা সত্য শিক্ষক আর সদ্গুরু কিভাবে হন? ওঁনাকে তো সর্বব্যাপী বলেই কথা শেষ করে দেওয়া হয়। তারা পরমাত্মাকে আলাদা করে বোঝে না যে তিনি হলেন বাবা আর আমরা হলাম ওঁনার বাচ্চারা। বলা হয় সব বাবাই নাকি বাবা হয়, এর থেকেও নীচে পাথরেও পরমাত্মাকে ঠুকে দেওয়া হয়েছে। বাবা বোঝান এরকম হয় না। তোমাদের বাচ্চাদের এখন নিশ্চয় হয়েছে যে বরাবর বাবা হলেন সত্য বাবা, সত্য শিক্ষক আর সদ্গুরু। ওঁনাকে কেউই জানে না, জানলে ঠিকই যেতো। কারোর যাওয়ার ইচ্ছা থাকলে তো তাদের নাম, রূপ, দেশ কাল সব জানা যেতে পারে। নইলে গিয়ে লাভ কি আছে! মানুষরা সবাই দুঃখী এই কারণে শান্তি চাইছে। তারা এটা জানেই না যে আমরা হলাম সবাই শান্তিধামের নিবাসী। সেখান থেকেই আমরা এসেছি। আমাদের আত্মাদের স্বধর্ম হলো শান্তি। বাবা গুরুদের বিষয়ে বোঝান যে, তারা কাউকেই সন্নতি দিতে পারে না। তারা ভয় দেখায় আর বলে গুরুর নিন্দুকদের দাঁড়বার জায়গা হয় না। বাস্তবে এইসব কথা হয় বেহদের বাবার জন্য যে যদি তোমরা আমার নিন্দা করাবে তাহলে সত্যযুগে উচ্চ জায়গা পাওয়া যাবে না। সন্ন্যাসীরা তো এইসব কথা বলতে পারে না যে তোমরা আমাদের নিন্দা করলে দাঁড়বার জায়গা পাবে না। কোন জায়গা? জায়গার সম্বন্ধে তো তারা কিছুই জানে না। সাধনা করতে থাকে কিন্তু সাধনা করলে তো সন্নতি পাওয়া যায় না। সেইজন্যই বাবা এসে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন। তোমরা জানো বরাবর চুরাশি জন্মের চক্র লাগানো হয়েছে, আমরা এখন অনেক দুঃখী। যতক্ষণ সুখধামের সাক্ষাৎকার হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দুঃখধামকে কিভাবে বুঝতে পারবো! এখন তোমরা জানো এটা হলো দুঃখধাম -- অল্পকালের সুখ! এই অল্পকালের রাজত্বে কত খুশী, তারা বোঝে গান্ধী রাম রাজ্যের স্থাপনা করে গেছেন কিন্তু না, এটা তো আরো বেশি ঘোর রাবণের রাজ্য হয়ে গেছে। সবাই বলে পতিত ব্রহ্মচারী হয়েছে, কিছুদিন আগে শুধু পতিত ছিল এখন তো ব্রহ্মচারীও বলা হচ্ছে। এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। কত ঘৃণথোর হয়েছে! বাবা এসে পুরো দুনিয়ার মানুষ মাত্রকে বলছেন, এবার ধৈর্য ধরো। কিন্তু তারা শুনছে না। তবে পরে সবাই জানতে পারবে। প্রদর্শনীতেও এইসবই দেখানো হয় যে কেমন করে দুঃখের দুনিয়াকে সরিয়ে সুখের দুনিয়া তৈরী করা হচ্ছে। শেষে তো সবাই জানতে পারবে, তাই না! একদিকে মায়া সবার গলা টিপে শ্বাসরোধ করছে, আরেকদিকে বাবা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। এবার তো ঢের মানুষদের জাগতে হবে অর্থাৎ আওয়াজ পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যত যত মহিমা বেরোবে তখনই তো সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে। তারপরই তো সবাই আসবে। এখন এই পরিশ্রম বাকী আছে। ধর্ম অথবা মঠ ইত্যাদি স্থাপন করা তো অনেকই সহজ। বৌদ্ধ ধর্মের এক বক্তৃতায় ষাট-সত্তর হাজার বৌদ্ধী তৈরী হয়ে গেছে। এখানে তো পরিশ্রম আছে। মায়া খুব ভালো ভাবেই সামনে আসে। ওখানে তো মায়ার জালে ফঁসে যুদ্ধের কোনো কথাই নেই। এখানে মায়ার সাথে যুদ্ধ করতে পরিশ্রম আছে। মুখ্য কথা হলো পবিত্রতার আর কোনো জায়গায় পবিত্রতার কথা ওঠে না। আর যেটা দেখা যায়, সেটা তো ঘর থেকে বৈরাগ্য আসে, অথবা চুরি বা পাপ করে সন্ন্যাস ধারণ করে, এইজন্য চোরদের ধরবার জন্য গভর্নমেন্টকেও সন্ন্যাসী, সি.আই.ডি ইত্যাদি রাখতে হয়। দালালদের রূপে, ব্যবসায়ীর রূপেও সি.আই.ডি. থাকে। পুলিশের গুপ্ত ভাবে অনেক কাজ চলে। বন্ধুত্বের বাহানায় তারা সোনার ব্যবসায়ীদের সাথে

মিলিত হয় আর সবকিছু জেনে নেয় । পেশায় থাকে যারা, তারা নিজেদের কাজকর্মের সাথে গুপ্তচর বৃত্তিও করতে থাকে । দুনিয়া এখন অনেক সংকটের মুখে আছে । তোমরা বাচ্চারা হলে অনেক ভাগ্যবান, যারা এসবের সংকট থেকে অনেক দূরে চলে এসেছো । দুনিয়ার সামনে এখন সংকটই সংকট আছে । তোমাদের জন্য অনেক প্রাপ্তি রয়েছে । তারা তো দুঃখী হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে আর তোমরা এই শরীরের খোলসটাকে ত্যাগ করার জন্য বসে আছো । কখন এই পুরোনো শরীর শেষ হবে আর আমরা বাবার কাছে যাবো । বাবার সাথে আর নতুন দুনিয়ার দিকে যখন মন লেগেছে, তখন আর পুরোনো দুনিয়া কোন কাজের! এটা তো একটা পুরোনো কাপড় (বস্ত্র) । এর থেকেই বৈরাগ্য এসে যায় । সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আসে ঘরবাড়ি থেকে, স্ত্রীকে নাগিন (সাঁপ) চিন্তা করে । তোমাদের হলো সত্যিকারের বৈরাগ্য । বলাও হয় -- জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য । পুরোনো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য হওয়ার জন্যই জ্ঞান পাওয়া যায় । দুনিয়া এখন কবরস্থান (স্মশান) হওয়ার মুখে । এটা তো হলো লৌকিকের সন্ন্যাস, তারা তো এইসব জানে না যে পুরোনো দুনিয়া এবার শেষ হওয়ার মুখে । তারা (সন্ন্যাসীরা) বলে আমরা ঘরে একসাথে থাকতে পারবো না, ঘর থেকে তাদের বৈরাগ্য আসে আর তারা জঙ্গলে চলে যায় । তোমাদের হলো এটা বেহদের বৈরাগ্য কিন্তু এইসব কেউই জানে না । তোমরা বলবে আমাদের পুরোনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য এসেছে, রাবণ রাজস্ব হলো এটা । এমন কারা মুর্থ হবে যারা পুরোনো দুনিয়ার সাথে মন লাগিয়ে থাকবে । যতক্ষণে পুরো তৈরী আর সত্যযুগ আসার সময় আসছে , ততক্ষণে তো লড়াইও লেগে যাবে । অনেকে লেখে যে, ঘরে বসে থাকলে কনফিউজড হয়ে যাই যে কি করবো! মমত্ব যদি না রাখা হয় তাহলে সামলানো কি করে হবে ! বাবা বলেন বাচ্চারা থাকতে তো এখানেই হবে ! কিন্তু বুদ্ধির আসক্তি এবার নতুন দুনিয়ার দিকে যাওয়া দরকার । সত্য ভালোবাসা এবার ওদিকে যাওয়া দরকার । এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য আর দেহ থেকেও বৈরাগ্য, তাহলে এখানে আর কি বাকী রইল । অনেকে জিজ্ঞেস করে -- বাবা তুমি বলো দুদিকেই সম্বন্ধ সম্পন্ন করতে হবে । সেটা তো অবশ্যই করতে হবে । যদি সম্বন্ধ সম্পন্ন করবে না তাহলে তো সন্ন্যাসীদের মতো হয়ে যাবে । গৃহস্থ থেকেও পবিত্র থাকো । দেহী অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করো , তাহলে বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে লেগে থাকবে । আমি হলাম আত্মা, বাবার কাছে যেতে হবে । বাবা বলেন গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র তৈরী হও । জ্ঞান আর যোগ না হলে কিন্তু ঝুলে পড়বে । প্রত্যেকেরই জন্ম কুণ্ডলী আলাদা আলাদা হয় , সেরকম প্রত্যেকেরই যুক্তিও আলাদা আলাদা পাওয়া যায় । কোনোও কষ্ট থাকলে জিজ্ঞেস করো । কোনোও পরিস্থিতিতে খুশীর পারা উচ্চ থাকা দরকার । আমরা এখন যাবো , আবার নতুন রাজধানীতে আসবো । এবার সময় খুবই অল্প আছে। পার্ট প্লে করতে হবে । মমত্ব (মায়া , মমতা) কাটাতে হবে । প্রত্যেকের কর্ম বন্ধন আলাদা আলাদা হচ্ছে । (কর্মভোগ) কারোর হাল্কা আবার কারোর একটু বেশি থাকে । বাবার থেকে যুক্তি নিয়ে ধৈর্য্যতার সাথে কর্মবন্ধনকে কেটে আগে বাড়তে হবে । এতে গুপ্ত পরিশ্রম আছে । বুদ্ধিকে যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার পরিশ্রম । মুহূর্তে মুহূর্তে বুদ্ধির যোগ ভেঙে যায় । এবার পরিপক্ব হতে হবে, তাহলে কর্মাতীত অবস্থা এসে যাবে । এখন তো অনেক প্রকারের বিকল্পেরই ঝড় বা তুফান ওঠা শুরু হয়েছে । একদম ঘুমই উড়িয়ে দেয় । বিকল্পকেই ঝড় বলা হয় আর সংসঙ্গে এসব কোনো কথা হয় না । সেখানে তো হয় কনরস (কর্ণসুখ) কিন্তু লাভ কিছুই নেই । এখানে তো উপার্জনের জন্য পড়াশোনা আছে । পড়াশোনাকে কনরস বলা হবে না । সে কারণে বাবা বোঝাচ্ছেন এটা হলো অন্তিম জন্ম , পুরোনো দুনিয়া শেষ হওয়ার মুখে! কেন না আমরা শ্রীমতে চলে উচ্চ পদ পাওয়ার চেষ্টা করি! যতদিন পর্যন্ত জ্ঞানে বুদ্ধিমান হচ্ছে, ততদিন শরীর

নির্বাহের জন্য অর্থ কর্ম তো করতে হবে । তারপর এই ঈশ্বরীয় সার্ভিসে লেগে যেতে হবে । পুরানো দুনিয়াকে উদ্ধার করতে হবে । তোমরা হলে মুক্তিসেনা দল (সেলভেশন আর্মী) । নরক যন্ত্রণা থেকে বের করে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার পথে নিমিত্ত মাত্র । ঐ মুক্তিসেনারা এটা জানেই না যে বিশ্বের ভেলা ডুবে আছে । সবাই রাবণের শিকলের ভেতরে ফেঁসে আছে । পুরো বিশ্বকে এবার মুক্ত করতে হবে । এইসবে তো বাবার মদদ (সাহায্য) অবশ্যই দরকার, তাইনা! তোমরা হলে রুহানী মুক্তিসেনার দল (সেলভেশন আর্মী) । মানুষ মাত্রকে রাবণের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে । এতটা নেশা থাকা দরকার । এমনি তো জিস্মানী (শারীরিক) সোশ্যাল ওয়ার্কার ঢের আছে । তোমরা হলে কত অল্প । এখানে তো অসংখ্য মানুষ, কিন্তু সত্যযুগে মানুষ হয় অনেক অল্প । তোমরা বাচ্চারাই রুহানী বাবার কাছ থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো । এই কড়ির মত অস্ত্রিম জন্মকে হীরের মত তৈরী করতে হবে । এক আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ করতে হবে । বাবাই এক ধর্মের স্থাপনা করেন আর করান । স্যাপলিং বা চারা লাগাতে বাহবা স্থাপনা করতে অনেক পরিশ্রম লাগে । যতক্ষণ কাউকে বাবার মত তৈরী করতে না পারবে ততক্ষণ খুশীর পারা বাড়বে না । খুশীর পারা তখন বাড়বে , যখন তোমরা দান করবে । যাদের কাছে ধন থাকে আর দান করে না , তাদের হতভাগা (মনহুস) বলা হয় । তবে এখানে এসব কিছু নেই । যাদের কাছে থাকে , তারা দিতে থাকে । নইলে বুঝতে হবে যে এদের কাছে ধন নেই । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --:

১) ঈশ্বরীয় মুক্তিসেনা দল হয়ে ডুবন্ত বিশ্বের ভেলাকে (বেড়া, float) পার লাগাতে হবে । কড়িতুল্য মানুষের জীবনকে হীরের মত তৈরী করতে হবে । জ্ঞান ধন দান করতে কার্পণ্য করা চলবে না ।

২) নিজেদের মনকে বাবা আর নতুন দুনিয়ায় লাগাতে হবে । এই পুরোনো শরীরে থেকে বেহদের বৈরাগী হতে হবে ।

বরদান --: পূর্বজের স্মৃতি দ্বারা সকলের পালনা করতে শুভ বৃত্তি বা মনসা শক্তি সম্পন্ন ভব!

কোনোও ধর্মের আত্মাদের দেখার বা মিলিত হওয়ার সময় যেন এই স্মৃতি থাকে যে এরা সব আত্মারা আমাদের গ্রেট -গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের বংশাবলী । আমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা হলাম পূর্বজ আর পূর্বজরা সবার পালনা করে । তোমাদের অলৌকিক পালনার স্বরূপ হলো বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া সব শক্তি দিয়ে অন্য আত্মাদের ভরা অর্থাতঃ শক্তিশালী তৈরী করা । যে আত্মাদের যা-যা শক্তির প্রয়োজন, তাই দিয়ে তাদের পালনা করতে হবে । এর জন্য নিজেদের বৃত্তি অনেক শুদ্ধ আর মনসা শক্তি সম্পন্ন হওয়া দরকার ।

স্লোগান -: যাদের কাছে জ্ঞানের অবিনাশী ধন আছে -- তারাই হল দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় সম্পত্তিবান ।

*"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা — তোমরা এমন বাবাকে পেয়েছ -- যিনি একাধারে বাবা, শিক্ষক, সদগুরু -
-তাঁর একারই এই তিনটি রূপ, এই কারণে এখন তোমরা বিভ্রান্ত হওয়া বন্ধ করে সত্যিকারের
উপার্জনের জন্য লেগে পড়ো* । "

প্রশ্ন :- নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করার জন্য যোগ্য কে হতে পারে ?

*উত্তর :- যে এখন সর্ব শক্তিমান বাবার থেকে সর্বশক্তি প্রাপ্ত করেছে। বাচ্চারা তোমরা হলে
রুহানি যোদ্ধা (warriors) । বাবার মত অনুসরণ করে রাজধানী স্থাপন করছ । বাবা তোমাদের
শ্রীমত দেন যে যোগবলের দ্বারা তোমরা বিজয় প্রাপ্ত করবে* ।

প্রশ্ন :- কোন্ কোন্ বাচ্চারা প্রতিটি পদক্ষেপে উপার্জন করে জমা করতে পারে ?

*উত্তর :- যে প্রতিটি কর্ম শ্রীমত অনুযায়ী করে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে উপার্জনই হল
আসল উপার্জন । স্মরণে থাকাও উপার্জন, সার্ভিস (সেবা) করাও উপার্জন, যন্ত সেবা করাও হল
উপার্জন* ।

গান :- ওঁম্ নমঃ শিবায়.....

ওঁম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা তোমরা জেনেছো যে এক হলেন লৌকিক পিতা, আর একজন হলেন
পারলৌকিক পিতা । যখন কেউ দুঃখী থাকে তখন পারলৌকিক মাতা - পিতাকে স্মরণ করা হয়
। কেউ তো কেবল পরমাত্মাকে স্মরণ করে, কেউ বলে তুমি মাতা - পিতা.... যদি কেউ মাতাকে
স্মরণ করুক বা না করুক, গড ফাদার বলে তাহলেও মাতাও নিশ্চয়ই আছেন। বাচ্চারা তো
মাতা পিতা ছাড়া জন্মাতে পারবে না । সেইজন্য পারলৌকিক মাতা পিতা আছেন , যাঁদের স্মরণ
করা হয় । নিশ্চয়ই ওনারা কিছু না কিছু সুখ দিয়ে গেছেন । মনে পড়ে ভারত সুখধাম
ছিলো, স্বর্গ ছিলো । লৌকিক মা বাবার থেকে দুঃখ পাওয়া যায়, তাই তো পারলৌকিক মাতা
পিতাকে স্মরণ করা হয়। কেননা ওনাদের থেকে অনেক সুখ প্রাপ্ত হয় । নরক আছে বলেই
না মনে পড়ে যে আবার স্বর্গে গিয়ে সুখের বলয় প্রাপ্ত করব । গুরুগণ তো বলেন ---
জপ - তপ- ভক্তি ইত্যাদি করো । বাবা কিন্তু এমন মত দেন না । লৌকিক বাবা তো
বলে দেন যে পড়াশোনা করতে শিক্ষকের কাছে যাও , তারপর বাণপ্রস্থ অবস্থায় এলে বলবেন
যে গুরুর কাছে যাও । বাবা তো তোমাদের এমন বলেন না । দেখো, লৌকিক আর
পারলৌকিক এর মধ্যে কত পার্থক্য । ওরা কত বিভ্রান্ত থাকে। কিন্তু ইনি বলেন যে আমি
তো একাধারে তোমাদের পিতা, শিক্ষক এবং গুরুও। তাইতো তোমাদেরকে কেমন করে বিভ্রান্ত
করতে পারি ? তিনজনই হলেন তিনি নিজে। এই জন্যই সবাই এঁনাকে স্মরণ করে । মানুষ তো
ভক্তি মার্গে খুব ধাক্কা খেতে থাকে । জ্ঞান মার্গে ধাক্কা খাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই । এইসব
তো --জ্ঞান, দুঃখ আর সুখের খেলা, তৈরি হয়েই আছে। এটাই বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন
। হদের শিক্ষক হদের পড়াশোনা পড়ান । আমি বেহদের শিক্ষক তোমাদের
বেহদের পড়াশোনা করিয়ে দিই । তোমরা তো জানো যে এটা হল মৃত্যুলোকে । ওরা যা
কিছু পড়াশোনা করায় তা হলো পুরানো দুনিয়ার জন্য, আর আমি যা কিছু পড়াশোনা করাই নতুন

দুনিয়ার জন্য । এই দুনিয়া দিন প্রতিদিন পুরানো হয়ে চলেছে, এখানে সুখ কখনোই প্রাপ্ত হওয়ার নয় । সুখ আর দুঃখের খেলা কেমন করে হয়েছে, সেটা বাবা বুঝিয়ে দেন । বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন যে -- "বাচ্চারা তোমরাই সুখে ছিলে, তারপর যখন রাবণের প্রবেশ ঘটল তখন থেকে ধীরে ধীরে দুঃখ শুরু হলো । তারপর কল্পের সঙ্গমে এসে তোমাদের সুখের দিকে নিয়ে যাই । এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খোলা আছে । তোমরা যা কিছু এখন জানছ, সেটা যথার্থই জানছ, এটা বাবা ছাড়া আর কেউ জানাতে পারবে না" । বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা-ই এসে সুখ প্রদান করেন । এখন তোমরা জেনেছো যে আত্মা অবিনাশী । এই শরীর তো বদলাতে হয়ই । পরমাত্মাও পরম আত্মা, ওঁনার নাম শিব, এই যে মানুষ জন আছে তাদের রচয়িতা । এখানে সব হলো হৃদে ক্রিয়েটর (রচয়িতা) । বাবা হলেন বেহদের রচয়িতা ।

সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগ পর্যন্ত তোমরা যে বাবাকে পেয়েছ তাঁরা হলেন হৃদের । সত্যযুগে তোমরা প্রালঙ্ঘন ভোগ কর। ওখানে তোমাদের একজন পিতা আর একটিই সন্তান । কলিযুগে একজন পিতার ৮- ১০টা সন্তান হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দেখো কত কত কত সন্তান । কিন্তু তারা মুখ - বংশধর , যারা বি. কে হয় , তারপর তারা আবার সত্যযুগে গিয়ে দেবতা হন । সেই লৌকিক বাবা, শিক্ষক, গুরু, সব হৃদের কথা শোনান, আর এই পারলৌকিক বাবা বেহদের কথা শোনান । নতুন নতুন কথা বাবা বাচ্চাদেরকেই বলেন । এমনকি ঘরে বসেও এই নতুন শিক্ষা প্রাপ্ত করতে পারো । এ হল ভগবানের পাঠশালা । এ হল শ্রীমত ভগবদ গীতার পাঠশালা অথবা জ্ঞানের গীত, যা তোমরাই শোনো । জ্ঞান - সাগর বাবা-ই এসে তোমাদের জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী বানান । মাঝেই হলেন জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী । মানবজাতির (humanity) বংশতালিকার বৃক্ষ এখন শুরু হয় । প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তারপর জগত অম্বা । সর্ব প্রথম ব্রাহ্মণের রচনা হয় তারপর দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র । জগত অম্বার পদ মর্যাদা অনেক উঁচু । কিন্তু ওঁনাকে কেউ জানে না । প্রচুর প্রচুর দেবী দেবতার ছবি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে । বাস্তবে কিন্তু আট দশ হাত বিশিষ্ট মানুষ তো হয় না । *বিস্মুর চার হাত দেখানো হয়, কিন্তু চার পা দেখানো হয় না* । এ সব হলো পুতুল খেলা । কোলকাতায় অনেক রকমের দেবী মূর্তি বানানো হয়, অনেক খরচ করা হয় । খাইয়ে-দাইয়ে তারপর বিসর্জন দিয়ে দেয়, এই সব হলো ভক্তি মার্গের । তোমরা জান যে আমরাও দেবী দেবতা ছিলাম, তারপর অসুর হয়ে গেছিলাম, আবার বাবা এসে দেবী দেবতা বানিয়ে দেন । এখন এটা হল ব্রষ্টাচার দুনিয়া । গভর্নমেন্টও বলে ব্রষ্টাচারী দুনিয়া এটা, কিন্তু লোকেদের সোজাসুজি জিজ্ঞেস করো যে তোমরা কি পতিত ? তাহলে তারা মেনে নেবে না। আরে তোমরা পতিত পাবনকে আহবান করছ, সবাই আহবান করে যেমন রাজা রানী এবং প্রজারা । সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, এটাও ড্রামাতে গাঁথা আছে । ভারতের মতো পবিত্র স্থল ভূখন্ড আর কোথাও হয় না। এইজন্য একে সত্য ভূখন্ড বলা হয়, পরে আবার এটা মিথ্যা ভূখন্ডে পরিণত হয় । ভারতকে পবিত্র বানাবার জন্য বাবা ভারতেই আসেন । ভারতেই শিবের অবতরণ হয় । সোমনাথের মন্দির কত বৃহৎ বানানো হয়েছে । ভারতবাসীরাই বানিয়েছে , এবং বাবা একে ঐশ্বর্যশালী বানিয়েছেন । বাবা তো এই পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরকে পবিত্র বানাতে আসেন । কিন্তু অনেক বাচ্চারা চিনতেই পারে না , বাবার সাধারণ রূপের কারণে। এই ভক্তি মার্গের পথে তোমাদের অনেক ধন সম্পদ থাকে যার জন্য তোমরা হীরে জহরত গেঁথে মন্দির তৈরি করো । সত্যযুগে তো অফুরন্ত ধন সম্পদ হয়ে থাকে ।

ওখানে অগুপ্তি টাকা পয়সা, অগাধ ধন সম্পদ থাকে । বাবা যাকে সম্পদশালী বানান তিনি অনেক বৃহৎ স্মৃতিসৌধ বানিয়ে দেন । যারা পূর্বে লক্ষী নারায়ণ ছিলেন তাঁরাই আবার ৮৪ জন্ম ভোগ করেন । প্রথমেই তাদের পতন ঘটে, তারপর তারা ভক্ত হয়ে যান । যারা বানিয়েছে, তাদেরই স্মৃতিসৌধ বানাতে থাকে । লক্ষী নারায়ণ প্রথমে বিকর্মজীত হন তারপর বিকর্মী হয়ে যাবেন । তাহলে তাদের এটা কর্তব্যের মধ্যে পড়ে যে প্রথমে যারা এমন বানিয়েছেন , তাঁদের পূজো করা । সোমনাথের মন্দির কত ফাস্ট ক্লাস ছিলো — যারা লুণ্ঠপাট করেছে তারা তো মারা গিয়েছে । কিন্তু তাদের লুণ্ঠপাটের চিহ্ন রয়ে গেছে। এবার তো তোমরা জান যে আমরাও পূজ্য হচ্ছি, তারপর পূজারী হব , তারপর মন্দির বানানো শুরু করব । কেবলমাত্র একটাই মন্দির তো হবে না । রাজারা তো নিজের ঘরে মন্দির বানিয়ে থাকেন , যেমন ঘরে গুরুদ্বারা বানানো হয়। প্রথমে তো কেউ একজন গুরুদ্বারা বানিয়ে ছিল তারপরে ভক্তি মার্গ শুরু হয়ে যায় । প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি করে তারপর ব্যভিচারী ভক্তি করে । আজকাল তো মানুষ নিজেরও পূজো করায় , সেটাকে বলা হয় ভূত পূজা । ভূত পূজা দুনিয়াতে অগাধ আছে, যা মনে আসে সেই রকমই চিত্র বানিয়ে যেতে থাকে । ভক্তি মার্গ তো তাই । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে পুরো জ্ঞান পূর্ণ আছে । বাবা সঙ্গমে একবারই এসে জ্ঞান প্রদান করেন । শাস্ত্রে তো অনেক অবতারের উল্লেখ আছে । অবতার একজনই হন । আত্মারাও তো অবতরিত হয় , কিন্তু অবতার মনুষ্য আত্মাকে বলা যাবে না । অবতার একজনই, নিরাকার বাবা, যাঁকে পৃথিবীর সবাই আহ্বান করে । ফাদার তো একজনই হবেন, যিনি পরমধামে থাকেন । তাহলে তো মাদারও চাই । তাহলে কি মাদার পরমধামে থাকেন ? না । মাদার ফাদারের প্রশ্ন এখানে হয় । ফাদার তো এখানে রচনা করবেন, এইজন্যই বেহদের (অসীমের) বাবাকে স্মরণ করা হয় । বাবা এসে স্বর্গের রচনা করুন, যাকে বলা হবে স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা (heavenly God Father) । এখন তো দুঃখ , লড়াই মারামারি হয় এইজন্য আহ্বান করা হয়, হে! গড ফাদার দয়া করুন । হে! পতিত পাবন আসুন । আমরা সবাই দুঃখী পতিত । হে ! বাবা আবার এসে স্বর্গ , শ্রেষ্ঠাচারী বানিয়ে দিন । তোমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী ছিলে , এখন শ্রেষ্ঠাচারী হতে চলেছ । ভ্রষ্টাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী একমাত্র বাবারই কাজ । যিনি পৃথিবীর গড ফাদার, উনি জানেন যে এসময় সব বাচ্চারা অনাথ হয়ে হয়ে গেছে, তাদেরকে মালিক, ধনী, শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে হবে । ১০ - ২০ জনকে তো শ্রেষ্ঠাচারী বানালে হবে না । ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল। তখন দেবতাদের গভর্নমেন্ট ছিল । এখন রাবণ রাজ্য হয়েছে, তাই পাঁচ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে । ভগবানুবাচ, একমাত্র নিরাকারকেই ভগবান বলা যায় । এক গীতার খন্ডন করলে সব শাস্ত্রের খন্ডন হয়ে যায় । বাবা বলেন যে আমি যখন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে ছিলাম তখন ভারত স্বর্গ হয়ে গিয়েছিল । *"গীতা আমি শুনিয়েছিলাম"* । কৃষ্ণকে পুরো দুনিয়া ভগবান বলতে পারবে না । আমাদের আত্মাদের বাবা তো নিরাকার ভগবান । তাছাড়া এটা কেমন করে বলা হয়েছে যে — গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । বলা হয় ব্যাসদেব লিখেছেন । কিন্তু বাবা বলেন নতুন বিশ্বের রচয়িতা জ্ঞানের সাগর, আমি পতিত পাবন । আমাকেই সবাই আহ্বান করে -- হে ! পতিত পাবন পরমাত্মা আসুন, এসে আমাকে পবিত্র বানান । নিরাকার বাবাই ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করেন, পতিত দুনিয়ার বিনাশ করান । তারপর যারা পবিত্র হয়ে যাবে, তারাি রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করবে । তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা, জগত অশ্বা নিমিত্ত হয়ে আছেন । উনিও শিববাবার সাথে যোগ লাগিয়ে শক্তি নিচ্ছেন, যাতে রাবণের থেকে বিজয় প্রাপ্ত করেন । ভারতেই রাবণ রাজ্যে আছে

, ভারতেই রাবণকে দহন করা হয় । ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন কলিযুগে ভারত ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । *এটাই তো খেলা, ব্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী আর শ্রেষ্ঠাচারী থেকে ব্রষ্টাচারী হওয়ার । এই চক্র কেমন করে ঘোরে, এটাই তো অনেক বোঝবার ব্যাপার* । বাচ্চারা তোমরা জান যে আমরা বাবার শ্রীমত অনুসরণ করে ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছি । তোমরা হলে রুহানী যোদ্ধা, যোগবল যুক্ত । সর্ব শক্তিমান বাবার মত অনুযায়ী নিজের রাজধানী স্থাপন করছো । বাবা তাঁর মত জানাচ্ছেন যে তোমরা যোগবলের দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো । যোগরত থাকা -- এটাও এরকম উপার্জন । যজ্ঞের সার্ভিস করা , এটাও উপার্জন । অন্য সবাই চলছে দেহধারীর মত অনুযায়ী, *আর তোমরা অনুসরণ করছ সর্ব শক্তিমান বাবার শ্রীমত। তাই অন্য কেউ বিশ্বকে জয় করতে পারবে না । ড্রামাতে ওদের পার্ট নেই, এই বিশ্বে রাজত্ব করার* । কত বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা, কিন্তু কত সাধারণ ভাবে বলা । যদিও প্রদর্শনীতে কেউ এতো বুঝতে পারে না তা সত্ত্বেও প্রজারা আসতেই থাকে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রতিটি কর্ম শ্রীমত অনুযায়ী করতে হবে । স্মরণে থেকে যজ্ঞ সেবা করে নিজের উপার্জন জমা করতে হবে ।

২) উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘোরা ছেড়ে ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করতে হবে । জ্ঞান ধারণ করে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরীই হতে হবে ।

বরদান :- রুহানী সমাজ কর্মী (social worker) হয়ে প্রতিকূল (ভয়াবহ) পরিস্থিতি পার করার জন্য সাহস প্রদানকারী সত্যিকারের সেবাধারী ভবঃ

এই সময়ে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের প্রতিকূল অবস্থা বা উৎক্ষিপ্ত অবস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকবে । অশান্তি বা হিংসার খবর শোনা মাত্র তোমরা আধ্যাত্মিক সমাজ সেবাধারী বাচ্চারা বিশেষ ভাবে সতর্ক হয়ে নিজের পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন(powerful vibration) দ্বারা সবার মধ্যে শান্তির, সহ্য ক্ষমতার সাহস ও শক্তি দিতে হবে, লাইট হাউস হয়ে সর্বকে শান্তির লাইট দিতে হবে । এই কার্যে কর্তব্য কর্ম এখন তীর গতিতে পালন করো, যার ফলে আত্মাদের আধ্যাত্মিক নিশ্চিত আশ্বাস(রাহত) প্রাপ্ত হয় । জ্বলন্ত দুঃখের অগ্নিতে যেন শীতল জল সিঞ্চনের অনুভূতি হয় ।

স্নোগান :- সকলের দ্বারা সম্মান প্রাপ্ত করতে হলে নম্র উদার(নির্মাণচিত্ত) হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে যন্তু রক্ষক, এই যন্তুই তোমাদের মনোবাঞ্ছিত ফল দেবে"

প্রশ্নঃ - এমন কোন্ দুটো কথার আধারে তোমরা ২১ জন্মের জন্য সব দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারো ?

উত্তরঃ - ভালবাসার সাথে যন্তুর সেবা করলে আর বাবাকে স্মরণ করলে ২১ জন্ম কখনও দুঃখী হবেনা । দুঃখের অশ্রু ঝরাতে হবেনা । তোমাদের বাচ্চাদের প্রতি বাবার শ্রীমত্ হল, বাচ্চারা বাবা ছাড়া অন্য কোনও বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ইত্যাদি কাউকে স্মরণ কোরোনা । বন্ধনমুক্ত হয়ে ভালবাসা দিয়ে যন্তুকে রক্ষা করো, তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে ।

গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেওনা . . .

ওম্ শান্তি । মিষ্টি -মিষ্টি বাচ্চারা এই গান শুনেছ আর এর অর্থও বুঝতে পেরেছ যে, এটা আমাদের ঈশ্বরীয় জন্ম । এই জন্মে আমরা যাঁকে মাতাপিতা বলি সেই পরম ঈশ্বরের মতানুসারে থেকে আমরা বিশ্বের মালিক হই, কারণ তিনি যে নতুন বিশ্বের রচয়িতা । এই বিশ্বাসে তোমরা এখানে বসে আছ এবং বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার নিচ্ছ । এই পুরনো দুনিয়া এখন ধ্বংসের মুখে, এখানে আর কোনও সুখ নেই । সবাই বিষসাগরে ডুবে আছে । রাবণের শেকলের বন্ধনে দুঃখ ভোগ করে সবাইকে মরে যেতে হবে । এখন বাবা তোমাদের বিশ্ব-রাজ্যের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন । তোমরা বাচ্চারা জানো যাঁর থেকে তোমরা সারা বিশ্বের ধনসম্পদ লাভ করছ তোমরা এখন তাঁর হয়েছ । তিনি আমাদের রাজযোগ শেখান । যেমন একজন ব্যারিস্টার বলতে পারেন সে তোমাকে ব্যারিস্টার বানাতে পারে । বাবা বলেন, স্বর্গে আমি তোমাদের ডবল্ তাজদারী বানাই । আমি তোমাদের লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং তাঁদের রাজত্ব দিতে এসেছি । তোমরা তার জন্য রাজযোগ শিখছ । এইসব জিনিস ভুলে যেওনা । মায়া তোমাদের সবকিছু ভুলিয়ে পরমপিতা পরমাত্মার দিক থেকে সরিয়ে দেবে; এটা মায়ার খেলা । যখন থেকে মায়ার রাজত্ব শুরু হয়েছে তোমরা ঈশ্বরের থেকে সরে গেছ । এখন আর তোমরা কোনও কাজের নও । তোমাদের চেহারা মানুষের মতো হলেও তোমাদের চালচলন বানরের মতো । এখন তোমরা মানুষের চেহারা নিয়ে তোমাদের আচার-ব্যবহার দেবতাদের মতো তৈরি করছ । সেই কারণে বাবা বলেন, তোমাদের শৈশবের দিন ভুলোনা । এতে কোনও সমস্যা নেই । যারা সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়, আহা ! কি সৌভাগ্য । লৌকিক মাতাপিতা তোমাদের বিকারের দিকে প্রেরণ করেন আর এই মাতাপিতা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যান । তোমাদের জ্ঞানসন্ধান করিয়ে সুখস্পর্শের উপলব্ধি করান । তোমরা এখানে শান্তিতে বসে আছ । হ্যাঁ, তোমাদের শরীরকে কাজ করতে হয় । তোমরা বেহদের বাবার থেকে সারা বিশ্বের ধনভাণ্ডারের উত্তরাধিকার লাভ করছ, সুতরাং অন্য কারও স্মরণ করে তোমাদের হয়রান হওয়া উচিত নয় । যদি কোনোপ্রকার বন্ধন থাকে তবে সেসবের স্মরণ তোমাদের হয়রান করবে । যদি তোমরা কোনও আত্মীয় অথবা বন্ধু অথবা সিনেমা স্মরণ করো তবে . . . বাবা তোমাদের বলেন, শৈশবের দিন ভুলে যেওনা । যন্তুর সেবা করলে এবং বাবার স্মরণে থাকলে তোমাদের ২১ জন্মের জন্য কোনরকম দুঃখের সম্মুখীন হতে হবেনা । তোমাদের আর দুঃখের অশ্রুও ঝরাতে হবেনা । বেহদের এমন

মাতাপিতাকে তোমাদের ছেড়ে যাওয়া উচিত নয় । তোমাদের উচিত জ্ঞানযজ্ঞের সেবা করা । তোমরাই যে জ্ঞানযজ্ঞের রক্ষক । সর্বপ্রকারে তোমরা এই জ্ঞানযজ্ঞের সেবা করো । এই জ্ঞানযজ্ঞ থেকেই তোমাদের মনোবাস্তিত্ব ফললাভ হবে অর্থাৎ এই যজ্ঞ তোমাদের জীবনমুক্তি, স্বর্গের রাজত্ব দেবে । সুতরাং, খুব যজ্ঞের সাথে তোমাদের এই যজ্ঞের খেয়াল রাখা উচিত । কত শান্তি থাকতে হবে; যাতে কোনও একজন এলে অনুভব করতে পারে যে, এখানে অনবরত সুখশান্তি বর্ষিত হচ্ছে । এখানে কোনরকম আওয়াজ করা তোমাদের পছন্দ নয় । রাবণের রাজ্য থেকে তোমরা মুক্ত হয়ে এখানে এসেছ । এখন আমরা রামরাজ্যে যাচ্ছি । যারা বন্ধনমুক্ত তাদের পরম সৌভাগ্য ! এমনকি তারা লক্ষপতি, কোটিপতির থেকেও সৌভাগ্যবান কারণ তারা বেহদের বাবার থেকে তাদের উত্তরাধিকার লাভ করেছে । যাদের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে কতো পরম সৌভাগ্য । যারা বন্ধনমুক্ত হয়ে বাবার থেকে বেহদের বরসা নেয় তাদের ভাগ্য খুলে যায় । বাইরে নরকের চরম তীব্রতা যেখানে দুঃখ ছাড়া সুখ নেই । বাবা এখন বলছেন, সব চিন্তা দূরে সরিয়ে ভালবেসে জ্ঞানযজ্ঞের সেবা করো । এই জ্ঞান ধারণ করো । সর্বগ্রে তোমার জীবনকে হিরেতুল্য বানাও । তুমি শ্রীমত অনুসরণ করলে, একমাত্র সেটা সম্ভব হবে । এখানে তোমরা বাচ্চারা সবাই বন্ধনমুক্ত । নিজের স্বভাবও খুব ভালো রাখতে হবে ; সতোপ্রধান হতে হবে । তানাহলে, সতোপ্রধান রাজ্যে তোমরা উঁচু পদ পাবেনা । যজ্ঞ থেকে তোমরা যা পাবে তাই গ্রহণ করো । বাবা অনুভাবী । যদিও অনেক বড় জহরির ছিলেন তিনি (ব্রহ্মাবাবা), তবুও তিনি যখন কোথাও আশ্রমে যেতেন আশ্রমের সব নিয়ম অনুসরণ করে চলতেন । সেখানে তিনি কোনও জিনিসের জন্য বলতেন না যে, অমুক- অমুক জিনিস আমাকে দাও । যে খাবার সবাই পাচ্ছে তোমারও সেই একই খাবার মহা রয়্যালটির সাথে খাওয়া উচিত । এই ঈশ্বরীয় আশ্রমে পরম শান্তি থাকতে হবে । যারা প্রিয়তমের সাথে আছে . . . বাবা এবং দাদা উভয়েই এখানে বসে আছেন । তোমরা তাঁদের সামনে বসে শুনছো । তোমরা যদি এখনও সার্ভিসের উপযুক্ত না হও, তবে কল্প কল্পান্তরে তোমাদের পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে । অন্ধের লাঠির মতো সহযোগী হয়ে প্রত্যেককে এই মহামন্ত্র দাও । এই হলো সঞ্জীবনী বুটি । কোনও কোনও বাচ্চাকে মায়া একেবারে অবচেতন করে ফেলে । এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের বলা হয় বাবা আর তোমাদের উত্তরাধিকার স্মরণ করো । এটা সঞ্জীবনী বুটি । হনুমান তোমরাই, নশ্বর ক্রমানুসারে তোমরা মহাবীর তৈরি হও । অনেকে আছে যারা অজ্ঞানতার মধ্যে পড়ে রয়েছে । তাদের জ্ঞানী বানাতে হবে যাতে তারা তাদের জীবন গড়ে নিতে পারে । তোমাদের দেহের প্রতি কোনও মোহ রাখা উচিত নয় । একমাত্র বাবা আর অবিনাশী জ্ঞানরঞ্জনের প্রতি মোহ থাকা উচিত । তোমরা যত ধারণ করবে অন্যকে ততই ধারণ করাতে পারবে । বাবা বলেন, আমি জ্ঞানবান আত্মাদের পছন্দ করি । প্রদর্শনীতে সার্ভিসের জন্য বাবা জ্ঞানী বাচ্চাদের খোঁজেন । এটা বোঝানো খুব সহজ । অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরও এইসব শুনে খুশি হয়; তারা উপলব্ধি করতে পারে এই সংস্কার মাধ্যমে জীবন তৈরি করা যায় । যাই হোক, তাও মাত্র কোটি কোটির মধ্যে থেকে কয়েকজনই বুঝতে পারে । এই হলো বেহদের সন্ন্যাস । পুরনো এই দুনিয়ায় তোমরা যা দেখছ সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে । তোমরা জানো বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে, ঘরে ফিরে যেতে হবে । তারপর আবারও একবার সূর্যবংশীয় কুলে এসে আমরা রাজত্ব করব । আমরা রাজ্য শাসন করি আর তারপরে মায়া আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয় । এটা এইরকমই সহজ কথা ! মিষ্টি-মধুর বাবাকে স্মরণ করো । তোমাদের হৃদয় বাবার সাথে জুড়ে থাকা উচিত । যাই হোক, অন্য কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তোমাদের কর্ম করতে হবে । তোমাদের শ্রীমতও অনুসরণ করতে হবে । মিষ্টি-মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা ! বাবা বলেন, "তোমাদের মুখ থেকে অনর্গল জ্ঞান রঞ্জরাজি ঝরে পড়া উচিত কোনও পাথর নয়" * । দুনিয়ার সমাচার সম্পর্কে

কথা বোলোনা, তাহলে, তোমাদের মুখ তেতো হয়ে যাবে। অনবরত একে অপরকে জ্ঞানরত্ন দিয়ে যাও, তোমাদের কাছে ঝুলিপূর্ণ রত্ন আছে যে ! মানুষ বিনাশী ধন- ঐশ্বর্য দান করে। ভারতকে মহাদানী বলা হয়ে থাকে। এই সময় বাবা বাচ্চাদের দান করেন। বাচ্চারা বাবাকে দান করে, বলে - বাবা, এই দেহ সমেত সবকিছু আপনার। তারপরে বাবা আবার বলেন, সারা বিশ্বের এই বাদশাহী তোমাদের। এই পুরনো দুনিয়ার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, কেন না আমরা এই সময় বাবার সাথে সওদা করে নিই ! বাবা, এই সবকিছু আপনার, ভবিষ্যতে রাজ্যপাট আমাদের দিন। আমরা এই চাই, অন্য কোনও জিনিস আমাদের প্রয়োজন নেই। এইরকম কারও যেন মনে না হয় যে, তন -মন - ধন দিয়ে দিলে অভুক্ত থাকবে। না, এটা হলো শিববাবার ভাণ্ডার, যা থেকে সবার জীবিকা নির্বাহ হতে থাকে আর ক্রমাগত এইরকমই চলবে। উদাহরণস্বরূপ দ্রোপদী। সেই পাট এখন প্র্যাকটিক্যাল হয়ে চলেছে। শিববাবার ভাণ্ডার সর্বদা পরিপূর্ণ। এটাও একটা পরীক্ষা ছিলো, যাদের ভয় হয়েছিলো তারা চলে গিয়েছিলো। যারা বাবার সাথে থাকতে চেয়েছিলো তারা আবার বাবার কাছে ফিরে আসে। না খেয়ে থাকার কোনও প্রশ্নই নেই। তোমাদের বাচ্চাদের জন্য এখন মহল নির্মাণ হচ্ছে। ভালো থাকতে হলেও মেহনত করে নিজের জন্য উঁচু পদ বানাতে হবে। প্রতি কল্পের এটা এক অঙ্গীকার। যদি তুমি এই সময়ে ফেল্ করো তবে প্রতি কল্পে ফেল্ করতে হবে। পাশও এমনভাবে হওয়া দরকার যাতে মাশ্শা -বাবার সিংহাসনে তোমরা বসতে পারো। ২১ জন্মের জন্য তোমরা পরপর সিংহাসনে বসবে। এক বাবাকে ছাড়া অন্য কাউকে স্মরণ কোরোনা। মুরলি লিখে রাখা খুব ভালো সার্ভিস। সবাই খুশি হয়ে ব্লেসিং দেবে, বাবা এই হাতের লেখা খুব ভালো। তা নাহলে কেউ কেউ লেখে, তাদের লেখা খারাপ। কেউ কেউ লেখে- বাবা তারা মুরলির কিছু জিনিস পরিবর্তন করে আমাদের পাঠায়। আমাদের রত্ন চুরি হয়ে যায় ! বাবা, সেই মুরলি পাওয়া আমাদের অধিকার। আপনার মুখ নিঃসৃত রত্ন আমাদের কাছে আসা উচিত। একমাত্র অতি প্রিয়, বিশেষ বাচ্চারা এইরকম বলতে পারে। *মুরলি সেবা যথার্থভাবে করা উচিত। সব ভাষা শেখা উচিত। মারারি, গুজরাটি ইত্যাদি . . . বাবা যেমন করুণাময় ঠিক তেমনই তোমাদের বাচ্চাদেরও করুণাময় হতে হবে। হীরেসম জীবন বানানোর জন্য পুরুষার্থ করে সহযোগী হও*। ওই দুনিয়ার জীবন একেবারে নীরস হয়ে গেছে। তারা একে অপরকে দাঁত দিয়ে কেটে ছিঁড়ে ফেলছে। তারা পতিত হয়ে গেছে। এখন কেন না আমরা বাবার শ্রীমত মেনে চলি ! সমর্পণ ভাব দ্বারা আমরা বলতে তো পারি বাবা আমি আপনার হয়েছি ! আপনি যেমন সার্ভিসে চান আমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করুন ! তখন বাবাকে রেস্প্যান্সিবল হতে হবে। যারা অ্যাসাইলামে আসে বাবা তাদের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। এই দুনিয়া মলিনতায় ছেয়ে গেছে। ভগবানকে সর্বব্যাপী ব'লে সকলকে ঈশ্বর বিমুখ করে দেয়। যদি তিনি সর্বব্যাপী হন এবং তোমার কাছে বসে আছেন তবে কি প্রয়োজন আছে তাঁকে "হে প্রভু " বলে ডাকার ? যখন তোমরা তাদের বোঝাবে তারা শোরগোল করবে। ওহ্ ! ভগবান নিজেই বলেন, আমি কখনও বলিনা আমি সর্বব্যাপী। এইসব ভক্তিমার্গের লোকেরা লিখে দিয়েছে। আমিও পড়তাম, কিন্তু সেই সময় আমি বুঝিনি এতে ভগবানের গ্লানি হয় ! ভক্তরা কিছু জানেনা, যা কিছু বলো তাকেই সত্যি ব'লে মেনে নেয়। বাবা কতো স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন তারপরেও তারা বাইরে গিয়ে হাস্যামা করে। পরে তখন তারা সেখানে গিয়ে দাস-দাসীর পদপ্রাপ্ত হয়। বাবা তোমাদের বলে দিয়েছেন অস্তিসে, যখন সময় হবে সবকিছু জেনে যাবে। ক্রমাগত তোমরা সাক্ষাত্কার করবে অমুকে-অমুকে এই-এই হবে। সেই সময় মাথা নত করতে হবে, সেই খুশিও থাকবে না, যা রাজস্ব প্রাপ্তকারীদের থাকবে। তোমাদের অন্তরে কাঁটার মতো বিঁধতে থাকবে, তোমরা চকিত হবে- কি হচ্ছে ! যাই হোক তখন অনেক দেরী হয়ে যাবে, আফসোস করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

বাবা বলবেন, তোমাদের বারবার বোঝানো হয়েছে তাসত্ত্বেও তোমরা সেইসব করেই গেছ। এখন তোমাদের অবস্থা দেখ। কল্প-কল্পান্তর ধরে তোমাদের আফসোস হবে। তিনি নশ্বর ক্রমানুসারে সজনীদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। নশ্বর ওয়ান থেকে শেষ, সবাই বুঝবে। তারা ভালোভাবে পাঠাভ্যাস করেনি তাই শেষে বসে আছে। পরীক্ষা চলাকালীন দিনগুলোতে বুঝতে পারবে তোমরা কতো নশ্বরে পাশ করবে। তোমরা বুঝবে, কার কোন পদের প্রাপ্তি হবে। সার্ভিস না করলে তোমাদের কিছুই প্রাপ্তি হবেনা। পড়ায় এবং সার্ভিসে মনোযোগ দিতে হবে। তোমরা মিষ্টি-মধুর বাবার সন্তান, সুতরাং, তোমাদেরও নিশ্চয়ই ক'রে বাবার মতো খুব মিষ্টি হতে হবে। শিববাবা কতো মিষ্টি, কতো প্রিয়। তিনি আমাদের আবারও একবার সেইরকম তৈরী করছেন। এটা সত্যিই বড় ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং! রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) দেহ সহ সবকিছু থেকে মোহমুক্ত হয়ে বাবা আর অবিনাশী জ্ঞানরঞ্জনের প্রতি মোহ রাখতে হবে। জ্ঞানরঞ্জনের দান করে যেতে হবে।

২) পড়া এবং সার্ভিসে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, বাবার সমান মিষ্টি হতে হবে। সংসার সমাচার শুনে আর অন্যকে শুনিয়া মুখ তিক্ত করার দরকার নেই।

বরদানঃ- কম সময়ে সম্পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রাপ্ত করে ডাবল্ লাইট ভব

ডাবল্ লাইট স্থিতি তীব্রগতির পুরুষার্থের লক্ষণ। এইরকম আত্মারা কখনও কোনপ্রকার বোঝা অনুভব করেনা। প্রকৃতি দ্বারা হোক বা ব্যক্তি দ্বারা, যে কোনও পরিস্থিতি উত্পন্ন হোকনা কেন, সবরকম পরিস্থিতি, স্ব-স্থিতির সামনে সামান্যতমও অনুভব হবেনা। ডাবল্ লাইট অর্থাৎ উঁচু স্থিতিতে থাকলে কোনরকম প্রভাব, প্রভাবিত করতে পারেনা। নীচের কথা, নীচের বায়ুমণ্ডল থেকে উপর-স্থিতিতে থাকায় কম সময়ে সম্পূর্ণ হওয়ার শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য প্রাপ্ত করতে পারবে।

শ্লোগানঃ- দুঃখধাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে আর কোনও দুঃখতরঙ্গ তোমার কাছে আসতে পারবে না।

"* মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের মনোরঞ্জক কাহিনীর পরিবর্তে সকলকে রুহানি কথাই শোনাতে হবে , সবাইকে এই রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত করার সেবা করতে হবে । ""*

প্রশ্ন :- সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য মুখ্য কোন্ গুণ আবশ্যিক ?

উত্তর : - নিরহংকারিতার গুণ । মহাবীরের (হনুমান) বিষয়ে দেখানো হয় , যেখানেই সত্সঙ্গ হত , সেখানে সে জুতোর উপর বসে পড়ত। কারণ তার কোনো দেহ - অভিমান ছিল না, কিন্তু এর জন্যও সাহসের প্রয়োজন । তোমরা যে কোনো পোশাক পড়ে যে কোনো সত্সঙ্গে গিয়ে শুনতে পারো । গুপ্ত বেশে গিয়ে তাদের সেবা করতে হবে ।

গীত :- ওম্ নমঃ শিবায়ে

ওম্ শান্তি । এই হলো উঁচুর থেকে উঁচু ভগবানের মহিমা । ঈশ্বরই বলো বা পরমপিতা পরমাত্মা বলো , শুধুমাত্র ঈশ্বর বা ভগবান বললে পিতা বলে বোঝা যায় না, তাই পরমপিতা পরমাত্মা বলা উচিত । তিনিই এই মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা । এখন উঁচুর থেকে উঁচু বাবা এসে আমাদের কি বলেন ? তিনি বলেন যে পতিত মানুষ আমাকে ডাকতে থাকে যে এসে আমাদের পবিত্র বানাও । পাবন কথার অর্থ হলো পবিত্র । পতিত - পাবন একমাত্র ভগবানকেই বলা হয় । বরাবরই তিনি অবশ্যই এসে থাকেন । ভক্তিমার্গে ভগবানকে স্মরণ করা হয় তাই তিনি অবশ্যই আসেন । কিন্তু যখন ভক্তদের ভক্তির ফল দেবার প্রয়োজন হয় , তখনই তিনি আসেন । ফল দেওয়া অর্থাৎ বর্ষা বা সম্পত্তি দেওয়া , তাঁর জন্য খুবই সহজ কাজ । তিনি এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি দিতে পারেন । এই কথাও বলা হয় যে রাজা জনক এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন । একজনের নামই গাওয়া হয়ে থাকে । এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অর্থাৎ সুখ - শান্তি পাওয়া । মানুষ বলেও থাকে যে শান্তি , সুখ আর অনেক বেশী আয়ু চাই । ছোটো অবস্থায় কারোর মৃত্যু হলে বলা হয় যে অকালে মৃত্যু হলো । পুরো আয়ু কাটাতে পারল না । এখন বাবা যা কিছুই করে গেছেন তারই গায়ন আছে । সেকেন্ডে যদি জীবনমুক্তি হয় তাহলে অবশ্যই আগে জীবনবন্ধ অবস্থায় ছিল । জীবনবন্ধ অবস্থা কলিযুগের অন্ত সময়কে আর জীবনমুক্ত অবস্থা সত্যযুগের আদি সময়কে বলা হয় । বলা হয় যে জনক রাজা তাঁর গৃহস্থ জীবনে থেকেই জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন ।

বাবা বোঝান যে বিষয় হল দুটো -- এক রাজযোগ আর দ্বিতীয় হলো জ্ঞান । ভারতের প্রাচীন রাজযোগ তো বিখ্যাত । প্রাচীন অর্থাৎ প্রথমে দিকে , কিন্তু কবে ? এই কথা মানুষ জানে না কারণ কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে । ভারতের প্রাচীন জ্ঞান আর যোগ তো সবাই চায় যার দ্বারা ভারতই স্বর্গ হতে পারে । এখন ভারত খুবই দুঃখী হয়ে গেছে । আগে ভারতে সূর্যবংশী রাজ্য ছিল । এখন তা আর নেই কিন্তু সকলেই তাকে স্মরণ করে যে রাজযোগ আর জ্ঞান কে দিয়েছেন ! এই কথা কেউ জানে না । না হলে বাবার থেকে বর্ষা নিতে বাচ্চাদের কোনো পরিশ্রম হবে না । বাবার হতে পারলেই এই বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়ার যোগ্য হবে । তবুও মাতা , পিতা এবং শিক্ষকের থেকেও তোমরা শিক্ষা পাও । তোমাদের মুক্তিও চাই তাই তোমরা গুরু করো । কিন্তু এই জীবনমুক্তি কখনোই কেউ দিতে পারে না । যখন জীবনবন্ধ অবস্থার অন্ত সময় আসবে এবং জীবনমুক্তির আদি শুরু হবে

ঠিক তখনই জীবনমুক্তি দাতা আসবেন। মানুষ কেবল এই কথাই শুনেছে যে সেকেন্ডে জীবনমুক্তি অথবা সেকেন্ডে রাবণ রাজ্য থেকে রাম রাজ্য বা পতিত থেকে পবিত্র। কিন্তু তা কিভাবে আসে সেই কথা কেউ জানে না। বাবা তোমাদেরই আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। এ হলো এক রুহানি শিক্ষা যা সুপ্রীম রুহ (আত্মা) দিয়ে থাকেন। দুনিয়াতে সমস্ত মানুষই শান্ত্র পড়ে থাকে। তারা বলে অমুক মহাত্মা এই জ্ঞান দিয়েছেন। এ হলো প্রাচীন রাজযোগ আর জ্ঞান যা পরমপিতা পরমাত্মা দিয়েছিলেন ৫ হাজার বছর আগে, যার দ্বারাই তোমরা দেবী দেবতা হয়েছিলে। এখন তা প্রায় লোপ হয়ে গেছে। যদি লোপ নাই হয় তবে তিনি আবার কেমন করে শোনাবেন? মানুষ যদি পতিত না হয় তাহলে পতিত - পাবন বাবা কি করে আসবেন? এই পতিত হতে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। এর সারা বিস্তারও বাবা বুঝিয়ে বলেন। বর্ণও তিনিই বুঝিয়ে বলেন। ব্রহ্মাকে যখন চাই তখন তাঁর বাবাকেও চাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শংকর এই তিনজনের বাবাই হলেন শিব। এখন তিনি ব্রহ্মার দ্বারা এই প্রাচীন জ্ঞান দিচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হবে এবং ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে পারবে। ব্রাহ্মণ ধর্মের মানুষ থেকে তোমরা দেবী দেবতা ধর্মের হতে চলেছো। তাই সবার প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে চাই। কৃষ্ণকে তো প্রজাপিতা বলা যাবে না। এইসব উল্টো কথা বানানো হয়েছে। শান্ত্রে বলা আছে কৃষ্ণের অনেক রানী ছিলো, অনেক সন্তান ছিল, এ সবই ভুল কথা। বাস্তবে এ সবই ব্রহ্মার সন্তান, কৃষ্ণের নয়। ব্রহ্মাই কৃষ্ণ হয়। ব্যস, এই এক জন্মের উত্থাল পাখাল মানুষকে দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে। গীতার ভগবান কৃষ্ণকে বলে শিবের নাম উড়িয়ে দিয়েছে। সবাই বলে যে ব্রহ্মার তিন মুখ ছিলো, মানুষ কতো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে। রচয়িতা শিবকেই ভুলে গেছে। রচয়িতাই এসে বলেন যে আমরা কিভাবে দেবী - দেবতা ধর্মের রচনা করি। এমন নয় যে পরমাত্মা সৃষ্টি কিভাবে রচনা করেন। পরমপিতা পরমাত্মাকেই মানুষ ডাকে যে হে পতিত - পাবন, তুমি এসে আমাদের পতিত মানুষদের পবিত্র বানাও। দুনিয়ার মানুষ জানেই না যে এই সময় রাবণ রাজ্য চলছে। তারা রাবণের বড় বড় গল্প বসে শোনাতে থাকে। একে বলা হয় ভক্তির মনোরঞ্জন কথা (কাহিনী) আর এই শ্রীমতের কথা হলো রুহানি কথা। এই সময় সব সীতার (ভক্তরা) রাবণের জেলে বন্দী আর এই রাবণরাজ্যে তারা খুবই দুঃখী। এখন সকলকেই এই রাবণরাজ্য থেকে মুক্ত করতে হবে। এখন বাবা এসেছেন, বলছেন বাচ্চারা, তোমাদেরই ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমাকেই তোমরা ডাকো যে হে দুঃখহর্তা, হে সুখকর্তা এসো। এ আমারই নাম। এই কলিযুগে অপার দুঃখ। আর সত্যযুগে হলো অপার সুখ। আবার সেই অপার সুখের বর্ষা দেবার জন্যই তোমাদের রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাচ্ছি। এই পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। মানুষ তো এই বিনাশকে খুব ভয় পায়। তারা ভাবে যে মানুষ যদি নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া বন্ধ করে তবেই এই দুনিয়ায় শান্তি আসবে। কিন্তু এতো ধর্মের মধ্যে শান্তি কি করে আসবে? বাবা বুঝিয়ে বলেন যে এখন যে এতো সব ধর্ম আছে - তা আগে ছিলো না, যখন এক ধর্ম ছিল তখনই সুখ শান্তির রাজ্য ছিলো। এখন সবাই চায় মনের শান্তি কিভাবে পাওয়া যাবে। মন কি জিনিস আগে সেটা বোঝো। আত্মার মধ্যেই মন বুদ্ধি আছে। মানুষের মুখ কথা বলে। চোখ কোনো কিছু দেখে। সব মিলিয়ে বলা হয় মানুষ দুঃখী। কাউকে এই কথা বোঝানো খুবই সহজ যে বাবাকে স্মরণ করো আর তার বর্ষাকে স্মরণ করো। তারপর ঝড় আর এই বিশ্বনাটককে বোঝাতে হয়, যারজন্য এইসব ছবি বানানো হয়েছে। কেবলমাত্র " মনমনাভব " এই কথা বোঝানোর জন্য ছবির দরকার হয় না। চিত্র সম্বন্ধে বোঝাতেও এক ঘন্টা লেগে যায়। প্রাচীন রাজযোগ ভগবান শিখিয়েছিলেন যার ফলে রাজত্ব পাওয়া গিয়েছিলো। কিন্তু কোনো মানুষই রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবা আর বর্ষাকে স্মরণ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এই ডিটেল কথা যতক্ষণ না কাউকে

বুঝিয়ে বলা যাবে ততক্ষণ বুদ্ধি খুলবেই না । সৃষ্টি চক্রকে বুঝতেই পারবে না । কেউ যদি নাটক দেখে আসে তাদের মাথায় নাটকের আদি থেকে অন্ত অবধি ঘুরতে থাকে, বলার জন্য তারা এটাই বলে যে আমরা নাটক দেখে এলাম । তোমরাও এই কথা বলো যে আমরা এই নাটককে জানি । কিন্তু ডিটেল তো অনেক । বাবার থেকে সুখ শান্তির বর্ষা পাওয়া যায় তারপর বুদ্ধিতে চক্রও থাকে । প্রতি মূহুর্তেই এই ৮৪ জন্মের চক্রকে স্মরণ করতে হবে । এই জ্ঞান কেবল ব্রাহ্মণরাই পায় যারা দেবতা হতে পারে । ব্রহ্মার থেকেই বিষ্ণু আবার বিষ্ণুর থেকেই ব্রহ্মা । তোমরা যারা দেবী - দেবতা ছিলে তারাই পুনর্জন্ম নিতে নিতে ব্রাহ্মণ হয়েছে । হদের বাবা কেবল জন্ম দেন আর পালন করেন । তিনি তো বিনাশ করেন না । বিনাশের অর্থ হলো সম্পূর্ণ পতিত দুনিয়াই থাকবে না । সম্পূর্ণ রাবণ রাজ্যেরই বিনাশ হতে হবে । নাহলে রামরাজ্য কিভাবে হবে ? সত্যযুগে রাবণকে জ্বালানো হয় না । ভক্তিমাগের কোনো কথাই জ্ঞানমার্গে থাকে না । তোমরা সত্যযুগ আর ত্রেতাতে প্রালঙ্ক ভোগ করো । তাকে বলা হয় জ্ঞানের প্রালঙ্ক , আর একে বলা হয় ভক্তির প্রালঙ্ক । এখানে অল্পকালের ক্ষণভঙ্গুর সুখ । প্রথমে ভক্তি অব্যভিচারী ছিলো তারপর ব্যভিচারী হতে হতে সম্পূর্ণ দুঃখী হয়ে যায় । সন্নতিদাতা কেবলমাত্র শিববাবা , এই কথা তো মানুষকে বোঝাতে হবে যে বাবা আর তাঁর বর্ষা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করো । বাবাকে স্মরণ করলে আর স্বর্গের বাদশাহী পেলে তারপর কিভাবে নরকে এলে , এইসব কথা তোমাদের বসে বোঝানো হয় । এখন তোমাদের সারা সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান হয়েছে । তোমরা এই সময় ত্রিকালদর্শী হচ্ছে । দুনিয়ার মানুষকেও তোমরা বলবে যে দেবতারাও ত্রিকালদর্শী ছিলো না । তাহলে বলবে তখন কারা ছিলো ? কারণ এই সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের তো কেউই জানে না । এই কথা বলা হয় যে যেখানেই সতসঙ্গ হতো , সেখানেই হনুমান গিয়ে জুতোর উপর বসে পড়তো । এই কথা মহাবীর হনুমানের জন্য কেন বলা হয়েছে ? কেননা বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কোনো দেহ - অভিমান থাকে না । সতসঙ্গে যদি এমন কোনো কথা আসে তোমরা বলতে পারো যে প্রাচীন রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি নিতে হলে অমুকের কাছে যাও । যিনি বোঝাবেন তাকে অনেক বাহাদুর আর নিরহংকারী হওয়া চাই । সামান্যতম দেহ - অভিমান যেন না থাকে । যেখানেই যাও , সময় পেলে তোমাদের এই কথা বুঝিয়ে বলা উচিত । যদি মজবুত হয় জ্ঞানে তাহলে এই ভাষণ করতে পারবে যে কিভাবে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়া যায় । পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া তো এই জীবনমুক্তি কেউ দিতে পারবে না । এই কথা মহাবীরই বুঝিয়ে বলতে পারবে । শোনার জন্য কোনো বাধা নেই , গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও তোমরা বাচ্চারা অনেক সেবা করতে পারো । তোমরা বলো রাজযোগ শিখতে হলে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে যাও । আগে তোমাদের অনেক নাম হবে । অনেক মানুষ এখানে আসবে । এখন তো অল্প আছে । তোমাদের নামে ভাগিয়ে নিয়ে আসার কথাও আসবে । কৃষ্ণের নামে ভাগিয়ে আনার কথা ছিলো , কিন্তু ভাগিয়ে নেবার কোনো কথাই নেই । শিক্ষক কি কখনো পড়ানোর জন্য ভাগিয়ে নিয়ে আসে । যারা এই সেবার কাজ করবে তাদের অনেক বিচার সাগর মন্বন করতে হবে আর অনেক বাহাদুর হতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সমস্ত ভক্তি রূপী সীতাদের রাবণের জেল থেকে ছাড়াতে হবে। এক সেকেন্ডে মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ দেখাতে হবে।

২) বাবা এবং তার বর্সা বা সম্পত্তিকে স্মরণ করতে হবে। দেহ - অভিমান ছেড়ে মহাবীর (হনুমান) হয়ে সেবা করতে হবে। বিচার সাগর মন্বন করে সেবার নতুন নতুন যুক্তি বের করতে হবে।

*বরদান :- দেহ সম্বন্ধীয় সম্পর্কের যে কোনো সুক্ষ্ম ধাগাকেও সমাপ্ত করে উড়তি কলায় উড়তে থাকা সম্পূর্ণ ফরিস্তা হও *।

ফরিস্তার অর্থ হল যার পুরানো দুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা সুক্ষ্ম রূপে নিজেকে চেক করো যে এই সুতোর অংশমাত্রও তোমাদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করছে না তো? কেননা যদি কোনো জিনিস ভালো লাগে তবে তা নিজের দিকে অবশ্যই আকৃষ্ট করে। কেউ কেউ বলে যে ইচ্ছে নেই তবুও ভালো লাগে। তাই ইচ্ছে হলো মোটা সুতো আর ভালো লাগা হলো সুক্ষ্ম সুতো। এখন একেও সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ ফরিস্তা হও।

স্নোগান :- মনের দ্বারা শক্তির আর কর্মের দ্বারা গুণের দান করে মহাদানী হতে হবে।

"প্রেম-প্রীতির দায়িত্ব পালনের সহজ উপায় -- নাচো আর গাও"

আজ বহিঃপতঙ্গের রূহানী সভায় জ্যোতির্ময় উপস্থিত হয়েছেন। এই রূহানী সভা হল কতখানি অলৌকিক এবং শ্রেষ্ঠ। জ্যোতির্ময় হলেন অবিনাশী, বহিঃপতঙ্গও হল অবিনাশী, আর এই দুইয়ের প্রেমও হল অবিনাশী। এই রূহানী প্রীতি ও ভালবাসার কথা বহিঃশিখা এবং বহিঃপতঙ্গ ছাড়া কেউ জানতে পারবেনা। যারা জেনেছে তারা প্রেম-প্রীতির দায়িত্ব পালন করছে এবং তারা সবকিছু প্রাপ্তি করেছে। প্রেম-প্রীতির দায়িত্ব পালন করার অর্থ হল সবকিছু প্রাপ্ত করা। দায়িত্ব পালন না করতে পারলে প্রাপ্তিও হবেনা। এই প্রেম-প্রীতির অনুভবী জানে যে এই প্রীতির দায়িত্ব পালন কত সহজ! প্রীতির রীতি-টি কি, জানো তো? শুধু দুটি জিনিস। আর সেইটিও এতই সরল যে সবাই জানেও আর সবাই করতেও পারে। সেই দুটি হল - নাচো আর গাও। এই সবার অনুভব আছে? গান ও নাচ তো সবারই পছন্দ তাইনা? তো এখানে কি আর করবে? অমৃতবেলা থেকে গান গাওয়া শুরু করো। দিনচর্যায় গান দিয়েই ওঠো। তো বাবার এবং নিজের শ্রেষ্ঠ জীবনের মহিমার গান গাও, জ্ঞানের গান গাও, সর্ব প্রাপ্তির গান গাও। এই গান গাইতে পারো না? পারো তো? তাহলে গান গাও আর আনন্দ খুশীতে নাচো। খুশীতে নাচতে নাচতে সব কর্ম করো। যেমন স্থূলরূপে নাচ করলে সম্পূর্ণ শরীরের নাচ করা হয়ে যায়। ডিল হয়ে যায়। বিভিন্ন ভঙ্গিতে নাচ করো। তেমনভাবেই খুশীর নাচ করার সময়ে বিভিন্ন কর্ম রূপী ভঙ্গি করো। কখনও হাতের নাচ, কখনও পায়ের নাচ করো। তো কর্মযোগী হওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের খুশীর নাচ করো। বাপদাদা বা বহিঃশিখার সেই পতঙ্গ পছন্দ যে নাচতে আর গাইতে জানে। এইটাই হল প্রেম-প্রীতির রীতি। তাহলে এইটা খুব মুশকিল নয়তো? কি মনে হয় - সহজ না মুশকিল? এখন মধুবনে তো ইজি বা সহজে করছ, ওখানে ফিরে গিয়েও সহজ বলবে তো? ফিরে গিয়ে বদলে যাবে নাতো? (এখানে ইজি আর ওখানে বিজি হয়ে যাবে নাতো) বরং এই নাচ গানেই বিজি থাকবে তো?

সর্বদা কানে এই মিষ্টি বাজনা শুনতে থেকে - কারণ নাচ গান করতে বাজনাও তো চাই তাইনা! কোন্ বাজনাটি শুনবে? (মুরলী) মুরলীর সারাংশ যে প্রতিটি মুরলীতে বাপদাদা মিষ্টি বাচ্চারা, প্রিয় বাচ্চারা, হারানিধি বাচ্চারা বলে যে স্নেহপূর্ণ স্মরণ করেন। বাবার স্নেহের এই বাজনা সর্বদা কানে শুনবে। তাহলে অন্য কোনো কথা শুনও বুঝতে পারবেনা, বুদ্ধিতে আসবেনা কেননা একটিমাত্র বাজনা শুনতে ব্যস্ত থাকবে, তো অন্য কিছু শুনবে কিভাবে! এমনভাবে সর্বদা গান গাওয়ায় ব্যস্ত থাকবে তো ব্যর্থ কথা মুখ দিয়ে বলার সময় থাকবেনা। সর্বদা বাবার সঙ্গে খুশীতে নাচবে তাহলে তৃতীয় কেউ ডিস্টার্ব করবেনা। দুইয়ের মাঝখানে কেউ আসতে পারবেনা। ফলে মায়াজিত হয়ে গেলে কিনা। না-ই শুনবে, না-ই বলবে আর না-ই মায়া আসবে। তাহলে প্রীতির রীতি হল কি? নাচো আর গাও। যখন দুটোতেই ক্লান্ত অনুভব করবে তখন শুয়ে পড়বে। এখানে শোওয়া মানে কি? শোওয়া অর্থাৎ কর্ম থেকে ডিট্যাচ হওয়া। তো তোমরা কর্মেন্দ্রীয় থেকে ডিট্যাচ হয়ে যাও। অশরীরী হওয়া অর্থাৎ শোওয়া। স্মরণ-ই হল বাপদাদার স্নেহপূর্ণ কোল। তাই যখনই ক্লান্ত হবে তখন অশরীরী হয়ে যাবে, অশরীরী বাবার স্মরণে হারিয়ে যাবে অর্থাৎ শুয়ে পড়বে। যেমন স্থূলরূপে নাচ গান করলে শরীর ক্লান্ত হয় এবং শীঘ্রই ঘুম এসে যায়, তেমনই এই রূহানী গান গেয়ে, খুশীতে নাচ করে শুয়ে পড়বে ও হারিয়ে যাবে। তাহলে বুঝলে তো সারাদিন কি

করবে ? আর ডবল ফরেনার্স তো এই সবতে খুবই শৌখিন । তো যে বিষয়ে শখ আছে তাই করো , ব্যস্। শখ করে শুয়েও পড়ে। তো তিনটি কথাই করতে পারো । তাহলে বুঝলে - প্রীতির রীতি পালন করার উপায় কি ?

আচ্ছা - এখন একটি শব্দ তো ডবল ফরেনার্স ত্যাগ করে যাবে। কোনটি ? (সবাই অনেক রকম শব্দ শোনা - কেউ বলল উদাসীনতা , কেউ বলল ক্লান্তি) আচ্ছা - এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে শব্দটি বলছ সেসব এখনও আছে। আচ্ছা - বলা মানেই ত্যাগ করা। তো একটি শব্দ - *ডিপ্রেসান* - ডিপ্রেসান আর কখনও বলবেনা । *রিয়লাইজেশন বলবে , ডিপ্রেসান নয়*। যে বাবাকে ডাইভোর্স দেয় সে ডিপ্রেসানে ভোগে। তোমরা তো বাবার চিরকালের কম্প্যানিয়ান । তো ডিপ্রেসান শব্দটি শোভা দেয়না । সেল্ফ রিয়লাইজেশনের পরে ডিপ্রেসান হতে পারে কি । বুঝলে - যখন দ্বাপর পূর্ণ হয়ে কলিযুগ আরম্ভ হবে তখন হয়ে যেও। এইটুকু সময়ের জন্যে ডিভোর্স দিয়ে দাও ডিপ্রেসানকে । আচ্ছা ।

পরিবর্তন ভূমিতে অবিনাশী পরিবর্তন করে , সর্বদা প্রীতির রীতি পালন করে , দীপশিখার পছন্দের বহুপতঙ্গ , সর্বদা রুহানী গীত গায়, খুশীতে নাচে , যখন চায় বাবার কোলে শুয়ে পড়ে , এমন হারানিধি , প্রিয় বাচ্চাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার ।

টিচারদের *সঙ্গে* - *অব্যক্ত* *বাপদাদার* *সাক্ষাৎকার* * (*ডবল* *বিদেশী* *টিচার*)

সবাই সেবার ক্ষেত্রে নিজের শক্তি অনুযায়ী প্রমাণ দিয়েছে এবং দিতেই থাকবে ? সেবাধারী অর্থাৎ প্রতিটি সেকেন্ড , প্রতিটি নিশ্বাস , প্রতিটি সংকল্পে বিশ্বের স্টেজে পার্ট প্লে করে যারা। তো সর্বদা নিজেকে বিশ্বের এই নাট্যক্ষেত্রে হীরা পার্টধারী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভেবে চলো । এটাও তো ড্রামায় চান্স পেয়েছ। তো অন্যের জন্যে নিমিত্ত হওয়া মানেই হল নিজে স্বতঃতই অ্যাটেনশানে থাকা। সেইজন্যই সর্বদা বাপদাদার সঙ্গী রূপে , সেবায় উপস্থিত থেকে , এই স্মৃতির আধারে প্রতিটা কর্ম করো। সর্বদা এগিয়ে যাবে আর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সাহস হিম্মত ভাল রয়েছে , বাবার সাহায্যও প্রাপ্ত করছ আর সাহায্য সদা পেতেই থাকবে। নিমিত্ত শিক্ষক স্বরূপ বা রুহানী সেবাধারী স্বরূপ ধারণ করা অর্থাৎ ফলো ফাদার করা। সেইজন্য বাবার সম্মান বাবার হারানিধি তোমরা । বাপদাদাও সেবাধারীদের দেখে খুশীর অনুভব করেন। সবাই সর্বদা নিজেদের নিমিত্ত ভেবে এবং নমন্বচিত হয়ে চলবে। যত নিমিত্ত এবং নমন্বচিত হয়ে চলবে ততই সেবায় সহজ বৃদ্ধি হবে। কখনও আমি করেছি , আমি টিচার , এইরূপ আমিছের ভাব রাখবেনা । একেই বলা হয় সার্ভিসে এগোনোর বদলে থেমে থাকার আধার । এগিয়ে যাওয়ার পথে কখনও সার্ভিস কম হয়ে যায় বা টিলা হয়ে যায় , তার বিশেষ কারণটা হল যে নিমিত্ত ভাবের পরিবর্তে আমিছের ভাব বিদ্যমান হওয়া , ফলে সার্ভিসে দুর্বলতার অনুভব হয় , নিজের আন্তরিক আনন্দ আত্মিক নেশা হারিয়ে যায়। তাই কখনও নিজে এই স্মৃতি থেকে দূরে যাবেনা , আর অন্যদেরও কখনও বাবার বর্সা প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেনা । দ্বিতীয় কথা - সর্বদা এই শ্লোগানটি স্মরণে রাখবে যে *"স্ব-পরিবর্তন দ্বারা যেকোনো পরিবারের আত্মার পরিবর্তন করা এবং বিশ্বকেও পরিবর্তন করা।"* স্ব-পরিবর্তনের উপরে বিশেষ অ্যাটেনশান দেবে। তো সেবায় স্বতঃতই বৃদ্ধি হবে। কম হওয়ার কারণটাও জানলে আর বৃদ্ধির আধারও বুঝলে। তো সর্বদা খুশীতে এগিয়ে যাবে আর অন্যদেরও খুশীতে আনবে। বুঝলে!

তাহলে নশ্বরওয়ান যোগ্য টিচার বা নশ্বরওয়ান সেবাধারীদের লাইনে আসবে। তো ডবল বিদেশী সবাই নশ্বরওয়ান টিচার হয়েছ তইনা ! পরিশ্রম ভালই করছ আর স্নেহ ভালোবাসাও যথেষ্ট রয়েছে । প্রমাণও করেছে। প্রতিটি বাচ্চা সেবাধারী অর্থাৎ টিচার। সেবাকেন্দ্রে থাকুক , আর যেখানেই থাকুক কিন্তু সেবাধারী স্বরূপ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অক্যুপেশান বা পেশা হল সেবাধারী । কে সেবায় কি পার্ট পেয়েছে , কে কি পেয়েছে কেউ আনবে - এই সেবা পেয়েছে , কেউ শোনাবে , কেউ ভোগ আয়োজন করবে আর কেউ ভোগ পরিবেশনের সেবা সবাই হল সেবাধারী । বাপদাদা সবাইকে সেবাধারী ভাবছেন।

(আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্যে সবাই নতুন প্ল্যান তৈরী করেছে , সেইসব বাপদাদা শোনাচ্ছেন)

প্ল্যান তৈরী করতে পরিশ্রম করেছে তার জন্যে অভিনন্দন । এইরকম বুদ্ধি খাটানো অর্থাৎ নিজের আয় বৃদ্ধি করা জমা করা। তো মিটিং করোনি বরং জমা করেছে। সর্বদা নির্বিল্ল , সদা বিল্ল-বিনাশক আর সদা সন্তুষ্ট থাকা এবং সবাইকে সন্তুষ্ট করা। এই সার্টিফিকেট সর্বদা নিতে থাকবে। এই সার্টিফিকেট নেওয়া অর্থাৎ সিংহাসনে বিরাজমান (তখতনশীন) হওয়া । সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখো। দুইয়েরই ব্যালেন্স রাখো। আচ্ছা - যে প্ল্যান তৈরী করেছে - সেইসব প্র্যাক্টিকালে সফল করবে। ভি.আই.পিদের সংগঠন নিয়ে আসবে।

বিদেশী *টিচার* *বোনেদের* *সঙ্গে* *বাপদাদার* *পিকনিক*

পিকনিক হল ? শুনতে থাকো তো ? কখনও থাকে , কখনও শুনবে ... এইটাইতো ঈশ্বরীয় পরিবারের বিশেষত্ব । যে এখনই শিক্ষকের সামনে , এখনই পিতার সামনে , এখনই বন্ধুর সামনে। এইরকম বহুরূপের অনুভব সম্পূর্ণ কল্পে না-ই কেউ করতে পারে আর না-ই কেউ করতে পারবে। এই একমাত্র বাবার-ই পার্ট রয়েছে সঙ্গমে। সত্যযুগে যদি চাও বাপদাদার সঙ্গে পিকনিক করবে তো করতে পারবে কি ? এখন যা চাও , যে রূপে চাও সেই রূপে মিলন করো । সেইজন্য এইরকম বিশেষ সেবাধারীদের ভাগ্য কিনা।

বাপদাদা অমৃতবেলা থেকে প্রতিটি বাচ্চার ভাগ্য দেখছেন যে কত রকমের ভাগ্য প্রত্যেক আত্মার ভেতরে খচিত আছে। অমৃতবেলা-ই ভাগ্য নিয়ে আসে। রুহানী মিলনের ভাগ্য অমৃতবেলা নিয়ে আসে। প্রত্যেক কর্মে তোমাদের ভাগ্য রয়েছে । দেখছ তো বাবাকে । এই চোখ পেয়েছ বাবাকে দেখার জন্যে । কান পেয়েছ বাবাকে শোনার জন্যে ।

তাহলে ভাগ্যশালী হলে কিনা ! প্রত্যেকটি কর্মেন্দ্রীয়ের ভাগ্য রয়েছে । পা রয়েছে প্রতিটি কদমে কদম রেখে এগোনোর জন্যে । এমনই প্রতিটি কর্মেন্দ্রীয়ের নিজের ভাগ্য আছে। তাহলে লিস্ট তৈরী করো যে কতখানি ভাগ্য পুরো দিনে প্রাপ্ত হয় ! বাবাকে দেখো , বাবাকে শোনো, বাবার সঙ্গে ঘুমাও , বাবার সঙ্গে খাও , সবকিছু বাবার সঙ্গে করো। সেবা করো তাও বাবার পরিচয় দাও , বাবার সঙ্গে মেল করাও ... কতখানি ভাগ্য হল তাহলে ? তাই বাপদাদা সদা প্রতিটি বাচ্চার ভাগ্যের রেখা কতোটা স্পষ্ট , লম্বা , ক্রিয়ার আছে - সেইসব দেখেন। ভাগ্যের রেখা মধ্যখানে খন্ডিত নয়তো ? যুক্ত এবং খন্ডিত অথবা যবে থেকে যুক্ত হয়েছে অখন্ড অটুট রয়েছে । খন্ডিত রেখায় পরিবর্তন হয় তাই অটুট অখন্ড । তো এমনই বাচ্চাদের বাবা দেখছেন , বাবার অন্য কাজ আছে নাকি ?

বিশ্বের সেবাকার্যে তোমাদের নিমিত্ত করে দিয়েছেন। বাকি বাবার আর কি কাজ আছে? (বাবা-ই সবকিছু করছেন) শুধুমাত্র ব্যাকবোন হওয়াই বাবার কাজ। আর বাকি কাজ রয়েছে বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া , বাচ্চাদের দেখা , বাচ্চাদের সঙ্গে রুহ-রিহান করা , বাচ্চাদের সঙ্গে চলা , এই কাজ রয়েছে তাইনা ! তোমাদের কাজ বিশ্ব জগতের সঙ্গে আর বাবার কাজ বাচ্চাদের সঙ্গে । বাবাকে বিশ্বের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করা হয় তোমাদের দ্বারা ,তোমরা তাঁর সন্তান কিনা ! সন্তানের দ্বারা বাবা প্রত্যক্ষ হয়ে থাকেন। ব্যাকবোন হলেন বাবা । বাবা ব্যাকবোন না হলে বাচ্চারা ক্লান্ত হয়ে যাবে। মোহ রয়েছে কিনা। তাই বাচ্চাদের ক্লাস্তি বাবা দেখতে পারেননা । তাই দেখা প্রতি বছর এখানে আসো ক্লাস্তি মেটাতে। এখানে এসে সেবার দায়িত্বের মুকুট নামিয়ে রাখো কিনা। সেখানেতো এক একটি কথা দেখবে - কেউ দেখছেননা তো , কেউ শুনছেননা তো । এখানে যদিও কিছু হয় তবে জানবে দিদি দাদী বসে রয়েছেন বাপ-দাদা বসে আছেন , আপনা থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখানে ক্রী অনুভব করো তাইনা । তো বিদেশের সেবায়ও ভালই অনুভব হয় তাইনা ? ডবল নলেজফুল হলে কিনা ? আচ্ছা ।

বরদান :- বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হয়ে দুঃখী এবং অশান্ত আত্মাদের খুশীর দান করে এমন মাস্টার দয়াশীল ভব।

ব্যখ্যা :- বর্তমানে সবকিছু প্রাপ্ত করা যায় কিন্তু সত্যিকারের খুশী প্রাপ্ত করা যায়না । তাই এমন সময়ে দুঃখী অশান্ত আত্মাদের খুশীর অনুভূতি করাও তবে তারা মন থেকে আশীর্বাদ করবে। তোমরা হলে দাতার সন্তান তাই মন খুলে খুশীর খাজানা দান করো , দয়াশীল স্বরূপের গুণ ইমার্জ করো । কখনোই এই কথা ভেবোনা যে এরা তো শুনবেনা । যতই বিপক্ষে থাকুক তবুও তোমরা দয়ার ভাব ত্যাগ করবেনা । দয়া ভাব , শুভভাব নিশ্চয়ই ফলদায়ী হয়।

শ্লোগান : জ্ঞান যোগের ধারণা করা অর্থাৎ রুহানী ধারণা -- এই ধারণার দ্বারা শক্তিশালী হও এবং অন্যদের শক্তিশালী করো।

*মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার ফগ্(কুহেলিকা) অত্যন্ত বলশালী, এর থেকে তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে ।
কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না ।

*প্রশ্নঃ - এমন কোন্ কর্তব্য মহাবীর বাচ্চারা কার্যে পরিণত করেছে যা শাস্ত্রে তাদের স্মৃতিচিহ্ন
রূপে উল্লিখিত আছে* ?

*উত্তরঃ - মহাবীর বাচ্চারা সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে অচেতনকে সচেতন করে তোলে, এরই স্মৃতিচিহ্ন
স্বরূপ শাস্ত্রে হনুমানের সঞ্জীবনী বুটি নিয়ে আসা দেখানো হয়েছে । তোমাদের বাচ্চাদের দয়া অনুভব
হওয়া উচিত । যারা সার্ভিস করা কালীন বাবার থেকে বর্সা নিতে নিতে কোনও কারণে বাবার হাত
ছেড়ে চলে গেছে, পত্র লিখে তাদের চেতনা ফিরিয়ে আনো । পত্রের মাধ্যমে জানতে চাও, এমন কি
হয়েছে যার জন্য তোমরা পড়া ছেড়ে দিয়েছ ! কেন তোমরা দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছ ? যারা
অধোগতির দিকে যাচ্ছে তাদের তোমরা বাঁচাও* ।

গীতঃ- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু

ওম্ শান্তি । এটা অতি কমন একটা সঙ্গীত । হে ভগবান, তুমি অন্ধের যশি হও; কারণ মানুষ
ভক্তিমাগে অনেক বিভ্রান্তির মধ্যে হাতড়ে বেরিয়েছে । তবুও তারা বাবাকে পায়নি । আত্মা বলে, হে
বাবা ! আপনাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এই শরীর দ্বারা এদিক ওদিক অনেক ঘুরে বেরিয়েছি ।
আপনাকে খুঁজে পাওয়ার পথ বড় কঠিন । মানুষ এটা নিশ্চয়ই বোঝে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তারা
ভক্তি করে আসছে । তারা বোঝেনা নয়নহীন থেকে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে সর্বাত্মক জ্ঞান নিতে হবে ।
ভক্তিমাগের নিয়ম হলো ভক্তি করা আর বিভ্রান্তির প্রস্তুতখণ্ডে হোঁচট খাওয়া । অর্ধকল্প ধরে মানুষ
এইভাবে হোঁচট খেতে থাকে । তোমরা এখন সংশয়মুক্ত হয়েছ । তোমরা না ভক্তি করো আর না-ই
শাস্ত্র পড়ো । ভগবানকে যখন পেয়ে গেছ, তবে আর কেন তোমরা সেসব করবে ? কেন আমরা
বিভ্রান্তিতে হাতড়ে বেড়াবো যখন স্বয়ং ভগবানকে খুঁজে পেয়েছি, যিনি আমাদের তাঁর সঙ্গে ফিরিয়ে
নিয়ে যাবেন ! ভগবান যখন আসবেন তিনি অবশ্যই সবাইকে তাঁর সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন ।
সবাই ঠোঁকর খাচ্ছে তবুও আবার পরস্পর পরস্পরকে আশীর্বাদও করে যাচ্ছে, কিন্তু তারা কিছু
বোঝেনা । তারা বিশ্বাস করে, পোপ অথবা অন্যান্য গুরুরা এসে ভগবানকে খুঁজে পাওয়ার রাস্তা বলে
দেবেন । কিন্তু গুরুরা নিজেরা সেই পথ জানেনা, সুতরাং তারা কিভাবে অন্যদের সেই পথের দিশা
দেখাবে ! এমনকি তারা যখন রেসিংস দেয়, তারা বলে, ভগবানকে স্মরণ করো ! বলো রাম , রাম
! উদাহরণস্বরূপ, যখন তোমরা রাস্তায় কাউকে জিজ্ঞাসা করো অমুক জায়গাটা কোথায়, তখন সে
বলবে এই রাস্তা বরাবর সোজা গেলে, আপনি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন । সে বলবেনা যে, আসুন, আমি
সঙ্গে করে পৌঁছে দিচ্ছি সেখানে । তুমি রাস্তা জানতে চেয়েছ আর তারা তা তোমাকে বলে দিয়েছে,
কিন্তু তবুও তোমার সাথে একজন গাইড প্রয়োজন । গাইড ছাড়া তুমি হারিয়ে ফেলবে, যেমন জঙ্গলের
মধ্যে ফগের(কুহেলিকায়) কারণে একদিন তুমি সব হারিয়েছিলে ! এই মায়ার ফগ্ অত্যন্ত বলশালী
। যারা জাহাজ চালায় তারা ফগের(কুয়াশা) কারণে কিছু দেখতে পায়না, সেইজন্যে তারা খুব সতর্ক
থাকে । তেমনি, এই মায়ার ফগের(কুহেলিকা) জন্য কেউ পথের ঠিকানা জানেনা । তারা ক্রমাগত
জপ, তপ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি করতে থাকে । জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভগবানকে পাওয়ার জন্য তোমরা ভক্তি

করছ । তোমরা নানারকম মত অনুসরণ করছ, যেমন তোমাদের সঙ্গ তেমন তোমাদের রং । প্রত্যেক জন্মে তোমরা গুরুর শরণাপন্ন হও । এখন তোমরা বাচ্চারা সদগুরু খুঁজে পেয়েছ । তিনি নিজে বলেন, প্রতি কল্পে আমি এসে বাচ্চারা তোমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই আর তারপরে তোমাদের বিষ্ণুপুরীতে পাঠিয়ে দিই ।

আমরা এখন বাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার নিচ্ছি । উদাহরণস্বরূপ, কোনও গুরু বা পণ্ডিত ইত্যাদিগণ এসে এই জ্ঞান নিয়ে অন্যকে বলেন 'মনমনান্তব', শিববাবাকে স্মরণ করো, তবে তাঁদের শিষ্য ইত্যাদিগণ তাঁদের জিজ্ঞেস করে তিনি এই জ্ঞান কোথা থেকে পেয়েছেন ! শিষ্যরা ততক্ষণাত্ বুদ্ধি নেবে যে, গুরু অন্য পথ অবলম্বন করেছেন । তাঁর রুজি-রুটি বন্ধ হয়ে যাবে; তাঁর প্রতি মানুষের যে আস্থা তাও শেষ হয়ে যাবে । তারা বলবে, আপনি ব্রহ্মাকুমারীদের থেকে জ্ঞান নিয়েছেন, তবে আমরাও তাঁদের কাছে যেতে পারি ! গুরুরা নিজেরাও বলেন, শিষ্যরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে । কোথা থেকে আমাদের জীবিকানির্বাহের উপায় হবে ! আমাদের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে ! আমাদের সমস্ত সম্মান নষ্ট হবে । এখানে সাতদিনের জন্য তোমাদের ভাড়িতে অর্থাৎ কঠোর পরীক্ষার মধ্যে রেখে তারপর তোমাদের সবরকম কাজ করতে বলা হবে, রুটি করো, এই করো ! সন্ন্যাসীরাও, তাঁদের কাছে যারা আসে তাদের দিয়ে এইসব কাজ করান যাতে দেহ-অভিমান চূর্ণ হয়ে যায় । এই পরিস্থিতিতে কারও কারও পক্ষে এখানে থাকাটা খুব কঠিন হয়ে যায় । দ্বিতীয়তঃ, সর্বাগ্রে, যারা বাইরে থেকে আসে তাদেরকে বাবার পরিচয় দিয়ে বলা যে, তোমরা মাতাপিতার থেকে বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার নিচ্ছ । বাবা, বিশ্বের রচয়িতা । আমাদের এইম্ অবজেক্ট হলো সাধারণ মানুষ থেকে নারায়ণ হওয়া । যদি তোমরা এখানে প্রবেশের অনুমতি চাও, তোমাদের এখানে এসে ৭/৮ দিনের পড়া পড়তে হবে । কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন । সহজে গর্বের পাহাড় কেউ ভাঙতে পারেনা । সেইরকম মানুষজন এখানে তাড়াতাড়ি আসতে পারেনা । বাবা বোঝান যে, তোমরা ভাই-বোন । তোমরা একে অপরকে বোঝাতে পারো । উদাহরণস্বরূপ যেমন, কোনও বাচ্চা খুব ভালো সার্ভিস করত, অনেককে বুঝিয়েছিল, এখন বাবার হাত ছেড়ে দিয়েছে । তোমরা জানো যে, শিববাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা পড়ান । তিনি ডিরেক্ট আমাদের পড়াতে পারেননা । বাবা বলেন, ব্রহ্মা দ্বারা আমি স্থাপনা করি । আমি রাজযোগ শেখাই । কারও ব্রহ্মার হাত ছেড়ে দেওয়ার অর্থ শিববাবার হাত ছেড়ে দেওয়া । এই সম্বন্ধে ভেবে দেখ, কেন অমুক-অমুক ব্যক্তি বাবার হাত ছেড়ে দিয়েছে ? সৌভাগ্যবান হওয়ার পরিবর্তে কেন তোমরা ভাগ্যহীন হচ্ছ ? তোমরা নিশ্চয়ই বোনেদের প্রতি অভিমান করে মুখ কালো করে আছ ! তোমরা যে বিশ্বের বিশাল ধনভাণ্ডার নিচ্ছিলে, তার কি হলো ? বাবা তোমাদের পড়াচ্ছিলেন, তিনি কি তোমাদের কিছু বলেছেন যে তোমরা পড়াশোনা বন্ধ করে হতভাগ্য হয়েছ ? বাবা বলতেও পারেন, কেন তোমরা রাজযোগের পড়া ছেড়ে দিয়েছ ? যারা এই জ্ঞানে আশ্চর্য হয়ে যেত তোমরাও এখন তাদের সারিতে ! বাবার হয়ে, অন্যদের জ্ঞানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে তারপর তোমরা উদ্ধাও হয়ে গেলে ! তোমরা তোমাদের ভাগ্য-উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছ । যথোচিত সময়ে তোমাদের উচিত তাদের পত্র লেখা । হতে পারে, তোমাদের চিঠি পড়ে তারা আবার সচেতন হবে । পতনোন্মুখ যারা তাদের বাঁচাতে হবে । দুর্বল ব্যক্তিকে যে বাঁচায় তাঁকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানানো হয় । এটাও কাউকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচানো । এই সবই জ্ঞানের বিষয়বস্তু । তোমাদের লেখা উচিত, তোমরা কাগরীর হাত ছেড়ে দিয়ে এখন ডুবে যাচ্ছ । সাঁতারুরা জানে, বিপদের মধ্যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেও কিভাবে সাঁতরে অন্যদের বাঁচানো যায় । কেউ জানেনা, কিভাবে ভালোভাবে সাঁতরানো যায়, কিভাবে ভালো সাঁতারু হওয়া যায় ! না জানলে সব কিছু

খোয়াতে হবে । *কাউকে ডুবতে দেখলে তাকে ১০-২০ টা চিঠি লেখো, এটা কোনও ইনসাল্ট নয়* । তোমরা এত সময় ধরে বাবার হাত ধরে থেকে অন্যদের বুঝিয়েছ, তারপরেও কিভাবে তোমরা ডুবে যাচ্ছ ? সস্নেহে তাদের লেখো, বোন , তোমরা রাজযোগ শিখেছ পার হতে, কিন্তু তোমরা তো এখন ডুবে যাচ্ছ ! দয়া হলে বেচারাকে বাঁচাবে । তারপর কেউ নিজেকে বাঁচাবে কি বাঁচাবেনা সেটা তার ভাগ্য ! দ্বিতীয়তঃ, প্রদর্শনীতে মানুষ তাদের ওপিনিয়ন লিখে বলে, এখানে তোমরা সাধারণ নর থেকে নারায়ণে পরিবর্তিত হওয়ার পথ দেখিয়েছ । এই রাজযোগ খুব ভালো । তারা এটা লেখে অথচ বাইরে যেতেই তাড়াতাড়ি সব ভুলে যায় । সেই কারণে তারা যখন কিছু লেখে, সেই আরম্ভ (আরম্ভ করা হয়েছে) আলোচনা তোমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং বলা উচিত যে, তোমরা তোমাদের ওপিনিয়ন দিয়েছিলে কিন্তু এখনও পর্যন্ত কি করেছ ? না তোমরা নিজেদের লাভবান করেছ না অন্যদের ! সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাতাপিতার পরিচয় দেওয়া । এইজন্য বাবা তাদের জিজ্ঞাসা করতে প্রশ্নাবলী বানিয়েছেন, তাদের জিজ্ঞেস করো পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তাদের কি সম্বন্ধ ? তাঁর থেকে তারা কোন উত্তরাধিকার পাচ্ছে ? তোমাদের উচিত এইসব তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া । তোমরা প্রদর্শনীর সব বুঝিয়ে দেওয়ার পরে তাদের দিয়ে কিছু লেখালে আর কোনও লাভ হয়না । মুখ্য কথা হল মাতাপিতার পরিচয় দিতে হবে । যদি তোমরা এটা বুঝে থাকো তবে তা লেখো । তা না হলে, ধরে নেওয়া হবে যে, তোমরা কিছু বুঝতে পারনি । তোমাদের উচিত গভীরভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে তারপরে তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া যে, সত্যিকারে ঐরা জগদম্বা এবং জগত্ পিতা । তাদের লেখা উচিত তারা বাবার থেকে সত্যিকারে বরসা প্রাপ্ত করছে । যখন তারা এটা লিখে দেবে, তখনই বুঝবে যে, তোমরা কিছু সার্ভিস করেছ । তারপরে যদি তারা না আসে তবে তাদের চিঠি লিখতে হবে, যদি ঐনারা সত্যিকারে জগদম্বা আর জগত্ পিতা হন তবে বরসা নিতে কেন আসছ না ! মৃত্যু তো হঠাত্ করে আসবে । তোমাদের মেহনত করা উচিত । একটা প্রদর্শনী করে, তার থেকে যদি দু-চারজন বেরিয়ে আসেও তাতে লাভ কি হবে ? তোমাদের বাচ্চাদের মেহনত করতে হবে । যদি কেউ আসা বন্ধ করে, তোমাদের উচিত তাকে চিঠিতে জানানো যে, তোমরা বেহদের বাবার থেকে বিশ্বের মালিকানা নিতে নিতে মায়া তোমাদের মুষ্টিবদ্ধ করে ফেলেছে । তোমরা বাবার পক্ষ ছেড়ে দিয়েছ । এইভাবে তোমরা তোমাদের পদ বিনষ্ট করছ । *কেউ অবচেতন হলে, যারা মহাবীর, তারা ততক্ষণত্ তাকে সঙ্গীবনী বুটি দেবে । মায়া তার নাক ধরে নিজের আয়ত্বাধীন করে নেয়, সুতরাং, তাকে রক্ষা করো । একমাত্র যখন তোমরা সেইরকম মেহনত করবে তখনই কোটি কোটির মধ্য থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বেরোবে* । তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে, স্যাপলিং কেমন শেকড়ের ! কন্যারা লেখে যে, তাদের গলা রুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তবুও তোমাদের উচিত নয় অধিক বিস্তারে ব'লে নিজের অধিকারভুক্ত করা । সর্বাগ্রে মুখ্য বিষয়ে বুঝিয়ে তাদের দিয়ে লিখিয়ে নাও তারপরে অন্য কথায় যাবে । তোমাদের উচিত ত্রিমূর্তির চিত্র খুব ভালোভাবে বোঝানো । তোমাদের নিশ্চয় আছে যে, তিনি তোমাদের মাতাপিতা, সুতরাং তোমাদের তাঁর থেকে বিশ্বের ধনভাণ্ডার লাভ হবে । এটা কোনও সমস্যা নয় কার কতো বয়স হয়েছে, সে এই শব্দদুটো সবাইকে বোঝাতে পারে । এমনকি তোমরা যদি এই শব্দদুটো না ধারণ করতে পারো তবে বাবা বুঝবেন তোমরা কোথাও কোনও অর্থহীন কথার জালে জড়িয়ে গেছ । অবশ্যই তোমরা মুখে বেশী কথা বলবে না । শুধুমাত্র বাবা আর উত্তরাধিকার স্বরণ করো । উত্তরাধিকার বিষ্ণুপুত্রী, যেখানকার তোমরা মালিক হবে । বাবা যেমন তোমাদের বোঝান তেমনই তিনি সবকিছু সহজ করে দেন । কোনও সমস্যা নেই যে, তারা কি পছন্দ করে, তারা পাথরবুদ্ধির কিনা অথবা কুঁজো কিনা, তারাও উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে । কেবল শ্রীমত্ অনুসরণ করো । আত্ম-অভিমानी হওয়া সহজ । কারও

যদি কোনও গৃহস্থালি সংক্রান্ত কাজকর্ম কিছু না থাকে আর সে যদি একা হয় তাহলে সে অনেক সার্ভিস করতে পারে। কয়েকজনের দেহ-অভিমান খুব। মোহজালের তার ছিঁড়তে চায় না। যারা দেহী-অভিমानी তাদের দেহের প্রতি কোনও মোহ থাকেনা। বাবা তোমাদের কার্য সাধনের নিয়ম বলে দেন। তিনি বলেন, নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো। এই পুরনো দুনিয়া থেকে তোমাদের মমস্ববোধ সরিয়ে নিতে হবে। এক এবং একমাত্র বাবাকে স্মরণ করা উচিত। বর্সাকে স্মরণ করলে রচয়িতা বাবাও স্মরণে আসবে। এটা অনেক সহজ উপার্জন, নিজে করো আর অন্যকেও উত্সাহ দাও। মা-বাবা তাঁদের বাচ্চাদের উপযুক্ত বানান আর বাচ্চাদের কর্তব্য মা-বাবার দেখাশোনা করা, অতএব, মা-বাবা মুক্ত হয়ে যায়। এখানে এমন অনেকে আছে যারা মোহবশে আছে। অনেকের নিজের সন্তান নেই কিন্তু পালিত সন্তানের প্রতি মোহ থাকে তখন তারা আর পদ পায়না। সার্ভিসের পরিবর্তে তারা ডিসসার্ভিস করে ফেলে। তাদের নিশ্চয় করতে হবে যে তিনি তাদের পিতা, প্রদর্শনীতে মুখ্য বিষয় বোঝাতে হবে, রাজযোগের মাধ্যমে তাঁর থেকে তোমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার লাভ করছ। কিভাবে নতুন দুনিয়া রচিত হয়! কিভাবে আমরা মালিক হই, এটাই এইম অবজেক্ট। যতই হোক, কিছু কিছু বাচ্চা পুরো বোঝায় না। বাচ্চারা তোমাদের রাতদিন খুশিতে থাকা উচিত যে তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান। সেখানে তোমাদের মতো অর্থাৎ ঈশ্বরীয় সন্তানদের মতো বিষ্ণুর সন্তানদের এত খুশি থাকেনা। তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ, এরপরে তোমরা বিষ্ণুর সন্তান হবে কিন্তু এখনকার খুশি বেশী। ঈশ্বরীয় সন্তানদের থেকে দেবতাদের অধিক শ্রেষ্ঠ বলা হয়না। সুতরাং, ঈশ্বরীয় সন্তানদের কতো খুশি হওয়া উচিত! কিন্তু তবুও এখান থেকে ছেড়ে চলে গেলে মায়া তোমাদের সবকিছু একেবারে ভুলিয়ে দেবে। তখন তোমরা বুঝতে পারবে তোমাদের ভাগ্যে রাজত্ব নেই। তোমাদের অনেক মেহনত করা উচিত। মায়া এমনই যে ততক্ষণাত্ চপেটাঘাত করে তোমাদের সবকিছু ভুলিয়ে দেয়। আচ্ছা!

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ -স্মরণ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) তোমরা মোহ বন্ধনের তার ছিন্ন করে এবং তোমাদের পুরানো শরীর এবং পুরানো দুনিয়া থেকে সমস্ত আসক্তি দূরে সরিয়ে সার্ভিসে নিজেরা নিযুক্ত হও। বাবাকে আর বাবার বর্সাকে স্মরণ করো এবং উপার্জন সঞ্চয় করো।

২) ভালো সাঁতারু হয়ে সকলকে পারে নিয়ে যাওয়ার সার্ভিস করো। শ্রীমত্ অনুসরণ করো এবং বুদ্ধিকে অর্থহীন কথায় নিয়োজিত কোরো না।

বরদানঃ- এক বল এক ভরসায় থেকে পরিবর্তনের সবরকম পরিস্থিতিতে একরস স্থিতিতে স্থিত হয়ে সর্বশক্তিসম্পন্ন ভব

এক বল, এক ভরসায় থাকা আত্মা সর্বদা একরস স্থিতিতে স্থিত হবে। একরস স্থিতি অর্থাৎ সদা অচল, অস্থির নয়। এক বাবার দ্বারা সর্বশক্তি প্রাপ্ত করে সর্বশক্তি সম্পন্ন হয়ে থাকলে আত্মা যে

কোনও পরিবর্তনের পরিস্থিতিতে অচল থাকতে পারে। একরস স্থিতির অর্থই হলো একের দ্বারা সর্ব সস্বন্ধ, সর্ব প্রাপ্তির রস আশ্বাদন অনুভব করা। তাকে আর কোনও সস্বন্ধ আকৃষ্ট করতে পারেনা।

শ্লোগানঃ- বেহদ সেবার শ্রেষ্ঠ বৃত্তি রাখার অর্থই হল বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া ।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - "বাবা এসেছেন তোমাদের দুঃখলোক থেকে উদ্ধার করে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য, 'ধাম' শব্দটি কেবল মাত্র পবিত্র স্থানের উদ্দেশ্যেই বলা হয়ে থাকে।"

প্রশ্ন :- এই বেহদের (অসীমের) খেলা (নাটক) কোন্ দুটো শব্দের আধারে রচিত হয়েছে?

উত্তর :- "আশীর্বাদী-বর্ষা ও অভিশাপ" -- বাবা সুখ ভোগের আশীর্বাদী বর্ষা দেন, আর রাবণ দুঃখ ভোগের অভিশাপ দেয়। এটাই বেহদের সার কথা। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা এই বাবার থেকেই আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়ে থাকে। কিন্তু এর পরের অর্ধকল্পে রাবণ আত্মাদেরকে কেবল অভিশাপই দিয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে যে, তোমরা আত্মারা সেই নিরাকারী দুনিয়ার বাসিন্দা ছিলে, তাই তো আবার সুখের দুনিয়াতেও তোমরা অভিনয় করার সুযোগ পাচ্ছো। তোমরাই তারা, যারা দেবী-দেবতা থেকে একের পর এক ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয়ে এখন ব্রাহ্মণে পরিণত হয়েছে, আবারও দেবী-দেবতা হবার লক্ষ্যে।

গীত :- ওঁ নম শিবায়।

ওঁ শান্তি। এ সবই হচ্ছে বেহদের বাবার মহিমা। যেহেতু সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হলেন এই এক ও একমাত্র ভগবান। তাঁর অজানা কিছুই নেই। তাই এই সর্বোচ্চ ভগবানের অভিমতও অবশ্যই অতি উচ্চ মানেরই হবে। আর এই কারণেই ওঁনার বাণী-কে অর্থাৎ শ্রীমতকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ মতের অধিকারী। ভক্তি-মার্গের সকল ভক্তগণও এই এক ভগবানকেই স্মরণ করে। যেহেতু তিনি ভগবান, তা হলে তো ওঁনার ভগবতীও থাকবে অবশ্যই। যেমন আত্মাদের পিতা যখন আছেন, সেক্ষেত্র মাতাও তো থাকবে,-তাই না! এক তো হয়ে থাকে আমাদের লৌকিক পিতা-মাতা, আর হয় পারলৌকিক মাতা-পিতা। লৌকিক পিতা-মাতা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন আত্মা যখন দুঃখী হয়ে পড়ে, সে তখন পারলৌকিক মাতা-পিতাকেই স্মরণ করতে থাকে। এখানে এখন তোমরা সেই লৌকিক সম্বন্ধেই আবদ্ধ হয়েছে। এই পারলৌকিক পিতা-মাতাই তোমাদেরকে পরলোকে নিয়ে যায়। লৌকিক সম্বন্ধ হলো বন্ধন যুক্ত, তাই এতে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। *দুঃখের পরলোক হয়, প্রথমটি হলো 'নিরাকারী-লোক', যেখানে সকল আত্মাদেরই বাসস্থান। দ্বিতীয়টি হলো 'সাকারী-লোক', যাকে সুখধাম বলা হয়। একটি শান্তিধাম আরেকটি সুখধাম*। বাবা এই দুঃখ লোকেই আসেন, যাকে মৃত্যুলোক বা পতিত ব্রষ্টাচারী দুনিয়াও বলা হয়ে থাকে, এবং এখানে সকল আত্মারাই এখন পতিত, তাই বাবা আসেন তাদের সকলকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিকার গ্রস্ত আত্মাদেরকেই পতিত বলা হয়। সত্যযুগে কেবলমাত্র সম্পূর্ণ নির্বিকারী পবিত্র-পাবন আত্মারাই থাকে। জগতের মানুষেরা তো আগে লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা ও গুণকীর্তন করতো, যেহেতু তারা নিজেদেরকে বিকারী আত্মা বলে মনে করতো। সত্যযুগ সুখধাম ও বৈকুণ্ঠধাম হওয়ার কারণে লক্ষ্মী-নারায়ণ, মহারাজা-মহারানীরা এবং তাদের প্রজারাও সবাই থাকে পবিত্র আত্মা। নরককে তো আর ধাম বলা যায় না, ধাম কেবলমাত্র পবিত্র দুনিয়াকেই বলা হয়। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটা হলো সম্পূর্ণ অপবিত্র দুনিয়া। অথচ একসময় এই ভারতভূমিই ছিল সম্পূর্ণ সুখধাম অর্থাৎ পবিত্র দুনিয়া। যা এখন অবশ্য পতিত ব্রষ্টাচারী, নরকে পরিণত হয়েছে। তাই তো এখন এক ও একমাত্র পরমাত্মা বাবাকেই আসতে হবে। যিনি এসে সকল আত্মাদেরকে সুখের পরশ দিয়ে সুখী বানাবেন। একমাত্র এই

পরমাত্মাই হলেন স্বর্গের রচয়িতা। জগতের মানুষ তো বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "বাবা, পূর্বে তুমিই তো আমাদের সেই স্বর্গ লাভের আশীর্বাদী বর্ষা দিয়েছিলে।" অর্ধকল্প তো আমরা (আত্মারা) সেই স্বর্গেই অধিবাসী ছিলাম, যা ছিল সূর্য-বংশীয় ও চন্দ্র-বংশীয় রাজত্বের রাজধানী। বাবাও বাচ্চাদের স্মরণ করিয়ে বলেন- "হ্যাঁ, ২১-জন্ম তোমরা ব্রাহ্মণেরাই স্বর্গবাসী ছিলে।" তার মধ্যে ৮-জন্ম সত্যযুগে এবং ১২-জন্ম ত্রেতায় ছিলে। এই সব রহস্যের কথা বাবা স্বয়ং বসে তাঁর বাচ্চাদের বোঝান। তিনি বলেন, "বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের জন্মের কাহিনীই তো জানো না, আমি তোমাদের সেই সব বৃত্তান্ত বিসদে জানাচ্ছি।" নিরাকারী বাবা বসে তাঁর নিরাকারী বাচ্চাদের সাথে সেই সব কথাই আলোচনা করছেন। উনি জানাচ্ছেন, "আমি এই ব্রহ্মাবাবার সাধারণ শরীরকে আধার করে তোমাদের বুদ্ধিতে থাকি। অর্ধকল্প তোমরা অ-শোক বাটিকায় (স্বর্গসুখে) ছিলে, তারপরেই তোমরা শোক বাটিকায় এসে পড়েছো। অর্থাৎ সুখ ভোগ সম্পূর্ণ হয়ে এখনকার এই দুঃখের সাগরে এসে পড়েছো। বাম-মার্গ নরক হওয়ার কারণে তোমরা যখন দুঃখী হও, তখন এই বাবা এসে তোমাদেরকে রাবণ-রাজ্যের শাসন থেকে মুক্ত করে সুখের রাম-রাজ্যে নিয়ে যান। অবিনাশী নাটকের এই সব খেলা আগে থেকেই অবিনাশী চিত্রপটে খোঁদিত আছে। সেই অনুসারেই বাবার কর্ম-কর্তব্য হচ্ছে, আশীর্বাদী-বর্ষা দেওয়া আর রাবণের কাজ হলো দুঃখের নিমিত্তে কেবল অভিশাপ দেওয়া। এসবই হলো অসীম বেহদের নাটকের কাহিনী চিত্র। তাই এখন আবার বাবা তোমাদের ২১-জন্মের জন্য সুখের আশীর্বাদী-বর্ষা দিয়ে চলেছেন। যেহেতু ভগবান স্বয়ং স্বর্গের রচয়িতা, তাই তিনি তাঁর সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের অবশ্যই সেই স্বর্গ লাভের আশীর্বাদী-বর্ষাই প্রদান করবেন। যেমনটি পূর্বেও তারা পেয়েছিল। এই মায়া এসেই অর্ধকল্প কেবল শ্রাপিত করে। এখন যদিও বা এসব ঘটনা-চক্র তোমারা তোমাদের বুদ্ধিতে ধারণ করেছো। এই চক্র কখনো শেষ হয় না। তাই আবার এই আশীর্বাদী-বর্ষা দেওয়ার জন্য বাবাকে আবারও অবশ্যই আসতে হবে। যেহেতু এখন বাবা এসেছেন তাঁর আশীর্বাদী-বর্ষা দিতে, কিন্তু তোমরা এটা জানো যে, বাবার এই আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকারী একমাত্র সেই সকল আত্মারাই, যারা পূর্ব কল্পেও বাবার থেকে সেই আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়েছিল। আগামীতে দেবী-দেবতা ধর্মীয় আত্মারা ব্যতীত অপর কোনও আত্মারাই বাবার সেই আশীর্বাদী-বর্ষার অধিকারী হতে পারবে না। বাবার ব্রাহ্মণ সন্তানরাই কেবলমাত্র দেবী-দেবতা পদের প্রাপ্তি লাভ করবে। সর্ব প্রথমে তোমরা আত্মারাই (ব্রাহ্মণ সন্তানেরা) নিরাকারী দুনিয়ার অধিবাসী ছিলে। তারপর তোমরা জগৎ সংসারে আসো সুখ-ভোগ ও কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করার জন্য। তোমরাই প্রথমে দেবী-দেবতা পদ পেয়ে তারপর ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে পরিনত হয়েছো। একমাত্র তোমরাই এই চার বর্ণের মধ্যে এসে থাকো। এখন যে সকল আত্মারা পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়েছে, তারা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী বলে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা এটাও সম্যক জানে যে, সকল আত্মারা একই বাবার সন্তান হওয়ায়, একে অপরের ভাই-বোনের সম্পর্ক। যার ফলে তাদের আর বিকারের দৃষ্টিও থাকে না। যেহেতু তারা এটাও জেনে গেছে যে, একমাত্র পবিত্রতার দ্বারাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়া সম্ভব। তাই তারা সর্বদাই কেবলমাত্র এক বাবাকে এবং স্বর্গ রাজ্যকেই স্মরণ করতে থাকে। কারণ স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য কেবলমাত্র এই এক জন্মই তাদেরকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকতে হয়। বর্তমানের এই সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই হলো মৃত্যুলোক, তাই তাকে অবশ্যই মূর্ত্যবাদ করাই উচিত, আর অমরলোককে জিন্দাবাদ। অমরলোকে রাবণের রাজত্ব না থাকার কারণে পাঁচ বিকারের নাম-গন্ধও পর্যন্ত থাকে না। সত্যযুগ ও ত্রেতা হলো রামরাজ্য, আর দ্বাপর ও কলিযুগকে বলা হয় রাবণরাজ্য। যে ভারত একসময় হীরের ন্যায় মূল্যবান ছিল, সেই ভারতই এখন কাঁনা-কড়ির মতন মূল্যহীন হয়ে গেছে। তাই বাবা বলছেন, "এখন আমি এসেছি তোমাদেরকে পুনরায় হীরের মত

মূল্যবান জন্ম দিতে"। তিনি বলেন, "তোমরা ব্রাহ্মণেরা পুরোপুরি আমার শ্রীমত অনুসারেই চলো- তা না হলে তোমরা স্বর্গের সেই সুখ দেখতে পাবে না। স্বর্গে কোনও আত্মাই দুঃখী থাকে না এবং সেই রাজ্যও খন্ডিত রাজ্য হয় না। একমাত্র ভারত-ই হলো সেই প্রাচীন খন্ড রাজ্য যেখানে কেবল সকল দেবী-দেবতাই রাজত্ব করে। তাই তো এই ভারত-ভূমিকেই স্বর্গ বলা হয়। অর্ধকল্প তোমরা সেই স্বর্গের সুখ লাভ করেছ, আর তারপরেই রাবণরাজ্য শুরু হয়েছে। শিববাবার দ্বারা স্থাপিত হওয়ার কারণে একমাত্র সত্যযুগকেই 'শিবালয়' বলা হয়ে থাকে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই সেই স্বর্গের স্থাপনা এবং শংকরের দ্বারা নরকের বিনাশ করিয়ে থাকেন। যিনি স্বর্গের স্থাপনা করবেন, তিনিই স্বর্গের পালনাও করবেন এবং তিনিই হবেন বিষ্ণুপুরীর মালিক। এক এই শিববাবাই আত্মাদেরকে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানিয়ে থাকেন। বর্তমানে তোমরাই হলে ব্রাহ্মণ বর্ণের একমাত্র অধিকারী এবং পরবর্তী কালে তোমরাই দেবী-দেবতা বর্ণ লাভ করবে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তানেরা ঈশ্বরের কৃপায় ব্রাহ্মণ বর্ণ লাভ করেছো। এরপরে তোমরাই আবার স্বয়ং বাবার সাথে পরমধাম নিবাসী হবে। এরপর পরমধাম থেকে তোমরাই আবার দেবতা রূপে জগৎ সংসারে আসবে। কেননা এক সত্যযুগই হলো সকল দেবী-দেবতাদের রাজ্য। সেই সময়ে পৃথিবীতে আর অন্য কোন খন্ডও (দেশ) থাকে না। এর পরবর্তী কালে অবশ্য ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের উপস্থাপনা হতে থাকে।

এখন তোমরা পান্ডব সেনার ন্যায় যোগবলের দ্বারা পাঁচ বিকারকে জয় করে জগৎ জয়ী (জগৎজীত) বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছে। যেমন ভাবে ওনারা হয়েছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ, সূর্য-বংশীয় স্বর্গের মালিক। ওনারাও এই ভাবেই সঙ্গমযুগে এই বাবার থেকেই আশীর্বাদী-বর্ষা পেয়েছিলেন। *সঙ্গমযুগ হল ব্রাহ্মণ আত্মাদের যুগ। তাই যে সকল আত্মারা ব্রাহ্মণ হবে না, তারা তো কলিযুগের অন্তর্ভুক্তই থাকবে।* বাবা তোমাদের বেশ্যালয় থেকে মুক্ত করে শিবালয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন একমাত্র তোমরাই হলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীরা। ফলে তোমরা সকল ব্রাহ্মণ আত্মারাই হলে নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন সম্পর্কের। তাই তোমরা কখনই বিকার রূপী বিষ পান করতে পারো না। তবে হ্যাঁ এটা ঠিক যে, তোমাদের কিন্তু গৃহস্থ পরিবারের সঙ্গেই থাকতে হবে, অথচ তোমরা কখনও বিকার গ্রস্ত হতে পারবে না। এই রাবণরাজ্যে থেকেও তোমাদেরকে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকতে হবে। তা হলেই তখন এই প্রলয় আর উঠবে না যে, সত্যযুগের সৃষ্টি হবে কিরূপে ! বাবা স্বয়ং নির্দেশ দিয়ে জানাচ্ছেন, "আমি তো এসেছি দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানানোর জন্যই। তাই তোমরা যদি এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হতে পারো, তবেই তোমরা সেই পবিত্র দুনিয়ার মালিকও হতে পারবে। আর এই বিকারের জন্যই অবলা নারীদের উপর যত অত্যাচার হয়ে থাকে। রুদ্র স্তান যজ্ঞের কারণেই আসুরদের দ্বারা এতসব বিঘ্ন আসে। তাই তো বাবা সর্বদা বলে থাকেন, একমাত্র তাঁর শ্রীমতে চলতে পারলেই তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা হতে পারবে। এতদিন তো তোমরা আসুরী মতে অর্থাৎ ৫ ভূতের মতেই চলে এসেছো। 'আমি আত্মা, আর আমাকে এই শরীরের মাধ্যমেই অভিনয় করতে হবে'-এটাই বর্তমান জগৎ-সংসারের মানুষেরা ভুলে গেছে। তাই তারা শালগ্রাম শিলাকেও আত্মা বলে। শালগ্রাম শিলার মতন পরমাত্মাও কোনও বিশাল আকারের নয়। আসলে আত্মা বা পরমাত্মা উভয়েই হলো তারার স্বরূপ। এই অতি ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যেই এত জন্মের কর্ম-কর্তব্যের সমস্ত অভিনয়ই লিপিবদ্ধ থাকে। আত্মা নিজেও তাই বলে, - 'আমিই এক শরীর ছেড়ে আবার অন্য শরীর ধারণ করি, নিজের পাট করবার উদ্দেশ্যে।' যেমন, যিনি শ্রী নারায়ণের আত্মা, তিনি বলবেন, 'আমি শ্রী নারায়ণের রূপ ধারণ করে এত জন্ম রাজত্ব করবো'। এই আত্মার মধ্যেই সমস্ত কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পাট ভরা রয়েছে। তাই এই স্তানকেই গড

ফাদারলী নলেজ অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতার জ্ঞান সম্পন্ন বলা হয়। ভগবান উবাচ বলছেন, "ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং তাঁর সকল ঈশ্বরীয় ব্রাহ্মণ আত্মাদের নিজে বসে সে পাঠ পড়াচ্ছেন, যা কোনও সাধারণ মনুষ্য আত্মা এমন ভাবে পড়াতে পারেন না, একমাত্র অসীম বেহদের বাবাই এই পড়া পড়াতে পারেন। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবেই বা ঘুরছে এবং এই সৃষ্টি চক্রের সৃষ্টি অথবা স্রষ্টার সম্বন্ধে মনুষ্য আত্মার কোনো জ্ঞানই নেই। এখন তোমরা ব্রাহ্মণেরা শিবালয়ে অর্থাৎ সত্যযুগে যাওয়ার ন্যায় উপযুক্ত হচ্ছে। ভারত যখন ধন-সম্পত্তিতে ভরপুর ছিল, তখন এই জ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞানীও ছিল। বাবা এখন আবার এসেছেন এই ভারতভূমিকে হীরে তুল্য মূল্যবান বানাতে আর তার জন্যই তো তোমাদেরকে অবশ্যই তাঁর শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে। নয়তো রাবণের মতে চললে তোমরা কানা-কড়ি, নুড়ি-পাথরের মত মূল্যহীন হয়েই যাবে। এখন তোমরা তো জানোই, এই দুনিয়ার মোট আয়ু (৫) পাঁচ হাজার বছর। এই সময় কালের মধ্যে থেকেই প্রতিটি কল্প পুরানো থেকে নতুনে আবর্তিত হয়। সত্যযুগ ও ত্রেতা হলো নতুন দুনিয়া এবং দ্বাপর ও কলিযুগ হয় পুরোনো দুনিয়া। বাবা পুণরায় সেই দৈবী দুনিয়া স্হাপন করতেই এসেছেন। একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাই কেবল সম্পূর্ণ ৮৪-জন্ম নিয়ে থাকো। আত্মারা তাদের ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কথা বলে ও শোনে। তারা (আত্মারা) আবার তাদের পুরানো শরীর ত্যাগ করে নতুন শরীর ধারণ করে। সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে পরমপিতা শিববাবা তাঁর জ্ঞানের পাঠ দ্বারা তা বুঝিয়ে দেন যে, বাবার সাথেই আমরা প্রথমে 'সুইট হোম' অর্থাৎ 'পরমধামে' ছিলাম, পরে আমরাই দেবতা হয়ে এখানে আসি, তা থেকে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে পরিণত হয়েছি। আবার এখনকার এই জন্মই হলো আমাদের অস্তিম-জন্ম। আমরা ব্রাহ্মণেরাই আবার স্বর্গের আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে দেবতা হবো এবং নতুন পবিত্র শরীর ধারণ করবো। এসব চক্রই আমাদের বুদ্ধিতে সঠিক ভাবে ধারণ করতে হবে। একমাত্র পবিত্রতার দ্বারাই তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা হতে পারবে। আর এই সব কথা কেবল তাদের বুদ্ধিতেই আসবে, যারা আগের কল্পেও এমনটাই হয়েছিলো। তা না হলে এসব নিশ্চয়তা কখনই তাদের বুদ্ধিতে সঠিক ভাবে আসবেই না। সমগ্র বিশ্বের এই চক্রের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধেও বুঝতে হবে। কোনো কোনো আত্মা এসব জানার পরেও তারা তাদের এই অমূল্য ঈশ্বরীয় পড়া ছেড়ে দেয়। যদিও স্বর্গের প্রাপ্তি তাদেরও হবে, তবে যোগী হয়েও বিকর্ম বিনাশ না করতে পারার সাজা কিন্তু তাদের ভোগ করতেই হবে। স্বর্গে এসেও তারা প্রজার পদ থেকেও নীচু পদ প্রাপ্তি করবে। যারা পূর্বে স্বর্গ-রাজ্যের সর্বপ্রথম পবিত্র-পাবন মহারাজা-মহারানীরা ছিলেন, পরে তারাই পতিত হওয়ার কারণে পতিত রাজা-রাণী হয়। এখন তারা সেই রাজা-রাণীর পদ থেকেও বহিষ্কৃত হয়েছে। এখন আবার পরমাত্মা শিববাবা নতুন করে পবিত্র-পাবন রাজা-রাণী বানাচ্ছেন। এই নিমিত্তেই এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের পঠন-পাঠন নিরাকার শিববাবা স্বয়ং পড়িয়ে থাকেন। এই দেহ ধারণকারী সাকার ব্রহ্মাবাবাও সেই নিরাকার শিববাবার থেকে শুনেই সমগ্র জ্ঞানের অধিকারী হচ্ছেন। নিরাকার শিববাবা স্বয়ং তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ান। একমাত্র এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া যায়। এই ব্রহ্মাবাবার আত্মাও অন্য সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদের সাথেই এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ছেন। ভালো কিংবা খারাপ সংস্কার তা তো কেবলমাত্র আত্মাতেই থাকে। ভালো সংস্কারী আত্মা ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে। কোনও কোনও আত্মা মায়া রূপ বিকারের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার কারণে এই অমূল্য ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে পড়তে আবার ছেড়েও দেয়। তারা দ্বিমত পোষণ করার কারণে, একদিকে যেমন রাবণের আসুরী মত গ্রহণ করে, তেমনি অপর দিকে রামের দৈবী মতও নেয়। কিন্তু এই অস্তিম জন্মে আমাদের কেবল রামের মতকেই অনুসরণ করতে হবে। জগতের মানুষেরা তো কখনো এমনও করে যে, রাবণ জয়ী হলে,

তখন তার দিকেই চলে যায়। ফলে তখন রামকেই তারা তাদের শত্রু মনে করে। তাদের জন্য অবশ্যই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও থাকে। তোমরা যেখানে রামের স্মরণ নিয়েছ, তারপর যদি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ও নাশকতা মনোভাব নিয়ে রাবণের স্মরণে আসো, তবে তো রামের নিন্দাই করা হলো - তাই না! তোমাদের বুদ্ধিতে সর্বদাই এটাই রাখতে হবে যে, এই অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে রামরাজ্য ও রাবণ রাজ্যের এই খেলা হুবহু লিপিবদ্ধ হয়েই আছে। সত্যযুগ হল -- সত্যপ্রধান, ত্রেতা হল -- সত্য, তারপর দ্বাপর যুগ -- রজঃ, সবশেষে কলিযুগ হচ্ছে -- তমোঃ। এরপর তোমরা ব্রাহ্মণ (বি কে) বাম্বারা আবার সত্যপ্রধান হয়ে সত্যযুগেই যাবে। যেহেতু বাবা এসে তোমাদের ও এই দুনিয়াকে পুনরায় সত্যপ্রধান বনিয়ে দেন। তারপর আবার সত্যযুগের (১৬) ষোলো কলা থেকে ত্রেতার (১৪) চৌদ্দ কলাতে আসতে হবে। (কলা = গুণ, গুণ আর শক্তিতে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি) এরপর আবার রাবণের সংস্পর্শে আসার কারণে তোমাদের কলাও দ্রুত হ্রাস পেতে থাকবে। যেমন এখন এই কলিযুগের শেষ-লগ্নে কোনও কলাই আর অবশিষ্টই নেই আত্মার মধ্যে। আত্মারা নিজেরাই তা বলে- 'আমরা পতিত ব্রহ্মচারী হয়ে পড়েছি।' তাই এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে, যেহেতু পবিত্র-পাবন দুনিয়ার স্থাপনার কার্য শুরু হয়ে গেছে। বেহদ অসীমের পবিত্র বাবা তাঁর বাম্বাদেরকে সঠিক ভাবেই চিনতে পারেন। (এই ঈশ্বরীয় মহা-বিদ্যালয়ে) ভগবানের ঘরে এখন তোমরা বসে আছ। তোমরা (বি কে) ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরাই পুনরায় সেই দেবতার আসন অধিগ্রহণ করতে পারবে। তারপর আবার একে একে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চক্রতেও আসতে হবে, কারণ এটা যে অবিনাশী চক্র। তাই তো তোমাদেরকে বলা হয়ে থাকে চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। রাজযোগ শিখে গুণকে ধারণ করতে পারলেই চক্রবর্তী রাজা-রানী হতে পারা যায়। সেই উদ্দেশ্যেই তো যথেষ্ট পুরুষার্থ করবে, স্বর্গে উচ্চ পদাধিকার লাভের জন্য। *আচ্ছা*।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাম্বাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাম্বাদের প্রতি জানাচ্ছেন তাঁর নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই অন্তিম জন্মে আমাদেরকে অবশ্যই রামের মত অনুসারেই চলতে হবে। কখনই রামের স্মরণ ছেড়ে রাবণের স্মরণে গিয়ে শিববাবার গ্লানি বা নিন্দা করা চলবে না।

২) সাজার থেকে মুক্ত হতে গেলে, যোগী হয়ে বিকর্ম বিনাশ করতেই হবে। পবিত্র দুনিয়াতে (সত্যযুগে) যেতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

বরদান : অর্থ উপার্জন অথবা সকলের সাথে আত্মীয়তার সম্বন্ধ বজায় রেখেও দুঃখ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম নষ্টমোহা (মোহমুক্ত), ট্রাস্টী (বিশ্বস্ত রক্ষক) হও।

বিস্তার : লৌকিক সম্বন্ধের মধ্যে থেকেও সব রকম দায়-দায়িত্বের সম্বন্ধ পালন করা একটা ব্যাপার আর সেই সম্বন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া - দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। বিশ্বস্ত ও রক্ষক (ট্রাস্টী) থেকে ধন উপার্জন করা আলাদা কথা, কিন্তু কেবল অর্থ উপার্জনের মধ্যে যুক্ত অর্থাৎ মোহগ্রস্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করা - এই দুটো সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার। মোহমুক্ত এবং বিশ্বস্ততার রক্ষকের নিদর্শন হল- সেখানে দুঃখ ও অশান্তির নাম-গন্ধ মাত্রও থাকবে না। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে কখনও বা

কম-বেশী হতে পারে অথবা দায়-দায়িত্ব পালনে দুর্বল বা অসুস্থও হয়ে পরতে পারে, তথাপি যেন মনে কোনও দুঃখের ঢেউ না আসে। সর্বদা নিশ্চিন্ত বে-ফিকির বাদশাহের মতই থাকবে।

স্লোগান :-দয়ালু আল্লা তাকেই বলা হবে যিনি দুর্বল আল্লাকে সাহস ও শক্তি যুগিয়ে থাকেন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সব কিছুই ঈশ্বরীয় সেবায় লাগিয়ে সফল করো, কলেজ তথা হাসপিটাল খুলতে থাকো"

প্রশ্ন - শিববাবার সাথে বাচ্চারা তোমাদের কোন্ সম্বন্ধটি খুবই রমণীয় এবং গুহ্য ?

উত্তর -- তোমরা বলো যে শিববাবা আমাদের বাবাও হন আবার সন্তানও। কিন্তু বাবাও আবার সন্তানও সেটা কিভাবে? এটা হলো বড়ই রমণীয় এবং গুহ্য বিষয়। তোমরা ওঁনাকে বালকও মনে করে থাকো, কারণ ওঁনার ওপর পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে যাও। পুরো অধিকার তোমরা প্রথমে ওঁনাকে দিয়ে দাও। যারা শিববাবাকে নিজের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানায়, তারাই একুশ জন্মের অধিকার লাভ করে। এই বাচ্চা অর্থাৎ শিববাবা বলেন যে তোমাদের পয়সা কড়ি আমার প্রয়োজন নেই। শুধু তোমরা শ্রীমতে চলো, তাহলেই তোমরা বাদশাহী লাভ করবে।

গীত - মাতা ও মাতা.....

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তি, কে বললো? শরীর না আত্মা, কে বললো? বাচ্চাদের এটা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। এক হলো আত্মা আর দ্বিতীয় হলো শরীর। আত্মা হল অবিনাশী। আত্মা নিজেই নিজের পরিচয় দেয় যে আমিও হলাম আত্মা বিন্দু স্বরূপ। যেমন পরমাত্মা বাবা নিজের পরিচয় দেন যে আমাকে পরমাত্মা কেন বলা হয়? কারণ আমি হলাম তোমাদের সবার বাবা। সবাই বলে যে হে পরমপিতা পরমাত্মা, হে ভগবান, এইসব হলো বোঝার বিষয়। অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপারই নেই। যেমন দেখো - মানুষ ঈশ্বর সম্পর্কে যা কিছু শোনায়, সেসব সত্য নয়। সবাই অসত্য শুধু একজন ঈশ্বরই হলেন সত্য। তিনিই সত্য বলবেন বাকী মানুষ মাত্রই তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে, এইজন্য বাবাকে সত্য (Truth) বলা হয়, সত্য খণ্ড স্থাপন করেন যিনি। ভারতই ছিল সত্য খণ্ড। বাবা বলেন আমিই সত্য খণ্ড তৈরী করেছিলাম, সেই সময় ভারত ছাড়া আর কোনও খণ্ড ছিল না। এইসব সত্য শুধু মাত্র বাবাই বলতে পারেন। ঋষি মুনিরা সবাই বলে গেছেন যে আমরা ঈশ্বর, যিনি হলেন রচয়িতা, ওঁনার রচনার আদি মধ্য অন্তকে আমরা জানি না। তারা বলে গেছেন 'নেতি নেতি' ('হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা')। কেউই ওঁনার পরিচয় দিতে পারে নি। বাবার পরিচয় বাবা নিজেই দেন। আমি (শিববাবা) হলাম তোমাদের বাবা। আমিই এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করে থাকি -- শঙ্করের দ্বারা। নতুন সৃষ্টির রচনা ব্রহ্মার দ্বারা করি। আমিই তোমাদের নিজের সত্য পরিচয় দিয়ে থাকি। বাকী সবাই আমার সম্পর্কে যা বলে বা বলবে সবই মিথ্যা বলবে। যারা চলে গেছেন, তাদের কেউ জানে না। সত্যযুগী লক্ষ্মী নারায়ণ ছিলেন উচ্চ থেকে উচ্চ। নতুন দুনিয়া যখন উচ্চ ছিল, সেখানকার মালিক ছিলেন তাঁরা। বাকী এতো উচ্চ দুনিয়া কে তৈরী করেছেন আর তার মালিকদেরও কে তৈরী করেছেন? এসব কেউই জানে না। বাবা জানেন যারা স্বর্গের রাজস্বের অধিকার লাভ করেছে, তাদের বুদ্ধিতেই এসব কথা স্থির হবে। গাওয়াও হয় তোমরা মাতাপিতা আমরা হলাম তোমার বালক, তোমারই কৃপায় গহন সুখ লাভ করি। এইসব কাদের জন্য গাওয়া হয়? লৌকিকের জন্য না পারলৌকিকের জন্য? লৌকিকের তো এসব মহিমা হয় না। সত্যযুগেও এসব মহিমা কারোরই হয় না। তোমরা এখানে এসেছ সেই মাতাপিতার কাছ থেকে একুশ জন্মের জন্য গহন সুখের

অধিকার লাভ করতে , রাজ্যভাগ্যের অধিকার গ্রহন করতে । ভগবানই যখন রচয়িতা তখন ওঁনার সাথে মাতাও (মা) থাকবেন, তাইনা! এখানে তোমরা বাচ্চারা বলো আমরা মাতাপিতার কাছে এসেছি । এখানে কোনো গুরু গোঁসাই হয় না । বাবা বলেন -- তোমরা পুনরায় আমার কাছ থেকে স্বর্গের অধিকার গ্রহন করতে এসেছো' । সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণই রাজত্ব করতেন । *শ্রীকৃষ্ণকে সবাই ভালোবাসে কিন্তু সমপরিমাণ ভালবাসা রাখার প্রতি নেই কেন* ? শৈশবে লক্ষ্মী নারায়ণ কারা ছিল? এসব কেউই জানে না । মানুষ মনে করে এসব দ্বাপর যুগে হয়েছে । মায়া রাবণ একেবারে তুচ্ছ - বুদ্ধি বানিয়ে দিয়েছে । তোমরাও প্রথমে পাথর বুদ্ধিধারী (তুচ্ছ) ছিলে । পারস বুদ্ধিধারী তৈরী করেছেন এক বাবাই । স্বর্গে সোনার মহল হবে । এখানে সোনা কি তামাও পাওয়া যায় না । তামার পয়সাও তৈরী হয় না । সেখানে তো তামার কোনো দাম নেই । এই যে গাওয়া হয়েছে, 'কারো ধনসম্পত্তি মিশবে ধুলোয় আর কারোরটা থাকে রাজা', এইসব পুনরায় অবশ্যই হবে । বরাবর আগুন লেগেছিল । বিনাশ হয়েছিল, সেটাই এখন অবশ্যই হবে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতো আবার নতুন করে দৈবী স্বরাজ্যের স্থাপনা করা হচ্ছে । বাচ্চারা তোমাদের রাজত্ব দেওয়া হবে -- এবার তোমরা যে যতটুকু পড়া করবে ! ভেবে দেখা উচিত যে সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণ রাজা রানী তথা প্রজা -- কোথা থেকে এসেছে ? তারা রাজ্য কোথার থেকে গ্রহন করেছে ? একে অন্যের থেকে প্রাপ্ত করে না সূর্যবংশীর কাছ থেকে চন্দ্রবংশীরা গ্রহন করে! চন্দ্রবংশীর থেকে আবার বিকারী রাজারা গ্রহন করে । রাজাদের কাছ থেকে আবার কংগ্রেস সরকার নিয়েছে । কিন্তু এখন তো কোনও রাজত্ব নেই । লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন তো - আটটি পুরুষের রাজত্ব চলেছে । ত্রেতাযুগে সীতা-রামের রাজত্ব চলেছে । তারপর মায়ার রাজত্ব শুরু হয়েছে । বিকারী রাজারা, নির্বিকারী রাজাদের মন্দির তৈরী করে পূজা করতে লাগলো । যারা পূজ্য ছিল তারাই পূজারী হয়ে গেল। এখন তো বিকারী রাজাও নেই । এবার আবার নতুন দুনিয়ার হিস্ট্রি পুনরাবৃত্ত হবে । নতুন দুনিয়ার জন্য বাবা তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । বেহদের পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদী বর্সা(অবিনাশী উত্তরাধিকার) নিতে হবে। যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, তারাই কল্প কল্প উঁচু পদ লাভ করবে। এ হলো পড়া, গীতা পাঠশালা । বাস্তবে গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি বলা উচিত। কারণ এর দ্বারাই ভারত স্বর্গে পরিণত হয় । কিন্তু এসব কথা সবাই বোঝে না । বুঝতে সময় লাগবে । পরে গিয়ে অনেক প্রভাব ফেলবে । এইসব শিববাবাই বোঝাচ্ছেন । শিববাবা বলবে নাকি শিব বালক বলবে? শিববাবাও তিনি তখন তো তিনি মা-ও । যদি শিব ভগবান মা না হতেন তাহলে তোমরা এরকম ভাবে ডাকো কেন -- তুমি মাতাপিতা আর আমরা হলাম তোমার বালক । বুদ্ধিতে এ সব কথার বিচার বিশ্লেষণ চলে । শিব ভগবান আমাদের বাবাও আবার মা-ও । এবার বলো শিবের কি মা আছেন ? শিব কি তোমাদের সন্তান ? যারা বলে শিব আমাদের বাবাও, সন্তানও -- তারা হাত তোলো। এ হল অত্যন্ত রমণীয় এবং গুহ্য বিষয় । বাবা আবার সন্তান কিভাবে হতে পারে? বাস্তবে তো কৃষ্ণ গীতা শোনায় নি । সে তো মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিল । সত্যযুগে তো মটকা (মাটির হাঁড়ি) ইত্যাদি ভাঙ্গার কোনো ব্যাপার নেই । শিববাবাই গীতা শুনিয়েছিলেন । ওঁনাকে বালকও মনে করা হয় কারণ ওঁনার ওপর সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হয়ে যাওয়া হয় । সমগ্র অধিকার বাবাকে দেওয়া হয় । তোমরা বলতেও যে -- শিববাবা আপনি এলে আমরা পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে যাবো । এবার বাবা বলেন -- "তোমরা আমাকে ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানাবে তবে আমি তোমাদের একুশ জন্মের জন্য ওয়ারিশ বানাবো" । লৌকিকে বাচ্চারা তোমাদের থেকে নেবে , দেবে কিছুই না । আর ইনি দেখো -- কতো দেন । তবে নিজেদের সন্তানদেরও সামলাও আর শ্রীমতেও চলো । এই সময়ের বাচ্চারা

বাবার ধন দিয়ে পাপকর্মই করবে । এই বাচ্চা (শিববাবা) বলেন -- তোমাদের ধন দিয়ে আমি কি করব ! আমি তো তোমাদের বাদশাহী দিতে এসেছি, তোমরা শুধু মাত্র শ্রীমতে চলো । যোগের দ্বারা একুশ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য আর এই ঈশ্বরীয় পঠনপাঠন থেকে রাজত্ব লাভ হবে । সেরকম কলেজ কাম হাসপাতাল খোলো । শিববাবা তো হলেন দাতা, আমি নিয়ে কি করবো! হ্যাঁ , তিনি যুক্তি দেন যে এবার ঈশ্বরের অর্থ সেবার কাজে লাগতে হবে । শ্রীমতে চলতে হবে । শ্রীকৃষ্ণকে অর্থ অর্পণ করা হয়, কিন্তু তিনি তো প্রিন্স (রাজকুমার) ছিলেন , তার কি কোনও কিছুই অভাব ছিল ! শিববাবা তোমাদের পরিবর্তে অনেক কিছু দেন । ভগবান ভক্তির ফল প্রদান করেন । তিনিই হলেন দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা । তিনি ছাড়া আর কেউই তোমাদের সঙ্গতি করতে পারেন না । বাচ্চারা বাবা-ই তোমাদের সঙ্গতি করেন । আচ্ছা বাবা , তাহলে দুর্গতি কে করে ? হ্যাঁ, বাচ্চারা, রাবণের প্রবেশ হওয়ার ফলে আর রাবণের মতে চলার কারণে তোমাদের সবার দুর্গতি হয়েছে । রাবণের মতে একদম ব্রষ্টাচারী তৈরী হয়েছে। এখন আমি (শিববাবা) তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করে স্বর্গের মালিক তৈরী করি । এখানে তোমরা যা কিছু করবে , সে সব কিছুই তোমরা আসুরী মতেই করবে । এবার দেবতা হতে হবে, তাই সব সঙ্গ ত্যাগ করে 'একমাত্র আমার সঙ্গে' সঙ্গ জোড়ো । *যত আমার মতে চলবে তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । পড়াশোনা না করলে তো প্রজাদের মধ্যেও নিম্ন পদ লাভ হবে । একবার শুনলে , ধারণ করলে তো স্বর্গে আসবে কিন্তু নিম্ন পদ প্রাপ্ত হবে* । দিন প্রতিদিনই উপদ্রব বাড়বে । মানুষ বুঝবেও যে বরাবর এই সেই সময়, কিন্তু অনেক দেবীতে আসার জন্য উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে না । যোগ ব্যতীত বিকর্ম বিনাশ হবে না । এখন হল সবার বিনাশের সময় । হিসেবনিকেশ সবকিছু মিটিয়ে যেতে হবে । এখানে তোমাদের কর্ম বিকর্ম তৈরী হয় । সত্যযুগে কর্ম অকর্ম তৈরী হয় । কর্ম তো অবশ্যই সবাইকেই করতে হবে । বিনা কর্ম করে তো কেউই থাকতে পারবে না । আত্মা বলে আমি এই কাজ করি । ক্লান্তি দূর করবার জন্য রাতে বিশ্রাম নিয়ে থাকি । এই ইন্দ্রিয়গুলিকে পৃথক মনে করে নিদ্রিত হই , যাকে ঘুম বলা হয় । এবার বাবা বলেন হে আত্মা আমি তোমাকে যা শোনাচ্ছি সেটা ধারণ করো । গৃহস্থ থেকেও পড়াশোনা করো। পড়াশোনার থেকেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । পবিত্র না হলে এই জ্ঞান বুদ্ধিতে টিকবে না । মায়া বুদ্ধিকে অপবিত্র করে তোলে, এইজন্য বাবার নাম হল পতিতপাবন । গাওয়াও হয় তুমি মাতাপিতা আমরা বালক তোমার কিন্তু এখন তোমরা প্র্যাক্টিকলে বসেছো, আর জানোও তোমরা যে এই সহজ রাজযোগ বল (শক্তি) দ্বারা একুশ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হবো, এইজন্যই তোমরা এখানে এসেছ । ভক্তি মার্গে তোমরা গাইতে , এখন গান বন্ধ হয়েছে । স্বর্গে গান হয়ই না। আবার ভক্তি মার্গে হবে । বাবা বলেন আমি তোমাদের মাতাপিতা হয়ে তোমাদের স্বর্গ বাসী বানাই আর মায়া পুনরায় তোমাদের নরকবাসী করে তোলে । এ হলো খেলা । মৃত্যুর পূর্বে এইসব বুঝে বাবার কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত করো, নইলে রাজ্য ভাগ্য হারাবে । পতিতরা অধিকারের যোগ্য হয় না । তারা আবার প্রজাদের দলে চলে যাবে । তাদের মধ্যেও নশ্বরের ভিত্তিতে পদ লাভ হবে ।

বাবা বলেন এই মৃত্যুলোকে তোমাদের হল অন্তিম জন্ম । এবার আমার (শিববাবার) মতে চলবে তো তোমাদের তরণী পার হয়ে যাবে, এতে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপারই নেই । পড়াশোনায় কখনও অন্ধশ্রদ্ধা থাকে না । পরমাত্মা পড়ান । নিশ্চয় ছাড়া পড়বে কিভাবে? পড়তে-পড়তে মায়া যখন বিঘ্ন ঘটায় তখন পড়াশোনা করা ছেড়ে দেয় , এইজন্য বলা হয়েছে আশ্চর্যবৎ শুনন্তী, কথন্তী তারপর বাবাকে তালুক(ফারকতী) দিয়ে চলে যায়। কিন্তু যদি ভালোবাসা থাকে তাহলে আবার

এসে মিলিত হয় । পরে তাদের অনেক অনুশোচনা হবে যে বাবার সন্তান হয়ে আবার বাবাকে ছেড়ে দিয়েছি! মায়ার জালে ধরা দিলে তো তাদের অনেক শাস্তি পেতে হয় আর পদও ব্রষ্ট হয়ে যায় । কল্প-কল্পান্তরের জন্য নিজেদের রাজ্য ভাগ্য হারিয়ে ফেলবে । শাস্তি লাভ করে প্রজা পদ প্রাপ্ত হলে তার থেকে লাভ কি আছে! বাবার সম্মুখে এসে অনেক কিছু শুনে তারপর লৌকিকের কাজকর্মে জড়িত হয়ে বাবাকে ভুলে যায় । প্রথম নম্বর পাপ হল কাম কাটারি চালানো, এইজন্য বাবা বলেন কখনও অপবিত্র(মৃত পলীতি) হয়ো না । বাবা এসে সবার বস্ত্র পরিষ্কার করছেন । বাবা-ই সব পতিতদের পবিত্র বানানোর নিমিত্ত হন । সত্যযুগে কেউই পতিত হবে না । তোমরা বাবার কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত করে বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার ---:

১) এবার রাবণের মত ত্যাগ করে শ্রীমতে চলতে হবে । সব সঙ্গ ত্যাগ এক বাবার সাথে সঙ্গ জুড়তে হবে ।

২) নিশ্চয় বুদ্ধিদারী হয়ে অবশ্যই পড়াশোনা করতে হবে । কোনোও বিঘ্নিত পরিস্থিতিতে বাবার হাত ছাড়া চলবে না । যোগের দ্বারা সুস্বাস্থ্য আর ঈশ্বরীয় পঠনপাঠনের দ্বারা রাজস্ব লাভ করতে হবে ।

বরদান -: পবিত্রতার শ্রেষ্ঠত্বকে ধারণ করে সদা শুভ কার্য সম্পাদনকারী পুরুষোত্তম এবং বিশেষ আত্মা ভব!

সাধারণ আত্মারা যখন পবিত্রতা ধারণ করে তখন তাদের মহান আত্মা বলা হয় । পবিত্রতাই হল শ্রেষ্ঠত্ব আর পবিত্রতাই হল পূজ্য । ব্রাহ্মণ পরিবারে পবিত্রতারই গায়ন আছে । কোনোও শুভ কার্য ব্রাহ্মণদের হাতেই সম্পন্ন করা হবে । এমনিতে তো নামধারী ব্রাহ্মণ অনেক আছে কিন্তু তোমরা যেমন নাম তেমন কাজ করার নিমিত্ত বিশেষ আত্মা । বাবার স্মরণে থেকে সাধারণ কর্ম করাটাও বিশেষ হয়ে যায় , এইজন্য তোমরা বিশেষ কর্ম সম্পাদনকারী পুরুষোত্তম আত্মা এবং বিশেষ আত্মা ।

স্নোগান -: নিজের দ্বারা সকল আত্মাদের সুখের অনুভূতি করানোই হল মাষ্টার সুখদাতা তৈরী হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা — যদি তোমরা বাবার সাথে "মিলন" (সাক্ষাৎ) উদযাপন করতে ইচ্ছুক থাকো, তাহলে পবিত্র হতে হবে। তার জন্য সত্যকারের আধ্যাত্মিক(রুহানি) প্রেমিক হও, একমাত্র বাবা ছাড়া কাউকে স্মরণ করো না ।"

প্রশ্ন :- যে ব্রাহ্মণেরা দেবতা হন, সেই ব্রাহ্মণদের পদ দেবতাদের থেকেও উচ্চ হয়, কীভাবে ?

উত্তর:- ব্রাহ্মণেরা এই সময় সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সমাজ কর্মী (রুহানি সোশ্যাল ওয়ার্কার) । কারণ তারা মানব আত্মাতে (রুহ) পবিত্রতার , যোগের ইনজেকশান লাগিয়ে থাকেন । ভারতের ডুবে থাকা নৌকাকে শ্রীমত অনুসারে করে পার লাগিয়ে দেন। নরকবাসী ভারতকে স্বর্গবাসী বানিয়ে দেন । এমন সেবা দেবতারা করবেন না । তাঁরা তো এই সময়ের সেবার প্রালঙ্ ভোগ করেন, এই জন্য ব্রাহ্মণেরা দেবতাদের থেকে উচ্চ ।

গান :- আমাদের তীর্থ সবার থেকে স্বতন্ত্র (ন্যারা)

ওম শান্তি। বাচ্চারা তোমরা গান শুনলে । আমরা হলাম জীব আত্মা : আত্মা আর শরীর। আত্মাকে আত্মা আর শরীরকে জীব বলা হয় । আত্মারা আসে — পরমধাম থেকে । এখানে এসে শরীর ধারণ করে । এ হলো কর্মক্ষেত্র -- যেখানে আমরা এসে পার্ট অভিনয় করি । বাবা বলেন যে আমাকেও আমার পার্ট অভিনয় করতে হয় । আমি তো পতিতদের পবিত্র বানাতে আসি। এই সময় এই পতিত দুনিয়ায় একটিও পবিত্র আত্মা নেই । আবার পবিত্র দুনিয়ায় একটিও পতিত আত্মা থাকবে না। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ পবিত্র হয়, দ্বাপর যুগে দ্বাপর যুগ, কলিযুগ পুরো হলো পতিত । পতিত - পাবন বাবাই এসে সবাইকে শিক্ষা দেন যে, হে ! আত্মারা তোমরা এই শরীরের সাথে ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পন্ন করেছে । তার মধ্যে অর্ধ সময়ে সুখ আর অর্ধ সময়ে দুঃখ প্রাপ্ত করেছে । দুঃখ ধীরে ধীরে শুরু হয় । এখন অনেক দুঃখ রয়েছে । এখন অনেক প্রকারের বিপর্যয় আসবে । এই সময় সবাই ব্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । কারোর যোগ বাবার সাথে নেই । আত্মা নিজেকে ভুলে গেছে । এবার তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে, প্রেমিক প্রেমিকা যেমন হয় না ! ছেলেমেয়েরা অনেক সময় যেমন এক অপরকে জানেও না, কিন্তু তাদের বাগদান (সাগাই) হয়ে যায় তারপর তারা প্রেমিক প্রেমিকা হয়ে যায় । সেই বাগদান (সাগাই) হল বিকারের জন্য । তারা হলো পতিত প্রেমিক প্রেমিকা । আবার আর এক প্রকারের প্রেমিক প্রেমিকা হল যারা কেবল একে অপরকে দেখতে থাকে , যেমন লায়লা মজনু দু'জনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে থাকে । তারা বিকারে যায় না । কাজ করতে করতে প্রেমিকা এসে সামনে এসে দাঁড়ায় যেন । যেমন মীরাবাই এর সামনে কৃষ্ণ উপস্থিত হয়ে যেতেন । এখন এ হল পরমপিতা পরমাত্মা প্রিয়তম, যার জন্য আমরা সব আত্মারা প্রেমিকারা হয়ে গেছি । সবাই ওনাকে স্মরণ করে । আশিক তো অনেক আছে , কিন্তু প্রিয়তম সবার জন্য একজনই। সমস্ত মানুষ মাত্র সেই একজনের প্রেমিক হয়ে থাকেন । সবাই ভক্তি করে ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য । ভক্তরা তো হয়ই প্রেমিকা, আর ঈশ্বর হলেন প্রিয়তম । এবার মিলন কেমন করে হবে ? সবার যিনি প্রেমিকা পরমাত্মা তিনি আসেন । এখন এসেছেন আর বলছেন বাচ্চারা তোমরা যদি আমাকে পেতে চাও তাহলে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো । আমার সাথে যোগ লাগিয়ে আমারই

প্রেমিক হয়ে যাও । এই রাবণ রাজ্যে কেবল দুঃখ আর দুঃখ ছেয়ে আছে । এখন এই সবার বিনাশ হতে হবে । আমি এসেছি তোমাদের পবিত্র বানাতে । তোমাদের এটা অন্তিম জন্ম, এই কারণে স্মরণ করলে পরে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে । ধর্মরাজের লাঠির আঘাত থেকে বেঁচে যাবে । সেই নিরাকার বাবা বলছেন আমার আদরের বাচ্চারা, এখন বিনাশের সময়, মাথার উপর পাপের বোঝা চেপে আছে। এখন পুণ্য আত্মা হতে হবে । যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে আর পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে । বাবা বলেন ৬৩ জন্ম ধরে তোমরা রাবণ রাজ্যে পাপ আত্মা ছিলে । এখন তোমাদের পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। দেবতারা হলেন পুণ্য আত্মা । পাপাত্মারা পুণ্য আত্মাদের পূজা করে । এখন এই হলো অন্তিম জন্ম, মৃত্যু তো সবারই হবে তাহলে উত্তরাধিকার (বর্সা) নিয়েই নেওয়া যাক না কেন ! পুণ্য আত্মা হয়ে যাই না কেন ! সব থেকে বড় পাপ কর্ম হলো বিকারে যাওয়া । বিকারীদের পতিত আর নির্বিকারীদের পবিত্র বলা হয় । সন্ন্যাসীরাও পতিত ছিলেন তাইতো পবিত্র হবার জন্য ঘরদুয়ার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন । তারপর যখন পবিত্র হয়ে যান তখন সবাই ওঁদের সামনে মাথা নত করে। প্রথমে যখন পতিত ছিলেন তখন কেউ মাথা নত করত না । এখানে তো মাথা নোয়ানোর কোনো ব্যাপার নেই । বাবা বাচ্চাদের শ্রীমত দেন যে নিজেকে আত্মা ভাবো, আর আমরা এখানে এসেছি পার্ট অভিনয় করতে, তারপর বাবার কাছে ফিরে যাব । এখন দেহ সম্পর্কিত সব তীর্থ বন্ধ করে দিতে হবে । তোমাদের ঘরে শান্তিধামে ফেরত যেতে হবে । যখন যাত্রা করা হয় তখন যাত্রার সময় পবিত্র থাকে সব । তারপর ঘরে এসে পতিত হয়ে যায় । সেটা হলো অল্প কালের জন্য দেহ সম্পর্কিত যাত্রা । এখন তোমাদের রুহানি যাত্রা শেখাচ্ছি । বাবা বলেন - আমার দেওয়া শ্রীমত অনুযায়ী চললে তোমরা অর্ধ কল্প অবধি অপবিত্র হবে না । সত্যযুগে রাধা কৃষ্ণের বাগদান পতিত হবার জন্য খোড়াই হয়েছে । ওখানে সব পবিত্র । যোগবলের দ্বারা বাচ্চার জন্ম হয় । যেমন যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের অধীশ্বর হয়ে যাও । ওখানে বাচ্চারা কখনো শয়তানসুলভ আচরণ করে না কেননা ওখানে মায়া থাকে না । বাচ্চারা ভালো কর্মই করবে । ওখানে কর্ম অ-কর্ম হয়ে যাবে । এখানে রাবণ রাজ্যে তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায় । এই নাটক পূর্ব রচিত । তোমরা সব কুমার কুমারীরা পরস্পর ভাই বোনের সম্পর্কে আছো । তোমরা শিববাবার পৌত্র হয়ে গেছো । বর্সা (উত্তর অধিকার) বাবার থেকেই প্রাপ্ত হয় — স্বর্গের ঐশ্বর্যের (বাদশাহী) উত্তরাধিকার । এবার বাবা এসে মহিলা পুরুষ দুজনেরই যোগ নিজের সাথে লাগান । বলেন গৃহস্থ সংসারে থেকে পবিত্র থাকো । এই বাহাদুরি দেখাও । একসঙ্গে থেকেও কাম অগ্নি যেন গ্রাস না করে, এমন ভাবে থাকলে অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । ভীষ্ম পিতামহের মতন ব্রহ্মচারী হতে হবে, মেহনত করতে হবে । লোকেরা ভাবে এটা বোধহয় খুব মুশকিল কাজ । কিন্তু বাবা সব শেখাবার জন্য যুক্তি বলে দেন । শিব-ভগবানুবাচ — কৃষ্ণ কোনে ভগবান নন। উনি হলেন দৈবীগুণ সম্পন্ন মানুষ । ব্রহ্মা বিষ্ণু শংকর হলেন সৃষ্টিবতনবাসী । ব্রহ্মার পদ, বিষ্ণুর থেকে উচ্চ । যেমন ব্রাহ্মণদের পদ দেবতাদের থেকেও উচ্চ হয়। কেননা এই সময় তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সমাজ কর্মী (social worker) । মানুষদের আত্মায় পবিত্রতার আর যোগের ইনজেকশন লাগিয়ে দিচ্ছো । তোমরা এই ভারতকে স্বর্গ বানিয়ে দিচ্ছো, এই জন্য রচয়িতার মহত্ব অনেক বেশি হয় । যদিও তোমরা দেবতায় পরিণত হচ্ছো কিন্তু এই সময়ে তোমরা ব্রাহ্মণ হয়ে সেবা করে চলেছো, দেবতা রূপে সেবা করা হয় না । ওখানে তোমরা রাজত্ব করবে । তোমাদের সেবা কাজ হলো নরকবাসী ভারতকে স্বর্গবাসী বানানো, এই জন্য 'বন্দে মাতরম্' বলে থাকে । শিব শক্তি সেনা বাহিনী। মাঝ্মাকে সিংহের ওপর অধিষ্ঠিত

দেখানো হয়, কিন্তু এই রকম হয় না। তোমরা হলে বাঘিনী কেননা তোমরা পাঁচ বিকার থেকে জিত প্রাপ্ত করেছো। ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছো। এই রকম সেবা হয়েছে বলেই না অনেক শক্তির মন্দির আছে। কিন্তু প্রধান হলো একটা। শক্তি প্রদান কারী একমাত্র শিববাবা। এই সবই হল ওঁনার মহিমা। তারপর যারা যারা তাঁর সাহায্যকারী তাদেরও অনেক নাম মহিমা কীর্তিত হয়। পুরুষ, পান্ডবদের মহারথী বলা হয়। পুরুষ মহিলা দুজনকেই দরকার। প্রবৃত্তি মার্গ না! তাই। কখনো কোনো বিকারীকে গুরু বানানো উচিত নয়। গৃহস্থকে গুরু করে কোনো লাভ হয় না। গৃহস্থ হলো পতিত আর পতিত কখনো পতিতকে পবিত্র বানাতে পারে না। ওরা নিজেদের সন্ন্যাসীদের অনুগামী (ফলোয়ার্স) বলে কিন্তু নিজেরা স্বয়ং সন্ন্যাসী না হলে এই সব মিথ্যা হয়ে যায়। আজকাল তো অনেক ঠগবাজ হয়। গৃহস্থ গুরু হয়ে বসে পড়ে আর পবিত্রতার কথা তোলেই না। এখানে বাবা বলেন পবিত্র হও তাহলেই তোমরা আমার সন্তান বলতে পারবে। পবিত্র হওয়া ছাড়া রাজত্ব পাবে না। তাই তো অবশ্যই বাবার সাথে যোগে থাকতে হবে। এবার যে যাঁকে মানে। ভাবো কেউ যদি গুরু নানককে মানে, তাহলে সে সেই ঘরানার হয়ে যাবে। স্বর্গে সেই যাবে যে এই সময় শিক্ষা গ্রহণ করে পবিত্র হয়ে যাবে। গুরু নানককে কেউ দেবতা বলবে না। দেবতারা থাকেন সত্যযুগে। ওখানে অনেক সুখ, অন্যান্য ধর্মের অনুগামীরা স্বর্গের কি সুখ তা জানে না। ভারতবাসীরা স্বর্গেই থাকে। বাদবাকি সব পরে আসে।

যারা যারা দেবতা হওয়ার, তারাই দেবতা হবেন। এই সময় দেবতাদের আর লক্ষী নারায়ণকে পূজো করা হয় আর সবাই বলে আমাদের হিন্দু ধর্ম। কেননা তারা পতিত হয়ে গেছে। সেই জন্য পবিত্র ধর্ম ভুলে গেছে। আর বলে যে আমরা হিন্দু। আরে! তোমরা হলে দেবী দেবতার ধর্মের অন্তর্গত। তাহলে নিজেদেরকে হিন্দু কেন বলো! হিন্দু ধর্ম বলে কোনো ধর্ম হয় না, কারণ তাদের এখন পতন ঘটেছে। খুব অল্প সংখ্যকই দেবতা হন। যারা এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেন — তারাই মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে যাবেন। কম শিক্ষা গ্রহণ করলে সাধারণ প্রজাদের মধ্যে চলে আসবে। আর বাবার হয়ে গেলে -- বাবার বিজয় মালায় গাঁথা হয়ে যাবে। এখন তো রুহানি প্রেমিক প্রেমিকা হতে হবে। সত্যযুগে দেহধারী হবে, কলিযুগেও দেহধারী হয়। এখন সঙ্গমযুগে রুহানি প্রেমিকা হতে হবে একজন প্রিয়তমের (বাবার)। বাবা বলেন আমাকে অবিরাম স্মরণ করতে থাকো। বিকারে গেলে পরে একশ গুণ বেশি দন্দ (সাজা) পেতে হবে, পতন ঘটলে বাবাকে জানাতে হবে যে, বাবা আমরা মুখ পুড়িয়েছি। বাবা বলছেন যে, "বাচ্চারা এখন তোমাদের গৌর বর্ণের হতে হবে"। কৃষ্ণকে শ্যাম-সুন্দর বলা হয়, ওঁনার আত্মা এই সময় কালো হয়ে গেছে। আবার জ্ঞান চিতায় বসে গৌর বর্ণ হয়ে যাবে। ২১ জন্মের জন্য সুন্দর হয়ে যাবে, তারপর শ্যাম বর্ণের হয়ে যাবে। এই শ্যাম আর সুন্দরের খেলা রচিত হয়ে রয়েছে। শ্যাম থেকে সুন্দর হওয়ার সময় এক সেকেন্ড লাগবে, সুন্দর থেকে শ্যাম হতে গেলে অর্ধ কল্প লেগে যায়। অর্ধ কল্প শ্যাম, আবার অর্ধ কল্প সুন্দর। শিববাবা হলেন একমাত্র সুন্দর পথিক আর বাকি সব সজনিরা কালো হয়ে গেছে। সুন্দর হওয়ার জন্য তোমাদের যোগ শেখানো হয়। সত্যযুগে ফার্স্ট ক্লাস ন্যাচারাল সৌন্দর্য হয়, কেননা তখন পাঁচ তত্ত্ব সতোপ্রধান হওয়ার জন্য শরীরও সুন্দর হয়ে যায়। এখানে তো আর্টিফিসিয়াল সৌন্দর্য। পবিত্রতা খুবই সুন্দর জিনিস। বাবার কাছে অনেকে আসে, পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু এতে কেউ

অসফল হয় (fail), আবার কেউ পাশ (pass) করে যায়। এটা হলো ঈশ্বরীয় মিশন, ডুবে থাকা ভারতকে উদ্ধার (salvage) করার। ভারতের নৌকা রাবণ ডুবিয়েছে, রাম এসে পার করে দেন। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা স্বর্গে গিয়ে হীরে জহরত খচিত মহল বানাবো। এই শরীর ছেড়ে প্রিন্স প্রিন্সেস হবো। যারা আমার সন্তান, তাদেরই এই রকম ভাবনা চিন্তা চলতে থাকবে। এ হল ঈশ্বরীয় দরবার বা ঈশ্বরীয় পরিবার। গান আছে না — তুমি মাতা তুমি পিতা... আমরা তোমার সন্তান। তাহলে গান অনুযায়ী তো সবাই পরিবারের হয়ে গেলো, তাই না। ঈশ্বর হলেন পিতামহ, ব্রহ্মা হলেন বাবা। তোমরা হলে ভাই বোন। স্বর্গের উত্তরাধিকার (বর্সা) তোমরা পিতামহের থেকে নাও, তারপর আবার হারিয়ে ফেলো, তারপর আবার বাবা আসেন উত্তরাধিকার (বর্সা) নিয়ে। তোমরা আসলে মানে প্র্যাকটিকালি বাবার হয়েছ এই বর্সা (অধিকার) নেওয়ার জন্য। আসলে বাস্তবে তোমরা বাচ্চারা হলে শিবের পৌত্র পৌত্রী। তাই তো একে ঈশ্বরীয় দরবার বলা হয়, ঈশ্বরীয় পরিবার বা কুটুমও বলতে পারো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান চিতায় বসে সম্পূর্ণ ভাবে পবিত্র (গৌর বর্ণ) হতে হবে। পবিত্রতা হল প্রথম নম্বর সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য ধারণ করে বাবার সন্তান বলার অধিকারী হতে হবে।

২) এই বিনাশকালে মাথার ওপরে যে পাপের বোঝা আছে, সেটাকে একমাত্র বাবার স্মরণের দ্বারা নামাতে হবে। পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে।

বরদান :- নিজের মস্তকে সর্বদাই বাবার আশীর্বাদী হাতের অনুভব কারী বিঘ্ন বিনাশক ভবঃ

বিঘ্ন বিনাশক সে-ই হতে পারবে যার মধ্যে সর্বশক্তি আছে। তাহলে সর্বদা এই নেশায় মগ্ন থাকো, যে আমি হলাম মাষ্টার সর্ব শক্তিমান। সর্ব শক্তিগুলি যথাযথ সময় কাজে প্রয়োগ করো। যে ভাবেই মায়া আসুক না কেন তোমরা কিন্তু নলেজ ফুল থাকবে। বাবার হাত আর সাথে দুটোর অনুভূতিতে কণ্ঠাইন্ড রূপে থাকো। রোজ অমৃত বেলায় বিজয়ের তিলক স্মৃতিতে লাগিয়ে দাও। অনুভব করো যে বাপদাদার আশীর্বাদী হাত আমার মস্তকে আছে আর এই জন্যই বিঘ্ন বিনাশক হয়ে সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকো *

স্লোগান :- সেবার দ্বারা অবিনাশী খুশীর অনুভূতিতে থাকা আর খুশীর অনুভূতি করানোর জন্য সত্যকারের সেবাধারী হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - খুব সতর্ক হও, যেন তোমাদের কোনও কর্ম বিকর্ম না হয়। যে কোনও কর্ম করার আগে প্রতি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমত্ নাও"

প্রশ্নঃ - বিকর্ম থেকে কে বাঁচতে পারবে ? কোন বাচ্চারা বাবার থেকে সহায়তা পাবে ?

উত্তরঃ - যারা বাবার প্রতি সর্বদা সত্ থাকে, এবং যারা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে বিকর্ম দান করে এবং আবার ফিরিয়ে নেওয়ার সংকল্প করেনা, তারা বিকর্ম থেকে বেঁচে যায়। বাবার সহায়তা তাদের প্রাপ্তি হয়। যারা কর্ম, বিকর্ম হওয়ার আগেই বাবার শ্রীমত্ নেয়, তারা সাকার বাবাকে তাদের সমাচার যথার্থভাবে দেয়। বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা কখনও সার্জনের থেকে তোমাদের দুর্বলতা কখনোই লুকিও না। যদি তোমরা তোমাদের বিকার গোপন করো তবে সেগুলো সব বৃদ্ধি পাবে; তোমাদের পদ বিনষ্ট হবে এবং তোমাদের শাস্তিও পেতে হবে।

গীতঃ- শৈশবের দিন ভুলে যেওনা . . .

ওম্ শান্তি। তোমরা বাচ্চারা এই গান শুনেছ যেখানে বাবা বাচ্চাদের সতর্ক করছেন, হে বাচ্চারা! তোমরা এসে এখন ভগবানের হয়েছ। তোমরা জানো যে তোমরা ঈশ্বরের সন্তান। সারা বিশ্ব বিশ্বাস করে তিনি গড় ফাদার। তিনি ফাদার মানে আমরা তাঁর সন্তান হলাম। একমাত্র বাচ্চারা তাঁকে পরমপিতা বলবে। তোমরা লৌকিক মা-বাবার সন্তান, এখন পারলৌকিক পিতার সন্তান হয়েছ। কেন? বেহদের বাবার থেকে বেহদের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বাবা স্বর্গের রচয়িতা। স্বর্গে নিশ্চয়ই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব। এটা জানার পরে তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ। রাজার কোনও সন্তান যদি না থাকে তবে তিনি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ধনবান ব্যক্তিদের থেকেই দত্তকপুত্র গৃহীত হয় কোনও গরীব মা-বাবার থেকে নয়। কোনো লাভ থাকলে তবেই বাচ্চা দত্তক নেওয়া হয়। তোমরা এখন জানো যে তোমরা ভগবানের হয়েছ। তোমরা তাঁর কাছ থেকে স্বর্গের রাজ্যপাটের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তোমাদের এমন বাবাকে কখনও ভুলে যাওয়া ঠিক নয়; তাঁর শ্রীমত্ অনুসরণ করে চলা উচিত। রাবণের মতে চলে তোমরা ক্রমশঃ পাপাচারী হয়েছ। তোমরা কিন্তু এই পাঁচ বিকারের বশীভূত হয়েছ। কখনও তোমরা ভুলপথে চালিত হয়েছ যদি বুঝতে পারো তবে তৎক্ষণাত্ বাবার মত্ নেবে। তোমাদের কর্ম বিকর্ম হওয়ার আগে তোমরা বাবাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করে নেবে, বাবা আমরা কি এই কাজটা করতে পারি? তখন তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে যে, তোমরা কখনও দেহ-অভিমাণে এসো না। তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে প্রতি পদক্ষেপে পরমপিতা পরমাত্মার মতে চলতে থাকো। কখনও যদি কোনো কথা বুঝতে না পারো তবে বাবাকে বলো, অমুকের প্রতি আমার ভালোবাসা হয়েছে বাবা; আমি কামের প্রভাবে প্রভাবিত। অনেক ঝড় আসবে, কিন্তু তোমরা নিজেদের অবশ্যই সামলে রাখবে। যদি তোমরা নর্দমার পাঁকে (gutter) পড়ে যাও, তবে তোমরা বেহদের বাবাকে ভুলে নিজেদের মুখ কালো করবে। বাবা এসেছেন তোমাদের রূপবান বানাতে। সেই কারণে তোমরা পাঁচ বিকারের জালে জড়িও না। তোমরা দেহ-অভিমাণে এলে পাঁচ বিকারের বশীভূত হবে আর দেহী-অভিমাত্রী হলে বাবার ভয় থাকবে। তোমরা যদি ক্রমাগত বিকারকে প্রশ্রয় দাও তবে অনেক পাপ জমা হয়ে যাবে, কেননা তোমরা যে আগেই বিকারের দান দিয়েছ। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উদাহরণ আছে, এই সত্যনিষ্ঠ রাজা পুত্রমোহবশে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার জন্য তাঁর রাজ্যপাট, স্ত্রী-পুত্র সব

হারিয়েছিলেন, এমনকি তাঁকে নিজেকেও বিক্রি করতে হয়েছিল, সুতরাং, তোমরাও যদি বিকার বশীভূত হয়ে বারবার দান করার প্রতিজ্ঞা করে যা দিয়েছ সেসব ফিরিয়ে নিয়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো, তবে তোমাদের অবস্থাও রাজা হরিশ্চন্দ্রের মতো হবে। এখানে কোনো ধন দানের প্রশ্ন নেই। এখানে তোমাদের পাঁচ বিকারের দান দিতে হবে। তোমাদের সব কাঁটা দান করে দাও। তবে দান হয়ে গেলে সেসব আর কখনও ব্যবহার কোরোনা। যদি ফিরিয়ে নিতে চাও তবে নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে বাবাকে বলবে। বাবাকে না বললে তোমাদের পাপ ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। তোমরা বারবার বিকারের বশীভূত হবে। বাবাকে বললে তোমরা তাঁর সহায়তা পাবে। আমরা শিববাবার সন্তান। আমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমরা কখনও হারবো না। এ হলো পাঁচ বিকাররূপী শত্রুকে জেতার বস্ত্রিং। আমরা কখনও ওইসব শত্রুদের কাছে হারবো না। যদি ভূপতিত হও তবে ততক্ষণাত্ শিববাবা জেনে যাবেন। তোমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সাকার বাবাকে লিখতে; না লিখলে তোমাদের পাপাচার আরও বেড়ে যাবে আর শাস্তিও শতগুণে পেতে হবে। বাবাকে বললে এই শাস্তি কমে অর্ধেক হয়ে যাবে। অনেক বাচ্চারা আছে যারা নিজেদের কাজে লজ্জিত হওয়ার কারণে তাদের সমাচার বাবাকে দিতে পারেনা। যেমন একজন রোগীর খারাপ অসুখ হলে সার্জনকে বলতে তার বিবেক দংশন হয়। সার্জন কি বলবে? তার ফলাফল কি হবে? ফলস্বরূপ তার অসুস্থতা বেড়ে যাবে। বাবা বোঝান, *বাচ্চারা তোমরা যদি কোনও পাপাচার করো তোমরা সেটা কোনমতেই লুকিয়ে রেখোনা! তাহলে তোমাদের পদপ্রাপ্তি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হবে আর কল্পের পর কল্প তোমাদের নীচু পদই প্রাপ্ত হবে। তারপরে আবারও জ্ঞান নেওয়ার মতন তোমরা উপযুক্ত থাকবে না" *। কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে বলে, বাবা! তাদের কি পদের প্রাপ্তি হবে! প্রথমতঃ, তারা অনেক শাস্তি ভোগ করবে। অন্তিম সময়ে সমস্ত কারমিক অ্যাকাউন্ট তো চুকু হবেই, তাই না! কাশীতে যেমন মানুষ নিজেদের উত্সর্গ করে (কাশী কলবট)। এখন সত্যিকারে তোমরা শিববাবার কাছে নিজেদের উত্সর্গ করেছ অর্থাৎ তোমরা তাঁর কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছ। *তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করতে তোমরা শিবের হয়েছ (শিবস্ব গুণের অধিকারী হয়েছ)। কিন্তু মানুষ যেভাবে কাশীতে নিজেদের উত্সর্গ করে বাস্তবে সেটা আত্মঘাত। তারা অত্যন্ত ভক্তিতে নিজেদের বলিদান দেয়। তারা যে পাপাচার করেছিলো সেই সময় তার শাস্তি ভোগ করে সেই পাপ থেকে মুক্তি পায়। যতই হোক, তারা পাপাচার থেকে মুক্ত হতে পারেনা। একমাত্র যোগাগ্নি তোমাদের পাপমুক্ত করতে পারে। মায়া রাজ্যে কর্মাদি পাপপূর্ণই হয়, সত্যযুগে পাপকর্ম হয়ই না, কারণ মায়া রাজ্যই সেখানে নেই। সমগ্র দুনিয়া এখন ব্রষ্টাচারী। নান্নার ওয়ান ব্রষ্টাচার অর্থাৎ বিকারের প্রশ্ন। যাদের জন্ম ব্রষ্টাচার থেকে তারা শুধু পাপাচারই করে। এই রাজ্যই যে রাবণের। মানুষ রাবণের কুশপুতলিকা জ্বালায় কিন্তু তারা জানেনা রাবণ কি! পাঁচ বিকারকে বলা হয় রাবণ। সত্যযুগে বিকারের অস্তিত্বই থাকেনা। এই কারণে বলা হয় ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। ওখানে দ্বিতীয় কোনও রাজ্য বা ভূমি থাকেনা। ইসলাম এবং বৌদ্ধ সব পরে এসেছে। তারাও প্রথমে সতোপ্রধান থাকে তারপর তারা রজঃ তমঃ অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়। সত্য এবং ত্রেতা যুগে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে বিকারহীন ছিলে। তারপর ধীরে ধীরে তোমরা সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত হয়ে যাও। বিকারগ্রস্ত হতে সময় লাগে। সত্যযুগে তোমরা ১৬ কলা সম্পন্ন ছিলে তারপর ১৪ কলা এবং তারপর ক্রমশঃ তোমাদের কলা কমে যায়। কারণ তখন উত্তরতি কলা। এখন তোমাদের চড়তি কলা। চড়তি কলা রাম তৈরি করেন উত্তরতি কলা রাবণ। যেমন চাঁদের কলা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। দুনিয়াও ঠিক এরকমই। এখন নো কলা বিদ্যমান। এইরকম সময়েই এসে বাবা আবারও তোমাদের ১৬ কলা সম্পূর্ণ তৈরী করেন। এই সমগ্র খেলা ভারতভূমিতে। বর্ণও ভারতেই। তা না হলে ৮৪ জন্মের হিসাব কিভাবে হবে! বাবা বোঝান, এ হলো আয়রন এজড

দুনিয়া । কলিযুগের অন্ত আর সত্যযুগের আদি । দেবী-দেবতা ধর্মে যাঁরা ছিল তারাই ধর্মভ্রষ্ট, কর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে, আবার তারাই আসবে । তোমরা এসেছিলে তাই না ! দেখ ঝাড়ের অন্তে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন । তারা তমঃপ্রধান এবং নীচে তপস্যা করছে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য । ব্রহ্মা যেমন তপস্যা করছেন, সেইরকম ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরাও করছে । এখন যে ব্রহ্মা তপস্যা করছেন পরমাত্মা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে নিজের পরিচয় দেন । উনি ব্রহ্মাকে বলেন এবং বাচ্চাদেরও বলেন , কল্প বৃক্ষের নীচে বাবা এবং তোমরা বাচ্চারা দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য তপস্যা করছ । ওই মন্দির যথার্থরূপে তোমাদের জড় স্মৃতিচিহ্ন ।

যদি কোনও বাচ্চা বুদ্ধিমান হয়, সে ওই মন্দিরের যথার্থ হিস্তি-জিওগ্রাফি দিতে পারবে যে, এই মন্দিরই সবচেয়ে উঁচু থেকেও উঁচু মন্দির । এখানে মাম্মা, বাবা এবং বাচ্চারাও তপস্যা করছে । যাঁরা ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন তাঁদের হিস্তি-জিওগ্রাফি বিদেশিরা শুনলে, বলবে যে, এই মন্দির আমাদের বাবার যিনি ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছিলেন । এই সময়ে তিনি এখন এখানে প্র্যাকটিক্যাল আকারে । এতো কেউ জানেনা । এইসব চিত্র অঙ্কশ্রদ্ধা থেকে বানানো হয়েছে । একে বলা হয় ভূত (প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্বের যে কোনও একটি) পূজা, পুতুলপূজা । গুরু নানক-আত্মা, যে শিখধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিল *সেই আত্মা নতুন ছিলো; সে পবিত্র ছিলো* । সেই আত্মা কোথা থেকে এসেছিল ? সে নিশ্চয়ই কোনও শরীরে প্রবেশ করেছিলো । পবিত্র আত্মা কখনও দুঃখ ভোগ করতে পারেনা । প্রথমে তাকে সুখ ভোগ করতে হবে, পরে দুঃখ । যখন আত্মা এমন কোনও বিকর্ম করেইনি তবে কেন সে দুঃখ ভোগ করবে ? আমরাও প্রথমে পূর্ণতাপ্রাপ্ত থাকি তারপর ধীরে ধীরে কলা কমে যায় । প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে এটা একই । মানুষ ডাকে, হে পতিত-পাবন, এসো ! সুতরাং, তিনি নিশ্চয়ই এসে পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা এবং পুরনো দুনিয়ার বিনাশ করবেন । এইরকম বলা হয় যে, ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা আর শংকরের দ্বারা বিনাশ । বাবা কতো সহজভাবে বুদ্ধিয়ে দেন । যাঁরা দেবী-দেবতা ধর্মের হবে একমাত্র তাঁদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবে, এইজন্য বাবা বলেন, ভক্তদের এই জ্ঞান দাও । তাদের কারও এটা জানা নেই যে, তারা প্রথমে দেবীদেবতা ধর্মের ছিলো এবং পরে তারা আসুরিক হয়েছে । লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন । তোমরা এখন শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ । যারা পরে আসে তারা ব্রাহ্মণ হয়না । এইসব জিনিস তাদের বুদ্ধিতে বসে পূর্ব কল্পেও যাদের বুদ্ধিতে বসেছিলো । তানাহলে, তারা বাইরে বেরোলে ততক্ষণাত্ সবকিছু শেষ হয়ে যায় । এতে পরিশ্রম প্রয়োজন । অন্যান্য জায়গায় তারা শুধু শাস্ত্রের ধর্মীয় কথা শোনে আর তখনই ঘরে ফিরে বিকারের মধ্যে পড়ে । তারা তাদের গুরুদের পুরোপুরি ফলো করেনা, সুতরাং, কিভাবে তাদের ফলোয়ার্স বলা যাবে ! গুরুরাও তাদের কিছু বলেনা । যদি তারা কিছু বলে, তবে একজন ফলোয়ারও থাকবে না, তবে গুরুরা কিভাবে জীবন নির্বাহ করবে ? গৃহস্থীরা তাদের যা দেয় তারা তাই খায় । সুতরাং, তাদের বিকারী মানুষের কাছে জন্ম নিতে হয় । দেবতারা সন্ন্যাস নেয়না । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাস । সেটা হলো নিবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাস । বাবা এসে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়কে বোঝান, বাচ্চারা তোমরা যদি সম্পূর্ণ পবিত্র হও তবে রাজ্যপদ পাবে । যদি তোমরা কম পবিত্র হও তোমরা কম পদ পাবে । মাতাপিতাকে তোমাদের ফলো করতে হবে । বাবা বলেন, মা বাবার মতোন পরিশ্রম করলে রাজসিংহাসনের অধিকারী হবে । মুখ্য ব্যাপার হলো পবিত্রতা । এখন দেহ-অভিমান ছেড়ে দাও । আত্মা বলে, আমি আত্মা, বাবা এসেছেন; আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । একমাত্র পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে । মানুষ কুষ্ঠ মেলার কথা বলে । তিনটে নদীর সংযোগকে তারা বলে সঙ্গম । বাস্তবে সঙ্গম হলো সাগরের সাথে অনেক নদীর মিলন । তোমরা সবাই জ্ঞানের নদী আর বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর । বাবা বলেন, আমার সাথে যোগ লাগাও, তবে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে

যাবে। যেভাবেই হোক তোমাদের মরণ হবেই। বাবার থেকে তোমরা উত্তরাধিকার অবশ্যই নেবে। একমাত্র এই সময়েই তোমরা ভক্তির ফল ভগবানের থেকে নিতে পারো। তানাহলে এটা বুঝতে হবে যে তোমরা কোনরকম ভক্তিই করনি। একমাত্র যারা ভক্তি করেছে তারাই এসে তাদের রাজ্যভাগ্যের অধিকার নেয়। বাবা সবকিছু খুব স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন। অন্যান্য আর সকলের বুদ্ধিতে শাস্ত্রের কথাই আছে। এখানে, জ্ঞানের সাগর বাবা বোঝাচ্ছেন, সেইজন্য তোমরা শ্রেষ্ঠ তৈরি হচ্ছে। রাজধানী স্থাপন করতে অনেক পরিশ্রম প্রয়োজন। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে নানারকম বিঘ্ন আসে। আচ্ছা।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ -স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) দেহ-অভিমাণে এসে কখনও বিকারের জালে জড়িও না। কর্ম, বিকর্ম হওয়ার আগেই বাবার থেকে মত্ নাও।

২) মাতাপিতাকে ফলো করতে হবে। উচ্চপদের জন্য অবশ্যই সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে।

বরদানঃ- সর্বদা খুশির পৌষ্টিক আহার খেয়ে এবং অন্যের সাথে ভাগ করে, চিন্তামুক্ত ভাগ্যবান ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের খোরাক হলো খুশি। যারা সর্বদা খুশির পৌষ্টিক আহার গ্রহণ করে এবং খুশি বিতরণ করে তারা সৌভাগ্যবান হয়। তাদের হৃদয়ে এই ধ্বনিই গুঞ্জনিত হয়, আমার মতো ভাগ্যবান কেউ নেই। যদি সাগর-তরঙ্গও ডুবাতে আসে তবুও চিন্তা নেই, কারণ যারা যোগযুক্ত হয় তারা সর্বদা সেফ থাকে। এইজন্য সারা কল্পে এই সময়েই তোমাদের নিশ্চিত জীবন অনুভূত হয়। সত্যযুগেও চিন্তামুক্ত হবে কিন্তু বাবার দেওয়া জ্ঞান থাকবেনা।

শ্লোগানঃ- সহজ পুরুষার্থী হতে হলে সবার আশিস নিয়ে নিজেকে ভরপুর করো।

*" মিষ্টি বাচ্চারা -- একান্তে বসে যদি এই ঈশ্বরীয় পড়া করো তাহলে খুব ভালো ধারণা হবে ,
সকাল সকাল উঠে বিচার সাগর মন্বন করার অভ্যাসও তৈরী করো ।"*

প্রশ্ন :- সম্পূর্ণ পাস করতে গেলে কোন্ বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত আর আর কোন্ খেয়ালটি মনে আসা উচিত নয় ?

উত্তর :- সম্পূর্ণ পাস করতে গেলে সর্বদা এই খেয়াল রাখা উচিত যে আমাকে রাত দিন খুব পরিশ্রম করে পড়তে হবে । নিজের অবস্থা এতো উঁচু বানাতে হবে যে বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনে যেন বিরাজ করতে পারি । নিদ্রাজয়ী হতে হবে । সর্বদা খুশীতে থাকতে হবে । বাদবাকি এই খেয়াল যেন কখনো না আসে যে এই নাটকে বা আমাদের ভাগ্যে যা আছে তাই আমরা পাবো । এই খেয়াল তাহলে তোমাদের অমনোযোগী বানিয়ে দেয় ।

গীত :- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা দুনিয়া পেয়ে গেছি, সারা পৃথিবী আর আকাশও পেয়ে গেছি

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝেছে । বেহদের শিববাবার থেকে এখন আমাদের বেহদের বর্সা বা সম্পত্তি মিলছে । বাচ্চারা বাবার থেকে আবার বিশ্বের স্বরাজ্যের বর্সা পাচ্ছে , যেই বিশ্বের বাদশাহী তোমাদের থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না । তোমরাই এই সারা বিশ্বের মালিক হতে পারবে । সেই দুনিয়ায় সীমিত কোনো কিছুই থাকবে না । এক বাবার থেকেই তোমরা এক রাজধানী নিয়ে থাকো যেখানে একজন মহারাজা আর মহারানীই রাজত্ব চালিয়ে থাকেন । এক বাবা এবং একটাই রাজধানী , যেখানে কোনো ভাগ হয় না । তোমরা জানো যে এই ভারতেই একজন মহারাজা - মহারানী অর্থাৎ লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী ছিল , যাঁরা সারা বিশ্বের উপর রাজত্ব করতেন । তাকে অদ্বৈত রাজধানী বলা হয় , যেই রাজধানী একজনই স্থাপন করেছিলেন বাচ্চাদের দ্বারা । এরপর তোমরা বাচ্চারাই এই রাজত্ব ভোগ করবে । তোমরা জানো যে প্রতি ৫ হাজার বছর অন্তর তোমরা এই রাজত্ব নিয়ে থাকো । তারপর অর্ধেক কল্প সম্পূর্ণ হলে তোমরা এই রাজত্ব হারিয়ে ফেলো । তারপর বাবা এসে আবার তোমাদের এই রাজত্ব প্রাপ্ত করান । এ হল হার জিতের খেলা । মায়ার কাছে হেরে গেলে তোমাদের হার হয় , আবার বাবার শ্রীমতে চলে তোমরা রাবণের উপর জয়লাভ করতে পারো । তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ অনন্য নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন আছে যারা সবসময় খুশীতে থাকে যে আমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারি । খ্রিস্টিয়ানরা যতই শক্তিশালী হোক , কিন্তু বিশ্বের মালিক হতে পারবে - এমন তো হয় না । এখন সব রাজ্য ছোটো ছোটো ভাগ হয়ে গেছে । প্রথমে এক ভারতই সমস্ত বিশ্বের মালিক ছিলো । দেবী - দেবতা ছাড়া আর কোনো ধর্মই ছিলো না । তোমাদের এমন বিশ্বের মালিক একমাত্র বিশ্বের রচয়িতাই বানাবেন । তোমরা দেখো , বাবা তোমাদের কিভাবে বোঝান । তোমরাও এইভাবে বোঝাতে পারো । ভারতবাসী অবশ্যই এই বিশ্বের মালিক ছিল । নিশ্চই তাদের এই বিশ্বের রচয়িতার থেকেই বর্সা বা সম্পত্তির প্রাপ্তি হয়েছিল । তারপর যখন তারা এই রাজত্ব হারিয়ে ফেলে , দুঃখী হয়ে যায় , তখনই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে । ভক্তিমাগই হলো বাবাকে স্মরণ করার পথ । মানুষ কতো প্রকারের ভক্তি , দান - পূণ্য , জপ - তপ করে থাকে । এই পড়ার দ্বারা তোমরা যে রাজত্ব পাও তা ভোগ করার পর তোমরাই ভক্ত হয়ে

যাও । লক্ষ্মী - নারায়ণকে ভগবান ভগবতী বলা হয়। কেননা তাঁরা তো ভগবানের থেকেই এই রাজত্ব নিয়েছিলেন । কিন্তু বাবা বলেন যে তাঁদেরও ভগবান ভগবতী বলা যাবে না । এনাদের এই রাজধানী অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতাই দিয়েছিলেন, কিন্তু কিভাবে দিয়েছিলেন -- সেই কথা কেউই জানে না । তোমরা সকলেই ভগবান বা শিববাবার সন্তান । এখন বাবা তো সকলকে রাজত্ব দেবেন না । এই নাটকও বানানো আছে । ভারতবাসীরাই এই বিশ্বের মালিক হয় । এখন হলো প্রজার ওপর প্রজার রাজ্য । এখন সকলেই নিজেকে পতিত বা ভ্রষ্টাচারী বলে মানে । তাই এই পতিত দুনিয়া থেকে পার হবার জন্য কান্ডারীকেই মানুষ স্মরণ করে যে তুমি এসে আমাদের এই বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে নিয়ে চলো । এক হলো নিরাকার শিবালয় বা নির্বাণধাম আর দ্বিতীয় হলো , শিববাবা যে রাজধানী স্থাপন করেন তাকেও শিবালয় বলা হয় । তখন সারা সৃষ্টিই শিবালয় হয়ে যায় । তাই সত্যযুগ হল সাকারী শিবালয় আর নির্বাণধাম হলো নিরাকারী শিবালয় । এই কথা তোমরা লিখে রাখো । বোঝানোর জন্য বাচ্চাদের কাছে অনেক পয়েন্টস আছে কিন্তু সেইসব খুব ভালোভাবে মন্বন করা উচিত । যেমন কলেজের বাচ্চারা ছোটবেলায় খুব ভোরে উঠে অধ্যয়ন করতে বসে । ভোরবেলা কেন বসে ? কারণ আত্মা সারারাত বিশ্রাম করে ফ্রেশ হয়ে যায় । একান্তে বসে পড়াশোনা করলে খুব ভালো ধারণা হয় । ভোরে ওঠার এই শখ থাকা চাই । কেউ কেউ বলে যে আমাদের ডিউটি এমনই যে ভোরে যেতে হয় । তাহলে সন্ধ্যাবেলা অভ্যাস করো । সন্ধ্যার সময়ও বলে যে দেবতার ঘুরে বেড়ায় । কুইন ভিক্টোরিয়ার উজির রাতে রাস্তার আলোর নীচে পড়াশোনা করতেন । তিনি খুব গরীব ছিলেন । পড়াশোনা করে উজির হয়েছিলেন । *সমস্তকিছুই এই পড়ার উপর নির্ভর করে । তোমাদের তো পরমপিতা পরমাত্মা পড়ান । তোমাদের এই ব্রহ্মাবাবা পড়ান না , শ্রীকৃষ্ণও পড়ান না । নিরাকার জ্ঞানের সাগর শিববাবাই পড়ান* । এই রচনার আদি , মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে । সত্যযুগ আর ত্রেতার অন্ত এবং দ্বাপরের আদি সময়কে মধ্য বলা হয় । এইসকল কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন । *ব্রহ্মা , বিষ্ণু হয়ে ৮৪ জন্ম ভোগ করেন , তারপর আবার ব্রহ্মা হন । ব্রহ্মা কি ৮৪ জন্ম নিয়েছিলেন বা লক্ষ্মী - নারায়ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছিলেন । কথাটা একই হয়ে যায়* । এইসময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ বংশাবলী তারপর তোমরা বিষ্ণু বংশাবলী হয়ে যাবে । তারপর তোমরাই নামতে নামতে শূদ্র বংশাবলী হয়ে যাবে । এইসকল কথা তোমাদের বাবাই বসে বোঝান । তোমরা জানো যে তোমরা বেহদের বাবার থেকে তাঁর শ্রীমতে চলে বিশ্বের মহারাজা মহারানী হতে এসেছো । প্রজারাও তো বিশ্বের মালিকই হবে । এই পড়া খুব বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন । যত পড়বে এবং পড়াতে থাকবে তত উঁচু পদ পেতে পারবে । এ হলো বেহদের পড়া , সবাইকে এই পড়া পড়তে হবে । সবাই একজনের থেকেই এই পড়া পড়ে । তারপর নম্বরের ক্রমানুসারে কেউ কেউ খুব ভালো ধারণা করতে পারে আবার কারোর সামান্যতম ধারণাও হয় না । নম্বর হিসাবেই তো সবাইকে চাই । রাজাদের সাথে সাথে দাস দাসীদেরও চাই । দাস দাসীরাও তো মহলেই থাকবে । প্রজারা তো বাইরে থাকবে । সত্যযুগে অনেক বড় বড় মহল তৈরী হয় । অনেক জমি থাকে কিন্তু মানুষ কম । আনাজও অনেক হয় । মানুষের সব কামনাই তখন পূর্ণ হয় । পয়সার জন্য কখনো দুঃখ হয় না । "স্বর্গ" এই নাম কত বড় । একজনের মতে চলে তোমরা এই বিশ্বের মালিক হতে পারো । সেখানে বলা হবে সত্যযুগী সূর্যবংশী লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য, তারপর তাঁদের সন্তানরা সেই গদিতে বসবে । তাঁদের মালা তৈরী হয় । আট জন পাস উইথ অন্যর হয় । নয় রত্নের আংটিও পড়ে । মাঝে থাকেন বাবা , বাকি রইলো আট রত্ন, নয় রত্ন , অনেকেই (আংটিতে) পড়ে । এ হলো দেবতাদের চিহ্ন । ৯ রত্নের এই অর্থ মানুষ বোঝে না । মালাও ৯ রত্নের তৈরী হয় । খুঁটানরা হাতে মালা রাখে । ৮ রত্ন আর তার ওপরে ফুল থাকে । এ হলো যারা মুক্তিতে যাবে তাদের মালা । বাকি হলো জীবনমুক্তিতে যারা

যাবে বা প্রবৃত্তি মার্গে যারা যাবে । তাতে ফুলের সাথে সাথে যুগল দানাও অবশ্যই থাকবে । অর্থও তো বোঝাতে হবে -- সম্ভবত পোপেদেরও নম্বর অনুসারে মালা বানানো হয় । এই মালা সম্বন্ধে মানুষ তো জানেই না । বাস্তবে মালা তো এখানেই, যা সকলেই ঘুরিয়ে চলেছে । শিববাবা আর তোমরা বাচ্চারা যে পরিশ্রম করে চলেছো । এখন তোমরা যদি কাউকে বোঝাও যে মালা কার বানানো হয় তাহলে ঝট করে বুঝে যাবে । তোমাদের প্রোজেক্টর বিদেশেও যাবে তখন তো বোঝানোর জন্য সঠিক জোড়াও (যুগল) চাই । সকলে বুঝতে পারবে যে এ হলো প্রবৃত্তিমার্গ । বাবার পরিচয় সকলকে দিতে হবে , আর সৃষ্টিচক্রকেও জানতে হবে , যারা চক্রকে জানতে পারবে না , তাদের কি বলা হবে !

সত্যযুগে তোমরা সর্বগুণ সম্পন্ন , ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলে এখন আবার নতুন করে তা হতে চলেছ । তোমরা এই পড়া পড়ে এতো উঁচু হয়েছ । *রাধা কৃষ্ণ আলাদা আলাদা রাজধানীতে ছিলেন* । স্বয়ম্বর হওয়ার পরে তাঁদের নাম লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়েছিল । লক্ষ্মী - নারায়ণের কোনো ছোটোবেলার ছবি দেখানো হয় না । সত্যযুগে তো কারোর স্ত্রী অকালে মারা যায় না । সম্পূর্ণ সময় পার হওয়ার পরেই তারা শরীর ত্যাগ করে । কাল্লাকাটিরও কোনো প্রয়োজন হয় না । ওই দুনিয়ার নামই হলো স্বর্গ । এইসময় আমেরিকা , রাশিয়া ইত্যাদি যে সব দেশ আছে , সবতেই এখন মায়ার জৌলুস । এই এরোপ্লেন , মোটর ইত্যাদি সবই বাবার সময়ই বেরিয়েছে । এই ১০০ বছরেই সবকিছু হয়েছে । এ সব হলো মৃগতৃষ্ণার মতো রাজ্য , একে মায়ার জৌলুস (pomp) বলা হয় । সাইন্সের জাঁকজমকও শেষের দিকের - অল্পকালের জন্য । এইসবই শেষ হয়ে যাবে । তারপর এই সবই স্বর্গে কাজে আসবে । এই মায়ার জৌলুসে যেমন খুশীও আসবে তেমনই বিনাশও হবে । এখন তোমরা শ্রীমতে চলে এই রাজত্ব নিষ্ক । এই রাজত্ব তোমাদের থেকে কেউই ছিনিয়ে নিতে পারবে না । ওই দুনিয়ায় কোনো উপদ্রবই হবে না কেননা সেখানে কোনো মায়া থাকবে না । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা খুব ভালোভাবে পড়ো । সঙ্গে সঙ্গে বাবা এই কথাও জানেন যে সবাই আগের কল্পের মতোই পড়াশোনা করবে । আগের কল্পে যে সিন চলছিল , এখনও সেই সিনই চলছে । এই নরককে স্বর্গ বানানোর কল্যাণকারী পার্ট আগের কল্পের মতোই চলছে । বাকি যারা এই ধর্মের হবে না তাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান বসবে না । বাবা যখন শিক্ষক তখন বাচ্চাদেরও শিক্ষক হতে হবে । বাচ্চারা এই পড়ানোর জন্য বিলেত পর্যন্ত গিয়েছে । দোভাষীও খুব ইঁশিয়ার চাই । পরিশ্রম তো করতেই হবে ।

তোমাদের ঈশ্বরীয় সন্তানদের চলন খুব মর্যাদাপূর্ণ হওয়া চাই । সত্যযুগে তোমাদের চলন খুবই উচ্চ এবং রাজকীয় হয় । *এখানে তোমাদের ছাগ থেকে সিংহী আর বাঁদর থেকে দেবতা বানানো হয় । তাই সমস্ত বিষয়ে তোমাদের নিরহংকারিতা থাকা চাই । নিজের অহংকারকে ত্যাগ করতে হবে* । এই কথা স্মরণে রাখতে হবে , *"যেমন কর্ম আমরা করবো , আমাদের দেখে অন্যেরাও সেই কর্ম করবে"* । নিজের হাতে তোমরা যদি বাসন পরিষ্কার করো তাহলে সবাই বলবে যে তোমরা কতো নিরহংকারী । সবকিছু নিজের হাতে করলে তোমাদের আরো সম্মান বাড়বে । অহংকার এলে তোমরা অন্যের মনে স্থান পাবে না । যতক্ষণ না তোমরা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত করতে পারো ততক্ষণ বাবার মনে স্থান পাবে না , তাহলে সিংহাসনে কেমন করে বসবে ! তোমাদের স্থান তো নম্বর অনুসারেই হবে । যার কাছে অনেক ধন সম্পত্তি থাকে তারা ফার্স্টক্লাস মহল বানায় । তাই খুব ভালো করে পড়ে সম্পূর্ণ পাস করতে হবে , খুব ভালো পদও পেতে হবে । এমন কথা নয় যে যা নাটকে আছে অথবা ভাগ্যে আছে তাই হবে । এই খেয়াল মনে এলেই তোমরা পাস করতে পারবে না । এই ভাগ্যকে তো বাড়াতে হবে । রাতদিন খুব পরিশ্রম করে পড়তে হবে । নিদ্রাজয়ী হতে হবে । *রাতে বিচার সাগর মন্ডন করলে তোমাদের অনেক আনন্দ হবে* । বাবাকে কেউ কেউ বলে না যে , বাবা আমরা

এইভাবে বিচার সাগর মন্ডন করি। তখন বাবা বোঝেন যে এরা এখনো জাগ্রত হয় নি। সম্ভবত এদের পাট হলো বিচার সাগর মন্ডন করার। এক নম্বর বাচ্চা তো এরাই। বাবা অনুভব দিয়ে বলেন, বাচ্চারা ভোরে উঠে বাবার স্মরণে বসে। এমন এমন খেয়াল করো -- এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিববাবা তারপর সুস্বভাবতনবাসী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর। তাহলে ব্রহ্মা কে? বিষ্ণুই বা কে? এমনভাবে বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যে কাজ আমরা করব, আমাদের দেখে তা অন্যরা করবে, তাই প্রতিটা কর্মের উপর নজর দিতে হবে। তোমাদের সম্পূর্ণ নির্মাণ চিত্ত এবং নিরহংকারী হতে হবে। অহংকারকে শেষ করতে হবে।

২) নিজের ভাগ্যকে উঁচু বানানোর জন্য খুব ভালোভাবে এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে হবে। সকাল সকাল উঠে বাবাকে স্মরণ করার শখ রাখতে হবে।

বরদান :- নিয়ন্ত্রণ করার শক্তির দ্বারা জীবনের যে কোনো ঝড়কে উপহার বানিয়ে নিয়ে যথার্থ যোগী হও।

তিনিই হলেন যথার্থ যোগী যিনি এক সেকেন্ডে নিজের বুদ্ধিকে যেখানে এবং যখন লাগাতে চান সেখানেই লাগাতে পারেন। পরিস্থিতি অস্থিরই হোক বায়ুমন্ডল তমোগুণীই হোক বা মায়া যতই গ্রাস করার চেষ্টা করুক না কেন -- এক সেকেন্ডে একাগ্র হওয়া --- এই হলো স্মরণের শক্তি। যতই ব্যর্থ সংকল্পের তুফান আসুক না কেন, নিয়ন্ত্রণ শক্তি থাকলে, এক মুহূর্তেই সেই ঝড়কে জীবনের উপহার বানিয়ে নিতে পারবে। এমন শক্তিশালী আত্মা কখনোই এমন সংকল্প আনবে না যে -- আমি চাই না কিন্তু এই কাজ হয়ে যায়।

স্লোগান :- যোগযুক্ত আর যুক্তিযুক্ত কর্ম যারা করে তারাই বিদ্বৎ প্রফ হতে পারে।

"হোলী উৎসব পালনের এবং হোলী রূপে পরিণত করার অলৌকিক রীতি"

আজ হাইয়েস্ট অর্থাৎ সর্বোচ্চ পিতা নিজের হোলীহংসদের মিলন সভায় এসেছেন । প্রত্যেক হোলীহংসের বুদ্ধিতে সদা জ্ঞানের মুক্তো মণি মানিক্য ভরা আছে। এমন হোলীহংসদের সঙ্গে বাপদাদাও সম্পূর্ণ কল্পে একবারই মিলিত হন। এমন বিশেষ হোলীহংসদের সঙ্গে বাপদাদা সম্পূর্ণ সঙ্গমযুগেই হোলী উৎসব পালন করেন। সংসারীগণ বছরে এক দুই দিন হোলী উৎসব পালন করে কিন্তু পালনের সাথে ক্ষতি-ও হয়ে যায় আর তোমরা হোলীহংসরা পালনও করো লাভের খাতায় উপার্জনও করো , ক্ষতি হয়না । বাপদাদার সঙ্গে সব বাচ্চারা দূরে বসেও হোলী উৎসব পালন করছে । বাপদাদার কাছে দেশবিদেশের বাচ্চাদের শ্রেষ্ঠ সংকল্প পৌঁছাচ্ছে । সব বাচ্চাদের নয়নে আর মস্তকে পিচকারী দ্বারা প্রেমের ধারা , অতি স্নেহের সুগন্ধিত পিচকারী আসছে। বাপদাদাও রিটার্নে সব বাচ্চাদের নয়নের পিচকারী দ্বারা অষ্ট শক্তি অর্থাৎ অষ্ট রঙের পিচকারী দিয়ে হোলী খেলছেন। বাপদাদা দেখছেন যেমন স্থূলরূপে রঙ দিয়ে লাল রঙের সাহায্যে লাল করে দেয় ; বিভিন্ন রঙের দ্বারা বিভিন্ন রূপে পরিণত করে দেয় তেমনভাবে প্রতিটি শক্তির রুহানী রঙ দ্বারা প্রতিটি শক্তি স্বরূপে , গুণ স্বরূপে পরিণত হয় । দৃষ্টি দ্বারা রূপের পরিবর্তন হয়। এমন রুহানী হোলী পালন করতে এসেছে তাইনা ?

বাপদাদা পুষ্প বর্ষা করে হোলী উৎসব পালন করার পরিবর্তে প্রতিটি বাচ্চাকে চিরকালের জন্যে রুহাব অর্থাৎ আত্মিক স্নেহের নেশা দ্বারা রুহানী গোলাপে পরিণত করছেন। নিজেরাই পুষ্পে পরিবর্তিত হয়। এমন হোলী বাবা আর বাচ্চারা ছাড়া অন্য কেউ পালন করতে পারবেনা । জন্মের সাথেই বাবা হোলী উৎসব পালন করে হোলী বা পবিত্র করেছেন। তো তারা উৎসব পালন করে আর তোমরা হোলী স্বরূপ ধারণ করো। সদা প্রত্যেকটি গুণের রঙ , শক্তির রঙ , স্নেহের রঙ লেগে আছেই। এমন হোলীহংস হয়েছ তো তোমরা ? তিলক লাগানোর প্রয়োজন নেই । তোমরা হলে চিরকালের তিলকধারী । অবিনাশী তিলক লাগানো রয়েছে কিনা । যা মেটালেও মিটবেনা। অল্পকালের পরিবর্তে চিরকালের উৎসব পালন করো এবং অন্যদেরও পরিণত করো। তারা মঙ্গল মিলন উপলক্ষ্যে গলায় গলায় মিলন করে কিন্তু তোমরা হোলীহংসরা বাপদাদার গলার হার হয়ে যাও। সর্বদা গলার হার হয়ে চকমকে রত্ন বিশেষ বিশ্বের সামনে দ্যুতি ছড়াও। এক একটি রত্ন এমন চমকদার লাইট স্বরূপ যে হাজার হাজার বাত্বের এমন আলো হয়না । এমন চমকদার রত্ন - নিজের লাইট-মাইট স্বরূপকে জানো তাইনা ! সম্পূর্ণ বিশ্বকে অন্ধকার থেকে রোশনাই -তে নিয়ে আসে এমন চকমকে রত্ন তোমরা। বাপদাদা এমন হোলী হংসবৃন্দের সঙ্গে বিশেষ দিনের প্রমাণ স্বরূপে রুহানী হোলী উৎসব পালন করছেন।

হোলী জ্বালিয়েছ আর পালনও করেছ। জ্বালানো এবং পালন দুই-ই করতে পারো তো ? জ্বালানোর পরেই উৎসব পালন হয়। সঙ্কল্পের দেশলাই দিয়ে যা কিছু নিজের প্রতি বা সেবা প্রতি ব্যর্থ সঙ্কল্প অর্থাৎ দুর্বলতার সঙ্কল্পের সংস্কার রয়েছে , সবকিছু একত্র করে দেশলাই দিয়ে আগুন লাগিয়ে দাও , একেই বলা হয় শুকনো কাঠ। তো সব ব্যর্থকে একত্র করে দূত সঙ্কল্পের আগুন লাগাও। তাহলেই জ্বালানো হয়ে গেল। জ্বালানো অর্থাৎ পালন এবং স্বরূপ ধারণ করা। আগুন দিতে পারো তো ? তো জ্বালাও আর পালন করো অর্থাৎ নিজেকে সর্বদা হোলী রূপে পরিণত করো। এমন হয়না তো আগুন

দিলেও আগুন ধরেনা। দেশলাই কাঠিতেও দেশলাইয়ের বাত্মের সম্পর্ক ছাড়া আগুন ধরেনা। তো বাবার সঙ্গে সম্পর্ক সম্বন্ধ হবে, অভ্যাসের কাঠিতে মশলা ঠিক থাকবে তবে সেকেন্ডে সঙ্কল্প করলেই তৈরী। তো সব সাধন ঠিক চাই। সম্বন্ধও চাই, অভ্যাসও চাই। সম্বন্ধ আছে আর অভ্যাস কম তাহলে পরিশ্রমের পরে সফল হবে। সেকেন্ডে সঙ্কল্প স্বরূপ হতে পারবেনা। বারবার সঙ্কল্প করে পরিশ্রমের পরে সফল হবে। তোমাদের সবার পরিশ্রমের সময় অর্থাৎ ভক্তির সময় শেষ হয়ে গেছে তাইনা। ভক্তির অর্থ-ই হল পরিশ্রম। ভক্তির সময় শেষ হয়েছে মানেই পরিশ্রম শেষ হয়েছে। এখন ভক্তির ফল নেওয়ার সময়। ভক্তির ফল হল জ্ঞান অর্থাৎ প্রেম, পরিশ্রম নয়। ৬৩ জন্ম পরিশ্রম করেছে, একটু বা বেশী, কিন্তু পরিশ্রম তো করেছে তাইনা! এখন এই একটি জন্মে ভালোবাসতেও পরিশ্রম করবে নাকি! এখন তো সর্বদা বাবার স্নেহ ভালোবাসার ফল খাও অর্থাৎ সদা ফলপ্রসূ হও। ফল খাও অর্থাৎ সর্বদা সফল হও। ফল খাওয়া অর্থাৎ সদা হোলী উৎসব পালন করা বা হোলী (পবিত্র) স্বরূপে পরিণত হওয়া। এখন পরিশ্রম করার, যুদ্ধ করার সংস্কার সমাপ্ত করো। এখনতো রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করেছে তাহলে আর যুদ্ধ কিসের? দেবতা পদের ভাগ্যের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তো এখন পেয়েছ। স্বরাজ্যের মজা বিশ্বের রাজ্যতে নেই। তো রাজ্য ভাগ্যবান আত্মারা এখনও যুদ্ধ কেন করো? তাই পরিশ্রমের সংস্কার, যুদ্ধের সংস্কার বা সংকল্প রূপী পুরানো কাঠে আগুন দাও। এই হোলী জ্বালাও। বাপদাদার বাচ্চাদের পরিশ্রমের সংস্কার দেখে দয়া হয়। এখনও পরিশ্রম করবে তো ফল কখন থাকে? এর মানে কেয়ারলেস হবেনা যে পরিশ্রম করতে হবেনা। কেয়ারলেস নয় বরং সদা স্নেহ ভালোবাসায় মগ্ন হয়ে থাকবে। লাভলীন হয়ে থাকবে। ভাবলে আর কার্য সিদ্ধ হবে - এমন অভ্যাসী হও। মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপে সংকল্প করলেই অনুভূতি হবে - এমন সহজ অভ্যাসী হও। শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাজানাকে স্বরূপে আনো। কোনও শ্রেষ্ঠ কাজ যখন করো, তখন সাজসজ্জা করো তো, তাই না! যেমন কাল শৃঙ্গার করেছিল তাইনা? (কাল মধুবনে ৫টি কন্যার সমর্পণ সমারোহ হয়েছিল সেই আয়োজনে তাদের খুব সাজানো হয়েছিল) শৃঙ্গারিত সুসজ্জিত মূর্তিও শুভ লক্ষণ। তো তোমরা সদা শুভ কাজে উপস্থিত হও তো সর্বদা গুণের গহনায় সজ্জিত থাকো। শুধুমাত্র বুদ্ধির সিন্দুকে বন্ধ রেখোনা। সদা গুণের গহনায় সজ্জিত মূর্তি স্বরূপ, এই ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন হও। এমন উঁচু থেকে উঁচু বাবার বাচ্চারা সদা সৌভাগ্যবতী, সদা ভাগ্যশালী আত্মারা শৃঙ্গার না থাকলে সাজবে কিভাবে! সৌভাগ্যের চিহ্ন হল শৃঙ্গার আর রাজ্যকুলের চিহ্ন হল শৃঙ্গার। তো তোমরা কে? রাজার রাজা করেন যিনি সেই কুলের তোমরা আর সদা সৌভাগ্যবতী। তো গুণের গহনায় সজ্জিত রহানী মূর্তি স্বরূপে সদা থাকো। এমন হোলী উৎসব পালন করেছে কি?

মধুবনে হোলী উৎসব পালন করেছে তো? নাচ গান করা এই হল উৎসব পালন। তো সদা গাও, সদা নাচো আর স্থূলরূপেও নাচো আর গাও। পালন করলে তাইনা? গেয়েছ, খেয়েছ, যোগও লাগিয়েছ, ভোগও লাগিয়েছ। মনটাও মিষ্টি, মুখেও সর্বদা মিষ্টি। তো হোলী হয়ে গেল তাইনা! এই হল-ই কল্প কল্পের হোলী। বাকি কি করবে? গোলাপ-জল ছড়াবে? গোলাপের পাতা ব্যবহার করবে? স্বয়ং তোমরাই হলে গোলাপ। বাকি কোনো আশা রয়ে গেলে কাল গোলাপ-জল ঢেলে দিও। রঙে রঙীন তো হয়েই আছে। ঐ রঙ তো মেটাতে হবে আর এই রঙ যত গাঢ় হবে ততই ভাল।

এমনই সর্বদা রুহানী গোলাপ , সর্বদা জ্ঞানের রঙে রঙীন হয়ে , সর্বদা প্রভু মিলনে মগ্ন , সর্বদা গুণের গহনায় সজ্জিত মূর্তি , বাপদাদার কাছে এবং সমান রত্নদের , সে দূরেই থাকুক আর সামনেই থাকুক , কিন্তু সকল হোলী হংসবৃন্দকে বাপদাদা হোলী স্বরূপে পরিণত হওয়ার অভিনন্দন জানাচ্ছেন । সাথে সর্ব লাভলীন আত্মাদের স্নেহপূর্ণ রেসপন্স সহ স্মরণ ভালোবাসা আর সর্ব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের নমস্কার ।

গুজরাটের *পাটির* *সঙ্গে* *সাক্ষাৎকার*

তোমরা সবাই খুবই বড় ব্যবসায়ী, তাইনা ? বিশ্বের ভিতরে কেউ এত বড় বিজনেস করতে পারবেনা । যারা হুশিয়ার বিজনেসম্যান হয় তারা উপার্জনও বাড়ায়। লৌকিকতার ক্ষেত্রে যখন বৃদ্ধি হয় তখন এক এক করে বিন্দু লাগায়। তোমাদেরও বিন্দু লাগাতে হবে। আমিও বিন্দু বাবাও বিন্দু । বড় থেকে বড় ব্যবসায়ী হয়ে কিন্তু লাগাতে হবে বিন্দু । ৬ বা ৮ লিখতে মুশকিল হতেও পারে কিন্তু বিন্দু তো সবাই লাগাতে পারো । এই হল সহজ এবং শ্রেষ্ঠ । সারাদিন কত বিন্দু লাগাও ? যখন প্রশ্ন আসে তখন বিন্দু মিটে যায়। বিন্দু ছাড়া প্রশ্নও হয়না। তাহলে বিন্দু লাগানোর বিষয়ে সবাই হুশিয়ার হয়েছ তো ? বিন্দু লাগাতে সময়ও লাগেনা । আমিও বিন্দু বাবাও বিন্দু। এরজন্য কেউ বলতে পারবেনা সময় নেই। সেকেন্ডের কথা যে। তো যত সেকেন্ড পাবে বিন্দু লাগাও তারপর রাতে বসে গুনে নাও কতগুলি বিন্দু লাগিয়েছ ? কোনো কথাটি ভেবোনা , যে কথাটি ভাববে সেইটি বাড়বে । সব ভাবনা ত্যাগ করে এক বাবাকে স্মরণ করো , এইটিই দুআ বা আশীর্বাদ হয়ে যাবে। স্মরণে অনেক লাভ রয়েছে - যত স্মরণ করবে ততই শক্তি সঞ্চিত হবে , সহযোগ প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা ।

বার্ষিক *মিটিঙের* *জন্মে* *বাপদাদার* *প্রেরণা*

মিটিঙে কোনো না কোনো নবীনতার প্রয়াস তো করবেই । কিন্তু একটি বিশেষ কথা খেয়াল রাখবে যে বাপদাদা প্রথমে ইশারা দিয়েছিলেন যে প্রতিটি জোন নিজের সেবার সহযোগী সম্পর্কে যারা সেবায় নিমিত্ত হয়েছে , এমন পুষ্পগুচ্ছ মধুবনে তৈরী করে নিয়ে এসো। সে যেকোনো বর্গের হোক কিন্তু এমন বিশেষ আত্মা হোক যে সময় অসময়ে সহযোগী হওয়ার নিমিত্ত হতে পারে। এমন সেবা করানোর অর্থে নিমিত্ত স্বরূপ আত্মাদের সামনে আনো। বাপদাদার সামনে নয় কিন্তু মধুবনে নিয়ে এসো গ্রুপ বানিয়ে । তারপর তারা যত এগিয়ে যাবে সবাই কাছে আসবে। তো এই কথাটির উপরে বিশেষ অ্যাটেনশন দিয়ে , চারিদিকের দেশবিদেশের সব দিকের গ্রুপ সামনে আসা চাই। করছে সকলেই , কিন্তু সামনে আসা চাই আর সেই গ্রুপের দ্বারা সেবাও বেশী হবে কারণ সংগঠনে এসে শক্তি অর্জন করবে। ফ্যামিলী মেম্বার অনুভব করবে আর সঙ্গে মম্মা সেবার উপরেও বিশেষভাবে নিজেদের মধ্যে এক তো স্পষ্ট করা দ্বিতীয়ত নিজেদের মধ্যে সময় সময়ে বসে মম্মা সেবার বৃত্তির প্ল্যান করা উচিত । রেজাল্ট আনতে হলে সময় প্রমাণ , পরিস্থিতি প্রমাণ বর্তমানে মম্মা সেবার প্রয়োজন বেশী । যেমন তোমরা ভিন্ন ভিন্ন বর্গ (wings) তৈরী করেছ , কিন্তু প্রত্যেকটি বর্গে এমন সহযোগী গ্রুপ থাকা উচিত , যাতে গভর্নমেন্টের সামনে কি-কি সেবা করা হয়েছে , কতখানি পরিবর্তন হয়েছে , প্র্যাক্টিকাল রেজাল্ট কি এসেছে - প্রতিটি বর্গে সেসব গভর্নমেন্টের সামনে আসা উচিত । যাতে গভর্নমেন্টও যেন বুঝতে পারে এরা সবাই অলরাউন্ড সেবাধারী । শুধুমাত্র রিলিজিয়াস বা ধার্মিক নয় বরং অলরাউন্ড সেবাধারী । যে সেবা-ই হোক না কেন , গভর্নমেন্টকে দাও, তো গভর্নমেন্ট

গ্রুপের রেজাল্ট দেখে তোমাদের অফার করবে যে তোমরা এই কাজে সহযোগী হও। এখনও গভর্নমেন্টের সামনে প্র্যাক্টিকাল মানচিত্র ক্লিয়ার নয় , সেবা অনেক করছ , কিন্তু সবার যেন চোখ খুলে যায় , টিভিতে , খবরের কাগজে আসবে যে ব্রহ্মাকুমারীরা এই-এই সেবার রেজাল্ট নিয়ে গভর্নমেন্টের সামনে এসেছে , তো প্র্যাক্টিকাল রেজাল্ট দেখাও। এই ছোট ছোট বিঘ্ন গুলি সব শেষ হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত এই ভাব ছিল যে ইহা হল এক ধার্মিক সংস্থা । সোশাল এবং এডুকেশনাল আর সব বর্গের ক্ষেত্রে নিমিত্ত , সম্পূর্ণ সৃষ্টির বিভিন্ন বর্গকে পরিবর্তন করতে পারে এমন সংস্থা , কতো জনের মাদক সেবন থেকে মুক্তি করিয়েছ , কত হেল্থ মেলার আয়োজন করাও, গভর্নমেন্টের সামনে কি রেজাল্ট রয়েছে ? একটি খবর ছাপিয়ে দিলে জানা যায়না । প্র্যাক্টিকাল স্টেজে আনার প্ল্যান করো। অনুষ্ঠান করো , প্রদর্শনী করো , অনেক করো কিন্তু তার রেজাল্ট সবার নজরে আসা চাই। তোমাদের যত সেবা আর সেই অনুযায়ী যা রেজাল্ট আছে সেরকম অন্য কোনো সংস্থার নেই। বিভিন্ন বর্গে , বিভিন্ন গ্রামে আর কোনো খরচ না করে শুধু মন দিয়ে , স্নেহ দিয়ে সেবা করো , কিন্তু সবকিছুই গুপ্ত রূপে । বুঝলে । সমঝদার তো বটেই তবে তো মিটিঙে আসো। আচ্ছা ।

বরদান :- আমিষ- ভাবের অধিকারকে সমাপ্ত করে ক্রোধ এবং অভিমানের উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী কর্মবন্ধন মুক্ত ভব।

যেখানে আমার ভাবের অধিকার থাকে যে এইরূপ কেন হল , এইটি আমার -তাহলেই ক্রোধ , অভিমান অথবা মোহ আসে। কিন্তু এরা আমার সেবার সাথী , আমার অধিকারের নয়। যখন আমার নয় তখন ক্রোধ , মোহের কর্মবন্ধনও নেই । তো কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে একমাত্র বাবাকে নিজের আপন সংসার করে নাও। "এক বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ " একমাত্র বাবা-ই সংসার হয়ে গেলে কোনোরকম আকর্ষণ থাকবেনা , কোনো কমজোর সংস্কারের বন্ধন থাকবেনা । সব আমার আমার এক আমার বাবার মধ্যে সমায়িত হবে।

শ্লোগান : মাস্টার সর্বশক্তিমান সে-ই হয় যে সময় অনুযায়ী প্রতিটি গুণ , প্রতিটি শক্তিকে কাজে লাগায়*।

*"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যেমন একদিকে তোমাদের বাবা, তেমনই আবার টিচার এবং গুরুও ।
জীবন থাকতেই বাবার কণ্ঠমালার সুতোয় তোমাদের গ্রন্থিত (গাঁথা) হতে হবে ।"*

*প্রশ্ন:- কোন বিশ্বাসের আধারে তোমরা বাচ্চারা স্থিরসঙ্কল্প ব্রাহ্মণ হও? *

উত্তর:- তোমাদের প্রথম নিশ্চয় এটাই যে, তোমরা চর্মচক্ষে তোমাদের দেহসহ যা কিছু দেখছ তার সবই পুরানো হয়েছে, এই দুনিয়া অতি মলিন হয়েছে যা বাস করার জন্য আর উপযুক্ত নয় । আমরা বাবার থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার নিই । এই নিশ্চয়তার ভিত্তিতে এই জীবনে থেকেও এই পুরানো দুনিয়া এবং পুরানো দেহের অবসান ঘটিয়ে তোমরা বাবার হও অর্থাৎ শিবস্ব গুণের অধিকারী হও । তোমাদের এই নিশ্চয় আছে, একমাত্র বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্যপাট নিই ।

*গীত:- তোমার পথেই বাঁচবো আর তোমার পথেই মরবো.... *

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান গায়, যারা পাথরবুদ্ধির ছিলো তারা দৈব বুদ্ধির হওয়ার জন্য এই গান গায় । একটা জাগতিক গানও আছে, যে গানের কলিতে বলা হয়েছে পাথরও গান গায় । পাথর তো গান গায় না, পাথরবুদ্ধির মানুষ গান গায় । তোমরা এখন দেবোপম বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়েছ । ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের বুদ্ধি দিয়েছেন । আমরা যখন ঈশ্বরের গুণপ্রাপ্ত হই তখন নিজেদের দেহ সমেত সমগ্র দুনিয়াকে ভুলে, যাই কারণ এই দুনিয়া বসবাসযোগ্য থাকেনা । এই দুনিয়া অতি মলিন আর সমস্যাবহুল, জাগতিক কাজকর্ম বা ব্যবসাদির ব্যস্ততা চরম ! এখানে কোনো সুখ নেই তাই তো তোমার কণ্ঠের মাল্যসূত্রে গ্রন্থিত হই । আমাদের নিশ্চয় আছে, আমরা আত্মা; তাইতো বাবা আমরা তোমার হই । আমাদের হৃদয় আজ এই দুনিয়াকে ভুলেছে, এই দেহ ভুলেছে । কারণ আমরা যে আরও জেনেছি বাবা, তোমার থেকে আমাদের বিশ্ব রাজত্বের অধিকার প্রাপ্ত হয় । এই নিশ্চয় না হলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়না । চৈতন্য দেহে বাবার হতে হবে । একমাত্র নিরাকার পিতাকে বলা হয় বাবা । তুমিই আমাদের বাবা, টিচার এবং সদগুরু । তুমি আমাদের প্রত্যক্ষ ফল প্রদানকারী । বাবার রূপে তুমি আমাদের বিশ্বরাজ্যের উত্তরাধিকার দাও । শিক্ষক রূপে সারা ব্রহ্মাণ্ড আর দুনিয়ার আদি -মধ্য -অন্তের সমস্ত নলেজ দাও । সদগুরুর ভূমিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ তুমি তোমার সাথে, মুক্তিতে, শব্দহীন জগতে; প্রেরণ করছ জীবন-মুক্তিতে, সুখ সাগরে । বাবা, আমরা যাবো তোমার সাথে । তুমি আমাদের সত্যকারের সদগুরু । ওই গুরুরা তাদের সাথে কাউকে নিয়ে যায়না । এমনকি তারা মুক্তি বা জীবনমুক্তির পথ সম্পর্কে জানেনা । সেই সকল মানুষ তোমাকে সর্বব্যাপী বলে, তাহলে বর্ষা কে দেবেন ! কাকে বলা হবে হে ভগবান ! তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে, তোমরা নিরাকার শিববাবার হয়েছ । আমাদের দেহ-অভিমান ভেঙে গেছে । আমরা তোমার ডিরেকশন অনুসরণ করবো বাবা । তুমিই বলো, দেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় সবকিছু থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় ক'রে আমাদের স্মরণ করো । যখন আত্মা দেহ ছেড়ে দেয়, তখন তোমাদের মরণ হয়, আর সমগ্র দুনিয়া তখন তোমাদের কাছে মৃত । সম্পর্কগুলোও তখন থাকেনা । যতক্ষণ তুমি মায়ের গর্ভে প্রবেশ না করছ ততক্ষণ তোমার জন্য কোনো দুনিয়া নেই, তুমি সম্পূর্ণভাবে দুনিয়া থেকে আলাদা । বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা সবকিছু ভুলে জীবনে থাকতে আমার হয়ে যাও । আমি তোমাদের আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো । এই দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাচ্ছে । দেবী-দেবতারা কখনও অপবিত্র

দুনিয়ায় আসেননা । যখন মানুষ মন্দিরাদি উদ্ভারণে মনোনিবেশ করে, তারা সর্বাগ্রে সবকিছু পরিষ্কার করে । যেমনই হোক, এটা সত্যযুগ নয় যে, লক্ষ্মী আসবেন । সেক্ষেত্রে, নারায়ণ কোথা থেকে আসবেন ? তারা কেন মহালক্ষ্মীকে চতুর্ভুজা দেখায় ? কেউ বুঝতে পারেনা যে, এটা হলো দ্বৈত-রূপ । চার বাহুসহ একজনও কেউ হতে পারেনা, যেমন ছবিতে তারা দেখিয়েছে । তবে তো তাদের দুটো মুখও দেখানো উচিত । তারা কখনই চার পদ দেখাতে পারেনা, কেননা বাস্তবে এইরকম চারপদ বিশিষ্ট মানুষ হয়ই না । এই সবকিছু অন্যদের বোঝানোর জন্যে যে, ওই দ্বৈত-রূপ লক্ষ্মী এবং নারায়ণের । যদি তাঁরা আলাদা হন, তবে তাঁদের প্রত্যেকের দুটো হাত এবং দুটো পা-ও হবে । বাবা বলেন, সর্বাগ্রে তাদের এই নিশ্চয় করাও যে তোমাদের বাবা, বাবা-টিচার এবং সদগুরু আর সেই তিনি আমাদের সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । তাঁর কোনো শিষ্য ইত্যাদি নেই যে, তিনি চলে যাওয়ার পরে তারা তোমাদের জ্ঞান দেবে বা তাদের সাথে তোমাদের নিয়ে যাবে । বাবা বুঝিয়েছেন, নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । বাবা বলেন, আমি সবার সদগতি দাতা, পতিত-পাবন । আমি সর্বকালেরও কাল । তাদের যমদূতের সাক্ষাত্কার হয় কারণ তারা ক্রমাগত পাপ করতে থাকে, সুতরাং, তার জন্য তারা সাজাও ভোগ করে । যাই হোক, যমদূত ইত্যাদি হয়না । আস্সা এক দেহ ছেড়ে আরেক দেহ নেয় । গর্ভে থাকাকালীন আস্সার শাস্তি হলে নিদারুণ কষ্টে আর্তনাদ করে । সর্বপ্রথম বাচ্চাদের নিশ্চয় করতে হবে ইনি আমাদের বাবা-টিচার এবং সদগুরু এবং সেই এককেই স্মরণ করতে হবে । রচয়িতাও এক এবং একমাত্র । ১০ বা ১০০ রচয়িতা নয়, আর না-ই দশ দুনিয়া । বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা তোমার গলার হার হয়েছি । তারপর আমাদের রুদ্রমালা তৈরি হবে । এই সময়, তোমরা ব্রাহ্মণরা পুরুষার্থী । তোমাদের মালা তৈরি হতে পারেনা । কেননা, তোমরা ওপরে উঠে আবার পড়ে যাচ্ছ । *তোমরা জানো যে, তোমরা বাবার মালা হয়ে -- পরে বিষ্ণুর মালা হবে । সর্বপ্রথম তোমাদের নিরাকার মালা পরমধামে যাবে, তারপরে সাকার মালা বিষ্ণুধামে যাবে* । মানুষ এইসব জিনিস জানেনা । বাচ্চারা বলে, আমরা জীবনে থাকতেই তোমার হয়েছি বাবা ! তা নাহলে সাকার মানুষ, সাকার মানুষকে অ্যাডপ্ট করে ! এখানে তোমাদের অর্থাৎ নিরাকার আস্সাদের শিববাবা অ্যাডপ্ট করেন । ব্রহ্মার মাধ্যমে তিনি বলেন, হে আস্সাগণ, তোমরা আমার হয়েছ । তিনি বলেন না তোমরা সাকার সত্তারা আমার হয়েছ । এখানে, নিরাকার আস্সারা, নিরাকারকে বলে আমি তোমার হয়েছি । অন্যান্য যারা অ্যাডপ্ট করে তারা দেহকে দেখে । এমনকি তারা নিজেদেরও আস্সা মনে করেনা । ভাই ভাইকে অ্যাডপ্ট করলে তারা কি লাভ করবে ? এখানে বাবা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্যে । এই হলো গভীর গুহ্য বিষয়, যারা যথার্থভাবে পড়বে তাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত বিষয় স্থির-নিশ্চয় হবে । নিরাকার বাবা বলেন, দেহ-অভিমান ছেড়ে আমার হও, আমি তোমাদের আমার সাথে নিরাকার দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব । কৃষ্ণ-আস্সাকে পরমাস্সা বলা হয় না । সেই আস্সা পুরো ৮৪ জন্ম নেয় । লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো । রাজা রাজার পার্ট আর রানী রানীর পার্ট, প্রত্যেকে নিজের ভিন্ন - ভিন্ন পার্ট প্রাপ্ত করে । তারা ৮৪ জন্ম নেয় । এটা কোনও এক আস্সার কথা নয়; প্রত্যেককে পুনর্জন্ম নিতেই হবে । বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে কিভাবে ৮৪ জন্মের চক্র ক্রমান্বয়ে ঘুরছে । যখন তোমরা ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলো তখন সবকিছু ভ্রষ্ট হয়ে যায় । তোমাদের লক্ষ বছরের কথাও স্মরণে আসেনা । এখন সবকিছু তোমাদের স্মরণে এসেছে । আজকের ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া, কাল হবে শ্রেষ্ঠাচারী । শাস্ত্রীজীর মতন আমরাও লিখতে পারি, আমরা নিশ্চয়ই নিউ ইন্ডিয়া রচনা করবো । যেমনই হোক, নিউ ইন্ডিয়া একমাত্র নিউ ওয়ার্ল্ডেই হবে । সেখানে দেবী-দেবতা ধর্ম ছাড়া অন্য কোনও ধর্ম হয়না । ভারতে এখন বহু ধর্ম বিদ্যমান । নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালপালার অস্তিত্ব ।

তাদের সবকিছু শেষের মুখে । এটাও দেখানো হয়েছে যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ এখন ব্রহ্মা-সরস্বতী হয়েছেন । তারপরে ব্রহ্মা-সরস্বতী লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন । সেই কারণে তারা দেখিয়েছে ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু বেরিয়েছেন আবার বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা । তোমরা এখন বিষ্ণু কুলের হতে চলেছ । যারা যথার্থভাবে বুঝতে পারে তাদের খুশির পারা চড়বে, নাটক এখন সম্পূর্ণ হয়েছে । যখন তোমরা নাটকের কথা বলো তোমাদের আদি -মধ্যে -অন্ত সব স্মরণে এসে যায় । তোমাদের মধ্যে যারা সচেতন তাদের বেহদের ড্রামা স্মরণে থাকবে । প্রথমে সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়দের রাজত্বকাল ছিলো পরে অন্যান্যরা এসেছে । তারপরে তারা বৈশ্যবংশীয় এবং শূদ্রবংশীয় হয় । আমরা আত্মারা এইভাবে ৮৪ জন্ম নিই । তোমাদের অনেকের স্মরণ হয়না । ড্রামার আদি -মধ্য -অন্তের জ্ঞান তোমাদের বোঝা উচিত । এই নাটক ৫ হাজার বছরের; এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । আত্মা অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র; সে-ই ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে । পরমাত্মাও অতিশয় ক্ষুদ্র বিন্দু । তিনিও তাঁর পার্ট প্লে করার বন্ধনে বেঁধে আছেন । তিনি ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ । সঙ্গমযুগেই তাঁর পার্ট প্লে করার টাইম ইমার্জ হয় অর্থাৎ সঙ্গমযুগেই তাঁর নিজস্ব ভূমিকা পালন করার সময় নির্ধারিত হয়েছে । শাস্ত্রে তারা লিখেছে যে ভগবানের সঙ্কল্প ছিলো নতুন সৃষ্টি রচনা করার; কিন্তু এমনভাবে লেখা হয়েছে যে, কেউ এটা বুঝতে পারেনা । সেই সমস্ত কথা অতীতের । প্র্যাকটিক্যালি তোমরা তোমাদের পার্ট প্লে করছ । তোমরা জানো যে, তিনি ত্রিভুমিকায় - আমাদের বাবা, টিচার এবং সদগুরু । তোমরা লৌকিক বাবাকে কখনও এইরকম বলতে পারবেনা । একজন গুরুকে গুরুই বলা হয়ে থাকে । এখানে একের মধ্যেই তিন । এই সমস্ত কথা বুঝতে হবে । একমাত্র গড় ফাদারকে নলেজফুল (জ্ঞানসম্পন্ন) বলা হয় । তাঁর সমগ্র ঝাড়ের নলেজ আছে কারণ তিনি চৈতন্য । তিনি এসে তোমাদের সমস্ত নলেজ দেন । বাচ্চারা তোমরা জানো যে, এখন তোমরা তোমাদের দেহ ছেড়ে বাবার সাথে ঘরে ফিরে যাবে । যখন তোমরা কর্মাজীত অবস্থায় পৌঁছবে, তোমাদের মধ্যে কোনও অশুভ শক্তি থাকবেনা । এক নম্বর শত্রু, দেহ-অভিমান । সমস্ত অশুভ শক্তির মাথা, রাবণ । ভারতেই রাবণকে জ্বালানো হয়, অথচ রাবণ কি তারা জানেনা । কবে থেকে দশহরা, রক্ষাবন্ধন, দীপমালার উত্সব উদযাপিত হয়ে আসছে তাও তারা জানেনা । রাবণের পরিণাম কি হবে, মৃত্যু নাকি এইভাবেই সে রাজ্য চালিয়ে যাবে ! তোমরা বলতে পারবেনা । তারা রাবণকে জ্বালায় কিন্তু সে আবার জীবিত হয়ে ওঠে কেননা এটাই তার রাজ্য । সত্যযুগে কোনও রাবণ নেই । সেখানে, যোগবলের দ্বারা শিশুর জন্ম হয় । তোমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হতে পারলে, যোগবলের দ্বারা শিশুর জন্ম হতে পারেনা ! সেখানে রাবণের কোনও অস্তিত্ব নেই । সুতরাং, কোনরকম অসংযত হওয়ারও প্রস্ন নেই । সেই কারণে কৃষ্ণকে বলা হয় যোগেশ্বর । তিনি সম্পূর্ণরূপে বিকারহীন । যোগী কখনও অসংযমী হননা অর্থাৎ অবাধে নিজের ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করেননা । ভোগী কখনও যোগ সিদ্ধ হতে পারেনা । এখন তোমরা যোগ শিখছ । ভোগী হলে অথবা বিকারগ্রস্ত হলে যোগযুক্ত হতে পারবেনা । তোমরা বাচ্চারা একযোগে বাবা, টিচার এবং সদগুরুর উত্তরাধিকার লাভ করছ । সদগুরু সকলকে তাঁর সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । সবাইকে তিনি নিয়েই যাবেন, কিন্তু কেবলমাত্র তোমরাই তাঁর কণ্ঠহার হবে । সাজন সকল সজনিদের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । প্রথমে সাজন যাবেন, তারপর যারা সূর্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় হবে তারা যাবে । তারপরে ইসলাম এবং তারও পরে যারা বৌদ্ধ ঘরানার তারা সমারোহের সঙ্গে অনুগমন করবে । সমস্ত আত্মাদের গিয়ে তাদের নিজ-নিজ সেকশনে বসতে হবে । আত্মা হলো নক্ষত্র, স্টার । এই সকল বিষয় যথার্থভাবে বুঝতে হবে । একমাত্র সৌভাগ্যবানেরা এই সমগ্র বিষয় ধারণ করে অন্যদেরও বোঝাবে । যারা বুঝবে তারা আবার মহিমা করবে, অমুক-অমুকে আমায় বুঝিয়েছিলেন আর আমার বুদ্ধির দরজা সম্পূর্ণরূপে খুলে গেছে । তিনি আমাকে জীবনদান দিয়েছিলেন । তারপর

তার প্রতি ভালোবাসা তৈরি হয় । সে ক্রমাগত তাকেই স্মরণ করতে থাকে, পরে সে তার থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয় । নিমিত্ত কাউকে স্মরণ করা যায়না । নিমিত্ত কেউ কার্যাদি-সাধনই করবে, শুধু এইটুকুই । সজনী তারপর সাজনকে স্মরণ করবে । ব্রহ্মাও শুধুমাত্র নিমিত্ত । একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করতে হয় । নিমিত্ত এই ব্রহ্মাও তাঁকে স্মরণ করেন, কিন্তু ইনি পতিত বলে এনার কোনও মহিমা হয়না । পরমাত্মা প্রথমে এনার মধ্যে প্রবেশ করে তারপর এনাকে পবিত্র বানান । এক পতিত, আরেক পবিত্র, সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা পবিত্র । তাঁর মুখও প্রদর্শিত হওয়া উচিত । বারবার এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে । যাই হোক, যখন কেউ এসে বাবার হয় এবং বলে, "বাবা, আমি এখন আপনার হয়েছি, আপনি আমার বাবা, টিচার, সদগুরু " , বাবা বলেন, "আমিও তোমায় গ্রহণ করেছি "। কিন্তু মনে রেখো তুমি কখনও আমার সম্মান নষ্ট করবে না । আমার হয়ে যাওয়ার পর কোনরকম বিকারকে প্রশ্রয় দেবে না ! বাস্তবে, এই সময় সকলে নরকবাসী; তারা স্বর্গকে স্মরণ করে । তারা বলে, অমুকে স্বর্গবাসী হয়েছে । ওহ্ ! কিন্তু স্বর্গ কোথায় ? যদি সেই ব্যক্তি স্বর্গেই গিয়ে থাকে তবে কেন তোমরা তাকে এখানে খাবার খেতে আমন্ত্রণ করো ? পতিত দুনিয়ায় তারা পতিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে খাওয়ায় । কেউ পবিত্র নয় অথচ এই ছোট একটা কথা কেউ বুঝতে পারেনা ! আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ -স্মরণ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞান প্রদানকারী দালালের প্রতি প্রীতি না রেখে এক এবং একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো । শুধুমাত্র তিনিই তোমাকে জীবনদান দেবেন ।

২) এই বেহদের নাটক বুদ্ধিতে রেখে অপার খুশিতে থাকতে হবে এবং দেহ-অভিমান ছেড়ে অশরীরি হওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

বরদানঃ- পবিত্রতার ফাউন্ডেশন মজবুত করে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভবকারী সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন ভব

ব্রাহ্মণ জীবনের ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা । এই ফাউন্ডেশন মজবুত হলে সম্পূর্ণ সুখশান্তির অনুভব হয় । যদি অতীন্দ্রিয় সুখ বা সুইট সাইলেন্সের অনুভব কম হয় তবে ধরে নিতে হবে নিশ্চয়ই পবিত্রতার ফাউন্ডেশন দুর্বল । এই ব্রত ধারণ করা কোনও কম কথা নয় ! বাপদাদা পবিত্রতার ব্রত পালনকারী আত্মাদের হৃদয়ের অভিনন্দন জানান এবং আশীর্বাদ দেন । এই ব্রতের মাধ্যমে 'সম্পূর্ণ এবং সম্পন্ন ভব'- এই বরদান প্রাপ্ত করার জন্য ব্যর্থ ভাবনা, দেখা , বলা এবং করায় ফুল স্টপ লাগিয়ে পরিবর্তন করো ।

শ্লোগানঃ- সদাই একের গভীরে হারিয়ে যাওয়াই, একান্তবাসী হওয়া ।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা- অসীম-বেহদের রাত এখন সম্পূর্ণ হয়ে দিন শুরু হতে চলেছে, তাই তোমাদেরও এখন নিজধামে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যেতে হবে। অতএব এখন বিভিন্ন তীর্থ-ধামের দরজায়-দরজায় ধাক্কা খাওয়া বন্ধ করো।"

প্রশ্ন :- কোন্ অভ্যাসের আধারে তোমরা বাচ্চারা কর্ম-কর্তব্যের সেবা, খুব ভালো ভাবে সম্পন্ন করতে পারো ?

উত্তর :- যদি কম করেও ৮ ঘন্টা অবধি পরমাত্মার স্মরণে থাকার অভ্যাসে অভ্যাসী হওয়া যায়, তাহলে কর্ম-কর্তব্যের সেবাও খুব ভালো ভাবে করা সম্ভব হবে, কেননা একমাত্র তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বে পবিত্রতা ও শান্তির ভাইরেশন (বাতাবরণ) ছড়িয়ে পড়ে। যেহেতু একমাত্র তাঁকেই স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে উচ্চ পদের অধিকারী হওয়া যায়, এই কারনেই এই পবিত্র যাত্রায় কখনো ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত ভাব মনে আনবে না। শারীরিক ভাব থেকে মুক্ত হয়ে নিরন্তর দেহী-অভিমানী হওয়ার প্রয়াস করতে থাকতে হবে।

*গীত :- নিশীথ রাতের যাত্রীরা, তোমরা নিজেদেরকে ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত ভেবো না..... *

ওঁ শান্তি। বাচ্চারা বাবার সাবধান বাণী শুনল। বাবা বাচ্চাদেরকে, 'নিশীথ রাতের পথিক' এই সম্বোধনে সাবধানী বাণী শোনাচ্ছেন। কেননা এবার তো বাচ্চাদের আবার আলোর দিন শুরু হতে চলেছে। বর্তমানের এই সঙ্গম সময়টাই হলো অসীম বেহদের অন্ধকারময় রাত আর নতুন দিনের সঙ্গমের সময়। যে সময়ে অসীম বেহদের নিশীথ রাত শেষ হয়ে দিনের আলোর স্থাপনা হতে চলেছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের (আত্মাদের) আবার নিজধামে অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যেতে হবে। যার জন্যই তোমরা অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করেছ, কিন্তু পরমাত্মার নাম ও রূপ পরিবর্তন করে দেওয়ার কারণে কোথাও তোমরা তাঁকে খুঁজে পাওনি। কিন্তু, এখন তোমরা জানতে পেরেছো, বাবা এসে আমাদের সেই রাত অর্থাৎ কলিযুগ থেকে আলোর সত্যযুগে যাওয়ার দিশা দেখাচ্ছেন। বাবা বাচ্চাদের আরও বোঝাচ্ছেন যে, ব্রহ্মচারী তাদেরকেই বলা হবে, যারা বিকার কর্ম-কান্ডের দ্বারা জন্মগ্রহণ করে। ভারতবাসীরা তো নিজেদের পরমপিতা পরমাত্মাকেই ভুলে গেছে। তারা তো এটাও ভুলে গেছে যে, প্রকৃত গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিববাবা। ভুলে যাওয়ার কারণেই তারা নিরাকার শিববাবার বদলে শরীরধারী শ্রীকৃষ্ণের নাম জুড়ে দিয়েছে গীতায়। এটাই হল সব থেকে বড় ভুল, যার কারণে অর্ধকল্প ধরে, আমাদের এই দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে এই ভুলের নিমিত্তে। কারণ মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে ভক্তিমার্গে চলতে থাকে। যদিও এ সবই অবিনাশী ড্রামাতে খোঁদিত আকারে লিপিবদ্ধ হয়েই আছে। যদি শিববাবাকে সঠিক ভাবে জানতে পারো, তাহলে কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চা বি কে-রা এখন সেই বাবাকে জানতে পেরেছ। এখন শ্রীকৃষ্ণও যদি তার নিজের রূপেই আসে, তখন সকল আত্মাই তাকে অতি সহজেই চিনতে পারবে। কিন্তু কখনও আবার এমনও হয় যে, তোমরা বি কে রাও শ্রীকৃষ্ণের ছদ্মবেশ দেখে বাবাকে ভুলে যাও। এদিকে জগতের মানুষ শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে সর্বদাই তাকে মনে রাখে। তারা তো শ্রীকৃষ্ণকে জগতের মালিক ভাবার কারণে এটাও বিশ্বাস করে যে, শ্রীকৃষ্ণই তাদেরকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে যাবে। তারা কেউ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ ছাড়তেও পারে না। কিন্তু তোমাদের (বিকে দের) খুব ভালো ভাবে

এইসব যুক্তিসহ অন্যদেরকে তা বোঝাতেও হবে। কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণেরাও যদি সঠিক ভাবে বোঝাতে অক্ষম হও, তাহলে তো সেটা (ডিস-সার্ভিস) অহিতসাধন হয়ে যাবে, -- তাই না! কেন না তোমরা নিজেরাই পরমাত্মার বিষয়ে সম্পূর্ণ বুঝতে না পারলে অন্যদেরও সঠিক হিসাব বোঝাতে পারবে না। এই সময় সকল আত্মাই পতিত হয়ে আছে। তাই তো তারা গানও গায়, 'পতিত-পাবন সীতারাম' এই বলে। কিন্তু তাদের পবিত্র কে বানাতে পারেন, সে বিষয়ে সম্যক কোনো ধারণাই নেই। আর তাই তো তারা শ্রীকৃষ্ণকেই গীতার ভগবান মনে করে। রামের তো কোনো শাস্ত্র নেই। অথচ এমন তো বলে না যে রামায়ণ রামচন্দ্রের শাস্ত্র। রামচন্দ্র তো ঋত্রিয় ধর্মও স্থাপন করেন নি। ব্রাহ্মণ, দেবতা আর ঋত্রিয় এই তিনটি ধর্মকে একসাথে স্বয়ং শিববাবা স্থাপন করেন। তোমাদের মধ্যেও খুব কম সংখ্যকই এই বিষয়ে বুঝতে সক্ষম হয়েছ। রাজা-রানী তো একজন করেই হবে, আর বেশিরভাগই প্রজা ও দাস-দাসীতে পরিণত হবে। পূর্বে রাজাদের কাছে অনেক দাস-দাসী থাকতো, তাদের মনোরঞ্জন ও নৃত্য পরিবেশন করার জন্য। নৃত্য ইত্যাদিতে শখ সেখানে অনেকেরই থাকে। তবে রাজা-রানীর সংখ্যা সেখানে কম। যেহেতু সব যুগেই নৃত্যকলার খুবই কদর আছে। কিন্তু, রাজা-রানীর সংখ্যা তো খুবই কম হয়। যে সকল আত্মারা নিজেরা সঠিক রীতিতে খুব ভালোভাবে তা বোঝার সাথে সাথে অপর আত্মাদেরও তা সঠিক ভাবে বোঝাতে সক্ষম হন, তারাই সেই রাজা-রানীর পদ প্রাপ্ত করেন। প্রদর্শনীর সেবার দ্বারা এটা বোঝা যায় যে কোন্ কোন্ আত্মা খুব সুন্দর রীতিতে এসব বোঝাতে সক্ষম। সর্বপ্রথমে এটাই বোঝাতে হবে যে, ঈশ্বরকে না জানার কারণে জগতের মানুষ যে তাঁকে সর্বব্যাপী বলে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, তারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান মানার কারণে স্বর্গের রচয়িতা নিরাকার শিববাবার নামকেই নুস্ত করে দিয়েছে। সেই বিষয়েও সবাইকে সঠিক ভাবে বোঝাতে হবে। তাদের এটাও বোঝাতে হবে যে, একমাত্র নিরাকার শিববাবাই এই সবকিছুর রচয়িতা, তাই কেবল এই এক ও একমাএ তাঁকেই স্মরণ করতে হবে, তাঁনিই যে সকল আত্মাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। কিন্তু গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচ লেখার কারণেই জগতের মানুষ হাতে গীতা নিয়েও মিথ্যা শপথ নেয়। এখন তোমরাই বলো, শ্রীকৃষ্ণ না নিরাকার শিববাবা কি সত্যই সর্বত্র বিরাজমান! নাকি তিনি পরমধামের নিবাসী! এই বিষয়ে সবাই যথেষ্ট শংসয়াতীত। বাস্তব, এখন এইভাবেই তোমাদের (বি কে দেব) সকাল সকাল উঠে বোঝানোর অভ্যাস করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, রাজা জনকের কাহিনীতে বলা হয়েছে, অষ্টাবক্র মুনী নাকি রাজা জনককে জ্ঞান দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা তো কোনো ব্রহ্ম-জ্ঞান অবশ্যই নয়, যা হলো ব্রহ্মা জ্ঞান। আর ব্রহ্মা কুমারীরাও যে জ্ঞান দিয়ে থাকে, তাও কিন্তু তাদের নিজস্ব জ্ঞান নয়। জগতের মানুষ তো ব্রহ্মকেই ঈশ্বর মনে করে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা কখনোই নয়। এক ঈশ্বর হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে আমরা শিববাবা বলি। ব্রহ্ম হল তত্ত্বের-স্বরূপ। এসব কথা অবশ্য ক্ষীণ বা ভোঁতা বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মারা বুঝতেই পারবে না। অবশ্য নিদেনপক্ষে, তারা দাস-দাসী তো হবেই, যা পুরুষার্থের নশ্বরের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। *তাই এটা ভালো ভাবে মনে রাখতে হবে যে, যদি আমরা ব্রাহ্মণেরা বাবার জ্ঞান সকল আত্মাদেরকে সঠিক ভাবে বোঝাতে অক্ষম হই, তাহলে আমাদের অভিনয়ের ভূমিকা সেই অনুযায়ী পিছনের দিকে থাকবে*। তাই তোমাদেরও কঠোর পুরুষার্থ করতে হবে। *সমগ্র দুনিয়াতে যা কিছু শেখানো হয়, সে সবই হল দেহ-অভিমানকে কেন্দ্র করে*। কিন্তু একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে দেহী-অভিমানী। আবার তোমাদের মধ্যেও নশ্বর অনুসারে পদ প্রাপ্তি হবে। আত্ম-অভিমানীরাই অন্য আত্মাদের বাবার জ্ঞান সঠিক ভাবে শোনাতে পারেন। আত্মা তার ইন্দ্রিয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কথা বলে থাকে। যেমন কোনো আত্মা বলে, আমার ইন্দ্রিয়ের (শ্রবণ) একটা অঙ্গ (কান) খারাপ থাকায় আমি কিছু শুনতে পাই না। সুতরাং দেহী-অভিমানী

হওয়ার জন্য পুরুষার্থের কষ্ট তো করতেই হবে। যেমন সত্যযুগের সকল আত্মাই হল দেহী-অভিমাত্রী। যদিও সেখানে তখন পরমাত্মার এই জ্ঞান থাকেও না। বাবা জানাচ্ছেন -- প্রয়োজন না থাকায় তখন তাঁকে কেউ মনেও রাখে না। মনে করা বা স্মরণ করা একই কথা। জগতের আত্মারা হাতে মালা নিয়ে মুখে রাম রাম করে। কিন্তু, সেখানে (সত্যযুগে) তো রাম রাম বলাটাও ভুল, 'শিববাবা' এই অক্ষরটাই হল সঠিক। কিন্তু তাই বলে সব সময় আবার শিব শিবও করবে না, কারণ তাঁকে স্মরণ করার জন্য নাম ধরে ডাকার প্রয়োজন হয় না। বাবাকে স্মরণ করাটা - এটাই হলো এক স্মরণের যাত্রা। জগতের লোকেরা যেমন শারীরিক যাত্রা করলেও মনে রাখে। আমরা যেমন অমরনাথে গেলে তার মহিমা তো অবশ্যই করি - তাইনা! তবে তোমাদের এইসব কোনও কিছুই জপ-তপ করতে হয় না। যেহেতু তোমরা তো জেনেই গেছো যে, অবিনাশী এই নাটক এবার সম্পূর্ণ হতে চলেছে। আমাদের ৮৪ জন্মও পুরো হয়েছে। তাই এবার এই পুরানো শরীর ত্যাগ করতে হবে। জন্ম-চক্রের এই অভিনয় করতে করতে আত্মারা পতিত-আত্মায় পরিণত হয়। বাবা বলেন, এই যে মনুষ্য সৃষ্টি রূপী কল্প-বৃক্ষ আছে, তার এখন খুবই জরা-জীর্ণ অবস্থা, তার প্রধান কান্ডটাই তো পঁচে গিয়েছে। অবশ্য শাখা-প্রশাখা সতেজ আছে। তবে তারাও তো বর্তমানে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কারণ কল্প-বৃক্ষের আয়ুও যে এখন সম্পূর্ণ (শেষ) হতে চলেছে। আবার নতুন করে শুরু থেকে এই অবিনাশী নাটকের (রিপিট) পুনরাবৃত্তি হবে বলে। প্রত্যেকে তখন আবার যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবে। আর এসব কিন্তু কোনও আলাদা দুনিয়ায় নেই, যদি তাই থাকতো তা হলে আর আমরা এই ঐশ্বরীয় পড়া পড়ছি বা কেন ? তাই তো আমরা বাবার উদ্দেশ্যে বলে থাকি, বাবা পূর্ব কল্পের মতো আবারও এসে আমাদেরকে রাজযোগ শেখাও, গীতার জ্ঞান শুনিয়ে পবিত্র বানাও ইত্যাদি। আমরা কিরূপে এত পতিত হয়েছি, তা কিন্তু এরা কেউ জানেই না। তবে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা এখন জানো, একদা তোমরাই পূর্বে পবিত্র-পাবন ছিলে। এভাবেই আবার নতুন করে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি (রিপিট) হতে থাকে। বাবা এখন জানাচ্ছেন -- বাচ্চারা, এখন আবার সময় হয়েছে তোমাদের নিজধামে ফিরে যাওয়ার। যেখানে এখন সেই ঘরে কেবল তোমাদের বাবাই থাকেন। জগতের মানুষ বলে (পরমাত্মা) বাবা পরমধাম নিবাসী, তারপরের মুহূর্তেই তারাই আবার ভুলেও যায়। আত্মারাও সেই ব্রহ্মাণ্ডের নিবাসী। আর এই দুনিয়াটা হলো সৃষ্টির দুনিয়া, তাই এখানে শরীরধারী মানুষেরা থাকে। ব্রহ্মাণ্ডে থাকা আত্মারা আবার এখানে আসে তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য। আর তার উপরেই হলো আকাশ-তন্ত্র। পা তো সকলেরই এই পৃথিবীতেই থাকে, কিন্তু শরীরের বাকি অংশ, তা কোথায় থাকে ? তা তো সেই আকাশ-তন্ত্রেই থাকে। সেখানে আত্মারা থাকে তারার স্বরূপ হয়ে। কারণ সেখানে এমন নয় যে, যার ফলে আমরা (আত্মারা) নীচে পড়ে যাবো। যেমন বিজ্ঞানীরা রকেট চড়ে আকাশ-তন্ত্রে যায়, সেখানে চারদিক পরিক্রমা করে, আবার রকেট থেকে বাইরেও বেরিয়ে আসে। কিন্তু নীচে পড়ে যাবার কোনও ভয় বা সম্ভবনাও নেই, সেটাও তারা নিজেরাই লিখে থাকে। *আকাশ তন্ত্রের এতই আকর্ষণ ক্ষমতা থাকার কারণেই মানুষ সেখানে অবস্থান করতে পারে। তাহলে এত ছোটো আত্মা সেই মহাতন্ত্রে কেনই বা থাকতে পারবে না* ? সেটাও একটা থাকার যোগ্য স্থান অনশ্যই। তা না হলে সূর্য, চন্দ্র ও তারারা এত বিশাল আকারের হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কিভাবেই বা থাকে! এগুলি তো আর কোনো দড়ির মাধ্যমে যুক্ত নয়। আসলে এইসব আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্যে। আমরা ব্রাহ্মণেরাও সেই অনুযায়ী ৮৪ জন্ম চক্রে আসি। কল্প-বৃক্ষ হল এক আকারের বৃক্ষ-স্বরূপ, যার অনেক শাখা-প্রশাখা ও ছোট ছোট ডালপালাও যা সহজে চোখে পড়ে না। বাবা আমাদের বাদামের

থোসা ছাড়ানোর মতন করে বোঝান যে, যে সকল আত্মারা পরের দিকে আসে, তারা তো অনেক কম বারই জন্ম নেবে। বাবা তো আর সবার এক এক করে এ সবার হিসাব করে দেখাবেন না! তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা তো জানো, ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ঋগ্বেদ ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। যার দ্বারা স্থাপনা হয়, তিনিই আবার পালনাও করবেন। যদিও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর এঁরা তিন জনই হলেন পৃথক পৃথক দেবতা-স্বরূপ। তবে এমন নয় যে, ব্রহ্মার তিনটে মুখ। না, সেটা কখনোই হওয়া সম্ভব নয়। এসব কারণেই বাবা বলেন -বাচ্চারা, তোমরা একদম অবুঝ হয়ে পড়েছ। তাই তো বাবা আসেন তোমাদের আবার বুদ্ধিমান করে তোলার জন্য। তোমরা এখন সব 'সীতা'-রা রাবণের অধীনস্থ বন্দী হয়ে রয়েছ। *তোমরাই পূর্বে বাঁদর ছিলে। রাম তোমাদের সেনায় নিযুক্ত করে মন্দিরের উপযুক্ত করেছেন*। এখন আবার নতুন রাজধানী স্থাপনা হতে চলেছে, তাই যে যেমন শ্রীমতে অনুসারে চলবে, সে তেমনই উচ্চ পদের অধিকারী হবে। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, আমাদের ব্রহ্মাবাবা ও মাম্মা তাদের পুরুষার্থের নশ্বরের ভিত্তিতে প্রথম পদাধিকার প্রাপ্ত করেছেন। যদিও এখন তারা এই স্থূল লোকে তোমাদের সামনেই বসে আছে, তাদেরকে তোমরাই আবার সুক্ষ্ম লোকেও এবং তারপরে আবার ব্রহ্মাণ্ডের বৈকুণ্ঠেও তাদের আবার বসে থাকতে দেখেছো। প্রথমদিকে তো অনেককেই এই দর্শন করানো হয়েছে। তাই বলে তো তোমরা সবাই আর কৃষ্ণ হবে না! শ্রীকৃষ্ণের ছোটো বেলার অনেক লীলাই তো দেখানো হয় তোমাদের পুরুষার্থ করানোর জন্য। পুরুষার্থ ছাড়া কেউ তো আর মহারাজা-মহারানী হতে পারে না। যারা দৃঢ় নিশ্চয় বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা, একমাত্র তারাই এখানে এসে থামে। তারা বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "বাবা আমরা আপনাকে কখনই ছাড়ব না।" এসব বলা সত্ত্বেও অনেক আত্মা আবার সেই বাবাকেই ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তারাই একসময় মনোযোগ সহকারে বাবার কথা শুনতো, সবাইকে সেসব কথা আবার শোনাতো, আবার তারাই কেউ কেউ বাবাকে ছেড়ে চলে যেত। যদিও এ সবই অনেক দিন আগের কথা। এখনও অবশ্য এরকম কিছুটা হয়ে থাকে। বলা হয় আগের কল্পেও এইরকমই বাবার কাছে থেকেও, তাদের আবার চলে যাওয়ার কাহিনীও বিদ্যমান আছে। তাই কারো উপরেই আর ভরসা করা যায় না। যেরকম নিজের শ্বাসের উপরও কোনও ভরসা নেই। তাই তো বাবার স্মরণে থেকেও মৃত্যু বরণ করতে হয়। ঈশ্বরীয় জন্মদিন পালন করেও অনেকে মারা যায় অথবা বাবার হাত ছেড়ে দেয়। বাবা বার-বার বাচ্চাদের বোঝান যে, তোমাদেরকে এখন সুইট হোমে যেতে হবে, তাই তো বাবাকে আর পরমধামের কথা মনে পড়ে তোমাদের। ভক্তিমার্গেও তোমরা অর্ধকল্প ধরে বাবার স্মরণেই তো ছিলে, কিন্তু নিজের ধামকে না জানার কারণে কেউ-ই সেখানে ফিরে যেতে পারে নি। কিন্তু তারা তবে কিভাবেই বা ঈশ্বরীয় ধামের পবিত্র যাত্রী হবে ? তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন সেখানকার প্রকৃত যাত্রী হয়েছো। যারা বেশী সময় বাবার স্মরণে থাকতে পারে, তাদের সব পাপ ভুল হয়ে দূর হয়ে যায়। তবে এই ধর্মীয় যাত্রার প্রতি অবশ্যই আমাদের নজর রাখতে হবে। যদি শেষ পর্যন্ত ৮ ঘন্টা তোমরা এই ঈশ্বরীয় সেবায় যুক্ত থাকতে পারো, তা হলে তো সেটা খুবই ভালো এবং এর মাধ্যমেই তোমরা শান্তি আর পবিত্রতার প্রকম্পন (ভাইব্রেশন) ছাড়াতে সক্ষম হবে। একমাত্র তাঁর স্মরণে থাকলেই সবরকম বিকর্ম ও বিনাশ হবে আর উচ্চ পদাধিকার প্রাপ্ত করবে। এইজন্যই তো বলা হয়- *নিশীথ রাতের যাত্রীরা, তোমরা নিজেদেরকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ভেবো না* কলিযুগের শেষ হওয়া মানেই ব্রহ্মারও রাত সম্পূর্ণ হওয়া। সবাইকে এবার অবশ্যই নিজের ঘরে যেতে হবে, তাই সর্বদা সেই পবিত্র ঘরকেই স্মরণ করতে হবে। আত্মাদের এবার বিদায় নেওয়ার পালা, তাই দেহভান থেকে মুক্ত হতে হয়ে দেহী-অভিমানী হতে হবে। এটাই হল স্মরণের যাত্রা। *আম্বা!*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা ঔনার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কঠোরভাবে নিশ্চয়বুদ্ধি আত্মাদের দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, কখনোই বাবার হাত ছাড়ব না। বাবাকে এবং পরমধামকে বার বার প্রতি মুহূর্তেই স্মরণ করতে হবে।

২) দেহী অভিমানী হওয়ার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। পাঁচ বিকার রূপী রাবণের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র বাবার শ্রীমত অনুসারেই চলতে হবে এবং মন্দিরের উপযুক্ত (দেব-দেবী) হওয়ার জন্য যথার্থ ভাবে পুরুষার্থ করে যেতে হবে।

বরদান :- নিয়ন্ত্রণ (কন্ট্রোলিং) ক্ষমতার দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বিন্দু (ফুলস্টপ) লাগাতে সক্ষম সদা সমর্থ আত্মা হও (ভব)।

বিন্দু-স্বরূপ বাবা আর বিন্দু স্বরূপ আত্মা -- এই দুয়েরই স্মৃতিতেই তোমরা ফুলস্টপ অর্থাৎ বিন্দু লাগানোর উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন হতে পারো। সমর্থ আত্মারা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ করার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখে। তারা অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাই করে না, কিন্তু নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বজায় রেখে পরিবর্তন করাবার শক্তিকে কাজে লাগায়। তাদের মধ্যে যে কোনও ভুলকে, সঠিক করার শক্তি যথেষ্ট থাকে, তবুও তারা একথা কখনই বলে না যে, 'আমাকেই কেন এসব সহ্য করতে হবে বা আমাকেই কেন মরতে হবে!' সমর্থক আত্মারা এমনটাই বোঝে যে, প্রকৃত অর্থে এটা কোনো মরা নয়, আসলে তা হল, স্বর্গের স্ব-রাজ্যের অধিকারী পাওয়া।

স্লোগান :- বাবাকে প্রত্যক্ষ করার নিমিত্ত সেই হতে পারে, যার প্রতিটি সংকল্পের মধ্যে দৃঢ়তার বিশেষত্ব থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা — অর্ধ কল্প ধরে মনুষ্য মত অনুসরণ করে চলেছে, এখন আমার শ্রীমত অনুসরণ করে পবিত্র হও আর এই পবিত্র দুনিয়ার অধীশ্বর হও "

প্রশ্ন :- বেহদের বাবা বাচ্চাদের কি আশীর্বাদ প্রদান করেন আর সেই আশীর্বাদ কোন্ বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর :- বাবা এই আশীর্বাদ দেন যে, বাচ্চারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হও, অমর হও। তোমাদের কখনো কাল গ্রাস করতে পারবে না। অকালমৃত্যু হবে না। কামধেনু মাতা তোমাদের সব মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। কিন্তু তার জন্য তোমাদের বিষ (বিকার) ত্যাগ করতে হবে। এই আশীর্বাদ তাদেরই প্রাপ্ত হয়, যারা শ্রীমত অনুসরণ করে। এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও আর পবিত্র বানাও। বাবা বলেন বাচ্চারা, এই দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে এই জন্য অবশ্যই পবিত্র হও।

গান:- ওঁম নমঃ শিবায়.....

ওঁম শান্তি। ঈশ্বরের সন্তানেরা গান শুনলে। এবার ঈশ্বরের সন্তান তো সবাই। মনুষ্যমাত্রই সবাই ঈশ্বরকে বাবা বলে। উনি হলেন সকলের একমাত্র বাবা। লৌকিক বাবাকে সর্বের বাবা বলা যাবে না। বেহদের (অসীমের) বাবা হলেন সর্বের বাবা। সর্বের সদগতি দাতা বাবা, আর কাউকে মহিমাম্বিত করা যায় না। সবাই সেই নিরাকার বাবাকেই স্মরণ করে। তোমাদের আত্মাও নিরাকার তাই বাবাও নিরাকার। ওঁনার প্রশংসা (মহিমা) তোমরা শুনেছো। পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা আপনি উচ্চ থেকেও উচ্চ, সর্বের সদগতি দাতা। সবার সদগতি করেন সেইজন্য তারা সব স্বর্গের মালিক দেবী দেবতা হয়ে যাবে। মানুষ মানুষের সদগতি করতে পারে না। মানুষের কোনো মহিমা হয় না। এখন বাচ্চারা তোমাদের বেহদের বাবার থেকে বর্সা (উত্তরাধিকার) প্রাপ্ত হচ্ছে। অর্ধ কল্প তোমরা প্রালঙ্ক ভোগ করো। সেটাকে রাম রাজ্য বলা হয়, তারপর দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। পাঁচ বিকার রূপী ভূত প্রবেশ করে। যেই মাত্র সেই ভূত (অশুদ্ধ আত্মা) কোনো আত্মাতে প্রবেশ করে আর সেই আত্মা উন্মত্ত (পাগল) হয়ে যায়। এমনিতে এই সমস্ত ভূতদের (পাঁচ বিকার) মধ্যে নম্বর ওয়ান ভূত হল কাম। কাম হল মহাশত্রু। অর্ধ কল্প ধরে এই ভূত তোমাদের অনেক দুঃখী করেছে। এবার এই সর্বের থেকে বিজয় লাভ করে পবিত্র হও, তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। বাবা-ই সবাইকে প্রতিজ্ঞা করান। বাবা বলেন যে তোমরা পবিত্র হয়ে রাখী বাঁধলে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। আমি এসেছি পতিতদের পবিত্র বানাতে। ভারত তখন পবিত্র ছিল যখন ভারতে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। নামই ছিল সুখধাম। এখন দুঃখধাম হয়ে গেছে। এক তো কাম কাটারি চালাবার জন্য আর দ্বিতীয়ত লড়াই ঝগড়া করার জন্য। দেখো কত দুঃখ। বাবা তো আসেনই সঙ্গমের সময়। এটা হলো কল্যাণাকারী সঙ্গমযুগ। বাচ্চারা তোমরা সুখধামে যাবার জন্য নিজের কল্যাণ করতে এসেছো। বাবা বলেন যে আমার শ্রীমতে চলো, মনুষ্য মতে তোমরা অর্ধ কল্প ধরে চলে এসেছো। সদগতি দাতা তো একমাত্র বাবা। ওঁনার শ্রীমতের দ্বারা তোমরা স্বর্গের অধীশ্বর হয়ে

যাবে । এছাড়া শাস্ত্র পড়তে পড়তে এখন কলিযুগের অন্তিম সময় এসে গেছে । তমোপ্রধান হয়ে গেছে । নিজেকে ঈশ্বর বলে নিজেকে বসিয়ে পূজো করায় । শাস্ত্রে প্রহ্লাদের কথা বলা হয়েছে । দেখানো হয়েছে যে থাম (স্তুম্ভ) থেকে নরসিংহ ভগবান বেরিয়েছেন, উনি বেরিয়ে হিরণ্যকশিপুকে মেরে দিয়েছেন । থাম (স্তুম্ভ) থেকে তো কেউ বেরোয় না । এছাড়া সবার বিনাশ তো অবশ্যই হবে । বাবা বলেন যে এই সাধু, সন্ত, মহাত্মা, অজামিলের মতো পাপীদের আমি এসে উদ্ধার করি ।

বাবা এসে জ্ঞান অমৃতের কলস মাতাদের মাথায় রাখেন । মাতা রূপী গুরু ছাড়া কারোর সদগতি হতে পারে না । জগত অশ্রা হলেন কামধেনু, যিনি সবার মনস্কামনা পূর্ণ করেন । তোমরা ঔনার সন্তান । এখন বাবা বলছেন যে, কোনো মনুষ্যমাত্রের কথা শুনোনা । পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দেবেন একমাত্র বাবা । তাহলে নিশ্চয়ই পতিত বানিয়ে দেবার জন্যও কেউ আছে । রাবণ রাজ্যে সবাই পতিত । এখন পতিত পাবন বাবা এসেছেন স্বর্গের বর্সা (উত্তরাধিকার) দিতে । আর বলেন যে ২১ জন্ম অবধি তোমরা সুখী থাকবে । বাবা এই আশীর্বাদ দেন আমাদের, তাই না । লৌকিক মাতা পিতাও আমাদের আশীর্বাদ করেন । সেটা হল অল্পকালীন সুখের জন্য । ইনি হলেন বেহদের মাতা পিতা । তিনি বলেন -- "বাচ্চারা তোমরা সর্বদা অমর থাকো" । ওখানে (বেহদে) তোমাদের কাল গ্রাস করবে না । অকাল মৃত্যু হবে না, সর্বদা সুখী থাকবে । কামধেনু মাতা তোমাদের সব মনস্কামনা পূর্ণ করবেন । এর জন্যে কেবল বিষ (বিকার) ত্যাগ করতে হবে কেননা ওখানে (বেহদে) অপবিত্রতা চলবে না । বাবা বলছেন যে আমি তোমাদের ফেরত নিয়ে যেতে এসেছি, তোমরা কেবল পবিত্র হও । এমনও না যে বাচ্চাদের বিবাহ করাতে হবে । না তো নিজেকে পতিত হতে দেবো আর না তো অন্যদের পতিত হতে দেবো । এই মৃত্যুলোকে এটা হল অন্তিম জন্ম আর এখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে । তবেই অমরলোকে যাওয়া যাবে । বাবা বসে বসে আত্মাদের বোঝান । আত্মারাই এই সব জ্ঞান ধারণ করতে সক্ষম । বাবা বলেন তোমরা আমার সন্তান । তোমরা এই আত্মারা পরমধামে থাকতে, এখন আবার নিয়ে যেতে এসেছি । যারা পবিত্র হবে তাদেরকেই সাথে নিয়ে যাবো । তারপর ওখান থেকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো । মীরাবাঈও বিষ ত্যাগ করেছিলেন বলে তাঁর নাম কত বিখ্যাত । বাবা বলছেন যে , বাচ্চারা এখন পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে নতুন দুনিয়া হবে । নতুন দুনিয়ায় দেবতারাজ্য করবেন । আমি ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের রাজযোগ শেখাই । তোমাদের শ্রীমত দিই, শ্রেষ্ঠ দেবতা হওয়ার জন্য । কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে । দেখো শ্রীকৃষ্ণের কত মহিমা । উনি হলেন সর্বগুণসম্পন্ন । আমার মতে চললে এমনই লক্ষী নারায়ণ হবে । যারা পূর্ব কল্পে বর্সা নিয়েছে তারাই শ্রীমতে অনুসরণ করবে । নাহলে আসুরী মনমতে চলতে থাকবে । এই বাবাও সেই নিরাকারের থেকে মত নেন । শিববাবা ব্রহ্মার তনুতে প্রবেশ করে তোমাদের মত দেন । বলেন যে তোমরা সব হলে সজনী বা সব ভক্তগণ । একজন হলেন সাজন বা ভগবান । মানুষকে কখনো ভগবান বলা যায় না । এই রকম বিপরীত মত তোমরা পেয়েছো, তাই তোমাদের এত দুর্গতি । একমাত্র আমিই (শিব) পার সকলকে পার করাই । এই গুরুরা সব আমার ধাম জানে না, তাহলে আমার কাছে কেমন করে নিয়ে আসবে, মানুষ যেখানে যাবে সেখানেই মাথা নোয়াবে, এই জন্য আমি স্বয়ং নিতে আসি, আর তারপর তোমাদের স্বর্গধামে পাঠিয়ে দেবো । ওইটা হলো বিষ্ণুপুরী, সূর্যবংশী । ত্রেতাযুগকে বলা হয় রামরাজ্য । তারপর দ্বাপরে শুরু হয় রাবণ রাজ্য । আর ভারত শিবালয় থেকে বেশ্যালয় হয়ে যায় । যে ভারত সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলো, সেই ভারত পূর্ণ বিকারী হয়ে গেছে । এই বার বাচ্চারা

তোমরা রাজযোগ শিখে সমগ্র বিশ্বে বিজয় হাসিল করে নিতে পারো । দুই বাঁদরের গল্প আছে । তারা দুজন নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, আর তোমরা তার মধ্যে থেকে বিশ্ব রূপী মাখন তুলে নাও । তোমরা কেবল শিববাবা আর স্বর্গ স্মরণ করো । ঘর, গৃহস্থ সংসারে থেকে পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার অধীশ্বর হয়ে যাবে । পবিত্রতার ওপরই অত্যাচার করা হয় । কল্প পূর্বে অত্যাচার হয়েছিল আর এখনও হবে। কেননা তোমরা এখন আর বিষ দাও না। গানও আছে — অমৃত ছেড়ে কেন বিষ পান করেছে । অমৃত পান করতে করতে তোমরা দেবতায় পরিণত হয়ে যাবে । *যারা খাঁটি বা পাক্ষা ব্রাহ্মণ তারা বলে যে, যা কিছুই হয়ে যাক না কেন আমরা কিন্তু বিষ ছড়াবো না* । অনেক সহ্য করলেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করা যায় । শিববাবাকে স্মরণ করতে করতে প্রাণও ত্যাগ করে দেয় । শিববাবার আদেশ অনুযায়ী । আদেশ তো সবার জন্যই আছে, এই জন্য বলে যে আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই আমার কাছে পরমধামে পৌঁছে যাবে । শিববাবা এই মুখের দ্বারা আত্মাদের সাথে, তোমাদের সাথে কথা বলেন । ইনিও একজন মানুষ । মানুষ কখনো মানুষকে পবিত্র করতে পারে না । বাবাকে সবাই আহ্বান করে ,আর বলে যে আসুন বাবা এসে পতিতদের পবিত্র বানিয়ে দিন । তাই আমাকে নিশ্চয়ই পতিত দুনিয়ায় আসতে হয়, কেননা এখানে কেউ পবিত্র নেই । এবার বাবা বলেন যে আমি তোমাদের এই শ্রীকৃষ্ণের মতো পবিত্র স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেবো । এবার যদি কেউ বলে যে আমি বন্ধনে আছি, তাহলে বাবা কি করবেন। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে যে গৃহস্থ সংসারে থেকে শ্রীমত অনুযায়ী চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে । তোমরা সকলে ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত । শিববাবা, ব্রহ্মা দাদা, তোমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীরা, পৌত্র, পৌত্রীরা সবাই । তোমরা সবাই স্বর্গের বর্সা (অধিকার), ঐশ্বর্য (বাদশাহী) প্রাপ্ত করছ । বাবা স্বর্গের বর্সা (অধিকার) দেন। সেই জন্য আমরা বাবার উত্তরাধিকারী(ওয়ারিস) হয়েছি । তাই আমরা নিশ্চয়ই স্বর্গে থাকবো । তাহলে আমরা এখন নরকে কেন ? বাবা বুঝিয়ে দেন যে রাবণ রাজ্যের কারণে তোমরা নরকে পড়ে আছো । এখন আমি এসেছি তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবা হলেন পারের কান্ডারি, সবাইকে সংসার তরণী পার করিয়ে দেন । শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সবার পিতা নন । স্মরণ তো একজনকেই করতে হবে । অনেককে স্মরণ করা মানে হলো সেটা ভক্তি মার্গ । একমাত্র বাবাকে স্মরণ করলে পরে অস্তিমে যেমন মতি হবে তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে । একমাত্র বাবারই শ্রীমতের গুণ গান করা হয়েছে, অনেক গুরু গোসাঁই-এর নয় । তারা তো বলে দেয় যে ভগবান হলেন নাম রূপের থেকে স্বতন্ত্র (ন্যারা)। কিন্তু নাম রূপের স্বতন্ত্র(ন্যারা) কোনো বস্তু তো আর হয় না । এই বিশ্ব তো অন্তরীক্ষে রয়েছে, কিন্তু তবুও তার তো নাম তো আছে । এখন ভারত কত দারিদ্র পীড়িত, সব দেউলিয়া হয়ে গেছে । বাবা বলেন যে যখন পরিস্থিতি এরকম হয়ে যায় তখন আমি এসে ভারতকে সোনার পাখি বানিয়ে দিই । খড়ের গাদায় আগুন তো লাগবেই । সমগ্র পুরোনো দুনিয়া ভস্মীভূত হয়ে নতুন দুনিয়া তৈরি হবে ।

বাচ্চারা তোমরা শ্রীমত অনুসরণ করে স্বর্গের স্থাপন করছ । এ হলো ঈশ্বরীয় অধ্যয়ন বা পড়াশোনা । আর সব কিছু আসুরী পড়াশোনা । এই পড়াশোনার দ্বারা তোমরা নরকবাসী হয়ে যাও । এখন দৈবী ঝাড় (বৃক্ষ) দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি হতে থাকে । মায়ার তুফান খুব তীব্র ভাবে আসে, তাইতো বাবা বলেন এই হলো দুঃখধাম । এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করো, পরমধাম স্মরণ করো আর সুখধামের স্মরণ করো। তাহলেই তোমার তরী পার হয়ে যাবে । বাবা আসেন

দুঃখধাম থেকে শান্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য । তারপর সুখধামে পাঠিয়ে দেবেন । এখন দুঃখধাম ভুলে যাও । বাবা আর তার বর্ষা স্মরণ করো । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান আর যোগ দ্বারা নিজের বন্ধন মুক্ত করতে হবে । এই দুঃখধাম ভুলে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে ।

২) যদি কিছু সহ্য করতেও হয়, প্রাণ যায় যাক, তবুও বাবা পবিত্র হওয়ার জন্য যে আদেশ দিয়েছেন , সেই অনুযায়ী চলতেই হবে । পতিত কখনো হবে না।

বরদান :- যে কোনো পরিস্থিতিতে পূর্ণচ্ছেদ (ফুলস্টপ) দিয়ে আশীর্বাদের অধিকার প্রাপ্ত করার জন্য মহান আত্মা ভবঃ

*মহান আত্মা সেই হবেন যিনি নিজেকে পরিবর্তন করার শক্তি ধারণ করে আর যে কোনো পরিস্থিতিতে পূর্ণচ্ছেদ(ফুলস্টপ) দেওয়ার জন্য নিজেকে প্রথমে অফার(offer) করেন —
"আমাকে করতে হবে, আমাকে বদলাতে হবে" , এমনই অফার যারা করেন তাদের তিন প্রকারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় — ১) নিজের প্রতি নিজের আশীর্বাদ অর্থাৎ খুশী প্রাপ্ত হয় । ২) বাবার দ্বারা আর ৩) ব্রাহ্মণ পরিবার দ্বারা । সেইজন্য উদাসীন হয়ে থেকো না এই বলে যে, এই রকম তো হয়েই থাকে, এই রকম ভাবেই চলতে থাকবে.... । পূর্ণচ্ছেদ টেনে উদাসীনতাকে পরিবর্তন করে সতর্ক(alart) হয়ে যাও ।*

স্লোগান :- সংকল্পের একাগ্রতার দ্বারাই শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের জন্য তীব্র গতি আনা সম্ভব ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতটা স্নেহের সাথে যজ্ঞের সেবা করবে , তত বেশী কামাই (উপার্জন) হবে, সেবা করতে-করতেই তোমরা বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে আর কামাইও জমা হবে"

প্রশ্ন -- সবসময় খুশী থাকার জন্য তোমাদের নিজেদের কোন্ যুক্তি গ্রহন করতে হবে?

উত্তর - সার্ভিসে নিজেদের ব্যস্ত রাখলে সবসময়ই খুশীতে থাকবে আর কামাইও হতে থাকবে । সার্ভিসের সময়ে আরামের খেয়ালও যেন মনে না আসে । যত সার্ভিস পাবে তত তোমাদের খুশী হওয়া উচিত । সং (honest) হয়ে স্নেহের সাথে সার্ভিস করো । সার্ভিসের সাথে সাথে মিষ্টি মধুরও হতে হবে । বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কোনও অবগুণ থাকা উচিত নয় ।

গীত -: এই সময় যাচ্ছে যে চলে.....

ওম্ শান্তি । এটা কে বলল ? বাবা বাচ্চাদের ওম্ শান্তি বললেন । এটা হলো বেহদের কথা । মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন বোঝে যে অনেক সময় পার হয়ে গেল, সময় আর অল্পই বাকি আছে। এবার কিছু ভালো কাজও তো কিছু করতে হবে। এই কারণে বাণপ্রস্থ অবস্থায় সতৃপ্তে যাওয়া শুরু করে । তারা বোঝে যে গৃহস্থে তো অনেক কিছুই করা হলো, এবার কিছু ভালো কাজ করা যাক । বাণপ্রস্থ অর্থাৎ বিকার ত্যাগ করা । ঘর বাড়ি থেকে সম্বন্ধ ত্যাগ করা , এইজন্য সতৃপ্তে যাওয়া শুরু করে । সত্যযুগে কিন্তু এইসব হয় না । সময় সত্যিই খুব অল্প আছে । জন্ম-জন্মান্তরের পাপের বোঝা এখনও মাথার উপর আছে । এখনই বাবার কাছ থেকে বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত করো । লৌকিক দুনিয়ার মানুষ তো সাধু সঙ্গত করে কিন্তু যোগ করার কোনো লক্ষ্য থাকে না । তবে পাপকর্ম কম হয় । সবচেয়ে বড় পাপ তো হল বিকারের । কর্ম বা জীবিকা ছেড়ে দেয়। আজকাল তো তমোপ্রধান অবস্থা তাই বিকারকে ত্যাগ করতে পারে না । সত্তর আশি বছর বয়সেও সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে । বাবা বলেন এবার এই রাবণ রাজত্ব শেষ হওয়ার মুখে । সময় খুবই অল্প, এইজন্য বাবার সাথে যোগ লাগাতে থাকো আর স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো । ঘরে ফিরে যেতে আর মাত্র কিছুদিন আছে । মাথার উপর পাপের বোঝা অনেক আছে । এইজন্য যতটা পারো সময় বার করে আমায় (শিববাবাকে) স্মরণ করো । কাজকর্ম, পেশা ইত্যাদি তো করতেই হবে, কারণ তোমরা হলে কর্মযোগী । আট ঘন্টা তো এতে লাগাতেই হবে । শেষে সেটাও হবে । এমন ভেবো না যে এইসব কেবল বৃদ্ধদেরই করা উচিত । সকলেরই মৃত্যু এবার খুবই নিকটে । এই শিক্ষা সবার জন্য । ছোটো বাচ্চাদেরও বোঝাতে হবে যে আমরা হলাম আত্মা, আর আমরা পরমধাম থেকে এসেছি । এ একদমই সহজ । সংসার ধর্মও নির্বাহ করতে হবে আর তাদের লালন পালনও করতে হবে । তারপর সার্ভিসেবল তৈরী হলে তো নিজের থেকেই বন্ধন মুক্ত হয়ে যাবে । তখন বাড়ির লোকেরাই নিজে থেকে বলবে যে সার্ভিস করো , আমরা বাচ্চাদের সামলাবো অথবা কাজের লোক রাখবো । কারণ তখন তো তাদেরও লাভ হবে । যেমন ধরো ঘরে পাঁচ ছ'টি বাচ্চা আছে , স্ত্রী চাইছে আমরা ঈশ্বরীয় সেবা করি এবং সে নিজেও ভালো সেবাধারী। তখন বাচ্চাদের জন্য আয়া রাখতে চেষ্টা করবে , কারণ এইসবে তো নিজেদেরও কল্যাণ আর অন্যদেরও কল্যাণ হবে । দু'জনেই সার্ভিসে লাগতে পারে । সার্ভিসের সুযোগ তো অনেক আছে । সকাল বিকাল সার্ভিস হতে পারে । দিনে মাতাদের ক্লাস হওয়া উচিত । বি.কে.দের সেবার সময়ে ঘুমানো উচিত নয় । অনেক বাচ্চারা

তো যুক্তি দিয়ে সময় নির্ধারিত করে । তারা বলে দিনে যেন কেউ না আসে । ব্যবসায়ীরা অথবা চাকুরিজীবীরা দিনে ঘুমোয় না । এখানে তো যত বাবার যজ্ঞ সেবায় ব্যস্ত থাকবে তত কামাই আর কামাই হবে । অনেক লাভ এতে। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত । প্রদর্শনীতেও অনেক ব্যস্ত থাকা যায় । বলে বাবা, বলতে বলতে গলা শুকিয়ে যায় কারণ হঠাৎই সার্ভিস এসে পড়ে । সবসময় সার্ভিস করলে তো গলা খারাপ হয় না! আর অভ্যাস থাকলে ক্লান্তিও আসে না! তারপর আবার সবাই তো একরকম হয় না । অনেকে তো খুবই সৎ (honest) হয় , সার্ভিস যত পায় তত বেশি খুশি হয়। কারণ অনেক কিছু প্রাপ্তি করে তাই ভালো ভাবে সার্ভিসে লেগে থাকে । তোমাদের অনেক মিষ্টি মধুর হতে হবে , অবগুণ পুরোপুরি বের হয়ে যাওয়া দরকার । শ্রীকৃষ্ণের মহিমা গাওয়া হয় সর্বগুণসম্পন্ন এখানে সবার মধ্যে আসুরী গুণ ছড়িয়ে আছে । কোনোও অবগুণ থাকবে না, এমন মিষ্টি মধুর হতে হবে । সেটা তখনই হবে যখন সার্ভিস করবে । যেখানে সেখানে গিয়ে সার্ভিস করতে হবে । রাবণের শৃঙ্খল থেকে সবাইকেই মুক্ত করতে হবে । প্রথমে তো নিজের জীবন তৈরী করতে হবে । যদি আমরা বসে পড়ি তাহলে ক্ষতি আমাদের হবে । প্রথমতঃ তো এটা হলো রুহানী সার্ভিস । কাদের নিরোগী, ধনবান, আয়ুস্থান তৈরী করা হবে , সারাদিন এই চিন্তাই চলা দরকার । সেই বাচ্চারাই বাবার হৃদয়ে থাকে আর তখতনশীনও হয় । প্রথমে তো বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ওঁনাকে কি তোমরা জানো ? পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক ? পরিচয় দিতে হবে -- তাহলে তো বাবার সাথে ভালোবাসা তৈরী হবে । বাবা বলেন আমি কল্পের সঙ্গমযুগে এসে নরককে স্বর্গে পরিণত করি । কৃষ্ণ তো এইসব বলতে পারে না । সে (কৃষ্ণ) তো হল স্বর্গের রাজকুমার । রূপ শুধু বদলে যায় । কল্পবৃক্ষের ওপরে বোঝাতে হবে --ওপরে পতিত দুনিয়ায় ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে আছেন । তিনি হলেন পতিত, আবার নীচেও তপস্যায় বসেছেন আর সাথে ব্রহ্মা বংশাবলীও আছে । পরমপিতা পরমাত্মাই এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান । পতিতই আবার পাবন পবিত্র হয় । কৃষ্ণকে শ্যাম সুন্দরও বলা হয় কিন্তু কেউ অর্থ বোঝে না । তোমরা বোঝাতে পারো যে ইনি ছিলেন পতিত, আসল নাম ব্রহ্মা নয়। যেমন তোমাদের সবার নাম বদলে গেছে, সেরকম বাবা এনাকেও (ব্রহ্মাবাবাকে) অ্যাডপ্ট করেছেন । নইলে শিববাবা ব্রহ্মাকে কোথা থেকে নিয়ে আসবেন! স্ত্রী তো হয় না! অবশ্যই অ্যাডপ্ট করতে হবে, তাইনা! বাবা বলেন আমাকে এঁনার মধ্যেই প্রবেশ করতে হয় , প্রজাপিতা তো ওপরে নয়, এখানেই দরকার থাকে । *প্রথমে তো এই নিশ্চয়টিই থাকা দরকার* । আমি (শিববাবা) সাধারণ তনে (শরীরে) প্রবেশ করি । গোশালা নাম হওয়ার কারণে গরু আর ষাটকে দেখানো হয়েছে । এবার গরুকে জ্ঞান দিয়েছিল না গরু চড়ানো হয়েছিল, সেসব তো লেখা নেই । চিত্রে শ্রীকৃষ্ণকে গোশালা বানিয়ে দিয়েছে । এমন এমন কথা অন্য কোনো ধর্মে থাকে না, যত এই ধর্মে থাকে । সবকিছুই ভক্তি মার্গে ফিক্সড আছে । তোমরা বাচ্চারা জানো এবার পুরানো দুনিয়ার বিনাশ আর নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হবে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই সৃষ্টি চক্রকে জানলেই তোমরা বাচ্চারা ভবিষ্যতে রাজকুমার রাজকন্যা হবে । অমরলোকে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে । তোমরা সবকিছুই নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করছো । তোমরা এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে রয়্যাল ধনবানের ঘরে জন্ম গ্রহন করবে । প্রথমে বাচ্চা থাকবে, তারপর বড় হলে তখন তোমরা ফার্স্ট ক্লাস মহল তৈরী করবে । ততক্ষম(এ সবই তোমাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) । শিববাবা বলেন -- যেমন এই মাশ্বা বাবা ভালোভাবে পড়াশোনা করছেন সেরকম তোমরাও পড়াশোনা করো, তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে । রাত্রে জাগো আর বিচার সাগর মন্থন করো, তাহলে খুশী ভরপুর থাকবে । সেই সময়ই খুশীর পারা উচ্চ থাকে । দিনে তো কাজকর্মের বন্ধন থাকে ।

রাত্রি তো কোনও বন্ধন থাকে না । রাত্রি বাবার স্মরণে ঘুমোবে তো ভোরে বাবা এসে খাট (পালঙ্ক) নাড়াবেন(বাবা জাগিয়ে দেবেন) । অনেকেই এরকম অনুভবের কথা লেখে । "হিম্মতে বাঘা মদদে বাপ" তো আছেনই অর্থাৎ একটি কদম বাঘার তো হাজার হাজার কদম বাবার হয় । নিজেদের ওপর অ্যাটেনশন রাখো । সন্ন্যাসীদের ধর্ম আলাদা হয় কিন্তু কোনও ধর্মের বংশলতিকা যত বড়ই হোক না কেন, সবার মধ্যে একটিই বড় বৃক্ষ তৈরী হবে । যারা অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে তারা সবাই নিজের নিজের ধর্মে ফেরত আসবে । সন্ন্যাস ধর্মে এক অথবা দুই কোটি অ্যাক্টস আছে , ততই আবার হবে । ড্রামা তো হুবহু তৈরী হয়ে আছে, তাই না! কেউ এই ধর্মে কেউ অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে আছে -- তারা সবাই নিজের নিজের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে । এই জ্ঞান বুদ্ধিতে বসা প্রয়োজন ।

এখন আমরা বলি, আমরা হলাম আত্মা, শিববাবার সন্তান । সমগ্র বিশ্বই আমাদের । আমরা রচয়িতা শিববাবার সন্তান । আমরা হলাম বিশ্বের মালিক । এইসব বুদ্ধিতে আসলে খুশীতে ভরে থাকবে । অন্যদেরও খুশী দিতে হবে, পথ তো দেখাতে হবে, তাইনা! দয়ালু হতে হবে । যেখানে গ্রামে) থাকো, সেখানেও সার্ভিস করতে হবে । সবাইকে আমন্ত্রিত করতে হবে আর বাবার পরিচয় দিতে হবে । যদি বেশি বোঝাতে চাও তাহলে বলা এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে, এইসবও তোমাদের বোঝাচ্ছি । সার্ভিস তো অনেক আছে কিন্তু কখনও কখনও ভালো ভালো বাচ্চাদের ওপরেও গ্রহের দশা এসে পড়ে, তখন বোঝাবার শখ থাকে না । নইলে বাবাকে লেখা উচিত -- বাবা সার্ভিস করেছি, তার এই রেজাল্টও বেরিয়েছে, এরকম এরকম বুঝিয়েছি, তখন বাবাও খুশী হন । তখনই তো বাবা বুঝবেন যে এদের অনেক সার্ভিসের শখ আছে । কখনও মন্দিরে, কখনও শ্মশানে, কখনও চার্চে চলে যাওয়া উচিত । জিজ্ঞেস করতে হবে যে গড ফাদারের সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? যখন তিনি তোমাদের ফাদার, তাহলে মুখেও সেটা বলা উচিত যে আমরা হলাম ঁনার সন্তান । হেভেনলী গড ফাদার বলা যখন হয় তখন তো অবশ্যই তিনি হেভেন (স্বর্গ) রচনা করেন, কত সহজ ! পরে অনেক বেশী সংকটের সম্মুখীন হতে হবে । মানুষের মধ্যে বৈরাগ্য ভাব আসবে । শ্মশানে মানুষদের মধ্যে বৈরাগ্য ভাব আসে । ব্যস দুনিয়ার অবস্থা এবার এইরকম হবে । তার চেয়ে কি ভালো নয় যে আমরা ভগবানকে পাওয়ার রাস্তা ধরি! তখন তারা গুরু ইত্যাদিকে জিজ্ঞেস করে যে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার রাস্তা দেখাও ।

তোমাদের নিজেদের সন্তানদের পালনাও করতে হবে আর সার্ভিসও করতে হবে । মাঝা বাবাকে দেখো , তাদের কত বাচ্চা । সেটা হল লৌকিকের গৃহস্থ ব্যবহার, এই বাবা তো হলেন বেহদের মালিক । তিনি বেহদের ভাই-বোনদেরই বুঝিয়ে থাকেন । সবারই হল এটা অন্তিম জন্ম । বাবা সবাইকে হীরে তুল্য বানাতে এসেছেন । তাহলে তোমরা কড়ির পেছনে পড়ে কেন আছো? সকাল বিকাল হীরের মত হওয়ার জন্য সার্ভিস করো । দিনে কড়ির পিছনে ছোটো । যারা সার্ভিসে অভ্যস্ত হবে , তাদের ঘনঘন বাবাই স্মরণে আসবে আর সেটাই প্র্যাকটিস হতে থাকবে । যাদের কাছে কাজ করবে তাদের সামনেও লক্ষ্য দিতে থাকবে। তার মধ্যেও কোটিতে কেউ বেরোবে । আজ নয় তো কাল মনে পড়বে যে অমুক বন্ধু আমাকে এইসব কথা বলেছিল । যদি পদ প্রাপ্ত করার থাকে তাহলে তো হিম্মত দরকার । ভারতের সহজ যোগ আর জ্ঞান খুবই প্রসিদ্ধ । কিন্তু কি ছিল, কিরকম ছিল, সেসব তো জানা নেই । সব উৎসবই হল সঙ্গমযুগের । সত্যযুগে তো থাকে রাজস্ব । পুরো হিন্ডুই হলো সঙ্গমযুগের । সত্যযুগী দেবতারা রাজস্ব কোথা থেকে প্রাপ্ত

করে, এইসবও এখন এখনই জানা হয়েছে । তোমরা জানো আমরাই রাজত্ব গ্রহণ করি আবার আমরাই রাজত্ব হারিয়ে ফেলি, সে সবই সার্ভিসের উপরে করবে । এবার তো প্রদর্শনীতেও সার্ভিস বাড়তে থাকবে । প্রজেক্টরও গ্রামে গ্রামে যাওয়া শুরু হবে । সার্ভিস এবার বিস্তারিত রূপ ধারণ করবে । বাচ্চাদেরও বৃদ্ধি হতে থাকবে । তারপর আর এই ভক্তি মার্গের কোনো মূল্য থাকবে না । এটাই ড্রামাতে ছিল । এমন নয় যে কেন হল ! এমন যদি না করা হত তবে তো এমন হত ! এইসবও বলা যাবে না । অতীতে যা কিছু হয়েছে, সেটাও ঠিক, তবে পরের জন্য সাবধান! মায়া যেন কোনো বিকর্ম না করায় । মানসিক ঝড় তো অবশ্যই আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো বিকর্ম যেন না হয় । আজোবাজে সঙ্কল্প অনেক আসবে , তারপরও পুরুষার্থের জন্য শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো । হার্টফেল কোরো না । অনেক বাচ্চারা তো লেখে যে বাবা পনেরো কুড়ি বছর ধরে অসুস্থতার কারণে পবিত্র আছি তারপরও মন অনেক খারাপ থাকে । বাবা লেখেন তুফান বা ঝড় অনেক আসবে, মায়া অনেক হয়রান করবে কিন্তু বিকারে যাওয়া চলবে না । সবই তোমাদের বিকর্মের হিসাব-কিতাব । যোগবল দ্বারাই তা সমাপ্ত হবে । ভয় পেয়ো না । মায়া হল অনেক বলশালী । কাউকেই ছাড়ে না । সার্ভিস তো প্রচুর রয়েছে, যে যত চাও করতে পারো । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি নম্বর ভিত্তিক পুরুষার্থ অনুসারে মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

***ধারণার জন্য মুখ্য সার* -:**

১) দিনে শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম আর সকাল বিকাল জীবনকে হীরের মত তৈরী করতে রুহানী সেবা অবশ্যই করতে হবে । সবাইকে রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে ।

২) মায়া যেন কোনো বিকর্ম করাতে না পারে , তার জন্য সাবধান বা নিজেদের প্রতি অ্যাটেনশান রাখতে হবে । কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কখনও কোনও বিকর্ম করা চলবে না । আসুরী অবগুণগুলিকে যোগ দ্বারা নির্মূল করতে হবে ।

***বরদান -:** "নাথিং নিউ" এর পাঠ দ্বারা বিঘ্নকে খেলা মনে করে অতিক্রমকারী অনুভবের প্রতিমূর্তি হও* !

বিঘ্নকে দেখে ঘাবড়িও না । তোমকা মূর্তি তৈরি হচ্ছে তাই কিছু হাতুড়ির (hammer) ঘা তো লাগবেই । হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে তো ঠিক করা হয় । তাহলে যে যত অগ্রসর হবে তাকে তত বেশী তুফান বা ঝড়কে অতিক্রম করতে হবে । কিন্তু তোমাদের জন্য এগুলো হল উপহার স্বরূপ -
- অনুভবী হওয়ার জন্য । সেই কারণে এটা ভেব না যে সব বিঘ্নের অনুভব আমার কাছেই আসবে! সেটা না ভেবে বরং ওয়েলকাম করো -- এসো । নাথিং নিউ - এর পাঠ মজবুত হলে এই বিঘ্নকে খেলা মনে হবে ।

***স্লোগান -:** সত্যতার বিশেষত্ব থাকলে আত্মা রূপী হীরের উজ্জ্বলতা চারিদিকে স্বতঃই ছড়িয়ে পড়বে*।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এই দুনিয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবার হয়েছ, তাই এখন এমন অবস্থা পাকা করো যে অন্তিম সময়ে বাবা ছাড়া কেউই স্মরণে আসবে না।"

প্রশ্ন :- সবথেকে তীব্র আগুন কোনটি যা এখন সারা দুনিয়ায় লেগেছে ? তাকে নেভানোর উপায় বলো ?

উত্তর :- সারা দুনিয়াতে এই সময় কামের আগুন লেগেছে , এই আগুন হলো সবথেকে তীব্র । এই আগুন নেভানোর জন্য রুহানি মিশন হলো একটাই , এর জন্য নিজেকে ফায়ার ব্রিগেড হতে হবে। যোগবল ছাড়া এই আগুন নেভানো সম্ভব নয় । এই কাম বিকারই সকলের সর্বনাশ করে তাই এই বিকাররূপী ভূতকে তাড়ানোর জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে ।

*গীত :- জলসা ঘরে জ্বলে ওঠে ঝাড়বাতির শিখা
পিপীলিকার পুড়ে তাতে মরণই লেখা.....*

ওম্ শান্তি । খুব ভালো সেবা পরায়ণ বাচ্চারা এই গানের অর্থ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে । এই গান শুনলে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্র , রচয়িতা এবং রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানা যায় । মানুষ যাতে জানতে পারে তাই এই গান শোনানো হয় । কার দ্বারা জানানো হয় ? জ্ঞানের সাগরের দ্বারা । বাচ্চারা সকলেই জানে যে , আমরা বাবার হয়েছি এই পুরানো দুনিয়া থেকে মুক্তি লাভ করে পরমধামে যাওয়ার জন্য । এই পুরুষার্থ একমাত্র বাবা ছাড়া কেউই করাতে পারে না । বাবা বলেন যে আমার হতে গেলে তোমাদের এই দুনিয়ার কাছে নিজেকে মৃত মনে করতে হবে । তোমাদের এমন অবস্থা পাকা করতে হবে যে এক বাবা ছাড়া অন্য কাউকেই যেন তোমাদের স্মরণ না আসে । বাচ্চারা তোমরা জানো যে সেই বহিঃ এসেছে তার পতঙ্গদের সাথে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য । এই পতঙ্গরা তো অগুণিত । প্রদর্শনীতেও তোমরা দেখে কতো মানুষ আসে । কোনো কোনো বাচ্চারা তো প্রদর্শনীর অর্থই বোঝে না । এই প্রদর্শনী হলো পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানানোর জন্য । এখানে দেখানো হয় যে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হয় । এই ঘটনা এই সঙ্গমেই দেখানো হয় । এই দুটো ঘটনা তো একসাথে ঘটে না । একটাকে তো আগে শেষ হতেই হবে । তোমাদের মধ্যেও যারা খুব ভালো বাচ্চা তারা সব জানতে পারে । রামরাজ্য অর্থাৎ নতুন দুনিয়া স্থাপন হতে চলেছে । এই রামরাজ্য স্থাপন হওয়ার পরেই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে । যখন তোমরা এই রামরাজ্যের উত্তরাধিকারী হও তখন তোমাদের মধ্যে কোনো ভূত বা বিকার থাকা উচিত নয় । এই বিকাররূপী ভূতকে দূর করার চেষ্টা করা উচিত । সবার প্রথমে কামের আগুনকে নেভাতে হবে । নিজের জন্যই ফায়ার ব্রিগেড হতে হবে । এই আগুন সবথেকে তীব্র এবং নোংরা, একমাত্র যোগবল ছাড়া একে নেভানো সম্ভব নয় । তাই সারা দুনিয়ার এই একটাই প্রশ্ন । সকলের মধ্যেই কামের আগুন রয়েছে । এই আগুন নেভানোর রুহানি সংস্থা হল একটাই । তাদের অবশ্যই এখানে আসতে হবে । মানুষ ডাকতে থাকে হে পতিত - পাবন এসো । কামুক মানুষকে পতিত বলা হয় । হে কামের আগুন ভগ্নকারী এসো । এখানে বেশীরভাগ মানুষই পতিত । সামান্য কিছু মানুষই পবিত্র থাকে । তোমাদের আমি যুক্তি বলি কিভাবে এই আগুন নেভাবে । এই কাম অগ্নিও সত্য , রজো এবং তমো এই তিন অবস্থায় আসে । তমোপ্রধান সেই যে এই কাম বিকার ছাড়া থাকতেই পারে না । তাদের এই

কামের আগুন লেগেই থাকে । এই কাম বিকারই মানুষের সর্বনাশ করে থাকে । সত্য যুগে এমন শত্রু থাকে না । ওখানে না রাবণ থাকে না মানুষের শত্রু থাকে । তোমরা জানো যে ভারতের সবথেকে বড় শত্রু হলো এই রাবণ । এই খেলাও ভারতের ওপরই বানানো হয়েছে । সত্যযুগে হলো রামরাজ্য , আর কলিযুগে হলো রাবণ রাজ্য । কার্টুনেও দেখানো হয় -- তারাও মানুষ ছিল আর এরাও মানুষ । এরা দেবতাদের সামনে হাত জোর করে বলে , আপনি সর্বগুণ সম্পন্ন , আমি পাপী আর দুঃখী । এই ভারত অবশ্যই একদিন শ্রেষ্ঠাচারী এবং পবিত্র ছিলো । যে দুনিয়ায় দেবী - দেবতারা রাজত্ব করত । লক্ষ্মী - নারায়ণ এবং রাম - সীতা, দুজনেরই রাজত্ব ছিল । তাঁদেরই ঘরানা ছিল । প্রজাদের চিত্র তো বানানো হবে না । এখন বাবা তোমাদের কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন । তিনি বুঝিয়ে আবার বলেন তোমরা বুদ্ধিতে এই ধারণা করতে পারছ তো ? "যেমন আমার বুদ্ধিতে এই ধারণা আছে বলে, ঝাড় বা এই নাটকের জ্ঞান আমার আছে বলেই আমাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় । এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান আমার কাছে আছে । আমাকে পবিত্রতার সাগরও বলা হয় । পতিত - পাবনও আমাকেই বলা হয় যিনি এসে সারা ভারতকে পবিত্র বানান" । এ হল রাজযোগ আর জ্ঞান । যারা ব্যারিস্টারি পড়ে তাদের ব্যারিস্টারি যোগ বলবে কেননা এই পাড়ার দ্বারাই ব্যারিস্টার হওয়া যায় । শিববাবাই বলেন, বাচ্চারা, আমি এসেই তোমাদের রাজযোগ শেখাই । রাজারাও তো সবাই ভগবানকেই স্মরণ করেন । সেই ভগবানের থেকে তোমরা কি পাবে ? অবশ্যই স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া উচিত ।

তোমরা সবাইকে জিজ্ঞেস করো - পরমপিতা পরমাত্মার পরিচয় কি ? বাবা যখন রচয়িতা তখন তিনি অবশ্যই স্বর্গের রচনা করবেন , তোমাদের সেই স্বর্গের রাজত্বই দেবেন , যে রাজত্ব এখন তোমরা বাচ্চারা পেয়েছিলে । এখন তা আর তোমাদের কাছে নেই কিন্তু আবার সেই রাজত্বই তোমরা নিষ্ক । যেমনভাবে আগের কল্পে ভারতবাসীরা নিয়েছিল । এখন আবার ভারতবাসীদেরই সেই রাজত্ব নিতে হবে । (নারদের মতো) তোমরা বাচ্চারাও জিজ্ঞেস করো আমাদের সাথে বৈকুণ্ঠ যেতে চান ? ভগবানের থেকে নতুন দুনিয়ার বর্সা নেবেন ? ভারতবাসীরাই এই বর্সা বা সম্পত্তি পেয়েছিল, এখন আর তা নেই , আর কেউই এই সম্পত্তি পাবে না কারণ এই ভারতই ভগবানের জন্মভূমি । তাই "চারিটি বিগইন্স অ্যাট হোম ।" তাই ভারতবাসীদেরই এই অধিকার প্রাপ্য । কিন্তু অনেক বাচ্চারা তা বুঝতে পারে না । অনেক বাচ্চাদের সাক্ষাত্কার করানো হয় । দেখানো হয় যে তোমরা বৈকুণ্ঠের প্রিন্স প্রিন্সেস হবে । এ হলো মানুষ থেকে প্রিন্স হবার পাঠশালা । প্রিন্স হওয়া বা রাজা হওয়া একই কথা । পুরুষার্থ করলে কি হতে পারবে সেই সাক্ষাত্কারই করানো হয় । বাবার শ্রীমতে চলে তোমরা পুরুষার্থ করো । কেবল কৃষ্ণকে দেখলাম এটা কোনো বড় কথা নয় । এমন তো আগে অনেকেই দেখতো আবার তারা চলেও গেছে । সাক্ষাত্কার হলো তারপর পড়া করলো না , তাহলে তো এমন পদ পেতে পারবে না । কিন্তু এতো পুরুষার্থ কেউ করে না কারণ বিকার ভূতের প্রভাব থাকে । দেহ অভিমানের অনেক প্রভাব থাকে । বুদ্ধিতে এই কথা থাকা দরকার যে এই খেলা সম্পূর্ণ হয়ে আসছে । আমরা এই ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছি , এখন আমরা আমাদের শরীররূপী পুরোনো বস্ত্র পরিত্যাগ করবো । এই কথাও যদি স্মরণে থাকে তাহলেই অহো ভাগ্য, সুখের পারা চড়তে থাকবে । এখন আমরা আবার মুক্তিধামে ফিরে যাবো । এই কথা কারোর বুদ্ধিতেই থাকে না । সন্ন্যাসীরাও বলে যে আমরা শরীর ছেড়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব । কিন্তু এই তত্ত্বকে স্মরণ করলে তো আর বিকর্ম বিনাশ হবে না তাহলে সেখানে কি করে যাবে ? তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য একজন রামই আছেন , তিনিই সমস্ত বাচ্চাদের নিয়ে যাবেন । নিজে নিজে তো আর কেউ যেতে পারবে না । মানুষ পুরুষার্থ

করে কারণ এই দুনিয়াতে থাকতে আর তাদের ভালো লাগে না । আবার অনেকে বলে আমরা এই নাটকে আসতেই চাই না । এমন অনেক মত মতান্তর আছে । প্রায় কোটির মতো গুরু - গোঁসাই এই পৃথিবীতে আছে । সকলেরই নিজের নিজের মত আছে । যদিও বলা হয় আপনার জ্ঞান অনেক ভালো , কিন্তু বাইরে গেলেই সব শেষ । অনেকেই তো আসে কিন্তু তাদের সকলের ভাগ্যে থাকে না । উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির সবার ছেড়ে এখানে আসবে তা হয় না , তাই গরীবই এই জ্ঞান নিতে পারে । এখানে এসে তো বাবার বাচ্চা হতে হয় । কোনো সন্ন্যাসী বা গুরু তাদের এতো অনুগামীদের ছেড়ে এখানে আসবে , এ খুবই মুশকিল । এ হল প্রবৃত্তি মার্গ, ছেলে, মেয়ে সকলকে একসাথে থাকতে হয় । নিশ্চয়বুদ্ধি লোকদের ঝট করে পরীক্ষা নেওয়া হয় । এই গুরুগিরি ছাড়তে হবে । কারণ বাবার হতে হবে । বাবা কাউকে বোঝানোর সহজ উপায় বুঝিয়ে বলেন । কেবল এই কথা জিজ্ঞেস করতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? তিনি নিশ্চই আমাদের মুক্তি বা জীবনমুক্তি দেবেন । মানুষ মানুষকে এই মুক্তি বা জীবনমুক্তি দিতে পারে না । বাবার থেকে এই বর্ষা বা সম্পত্তি নেবার জন্য এখানে এসে শিখতে হবে , শ্রীমত যা বলবে তাই করতে হবে । প্রথমেই নিশ্চয় বুদ্ধি হওয়া দরকার তারপর শ্রীমত যা বলে সেই অনুযায়ী চলতে হবে । প্রথমে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । অনেকেই এখানে আসে । তারা বলে এ জ্ঞান খুবই সুন্দর । কিন্তু নিজেরা এখানে আসে না , কেবল রায় দিয়ে চলে যায় । এইকথা বোঝাই যায় না যে এরা কার মতে চলছে । তারা বলে যে এমন প্রদর্শনী তো প্রতি জায়গায় হওয়া উচিত । তারা এইসব মত দিতে থাকে । আরে , ঈশ্বরকে তো মতামত দেওয়াই যায় না । কিন্তু তাদের এই মত দেওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছে । বাকি যে নিজেরা বসে বুঝবে , তা হয় না । এখানে কোনো মত দেওয়া নয় , বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । সবার প্রথমে বাবার হতে হবে তারপর বাবা যে শ্রীমত দেবেন , সেইভাবে অন্যকে বুঝিয়ে বলতে হবে । তারপর যখন তোমরা কাউকে বোঝাবে , সে যেন তখন লিখে দেয় যে , আমাকে বাবার শ্রীমতে চলতে হবে , তখন বুঝবে যে এরা ঠিক বুঝেছে । অনেকেই তো এখানে আসে কিন্তু খুব ভালোভাবে এই বিষয় বুঝতে পারে না । জ্ঞানের মতে চলার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না । এই সময় সবাই হলো ভক্তিমতের । ভক্তির জন্য তারা জপ , তপ পাঠ ইত্যাদি করে থাকে । ভগবান বলেন যে অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করেছে -- ভগবানের সাথে মিলিত হবার জন্য । সবাই এখনো ভক্ত । ভগবান তো একজনই । একজনকেই পতিত - পাবন বলা হয় । তাই বাকি সকলেই পতিত । এ হলো রাবণরাজ্য । কল্পের এই সঙ্গম যুগের গায়নই গাওয়া হয় । প্রতি কল্পের এই সঙ্গম যুগেই বাবা বারে বারে এসে থাকেন ।

সত্যযুগ হলো কল্যাণকারী স্বর্গ আর কলিযুগ হলো অকল্যাণকারী নরক । রাবণ হলো কল্যাণকারী আর রাবণ হলো অকল্যাণকারী । এই জ্ঞান বাচ্চাদের বুদ্ধিরূপী পাত্রে ভর্তি হওয়া উচিত । তোমাদের দুঃখী এবং অসহায় মানুষদের কল্যাণ করার জন্য সবসময় সতর্ক থাকা উচিত । কারো মধ্যে দুর্বলতার আধিক্য এতো বেশী যে অস্থির হয়ে উঠতে হয় । তোমরা বলো যে বাবা, অমুকের মধ্যে এই অপগুণ আছে । এমন অনেক খবর আসে । বাবার বক্তব্য হলো - খবর যদি দাও তবেই তো সাবধান করতে পারবো । কারোর মধ্যে অপগুণ থাকলে সে সেবা কম করবে । আজকাল লেখাপড়া জানা বিদ্বান , পণ্ডিত তো অনেকেই আছেন , তারা খুবই তীক্ষ্ণ । যারা বুদ্ধিতে কাঁচা হয় তাদের মাথা তারা বিগড়ে দেয় তাই বুদ্ধিমান বাচ্চাদেরই ডাকা হয় সেবাকাজের জন্য । বোঝে যে এরা আমাদের থেকে হুঁশিয়ার । বাবা প্রদর্শনীর খবরও চান । কে কে ভালো সেবা করে এতে খুবই নজর রাখা চাই । কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তোমরা শাস্ত্র ইত্যাদি পরেছো ? তখন বলো , আমরা জানি যে এই বেদ শাস্ত্রই আমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে পড়ে আসছি । এখন আমাদের বাবার নির্দেশ হলো এইসব কিছু

পড়ো না। আমি যা শোনাচ্ছি সেই কথা শোনো। আমার মতে চলো, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন তোমাদের সামনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে। আমি তোমাদের বাবা, এখন তোমাদের নিতে এসেছি। আমিই তোমাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তি দেবো। প্রত্যেকেই এই নাটকের নিয়ম অনুসারে প্রথমে মুক্তিতে যেতে হবে, তারপর জীবনমুক্তি অর্থাৎ সত্যপ্রধান দুনিয়ায় আসা তাই বাবাকে বলা হয় সবার সঙ্গতিদাতা, সবার প্রতি দয়ালু। এই সবার মধ্যেই তো সম্পূর্ণ দুনিয়া এসে যায়। সর্ব অর্থাৎ সারা দুনিয়ার বাবা বোঝাচ্ছেন, দুনিয়ার লোকেরা অল্পসময়ের হদের সেবাকারী। বেহদের সবার প্রতি দয়ালু লিডার তো একজনই। তিনি সারা বিশ্বের উপর দয়া করে বিশ্বের বদল করেন। তোমরা জানো যে বাবা আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। তোমরা চির স্বাস্থ্যবান এবং সম্পদবান হয়ে যাবে। কিন্তু এতটুকুও কারোর বুদ্ধিতে বসে না। সামান্য দুটো কথাও যদি বুদ্ধিতে বসে সেটাও ভালো। আমরা সবাই ভগবান পরমপিতার সন্তান। ভগবানের থেকে আমাদের স্বর্গের বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়া উচিত। একদিন আমরা এই সম্পত্তিই পেয়েছিলাম, এখন নেই কিন্তু আবার পেতে চলেছি। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো আর আমার বর্ষাকে স্মরণ করো। একজন আর একজনকে এই মন্ত্রই দাও। আমিই তোমাদের বেহদের বাবা। ধর্ম স্থাপনার জন্য এই ধাক্কা তো খেতেই হবে। বুদ্ধিতে এই কথা তো থাকতেই হবে যে এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে। বাকি অল্প সময় আছে, তারপর আবার নতুন ভাবে আমাদের অভিনয় শুরু হবে। এই কথা বুদ্ধিতে থাকলে খুব ভালো।

আচ্ছা - মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।

বাচ্চারা তোমাদের প্রতি পদে পদে কমল ফুটে রয়েছে। এ হল জোরদার কামাই। স্বয়ং ভগবানই এই কামাইয়ের রায় দেন। তোমরা এই রায় মেনে চললেই স্বর্গে পৌঁছে যেতে পারবে। কিন্তু স্বর্গেও তো উঁচু পদ পাওয়া উচিত। এই কামাই খুব নীরবে করতে হবে। কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে সব কর্ম করবে কিন্তু মন থাকবে এক সাজনের প্রতি, তাঁর প্রতি যেন অনেক ভালোবাসা থাকে। এ হলো খুবই জোরদার কামাই। বাবার এই সেবায় থাকলে অটোমেটিক অনেক আমদানি হতে থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এখন এই নাটক সম্পূর্ণ হয়েছে তাই আমাদের মুক্তিধামে ফিরে যেতে হবে। এই খুশীতে থেকেই পুরানো দেহের অভিমানকে ত্যাগ করতে হবে।

২) এক বাবার মতেই চলতে হবে। বাবাকে নিজস্ব মতামত দেওয়া চলবে না। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বাবার যে শ্রীমত তোমরা পেয়েছো, সেই শ্রীমতেই তোমাদের চলতে হবে।

বরদান :- আকারী এবং নিরাকারী স্থিতির অভ্যাসের দ্বারা বিপরীত পরিস্থিতিতেও অচল থেকে বাবার সমান হও (ভব) ।

যেমন সাকার অবস্থায় থাকা তোমাদের স্বাভাবিক হয়ে গেছে , এমনই আমি আকারী ফরিস্তা এবং একই সঙ্গে নিরাকারী শ্রেষ্ঠ আল্লা -- এই দুই স্মৃতিই যেন তোমাদের স্বাভাবিক হয় কারণ শিববাবা হলেন নিরাকারী আর ব্রহ্মাবাবা হলেন আকারী । যদি দু'জনের প্রতিই ভালোবাসা থাকে তাহলে দু'জনের সমান হও । সাকারে থেকে এই অভ্যাস করো - এই মুহূর্তে আকারী আবার এখনই নিরাকারী । এই অভ্যাসই তোমাদের বিপরীত পরিস্থিতিতেও অচল করে দেবে ।

স্লোগান :- দিব্য গুণের প্রাপ্তিই হল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু প্রসাদ ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানমার্গে তোমাদের বিচারবুদ্ধি স্বচ্ছ এবং অতি শুদ্ধ হতে হবে। প্রকৃত প্রাপ্তির সময়ে তোমরা যদি মিথ্যা বলো বা অনুচিত কিছু করো তবে তোমাদের অনেক কিছু হারাতে হবে অর্থাৎ তোমাদের অনেক লোকসান হবে"

প্রশ্নঃ - উচ্চপদ প্রাপ্তকারী সৌভাগ্যবান বাচ্চাদের লক্ষণ কি ?

উত্তরঃ - ১) যারা কখনও খারাপ কাজ করেনা। তারা নিজেদের হাড় পর্যন্ত সমর্পণ করে যজ্ঞ সেবায় নিজেদের উত্সর্গ করে। তাদের কোনও লোভ থাকেনা। ২) তারা যে কোনো অবস্থায় স্বচ্ছন্দ এবং তাদের ওষ্ঠাধারে থাকে সর্বদা জ্ঞানরঞ্জিত বোল। তাদের স্বভাব অতি মিষ্টি-মধুর। ৩) তারা এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখে না। তাদের মনে কখনও এই বিচার আসেনা যে, "আমার ভাগ্যে যা আছে দেখা যাবে"। বাবা বলেন, যে বাচ্চারা সেটা করে তারা কোনো কাজের নয়। তোমাদের অনেক পুরুষার্থ করতে হবে।

গীতঃ- আমাদের তীর্থ অনুপম . . .

ওম্ শান্তি। এই গান ভক্তিমার্গের। তোমরা জানো যে, তোমাদেরই মহিমা গাওয়া হয়। ভক্তিমার্গে ঈশ্বরের সামনে মহিমা গাওয়া হয় আর প্রার্থনা করা হয়। জ্ঞানমার্গে এই প্রার্থনা বা ভক্তি হয়না। জ্ঞান অধ্যয়ন করতে হয় অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে পাঠের অভ্যাস করতে হয়, যেমন তোমরা স্কুলে অধ্যয়ন করো অর্থাৎ পড়াশোনা করো। এই পড়াশোনা-বিষয়ক ক্ষেত্রে তোমাদের একটা এইম-অবজেক্ট থাকে যে, পড়াশোনা করে আমরা অমুক পদ লাভ করবো অথবা এইরকম ব্যবসাদি করবো। অনেক বাচ্চারা শেখে কিভাবে ঠকিয়ে পয়সা উপার্জন করবে। অনেক মানুষ টাকার জন্য প্রতারণা করে; এগুলোকেও ব্রষ্টাচার বলা হয়। তারা লুটমারও করে। এমনকি তারা গভার্নমেন্টকে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করে, নিজেকে এবং তাদের স্ত্রী-সন্তানদের সুখী করতে, লেখাপড়া শেখাতে এবং শেষমেষ সন্তানদের বিয়ে-শাদী দিতে। এখানে, টাকা উপার্জনের কোনও প্রশ্ন নেই! এই হলো পবিত্র পড়া। তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকলেও তোমাদের শুধু পড়তে হবে। কিছু কিছু বাচ্চা বাবাকে লেখে, আমাদের বেতন এত কম যে মাঝে-মাঝে আমাদের প্রতারণা করতে হয়। আমরা কি করতে পারি? জ্ঞানের পথে এসে তোমাদের এইরকম বিচারবুদ্ধি হওয়া উচিত নয়। তা নাহলে, তোমাদের দুর্গতির মধ্যে পড়তে হবে। এখানে অত্যন্ত সততা এবং স্বচ্ছতা সহকারে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে; একমাত্র তখনই তোমরা পদপ্রাপ্ত হবে। স্টুডেন্টদের পড়া ছাড়া অন্য কোনো কথা বুদ্ধিতে রাখা উচিত নয়। নতুবা, ভবিষ্যতে তারা কিভাবে উঁচু পদ পাবে? অনুচিত কোনো কাজ করলে তোমরা ফেল হয়ে যাবে। যথার্থ প্রাপ্তির সময়ে তোমরা যদি মিথ্যা বলো বা অনুচিত কাজকর্ম করো তবে তোমাদের পদপ্রাপ্তির নাশ হবে। তোমাদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। তোমরা এখানে এসেছ ভবিষ্যতে বিশ্বের ধন-ঐশ্বর্যের অর্থাৎ কোটি কোটি মূদ্রার মালিক হতে। অতএব, তোমাদের উচিত নয় কোনরকম ডাটি অর্থাৎ হীন চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া। যদি কেউ কিছু চুরি করে তবে তার বিরুদ্ধে কেস দায়ের করা হয়। কয়েকজন হয়তো এর থেকে বেঁচেও যেতে পারে কিন্তু এখানে ধর্মরাজের থেকে কেউ বাঁচতে পারবেনা। পাপাত্মাদের অনেক শাস্তি ভোগ করতে হয়। এমন কেউ হবেনা যে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয় না। মায়া তোমাদের নীচে নামিয়ে দেয় এবং ক্রমাগত

চপেটাঘাত করতে থাকে। মনে মনে তোমাদের খারাপ বিচার উত্পন্ন হয়, "এখানে থাকতে পারবো কি পারবোনা ! সুতরাং এখান থেকে কিছু টাকা নিয়ে সরিয়ে রাখি !" এ হলো ঈশ্বরীয় দরবার যেখানে ধর্মরাজ হলেন রাইট হ্যান্ড। এইরকম মানুষের শাস্তি হয় শতগুণ বেশী। নতুন বাচ্চারা এইসব হয়তো কিছু জানেনা সেইজন্যে তোমাদের প্রতি বাবার সতর্কবাণী, "বাচ্চারা তোমাদের অতি শুদ্ধ চিন্তন করা উচিত"*। অনেক বাচ্চারা লেখে, "বাবা, তোমার নির্দেশ, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে আমাদের শুধু তোমাকে স্মরণ করতে হবে আর শ্রীমতের বিরুদ্ধে যেন কোনো কাজ আমরা না করি। কিন্তু বাবা, আমাদের কার্য-কর্মাদিতে অনেক কিছু করতেই হয়। তা নাহলে, জীবিকানির্বাহের জন্য আমরা কিভাবে উপায় করবো? সমান্য টাকায় পরিবারের বহু সদস্যদের কিভাবে চলবে! ক্ষুধানিবৃত্তি না হলে তারা মারা যাবে!" এইজন্য ব্যবসায়ীরা পরোপকারের জন্য কিছু সরিয়ে রাখে। তারা বিশ্বাস করে, দোষ পাপ যা কিছু তারা করেছে তার থেকে তাদের মুক্তি লাভ হবে আর তারা ন্যায়পরায়ণ আত্মা হয়ে যাবে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি দ্বারা খুব একটা পাপ হয়না কারণ তারা পাপ করতে ভয় পায়। এমন অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের ব্যবসা ইত্যাদির জন্য কখনও মিথ্যা বলেনা; তাদের পণ্যমূল্যের দর ফিঞ্চড রাখে। কোলকাতায় একজন বাসন বিক্রেতা ছিল, সব জিনিসের মূল্য ধার্য করে বোর্ডে লিখে দিয়েছিল এবং কোনরকম দরাদরি সে করত না। যাই হোক, অনেকে এমনও আছে যারা অনেক মিথ্যা বলে। এ হল জ্ঞানের পড়া। বাচ্চারা তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য পড়ছ। অতএব, বাবার কাছে তোমাদের সব বিষয়ে সত্য বলা উচিত। তোমরা ভেবোনা যে, ভগবান সবকিছু জানেনা। বাবা বলেন, তোমরা যদি পড়ো তবে উঁচু পদ লাভ করবে। তা নাহলে, তোমরা রসাতলে যাবে। "আমি তোমাদের দিকে তাকিয়ে বসে নেই, তোমরা কে কি পাপ করছ"। যা কিছু তোমরা করছ তা নিজেদের জন্য করছ। তোমরা তোমাদের পদ বিনষ্ট করছ। পাপ আত্মা এবং পবিত্র, পুণ্য আত্মাদের নাম উল্লিখিত হয়। বাবা এসে তোমাদের পবিত্র, পুণ্যাত্মা তৈরি করেন। সুতরাং, তোমাদের কোনরকম পাপ করা উচিত নয়। বাচ্চারা তাদের পাপের জন্য শতাধিক শাস্তি পাবে; তাদের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। এইরকম বিচার যেন না আসে যে, যা হবে পরে দেখে নেব, এখন তো করে নিই! এইরকম বাচ্চা কোনো কাজের নয়। এই পুরানো দুনিয়াকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে হবে। দেখেও না-দেখা করো। আমরা সবাই অ্যাক্টর এবং এই নাটক এখন শেষ হয়ে এসেছে। আমরা আমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করেছি, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা যত সার্ভিস করবে ততই উঁচু পদ লাভ করবে। প্রদর্শনী এবং মেলার মাধ্যমেও সার্ভিস হচ্ছে। যারা উঁচু পদ পাওয়ার পুরুষার্থী তাদের ভাবনা থাকে যে, তারা গিয়ে শুনবে, শিখবে অন্যান্যরা কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে বোঝাচ্ছে। তারা ক্রমাগত ঘুরতে থাকে অন্যেরা কিভাবে বোঝাচ্ছে শোনার জন্য। এইভাবে অন্যদের থেকে শুনতে শুনতে তাদের বুদ্ধির তালা উন্মুক্ত হয়। অনেক বাচ্চারা লেখে যে, প্রদর্শনীতে অন্যদের শুনে তাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। বাবা তাদের অনেক সহায়তা করেন। বাবা এইরকম অনেক সহায়তা করেন, কিন্তু কেউ কেউ সেটা বুঝতে পারেনা। তারা ভাবে যে তারা খুব ভালো বুঝিয়েছে। প্রকৃত বাচ্চারা বোঝে এর পেছনে বাবার অনেক সহায়তা আছে। প্রদর্শনীর সার্ভিস থেকে অনেক উন্নতি হতে পারে। তোমরা জ্ঞানসাগরের সন্তান। বাবার স্মরণে থাকলে তোমরা অনেক যোগবল লাভ করবে। যোগবলের মাধ্যমে তোমরা বিশ্বের বাদশাহী লাভ করো। শুধু স্মরণে রাখো, তোমাদের শ্রীমত অনুসরণ করে বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। কেবলমাত্র শ্রীমতে চলাতেই উপার্জন। এই দুনিয়ার কোন কিছু ব্যবহারযোগ্য নয়। সবকিছুর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তোমরা জ্ঞান নক্ষত্র। তোমরা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করছ। স্বর্গের অধিবাসী হওয়ার জন্য তোমাদের এই সময়ে এখানেই সুযোগ্য তৈরি হতে হবে

। অবশ্যই তোমাদের হাড় পর্যন্ত যজ্ঞ সেবায় উত্সর্গ করতে হবে । এইরকম আত্মাদের কোনরকম লোভ থাকেনা । যাদের ভাগ্যে নেই তারা অনবরত ভুল কর্ম করতে থাকবে । এখানে তোমাদের সুখদাতা হতে হবে । বাবা বলেন, আমি এসে তোমাদের সুখদাতা বানাই । তোমরা অবশ্যই সেইরকম হও । এই ধরনের আত্মাদের মুখ থেকে কেবলই জ্ঞানরত্ন বেরোয় । আসুরিক কোনো কথা বলেন না । মিথ্যা বলার পরিবর্তে কিছু না বলা অধিক শ্রেয় । তোমাদের অনেক মধুর হয়ে মাতা পিতাকে প্রত্যক্ষ করাতে হবে । বাবার সম্পর্কে তারা লিখেছে যে, যারা সদগুরুর বদনাম করবে তারা টিকতে পারবেনা । তোমাদের মধ্যে কোনরকম তিক্ততা বা অপগুণ ইত্যাদি থাকা উচিত নয় । অনেকেই এমন আছে যারা কিছু না পেলে তাদের মানসিক অবস্থা অস্থির হয়ে ওঠে । যাই হোক, বাচ্চারা তোমাদের উচিত এইরকম পরিস্থিতিতে বাবার দেওয়া পেপার মনে করে শান্ত থাকা । আগে বড় বড় ঋষি-মুনিরা বলতেন আমরা ভগবানকে জানিনা । এখন যদি ঋষি-মুনিরা তাই বলেন, তবে একজনও কেউ বিশ্বাস করবেনা তাঁদের, মানুষ ভাববে, যদি কেউ নিজেই ভগবানকে না জানে তবে আমাদের কিভাবে পথ দেখাবে ? আজকাল অনেক মানুষ একে অন্যের গুরু হয়ে যায় । একজন হিন্দু নারীর স্বামী, তাকেও বলা হয় গুরু, ঈশ্বর । গুরু সদগতি দেবেন নাকি পতিত বানাবেন ! তোমরা এখন জেনেছ, যত সজনী আছে তাদের সবার গুরু এবং সাজন এক । তিনি মাতা, পিতা, বাপদাদা সবকিছু, সর্ব সম্বন্ধে তিনি । তবুও সেইসব মানুষ তাদের পতিকে এইসব আখ্যা দিয়ে দেয়, কিন্তু এখানে সেরকম হয়না । এখানে তোমরা আত্মারা, পরমপিতা পরমাত্মার কাছে পড়ছ । আত্মা অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও তার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে । পরমাত্মাও অতি ক্ষুদ্রতম স্টার । সমগ্র পার্ট তাঁর মধ্যেও ভরা আছে । মানুষ সেই কারণে ভাবে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছামতো তিনি সবকিছু করতে পারেন । যাই হোক, পরমপিতা পরমাত্মা বলেন, এটা সেইরকম নয় । ড্রামা অনুসারে আমারও পার্ট আছে ।

বাবা বোঝান, তোমরা সমস্ত আত্মারা পরস্পর ভাই । আত্মা নিজের ভাইয়ের শরীরকে কিভাবে মারবে ! আমরা সব আত্মারা, মেল ফিমেল যাই হই, বাবার থেকে বিশ্বের রাজ্যপাটের উত্তরাধিকার নিতে হবে । তোমাদের দেহ-অভিমানও পরিত্যাগ করতে হবে । শিববাবা কতো মিষ্টি-মধুর ! আর আমরা, তাঁর সন্তান, পরস্পর ভাই-ভাই । সুতরাং, আমাদের নিজেদের মধ্যে কখনওই লড়াই বা ঝগড়া করা উচিত নয় । তোমরা যদি দেহী-অভিমানী হও তোমরা কখনই লড়াই করবেনা । বাবা কি বলবেন ! বাবা কতো মিষ্টি আর বাচ্চারা লড়াই করছে ! বর্তমান সময়ে মানুষের আত্মা সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই । আমরা আত্মারা পরমাত্মার সন্তান, আমাদের কি লড়াই করা উচিত ! মানুষ তো শুধু বলার জন্য এইরকম বলে, কিন্তু তোমরা তো প্র্যাকটিক্যাল-এ আছো ! বাবা বলেন, দেহ -অভিমান পরিত্যাগ করো । আমরা আত্মা, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমাদের নিশ্চয়ই করে এই খেয়াল রাখতে হবে । তোমাদের পুরো পুরুষার্থ করতে হবে । বাবার মতেন মিষ্টি আর প্রিয় হতে হবে, একমাত্র তখনই বাবা বলতে পারবেন "তোমরা আমার সুযোগ্য সন্তান ! কতো লাভলি হয়ে গেছ" ! বাবা অতি নিরহংকারী ! তিনি বলেন, আমিই তোমাদের বাবা, টিচার, সদগুরু । আমি তোমাদের সবকিছু । অর্ধকল্প তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর বলো, বাবা এসো ! ড্রামায় আমারও পার্ট আছে । আগেকার সময়ে ঘড়ি ইত্যাদি তো ছিল না , মানুষ তখন সময় জানার জন্য বালি-ঘড়ি দেখত । সায়েন্সের মাধ্যমে যা কিছু তৈরি হয়েছে তা' তোমাদের জন্য । সায়েন্টিস্টরা জ্ঞান নেবে না, তাদের পার্টই প্রজায় । মহল ইত্যাদি তো প্রজারা বানাবে, তাই না ! রাজা-রাণী শুধু অর্ডার দেবে । সায়েন্টিস্টরা কোথাও অদৃশ্য হবেনা, তারা বরং দিন-দিন আরও দক্ষ হবে । যাই হোক, চাঁদে যাওয়া

ইত্যাদি অতিশয়াতির লক্ষণ। সায়েন্স এখন দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওখানে তোমাদের যা থাকবে তা-ই সুখদায়ক হবে। এখনকার এইসব কিছু আর বেশীদিন থাকবে না। যখন তারা এর মধ্যে টু মাচ (too much) চলে যাবে অর্থাৎ মানুষ যখন অতি মাত্রায় সায়েন্সের সাধনে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, প্রাকৃতিক সাধনের উর্ধ্ব গিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারে মেতে উঠবে, তখনই সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। যাই হোক, তোমরা সুখভোগ করবে। তোমরা 'মাম্মা- বাবা' বলছ যখন তোমাদের তো তবে তাঁদের ফলো করা উচিত। তোমাদের ওষ্ঠাধারে শুধুই জ্ঞানরঞ্জের বোল থাকা উচিত। মানুষ বলে পাথর গান গেয়েছিলো। আগে তোমরা পাথর বুদ্ধির ছিলে। বাবা এসে তোমাদের পাথরবুদ্ধিকে দৈবী বুদ্ধিতে পরিবর্তিত করছেন। এখন তোমরা গীতার গীত গাইছ। যাই হোক, পাথরবুদ্ধির মানুষ কোনও গান গায় না। গীতাই গান। তোমরা এখন গীতারই গান গাইছ। পরমপিতা পরমাত্মার বায়োগ্রাফি তোমরা এখন জেনেছ। ওই সমস্ত মানুষ এইসবের অর্থ কিছু বুঝতে পারেনা। রঞ্জের বদলে তারা একে অপরকে পাথর ছুড়ছে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকে ক্রম অনুসারে। একেকজনের মুখ থেকে হীরে, মোতি বেরোয়। এইজন্য তাঁদের নাম হয় 'নীলম পরী' (পাথররাজ), 'সবুজ পরী' (পাল্লা) ইত্যাদি। তোমরা এখন পাথর থেকে রত্নে পরিবর্তিত হচ্ছে। এখন তোমাদের কর্তব্য হলো, যারা এখানে আসে তাদের জিজ্ঞাসা করা - পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তাদের সম্পর্ক কি? যতক্ষণ না তারা তোমাদের এই প্রশ্নের অ্যাক্যুয়েট জবাব লিখে দিচ্ছে ততক্ষণ বাবার সাথে তাদের মিলন ব্যর্থ হয়ে যায়। সর্বাগ্রে, বাবাকে তাদের জানতে হবে আর তারপরে তারা জানবে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা কার পৌত্র-পৌত্রী। লক্ষ্য অনেক উঁচুতে। ২১ জন্মের বাদশাহী দরিদ্রতমও কেউ নিতে পারে। বিশ্বের মালিক হওয়া খুব সহজ নয়! শুধু শ্রীমতে চলতে হবে। বাচ্চারা তোমাদের কাছে ২১ জন্মের জন্য স্বয়ং ভগবান নিজেকে সমর্পণ করেন। তিনি বলেন, তোমরা বিশ্বের মালিক হও। নিশ্চয়ই বাচ্চাদের মুখ থেকে রত্ন বেরোবে আর তখন তারা যথার্থ মান-মর্যাদাসম্পন্ন এবং গুণসম্পন্ন হয়ে ভবিষ্যতে পূজনীয় দেবীদেবতা হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (মিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং! রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) মিষ্টি-মধুর হয়ে মাতাপিতাকে প্রকাশিত করো। যদি সামান্যতমও তিক্ততা থেকে যায় তা' দূরে সরিয়ে দিতে হবে। বাবার মতো মিষ্টি-মধুর আর লাভলি হতে হবে।

২) যে কোনও কাজ শ্রীমতে করতে হবে। শ্রীমতেই প্রকৃত প্রাপ্তি।

বরদানঃ- সঙ্গমযুগের মহত্বকে জেনে শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধ অর্জনকারী তীর পুরুষার্থী ভব

সঙ্গমযুগ একটা ছোট যুগ, এই যুগেই বাবার সঙ্গ অনুভব হয়। সঙ্গের সময় এবং এই জীবন উভয়ই হীরেতুল্য। তাই এমন মাহাত্ম্য জানার পরে বাবার সাথে ছেড়ো না। এক সেকেণ্ড চলে যাওয়া মানে শুধু এক সেকেণ্ড নয় আরও অনেক কিছু চলে যায়। এই যুগই হলো সেই সময় যখন সারা কল্পের শ্রেষ্ঠ প্রারব্ধ জমা করা যায়, যদি এই যুগের মাহাত্ম্যকেও স্মরণে রাখো তবে তীর পুরুষার্থ দ্বারা রাজ্য অধিকার লাভ করতে পারবে।

স্লোগান:- সকলকে স্নেহ আর সহযোগ দিয়ে বিশ্ব-সেবায়ারী হতে হবে ।

"নির্মাণ এবং নির-মান এই দুইয়ের ব্যালেন্স দ্বারা দুয়া বা শুভাশীষের খাতা জমা করো"

আজ বাপদাদা নিজের হোলী হ্যাপী হংসবৃন্দের সভায় এসেছেন । চারিদিকে হোলী হংস দেখা যাচ্ছে। হোলীহংসের বিশেষত্ব সবাই খুব ভাল করেই জানো। সদা হোলী হ্যাপী হংস অর্থাৎ স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হৃদয় । এমন হোলীহংসদের স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার হৃদয় হওয়ার দরুন প্রতিটি শুভ আশা সহজেই পূরণ হয়। সর্বদা তুষ্ট আত্মা থাকে। শ্রেষ্ঠ সংকল্প করলেই পূর্ণ হয়। পরিশ্রম করতে হয় না। কেন ? সবচেয়ে কাছে স্বচ্ছ হৃদয়বান বাচ্চারা হল বাপদাদার সবচেয়ে প্রিয় । স্বচ্ছ হৃদয়বান সর্বদা বাপদাদার দিলতখনতনশীন অর্থাৎ হৃদয়ে বিরাজিত , সর্বশ্রেষ্ঠ সংকল্প পূর্ণ হওয়ার কারণে বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে , কথায় , সম্বন্ধ-সম্পর্কে সরল এবং স্পষ্ট এক সমান দেখা দেয়। *সরলতার প্রমাণ চিহ্ন হল - হৃদয় , বুদ্ধি এবং বোল এক সমান*। হৃদয়ে এক, কথায় আরেক - এটা সরলতার চিহ্ন নয়। সরল স্বভাবের আত্মারা সর্বদা নির্মাণচিত্ত(নমনতা) , নিরহংকারী এবং নিস্বার্থ হয়। হোলীহংসদের বিশেষত্ব হল - সরল চিত্ত, সরল বাণী, সরল বৃত্তি, সরল দৃষ্টি ।

বাপদাদা এই বছরে সব বাচ্চাদের মধ্যে দুটি বিশেষত্ব তাদের চলন এবং চেহারায়ে দেখতে চাইছেন । সবাই জিজ্ঞাসা করে - এরপর কি করণীয় ? এই সীজনের বিশেষ সমাপ্তির পরে কি করতে হবে ? সবাই ভাবো তাইনা - আগামী দিনে কি হবে ! আগে কি করবে ! সেবার ক্ষেত্রে তো যথাশক্তি মেজরিটি আত্মারাই খুব ভাল প্রগতি করেছে , এগিয়েছে। বাপদাদা এই উল্লতির জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছেন - খুব ভাল , খুব ভাল , খুব ভাল। তার সাথে রেজাল্টে একটি বিষয় দেখা গেল। সেটা কি শোনাব ? টিচাররা , ডবল ফরেনার্সরা শোনাব ? পান্ডবরা শোনাব ? হাত তোলো তবেই শোনাব , নাহলে নয়। (সবাই হাত তুলেছে) খুব ভাল। একটি জিনিস বাবা কি দেখলেন ? কারণ আজ স্বদেশে (বতনে) বাপদাদার নিজেদের মধ্যে রুহ-রিহান ছিল , কেমনভাবে রুহ-রিহান করবে ? দুজনে কিভাবে একে অপরের সঙ্গে রুহ-রিহান করবে ? যেমন এখানে এই দুনিয়ায় তোমরা মোনো অ্যাক্টিং (mono acting) করো তাইনা ! খুব ভালই করো। তো তোমাদের সাকার দুনিয়ায় একটি আত্মা দুটো পার্ট প্লে করে। আর বাপদাদা হলেন দুই আত্মা এক শরীর । তফাত হল কিনা ! তো খুবই মজার বিষয় ।

আজ বতনে বাপদাদার রুহ-রিহান চলেছে - কোন্ কথায় ? তোমরা সবাই জানো যে ব্রহ্মা বাবার প্রবল আগ্রহ কিমে ? জানো তো ভাল করে ? ব্রহ্মাবাবার প্রবল আগ্রহ এই বিষয়েই ছিল যে - শীঘ্রাতিশীঘ্র হোক। তো শিববাবা বললেন - বিনাশের জন্য ব্রহ্মা বাবার কাছে এক তালি নয়, বরং এক চুটকি বাজানোর মাত্র অপেক্ষা । কিন্তু তোমরা আগে ১০৮ নয় অর্ধেক মালা তো অন্তত তৈরী করে দাও। তো ব্রহ্মাবাবা কি উত্তর দিলেন ? বোলো । (তৈরী হচ্ছে) আচ্ছা - অর্ধেক মালাও তৈরী নেই ? পুরো মালার কথা ছাড়ো , অর্ধেক মালা তৈরী হয়েছে কি ? (সবাই হাসছে) হাসছে মানে কিছু আছে! যারা বলছে অর্ধেক মালা তৈরী আছে, তারা হাত তোলো। তৈরী আছে? খুব কম জন বলছে। যারা মনে করো যে তৈরী হচ্ছে, তারা হাত তোলো। মেজরিটি বলছে তৈরী হচ্ছে আর মাইনরিটি বলছে হয়ে গেছে। যারা হাত তুলেছে যে তৈরী হয়ে গেছে, তাদের বাপদাদা বলছেন তোমরা নাম লিখে দিও। ভাল কথা তাইনা ! বাপদাদাই দেখবেন আর কেউ দেখবেন, কারণ সিল

হয়ে যাবে । বাপদাদা দেখবেন যে এমন যোগ্য আত্মারা কারা । বাপদাদা বলেন এমন হওয়া উচিত । তো এদের নাম নিও ছবি তোলো।

তখন ব্রহ্মাবাবা কি উত্তর দিলেন ? তোমরা সবাই তো খুব ভাল ভাল উত্তর দিয়েছ। ব্রহ্মাবাবা বললেন ব্যস শুধুমাত্র একটু দেরী আছে । তোমরা চুটকি বাজালেই তারা তৈরী হয়ে যাবে । তাহলে তো ভালো কথা তাইনা! তখন শিববাবা বললেন, সমগ্র মালা তৈরি আছে ? অর্ধেক মালার জবাব তো পাওয়া গেছে, সমগ্র মালার জন্য জিজ্ঞেস করছি । সেখানে ব্যাপারে বলছে একটু সময় চাই । এই কথোপকথন চলেছে । কি জন্য সময়ের প্রয়োজন? কথোপকথনে তো প্রশ্ন উত্তরই চলে, তাইনা! কিসের জন্য সময় প্রয়োজন ? কোন্ বিষয়ের বিশেষ অভাব রয়েছে, যার জন্য মালা অর্ধেক হয়ে থেমে রয়েছে? তো চতুর্দিকের বাচ্চারা প্রতিটি এরিয়া, এরিয়া গুলি ইমার্জ করতে থাকল, যেমন তোমাদের জোন হয় , সেরকম এক একটা জোন নয় , জোন তো অনেক বড় হয় , তাইনা! এক একটি বিশেষ শহরকে ইমার্জ করে সকলের চেহারা দেখতে দেখতে ব্রহ্মা বাবা বললেন যে, একটি বিশেষত্ব শীঘ্রই এখন সব বাচ্চারা যদি ধারণ করে নেয়, তাহলেই মালা তৈরী হয়ে যাবে । কোন বিশেষত্ব ? তখন বাবা এটাই বললেন যে সার্ভিসে যত উন্নতি হয়েছে, সার্ভিস করে অগ্রসর হচ্ছে। ভালোই অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু একটা কথার ব্যালেন্স কম আছে । সেটা হল এই কথা যে নির্মাণ করতে তো ভালোই অগ্রসর হয়েছে কিন্তু নির্মাণের সাথে নির্মানও (নির্-মান) প্রয়োজন - একটা হলো *নির্মাণ আর একটা হল নির্মান* । মাত্রার অন্তর, কিন্তু নির্মাণ আর নির্মান দুটোর ব্যালেন্সে অন্তর(পার্থক্য) আছে । সেবার উন্নতিতে নির্মাণতার (নম্রতা) পরিবর্তে কোথাও কোথাও কখনো কখনো স্ব-অভিমানও মিশ্রিত হয়ে যায় । যত সেবায় আগে বাড়বে তত যেন বৃত্তিতে, দৃষ্টিতে, বোলে, চালে নির্মাণতা দেখা যায় । এই ব্যালেন্সের এখন অনেক প্রয়োজন আছে । এখন পর্যন্ত আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে যেরকম ব্লেসিং পাওয়ার কথা ছিল সেসব এখনো পাওয়া হচ্ছে না । আর পুরুষার্থ কেউ যতই করুক, ভালো কিন্তু পুরুষার্থের সাথে যদি ব্লেসিং এর খাতা জমা না হয় তাহলে তো দাতার স্টেজ, দয়ালু হওয়ার স্টেজের অনুভূতি হবে না । প্রয়োজন আছে স্বপুরুষার্থ আর সাথে সাথে বাপদাদা আর পরিবারের ছোট বড়ো সকলের ব্লেসিং । এই ব্লেসিং দ্বারা পুণ্যের খাতা জমা করতে হবে । এই মার্কে এডিশন হয় । কতও সার্ভিস করো , নিজের সার্ভিসের ধুনে আগে বাড়তে থাকো , কিন্তু বাপদাদা সব বাচ্চাদের মধ্যে এই বিশেষত্ব দেখতে চাইছেন যে সেবার সাথে নির্মাণতা, মিলেমিশে থাকার ক্ষমতা -- এইসব দ্বারা পুণ্যের খাতা জমা হওয়া অনেক প্রয়োজন । তারপর এটা বোলা না যে আমি তো অনেক সার্ভিস করেছিলাম, আমি তো এই করেছিলাম, তারপরও নম্বর কম কেন ? এইজন্য বাপদাদা প্রথমেই ইশারা করছেন যে বর্তমান সময় পুণ্যের খাতা ভালো করে জমা করো । এমন চিন্তা কোরো না যে সে তো বদলাবে না, সে তো এমনই । যখন প্রকৃতি বদলাতে পারে তখন তোমরা কি এডজাস্ট করো না প্রকৃতির সাথে ? তাহলে কি কোনো ব্রাহ্মণ আত্মাকে এডজাস্ট করা যায় না ? বিপক্ষকে অ্যাডজাস্ট করো -- এটা হলো নির্মাণ আর নির্-মান - এর ব্যালেন্স! শুনলে !

বাপদাদা লাস্ট মিটিং - এ হোমওয়ার্ক তো দেবেন তাইনা! কিছু হোম ওয়ার্ক পাওয়া যাবে তাই না ! তো বাপদাদা আগামী সীজনে অবশ্যই আসবেন কিন্তু কিছু শর্ত অবশ্যই (কন্ডিশন) রাখবেন । দেখো সাকারের পার্ট চলেছে, অব্যক্ত পার্টও চলল, এতো সময় ধরে যে অব্যক্ত পার্ট চলবে তা স্বপ্নেরও অতীত ছিল । তো দুটো পার্টই ড্রামানুসারে চলেছে । এখন কোনও কন্ডিশন তো রাখতে হবে নাকি

! কী বলা তোমরা? এমনই চলতে থাকবে ? আজ বতনে প্রোগ্রামের বিষয়েও জানতে চাওয়া হয়েছিল। তো বাপদাদার কথোপকথনে (রুহরিহানে) এটাও এসেছে যে ড্রামার পার্ট আর কতদিন? কোনো নির্দিষ্ট তারিখ আছে কি?(দেবাদুনের প্রেম বোনের প্রতি) জন্ম পত্রিকা শোনাও, কত দিন? এখন এই প্রশ্ন উঠছে যে - কতদিন? তাই , কিন্তু এসবের জন্য ছয় মাস তো রয়েছেই, তাই না ! ছয় মাস পরেই পরের সীজন শুরু হয়। তাই বাপদাদা রেজাল্ট দেখতে চাইছেন । পরিষ্কার মন, তাতে যেন পুরোনো সংস্কারের, অভিমান অপমানের অনুভবের দাগ না থাকে ।

বাপদাদার কাছেও হৃদয়ের চিত্র বের করার মেশিনারী রয়েছে । এখানে এক্ষরে-তে স্থূল হৃদয়কে দেখা যায় , তাইনা । কিন্তু বতনে হৃদয়ের চিত্র খুবই স্পষ্ট ভাবে দেখা যায় । অনেক প্রকারের ছোট বড় দাগ দেখা যায়। কোনোটা হালকা, কোনোটা স্পষ্ট ভাবেই দেখা যায় ।

আজ হোলি উৎসব পালন করতে এসেছো, না ! এটা লাস্ট টার্ন হওয়ায় প্রথমে হোম ওয়ার্ক বলে দেওয়া হল। কিন্তু তোমরা হোলীর অর্থ অন্যদেরও শুনিয়ে থাকো যে হোলী উৎসব পালনের অর্থ হল যেটা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে (past is past)। হোলী উদযাপনের অর্থ হল হৃদয়ে কোনো ছোট বড় দাগ না থাকা। একদম পরিষ্কার হৃদয় , সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন । বাপদাদা প্রথমে শুনিয়েছেন যে বাপদাদা বাচ্চাদের ভালোবাসেন, সেই কারণে বাচ্চাদের একটা কথা ভালো লাগে না । সেটা হলো যে, তারা পরিশ্রম অনেক করে । যদি হৃদয় পরিষ্কার হয় তাহলে তো পরিশ্রম নয় , দিলারাম বাবা তো হৃদয়ে সমায়ািত থাকবেন আর তোমরা বাচ্চারা দিলারাম বাবার হৃদয়ে সমায়ািত থাকবে । হৃদয়ে তো বাবা বসেই আছেন । যে কোনো রূপেই মায়া - তা সে সূক্ষ্ম হোক বা রয়্যাল অথবা বড় আকারেই হোক না কেন , কোনো রূপেই আসতে পারবে না । স্বপ্ন বা সঙ্কল্পেও মায়া আসবে না । তাহলে তোমরা মেহনত মুক্ত হয়ে যাবে তাই না ! বাপদাদা মনসাতেও মেহনত মুক্ত দেখতে চাইছেন । যে মেহনত মুক্ত হবে সে-ই জীবন মুক্তির অনুভব করতে পারবে । হোলী উদযাপন অর্থাৎ মেহনত মুক্ত, জীবন মুক্ত অনুভূতিতে থাকা । এবার বাপদাদা মনসা শক্তি দ্বারা সেবাকে শক্তিশালী বানাতে চাইছেন । বাণী দ্বারা সেবা চলছে আর চলতে থাকবে কিন্তু এইসবে সময় বেশি লাগে, আর সময় হল কম আর সেবা অনেক । রেজাল্ট তোমরা সবাই শুনিয়েছ । এখন পর্যন্ত ১০৮ এর মালাও বেরোয় নি । ১৬ হাজার, ৯ লাখ -- এইসব তো অনেক দূরের পথে । এর জন্য এবার দ্রুত গতিতে কাজ করার দরকার । প্রথমে নিজেদের মনসাকে শ্রেষ্ঠ, স্বচ্ছ তৈরি করো , এক সেকেন্ডও যেন ব্যর্থ না যায় । এখনও পর্যন্ত মেজোরিটির মধ্যে ব্যর্থ সঙ্কল্পের পার্সেন্ট রয়ে গেছে । অশুদ্ধ নয় কিন্তু ব্যর্থ, এইজন্য মনসা সেবা দ্রুত গতিতে হওয়া সম্ভব নয় । এখন হোলী উদযাপন অর্থাৎ মনসাকে ব্যর্থ থেকে হোলী (পবিত্র) বানানো ।

হোলী উৎসব পালন করেছ ? পালন করা অর্থাৎ পবিত্র হওয়া । দুনিয়ায় তো লোকেরা নানান রং দিয়ে হোলী খেলে, কিন্তু বাপদাদা সব বাচ্চাদের ওপরে দিব্য গুণের, দিব্য শক্তির গুণান গোলাপের রং ছড়িয়ে দিচ্ছেন ।

আজ বতনে আরো কয়েকটি সমাচার ছিল । একটি তো ছিল কথোপকথন, সেটার বিষয়ে শুনিয়েছি । দ্বিতীয়টি ছিল যে তোমাদের যে সকল ভালো ভালো সেবার সাথী যারা এডভান্স পার্টিতে গিয়েছে, তাদের আজ বতনে হোলী উদযাপনের দিন ছিল । যখন কোনো উৎসব অনুষ্ঠান আসে,

তখনই তো তাদের কথা তোমাদের স্মরণ আসে, তাইনা! দাদীদের, সখীদের, পাণ্ডবদের কথা মনে আসে, নয়কি! এডভান্স পার্টির অনেক বড় গ্রুপ তৈরী হয়েছে। এডভান্স পার্টির যদি নাম বলতে থাকি তো অনেক লম্বা হয়ে যাবে। আজ বতনে সব প্রকারের আত্মারাই হোলী পালন করতে এসেছিল। সবাই নিজের নিজের পুরুষার্থের প্রালঙ্ঘন অনুসারে বিভিন্ন পার্টি প্লে করছে। এডভান্স পার্টির পার্টি এখনও পর্যন্ত গুপ্ত আছে। তোমরা ভাবছো, তাঁরা কি করছেন? তারা তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে যে সম্পূর্ণ হয়ে দিব্য জন্ম দ্বারা নতুন সৃষ্টির নিমিত্ত হও। সকলেই নিজেদের পার্টি খুশী। শুধু স্মৃতিতে এটা নেই যে আমরা সঙ্গমযুগ থেকে এসেছি। দিব্যতা আছে, পবিত্রতা আছে, পরমাত্মা লগনও আছে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে জ্ঞান ইমর্জ নেই। আসক্তিহীন (ন্যারা ভাব) তারা, কিন্তু যদি জ্ঞান ইমর্জ হয়ে যায় তাহলে তো সবাই মধুবনে ছুটে চলে আসতে চাইবে, তাইনা! কিন্তু এঁদের পার্টি অদ্ভুত ভাবে পৃথক। জ্ঞানের শক্তি আছে। শক্তি কমে যায়নি। নিরন্তর মর্যাদা পূর্বক গৃহের পরিবেশ, মাতাপিতার সন্তুষ্টতা এবং স্থূল উপকরণও তাদের কাছে রয়েছে। মর্যাদার বিষয়েও তারা পাক্ষা। যদিও সবই নম্বর অনুসারেই কিন্তু বিশেষ আত্মারা বিশেষ রকম পাক্ষা। তারা অনুভব করে যে আমাদের পূর্ব জন্ম এবং পুনর্জন্ম মহান ছিল আর থাকবেও। মেজোরিটিতে সকলের চেহারায় এক রয়্যাল ফ্যামিলির তৃপ্ত আত্মা, ভরপুর আত্মা, প্রফুল্ল আত্মা এবং দিব্য গুণ সম্পন্ন আত্মা দেখায়। এ সবই হল তাদের হিস্তি। কিন্তু বতনে কি হল? হোলী কিভাবে পালিত হল? তোমরা দেখে থাকবে যে হোলীতে নানান রঙের, শুকনো রঙের থালা ভরে রাখা হয়, তাই বতনেও যেমন শুকনো রং থাকে -- সেরকম অনেক মিহি চকমকে হীরেও ছিল কিন্তু ভারি ছিল না। হাতে রং নিলে যেমন রং হালকা লাগে, সেরকম বিভিন্ন রঙের থালা ভরা হীরে ছিল। যখন সবাই এসে গেল, তখন বতনের স্বরূপ কিরকম হয়, জানো কি? সেটা লাইটেরই হয়। দেখেছো না! লাইটের প্রকাশিত কায়া তো প্রথমেই আলোকিত করতে থাকে। তো বাপদাদা সবাইকে তাদের সঙ্গমযুগী শরীরে ইমার্জ করলেন। যখন সঙ্গমযুগী শরীরে ইমার্জ হলেন, তখন তারা একে অপরের সাথে মিলিত হতে লাগলেন। এডভান্স পার্টির জন্মের কথা ভুলে তাদের সামনে সঙ্গমের কথা ইমার্জ হল। তোমরা বুঝতে পারছ যে সঙ্গমযুগের কথা যখনই একে অপরের সাথে করা হয় তখন কত আনন্দ হয়। একে অপরের সাথে আনন্দের সাথে খুশী আদানপ্রদান করছিল। বাপদাদাও দেখেছিলেন - এরা আনন্দে যখন মেতে রয়েছে তখন তাদের কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকতে দেওয়া হোক। নিজেদের জীবনের গল্প একে অপরকে শোনাচ্ছিল। বাবা এই বলেছিলেন, বাবা আমাকে ভালোবেসে শিক্ষাও দিয়েছিলেন। বাবা এরকম বলতেন, বাবা, বাবা, বাবা-বাবা-ই ছিল। কিছুক্ষণ পর কি হল? সকলের সংস্কার কেমন হতে পারে তা তো তোমাদের জানাই আছে। এই গ্রুপে সবচেয়ে আনন্দ কে দিচ্ছিলেন? (দিদি আর চন্দ্রমণি দাদী)। এবার দিদি প্রথমে উঠে চন্দ্রমণি দাদীর হাত ধরে রাস করতে লাগলেন। আর দিদি যেমন এখানে বিভোর চলে যেত, সেইরকম সেই নেশায় রাসনৃত্য করলেন। মাঝ্মাকে মাঝে দাঁড় করিয়ে তাঁকে সার্কেল করে সবাই একে অপরের সাথে লুকোচুরি খেলছিলেন। সবাই অনেক খেলল, সেসব দেখে বাপদাদাও মিটি মিটি হাসছিলেন। হোলী উৎসব পালন করতে এসে খেলাতে মেতেছে সবাই। কিছুক্ষণ পর সবাই বাপদাদার বাহর মাঝে সমায়িত হয়ে গেল আর সকলে বাবার প্রতি ভালোবাসায় লীন হয়ে গেল। এরপর নানান রঙের যে হীরে ছিল, যেমন কোনো জিনিসের চূর্ণ হয়, সেরকম মিহি কিন্তু চকচকে উজ্জ্বল, বাপদাদা সবার ওপরে ছড়িয়ে দিলেন। সকলে তো এমনিতেই চকমক করছিল, তার ওপরে বিভিন্ন রঙের হীরে পড়াতে সবাই আরো সেজে উঠল। লাল, হলুদ, সবুজ যে যে সাতটি রঙ আছে, সেই সাতটি রঙ ছিল। সবাই এমন ঝলমল করছিল যে সত্যযুগেও এমন ড্রেস হবে না।

সবাই খুব আনন্দেই ছিল । তারপর একে অপরকে রঙ দিতে লাগল । আনন্দ করতে পারে এমন বোনেরাও তো অনেক ছিল ! অনেক অনেক আনন্দ করেছে । এত আনন্দের পরে কি হয় ? বাপদাদা সবাইকেই ইনএডভান্স ভোগ খাওয়ালেন । তোমরা তো কাল ভোগ লাগাবে, কিন্তু বাপদাদা মধুবনের , সঙ্গমযুগের, নানান প্রকারের ভোগ সবাইকে খাওয়ালেন। আর তার মধ্যে বিশেষ করে হোলীর ভোগ কোনটা ছিল জান ? (মিষ্টি পুরি আর জিলিপি, গেওর-জলেবী)। তোমরা গোলাপের ফুলও ভাজো, তাইনা! সঙ্গমযুগেই ভ্যারাইটি ভোগ খাওয়ানো হয় । তোমাদের আগে তারা ভোগ গ্রহন করেছেন । তোমরা কাল পাবে । আচ্ছা! অর্থাৎ নেচে গেয়ে উৎসব ভালোই পালন করা হল । সবাই মিলে বাহ বাবা, মেরা বাবা, মীঠা বাবা গান গেয়েছে । তাহলে নাচ , গান, খাওয়া হল, আর শেষে কি হয়ে থাকে ? অভিনন্দন আর বিদায় । তাহলে তোমরাও পালন করলে? নাকি শুধু শুনলে ? তার আগে প্রথমে এখন ফরিস্তা হয়ে প্রকাশমান খায়া হয়ে যাও । হতে পারো তো নাকি কি ? মোটা শরীর কি ? না । সেকেন্ডে ডবল লাইটের চকচকে স্বরূপ ধারণ করো । হতে পারবে ? একদম ফরিস্তা । (বাপদাদা সকলকে ড্রিল করালেন) । এখন নিজের উপরে নানান রঙের চকচকে হীরে সূক্ষ্ম শরীরে ছড়িয়ে দাও আর সদা এইরকম দিব্য গুণের রঙ, শক্তির রঙ, জ্ঞানের রঙে নিজেকে রাপিয়ে তোলো । আর সবচেয়ে বড় রঙ বাপদাদার সপ্নের সেই রঙে সবসময়ই নিজেকে রাপিয়ে রাখো । এইভাবে অমর ভব ! আচ্ছা !

এমন দেশ বিদেশের ফরিস্তা স্বরূপ বাচ্চাদেরকে, সর্বদা সাফ দিল অর্থাৎ স্বচ্ছ মন, প্রাপ্তি সম্পন্ন বাচ্চাদেরকে, সত্যিকারের হোলী উদযাপন অর্থাৎ অর্থ সহ চিত্রকে প্রত্যক্ষ রূপে আনতে সক্ষম বাচ্চাদেরকে, সদা নির্মাণ(বিনম্র) আর নিৰ্-মানের ব্যালেন্স রাখতে সক্ষম বাচ্চাদেরকে, সদা আশীর্বাদের পুণ্যের খাতা জমা করতে সক্ষম বাচ্চাদেরকে অনেক অনেক পদমাপদম (পদমগুনা) স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

বরদান -: সব চিন্তা বাবাকে দিয়ে বেফিকর স্থিতির অনুভব করার জন্য পরমাত্ম স্নেহী ভব!

যে বাচ্চারা পরমাত্ম প্রিয় হয়, তারা সর্বদা বাপদাদার হৃদয়াসনে বিরাজিত থাকে । তখন কারোর সাহস নেই যে দিলারাম বাবার হৃদয় থেকে তাদের আলাদা করে । এইজন্য তোমরা দুনিয়ার সামনে গর্বের সাথে বলতে পারো যে আমরা হলাম পরমাত্ম প্রিয় । এই গর্বের নেশায় থাকার ফলে সবাই চিন্তা মুক্ত থাকে । তোমরা কখনও ভুল করেও বলতে পারো না যে আজ আমার মন একটু খারাপ আছে, আমার ভালো লাগছে না এইসব হল ব্যর্থ বোল । 'আমার' বলা মানে মুশকিলে পড়া ।

স্লোগান -: যে কোনো প্রকারের দোলাচলকে সমাপ্ত করার সাধন হল -- ড্রামায় অটুট নিশ্চয়তা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নিজেদের ভাগ্যকে হীরের মতো তৈরী করতে হবে , তাই পুরুষার্থ করে বাবার থেকে স্বর্গের সম্পূর্ণ বর্সা নিতে হবে ।"

প্রশ্ন :- কোন রহস্যের কথা বুদ্ধিতে যুক্তিযুক্ত ভাবে বসে গেলে অপার খুশির অনুভব হবে ?

উত্তর :- এই নাটকের রহস্য । এই নাটকে প্রতিটি অভিনেতাই অবিনাশী পার্ট পেয়েছে, যা তাদের অভিনয় করতে হবে । কারোর পার্টই কখনো পাল্টে যাবে না বা শেষ হয়ে যাবে না । এই নাটক সম্পূর্ণ বানানো এবং তা হয়ে চলেছে এর কোনো পরিবর্তন হবে না । কল্প সম্পূর্ণ হলেও আবার সেই পার্ট সেকেন্ডে সেকেন্ডে রিপিট হবে । এ অতি গোপন রহস্য যা যুক্তিযুক্ত ভাবে বুদ্ধিতে বসলে অপার খুশীর অনুভব হবে । না হলেই মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায় । বাবা বলেন যে বাচ্চারা দ্বিধাগ্রস্ত হবে না কখনো । বাবার উপর নিশ্চয় রেখে সম্পূর্ণ বর্সা নেওয়ার পুরুষার্থ করো ।

গীত :- তোমায় পেয়ে আমরা সারা জগত পেয়ে গেলাম, পৃথিবী তো পেলামই আকাশও পেয়ে গেলাম

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি ঈশ্বরীয় বাচ্চারা এই গান শুনেছে । নাটকের নিয়ম অনুসারে এই সময় তোমরা বুঝতে পারো যে তোমরা এখন ঈশ্বরের সন্তান হয়েছ । এই ঈশ্বরের কাছেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে এসেছ অথবা স্বরাজ্যের অধিকার নিতে এসেছ । নরকের মানুষমাএই তো এই কথা জানে না যে স্বর্গ কি ! তোমরাই জানো যে বাবা এই স্বর্গের স্থাপনা করেন । আবার রাবণ নরকের স্থাপন করে । এই কথাও কেউ জানে না । তোমরা জানো যে তোমরা বাবার থেকে স্বর্গের রাজত্ব নিচ্ছ । যখন কোনো মানুষ মারা যায় , লোকে বলে স্বর্গে গেছেন । তাহলে নিজেদেরই বলে আমরা সবাই এই নরকে আর সবাই এই নরকের মালিক । এ হল সম্পূর্ণ সহজ কথা এখানে দ্বিধার কোনো ব্যাপার নেই । তোমাদের সকলের ভাগ্য এখন হীরের মতো হচ্ছে । আর এই হীরের মতো ভাগ্য এক বাবা ছাড়া কেউই বানাতে পারে না । তোমরা জানো যে তোমরা বাবার থেকে এই স্বর্গের বর্সা নিচ্ছ । নরক কতো সময় ধরে চলে এই কথা কাউকে বোঝালে সে বলবে সত্যযুগ তো লাখ বছরের । তোমরা হলে গড ফাদারের ছাত্র । এই গড ফাদারের দ্বারাই তোমরা স্বর্গের বর্সা পাচ্ছো । এরপরও তোমরা বাবাকে ভুলে যাও কেন তা বাবা বুঝতেই পারে না । ঝড় তো জীবনে অনেক আসবে । তখন তোমরা কি বিনা পরিশ্রমেই স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে । কেউ মারা গেলে বলা হয় স্বর্গবাসী হয়েছে । তাহলে আবার কাঁদো কেন ? তোমাদের তো হাততালি দেওয়া উচিত । আনন্দ করা উচিত । যদি স্বর্গে যাওয়া এতটাই সহজ হত তাহলে সবাইকে গালি দিলেও স্বর্গে পৌঁছে যাওয়া যেত । তাহলে এখানে এতো দুঃখে থাকার দরকারই বা কি । দুঃখে থাকলে মানুষ অনেক সময় বিষ খেয়েও মারা যায় । কতো সিপাই মারা যায় । একজন আবার অন্যজনকেও মেরে ফেলে । বাবা বলেন , সবাইকে বোঝাও যখন স্বর্গেই গেল তাহলে তোমরা কাঁদো কেন ? বাস্তবে কিন্তু কেউ স্বর্গেও যেতে পারে না আবার কেউ নির্বাণধামেও যেতে পারে না । এখন তোমাদের স্বর্গে যাবার উপায় বাবাই বলে দিচ্ছেন । স্বর্গের রচয়িতা যখন স্বর্গ রচনা করবেন তখনই তো কেউ স্বর্গে যেতে পারবে তাই না । এখন সেই স্বর্গের রচয়িতা শিববাবা এসেছেন । তোমরা বাচ্চারা এই কথাও জানো যে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখন দেবী - দেবতার বাম মার্গে চলে যায় । ওই সময় থেকেই পৃথিবীতে বিকার শুরু হয়ে

যায় । রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয় তার কোনো দিনক্ষণ নেই । তোমরা বাচ্চারা কি কখনো বলতে পারবে যে কবে শিববাবা এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন । যখন সাক্ষাত্কার হয়েছিল তখন এসেছিলেন নাকি কখন ? এই সাক্ষাত্কার তো ভক্তিমার্গেও এমনভাবেই হয়ে থাকে । জানাই যায় না যে বাবা কোন্ সময় এসেছিলেন । কৃষ্ণ আসার সময়ও দেখানো হয় । শিববাবার কোনো সময় দেখানো হয় না । শিববাবা হলেন মালিক । তিনি কখন আসেন সেই খবরই জানা যায় না । এই কথা মুরলীর মাধ্যমেই বোঝা যায় ।

বাবা বোঝান যে আমিই হলাম সেই কালেরও কাল , আমিই সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম । সত্যযুগে তো কতো অল্প মানুষ ছিল আর এই কলিযুগে কতো মানুষ । সকল আত্মাকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অবশ্যই একজন পান্ডা চাই । বাবা বলেন আমি রুহানি পান্ডা হয়ে এসেছি, তোমাদের নিয়ে যাবো । নতুন দুনিয়ার জন্য আমিই তোমাদের পড়াচ্ছি । নরক বা স্বর্গ কি , কত সময় ধরে তা চলে, কবে তা শুরু হয়, এই কথা সল্যাসীরাও জানে না । রচয়িতাও একজন আর এই সৃষ্টিও একটাই । শাস্ত্রে তো আতাল - পাতাল ইত্যাদি অনেক সৃষ্টি দেখানো হয়েছে যা মানুষ খুঁজতেই থাকে । মানুষ ভাবে এক একটি তারার মধ্যে নতুন দুনিয়া আছে । বাবা বলেন যে আমি আবার নতুন করে তোমাদের গীতার জ্ঞান শোনাই । ক্রাইস্টকে আবার তাঁর নিজের সময় মতো আসতে হবে । এই নাটক একটাই । সত্যযুগে দেবী - দেবতাদের রাজ্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না । এখন তোমরা জানো যে আমরা বাবার থেকে বর্সা নিতে এসেছি । মানুষ স্মরণ করে - হে পতিত-পাবন এসো । তাহলে অবশ্যই তাঁকে কল্পের এই সঙ্গম যুগে আসতে হবে । এখন তোমরা জানো যে আমরা এখানে কেন এসেছি ? কি নিতে এসেছি ? তোমরা বলবে আমরা বাবার থেকে বর্সা নিতে এসেছি । আমরা এখন রাজযোগ শিখছি । কল্প কল্প আমরা বর্সা বা সম্পত্তি নিয়েছি আবার হারিয়েছি । এখন আবার এর জন্য পুরুষার্থ করতে হবে । সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করে তা অন্যদের বিলিয়ে দিতে হবে । নাহলে এই জ্ঞানের বৃদ্ধি কি করে হবে । গান তো কতো সুন্দর । এই গানের অর্থ তোমরা বাচ্চারা বোঝো । এই গান কতো মধুর যা তোমাদের মনকে স্পর্শ করে । বাবা তোমার থেকে আমরা এমন রাজ্য নিয়ে থাকি যা কেউই লুণ্ঠ করতে পারে না । এ হল এক অবিনাশী বর্সা বা সম্পত্তি যা একমাত্র অবিনাশী বাবার থেকেই মেলে । অনাদি বিশ্ব নাটক অনুসারে অথবা গীতার কখন অনুসারে আবার বাবা গীতা শোনাতে এসেছেন যেখানে রাজযোগ শেখানো হয়েছিল । শাস্ত্রে অনেক উল্টো পাল্টা কথা লিখে দিয়েছে । যুক্তি দিয়ে বোঝানোর মতো লোকও চাই । কেউ কেউ বলে জ্যোতি জ্যোতিতেই মিলিয়ে যাবে । কিন্তু আস্তা তো অবিনাশী । তার পার্টও অবিনাশী, আস্তার পার্ট কখনো নষ্ট হয় না । কখনোই তা শেষ হয় না । এই নাটক সম্পূর্ণ বানানো , আগামী দিনেও তা বানানোই আছে তাই এর কখনো বদল হয় না । এ কতো আশ্চর্যের । এতো ছোটো আস্তায় কতো অবিনাশী পার্ট ভরা আছে । কল্প সম্পূর্ণ হলে আবার একই ভাবে এর রিপটি হবে । প্রতি সেকেন্ড এইভাবেই পার হবে । এই নাটকেও সম্পূর্ণ যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে । কেউ কেউ এই কথায় দ্বিধায় পড়ে যায় । প্রথমে তো বাবার প্রতি নিশ্চয়তা থাকা দরকার যে বাবার থেকে অবশ্যই এই বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় । কল্পে কল্পে এই সম্পত্তি ভারতবাসীরাই পায় । ৮৪ জন্ম তো ভারতবাসীদেরই নিতে হবে । বর্ণও তোমাদের বোঝাতে হবে । একজন অন্যজনকে এই স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে হবে যে আমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের বর্সা বা সম্পত্তি নিচ্ছি । কিন্তু সবাই তো এখানে এসে পড়বে না । তোমরা দেখো যে অনেক সেন্টার খোলা হয়, যেখানে নরকবাসী এসে স্বর্গবাসী হতে পারে । অনেকে বাবাকে লেখে যে আমরা এর ব্যবস্থা করতে পারি । আমাদের কোনো জিনিসের ওপর মমত্ব

নেই । এ সবকিছুই হল ঈশ্বরের অর্থ । এখন তুমি রায় দাও । আমিও লিখি , নিজেদের সকলের মত নাও , যেখানে ভালো এলাকা আছে সেখানে সেন্টার খোলো । তোমরা সাহস দেখালে বাবা সাহায্য করবেন । বাবা কতো খুশী হন । মনে এই কথা বোঝাতে হবে এই জ্ঞানের দান তো খুব ভালো এর ফলে অনেককে কড়ি থেকে হীরে বানানো যায় । এ হল অনেক বড় হাসপাতাল আবার কলেজও । কেবল তিন পা পৃথিবী (তিন বর্গফুট জমি) চাই । কতো সহজ রীতি যাতে বাবা কড়ি থেকে হীরের মতো বানান । এমন বাবা কতো সাধারণ তোমরা দেখো । তিনি কোথায় এসেছেন , কোনো রাজার কাছে কেন আসেন নি ! তিনি বলেন , আমি সাধারণ বুড়ো মানুষের শরীরে আসি , যিনি ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণভাবে পুরো করেছেন । ইনিই তো সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স । ঐনার নামই রাখা হয়েছে শ্যাম আর সুন্দর । তোমরা বাচ্চারা এর অর্থ বুঝতে পারো কিন্তু দুনিয়ার মানুষ অর্থ না বোঝার কারণে কালো বলে দিয়েছে । আমি শিববাবা , আমার লিঙ্গও কালো । কৃষ্ণ এবং রামকেও কালো করে দিয়েছে । একদিকে সুন্দর আর অন্যদিকে কালো কেন ? কোথাও কোথাও নারায়ণকেও কালো করে দিয়েছে । কোথাও লক্ষ্মীকেও এমন দেখানো হয় । এখন মানুষের বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য লাগে । বাবাই একমাত্র সত্য মত দিয়ে থাকেন তাঁর সাথে মিলনের জন্য । বাকি সবাই তো যন্তু , তপ , দান , পুণ্য ইত্যাদি করে , অকারণে পরিস্রা নষ্ট করে । তাহলে তারা আবার কেন বলে -- হে পতিত - পাবন এসো । গঙ্গা , যমুনা , নালা , এ তো কতো আছে । এই ব্রহ্মাবাবাও অনেক তীর্থ করেছেন । এখন তোমরা বাবার অতি প্রিয় এই নরকের ভাগ্যবান তারারা স্বর্গকে জেনে গেছো । মানুষ যখন মারা যায় , লোকে বলে স্বর্গে গেছেন । তাদেরও বুঝিয়ে বলো , স্বর্গ কাকে বলা হয় । আমরা জানি তাই তো তোমাদের বুঝিয়ে বলছি । আমরাও স্বর্গস্থাপনকারী বাবাকে পেয়েছি , তিনিই আমাদের এই জ্ঞান প্রদান করছেন । আমাদের কোনো মানুষ গুরু নেই । সত্গুরু একমাত্র বাবা, তিনিই পতিত - পাবন, যাঁকে আমরা ডেকে থাকি । নিরাকারকেই তো তোমরা ডাকো যাঁকে তোমরা জ্ঞানের সাগর বলে থাকো । তিনিই হলেন সত্ - চিত্ - আনন্দ স্বরূপ , জ্ঞানের সাগর । আমাদের তো জ্ঞান নেই । শিববাবার কাছে যে জ্ঞান আছে তা আর কারোর কাছে নেই । তোমাদের খুশীতে কতো গদগদ থাকা উচিত । পতিত - পাবন গড ফাদার আমাদের পড়ান । তিনিই আমাদের একাধারে বাবা , শিক্ষক এবং সত্গুরু তাই এতে ধাক্কা খাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই । নিজের রচনাকে তো বাবাকেই সামলাতে হবে । যদি এখানে এসে শুধু শুধু বসে থাকো তাহলে সে তো সন্ন্যাসীদের জ্ঞান হয়ে গেল । গৃহস্থ জীবনে থাকলেও তোমরা তার মধ্যে থেকে এক, আধ ঘন্টা সময় তো বার করতেই পারো । প্রথমে ৭ দিন ভাঙিতে তোমাদের পড়তে হবে । এই ৭দিন যেন কারো কথাই স্মরণে না আসে বা কাউকেই চিঠি লেখা চলবে না । সবাইকেই সম্পূর্ণ ভুলে যেতে হবে । তোমরা অনেক বছর এই ভাঙিতে ছিলে, তবুও তোমাদের ভাগ্য কাউকে কাউকে মায়া টেনে নেয় । মায়া এতই প্রবল ।

বাবা বলেন বাচ্চারা, ধীরে ধীরে তোমরা পরিপক্ব অবস্থায় আসতে থাকো । তোমরা জানো যে আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ ঝাড় এবং সব ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান আছে । ওখানেও আলাদা আলাদা ভাগ আছে । এখানেও এমন, ওখানেও এমন । বাকি মোক্ষ তো কেউই পায় না । এমনও নয় যে বুদ্ধবুদ্ধের মতো আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়ে যাবে । তাহলে তো সব পাটই শেষ হয়ে যাবে । সব জ্যোতি জ্যোতিতেই যদি মিলিয়ে যায় তাহলে তো এই খেলাই শেষ হয়ে যাবে । এ সমস্তই মিথ্যা । মিথ্যা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা, সত্যের একটা সুতোও নেই । ভক্তিতে কোনো মুখ মিষ্টি হয় না । তোমরা বাচ্চারা জানো যে -- মুখ মিষ্টি কে করায় । তাই বাবার এই পড়ানোতে সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে । পুরানো দুনিয়া দেখে লাড়ুর মতো হয়ে যেও না । তোমরা দেহ - অভিমানে এসো

না। এখন নিজেদেরই ব্যাগ তৈরী করো পরিবর্তনের জন্য। এখন এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলেন তোমাদের সবকিছুই বাবার কাছে বীমা করে দাও। ভক্তিমাগে যদি বলো তাহলে অল্পকালের জন্য ফল পাওয়া যায়। মানুষ ভাবে যে ঈশ্বর দিয়েছে। এখন তোমরা যদি বাবাকে দাও তাহলে বাবাও তোমাদের তার বদলে দেবে। সরাসরি তোমাদের ২১ জন্মের জন্য বীমা মিলে যাবে। বাবা বলেন তোমরা যদি সম্পূর্ণ বীমা করো তাহলে সম্পূর্ণ রাজস্ব পাবে। দুনিয়ায় হল শরীরের বীমা আর এ হল বাবার সাথে বীমা। ঈশ্বরকে তোমরা অর্থ দান করো। ঈশ্বরও তার বদলে কিছু দেন। তিনি তো ভক্তি মাগেরও দাতা আবার জ্ঞান মাগেরও দাতা। এ হল বেহদের বাদশাহীর জন্য বেহদের পড়া। এখন তোমরা যত চাও তত নিতে পারো। এই বিশ্বের রাজস্বও তোমরা নিতে পারো। এ হল পুরুষার্থের জয়। তোমরা চেষ্টা করো -- বিজয় মালায় আসতে। যদি দ্বিধায় পড় তাহলে সার্জন রায় দেবার জন্য তো আছেনই। তোমরা জানো যে আমরা অনেকবার এই বাদশাহী নিয়েছি আবার হারিয়েছি। এই জ্ঞান তোমাদের এখনই হয়েছে আবার সত্যযুগে তোমরা ভুলে যাবে। আচ্ছা --

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পুরানো দুনিয়া দেখে লাড়ুর মতো হওয়া যাবে না। নিজের ব্যাগ ব্যাগেজ গুছিয়ে ফেলতে হবে পরিবর্তনের জন্য। অথবা সবকিছু বাবার কাছে বীমা করে দিতে হবে।

২) কোনো বস্তুতে যদি মমত্ব না থাকে তাহলে কড়ি থেকে হীরের মতো হওয়ার সেবা করতে হবে। দান করলেই এই জ্ঞান ধন বাড়তে থাকবে।

বরদান :- বাবাকে অনুসরণ করে সুপুত্র হয়ে সমস্ত কর্মে প্রমাণ দিয়ে সফলতা স্বরূপ হও।

যারা বাবার অনুসরণকারী সন্তান, তারাই বাবার সমান। কারণ তারা বাবার সঙ্গেই কদমে কদম মিলিয়ে এগিয়ে যায়। বাপদাদা তাদেরই সুপুত্র বলে -- যারা প্রতি কর্মে প্রমাণ দেয়। সুপুত্রের অর্থ হল সর্বদা বাবার শ্রীমতের হাত এবং সাথে অনুভব করা। যেখানে বাবার শ্রীমত এবং বরদানের হাত আছে সেখানে সফলতাও আছে, তাই যে কোনো কাজ করতে এই কথা স্মৃতিতে রাখো যে বাবার বরদানের হাত আমাদের মাথার ওপরে আছে।

স্লোগান :- হীরের তুল্য উচ্চ স্থিতিতে স্থির হয়ে কৃত - কর্মই হল মূল্যবান কর্ম।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নিশ্চয় আছে যে আমরা সঙ্গমযুগে ভবিষ্যতের উপার্জনের জন্য পড়ি, বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দেন।"

প্রশ্ন:- নিজের ওপর নিজে কৃপা বা আশীর্বাদ করার নিয়ম কি?

উত্তর:- নিজের ওপর নিজে কৃপা বা আশীর্বাদ করার জন্য বাবার পড়া রোজ পড়তে থাকো। কখনো সঙ্গদোষে এসে পড়াতে গাফিলতি করো না। যে সর্বদা শ্রীমৎ অনুসারে চলে, সে নিজেই নিজের ওপর কৃপা করে। সে বাবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে থাকে।

গীত:- আমি এক ছোট্ট বাচ্চা

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ, যখন মানুষ গীতা শোনায় তখন চিরকাল এটাই বলে থাকে সাকার কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যে এই রাজযোগ এবং জ্ঞানের দ্বারা আমি তোমাদের রাজস্ব প্রাপ্ত করিয়ে দিচ্ছি। কৃষ্ণ তো কেবল সত্যযুগের রাজকুমার ছিল। এইটাই হল গীতার মুখ্য ভুল। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভগবান শিব আমাদেরকে এই শরীরের দ্বারা পড়াচ্ছেন। শিব জয়ন্তীরও গায়ন আছে। যে কোনো জন্মদিনই পালন করা হয়। আত্মার তো প্রথম থেকে একটাই নাম চলে আসছে। বাবা বলেন, আমি গর্ভ থেকে জন্ম নিইনা। আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে তখন ভেতরে নাড়াচাড়া করে। বোঝা যায় যে ভেতরে আত্মা প্রবেশ করেছে। বাচ্চার অঙ্গ চলতে থাকে। এইসব কথা ভালোভাবে বুঝতে হবে। আর মানুষ যে ভাবে শোনায় তারা কখনো এইভাবে বলেন যে আমি আত্মা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। তারা শরীরের দ্বারাই খ্যাত। এই বাবা তো বিচিত্র, এঁনার নিজের শরীর নেই। শরীরধারীকে কখনো ভগবান বলা উচিত নয়, তা সে স্থূল হোক বা সূক্ষ্ম। আত্মা এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। ওরা তো বসে বসে মানুষেরই বানানো শাস্ত্র শোনায়। এটা একেবারেই নতুন কথা। ভাবানুবাদ : ভগবান কে? যাকে সকল ভক্তই ভগবান বলে স্মরণ করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের নাম তো জানে। হে ব্রহ্মা, হে বিষ্ণু বলে ডাকে, তারা হল দেবতা। ভগবান বললে নিরাকারই স্মরণে আসে। নিরাকার পরমাত্মারই বন্দনা করে। উনি বলছেন আমিও আত্মা, কিন্তু সুপ্রীম (পরম)। আমারও চিত্র বানায়। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরও চিত্র বানায়। মন্দিরে বড় শিবলিঙ্গও রাখে আর ছোট শালিগ্রামও রাখে, যার থেকে প্রমাণিত হয় যে ঐ সমস্ত আত্মারা হল পরমাত্মার সন্তান। বাবা সর্বদাই বাচ্চাদের থেকে বড় হন তাই বড় শিবলিঙ্গ বানায়। বাস্তবে আমি কোনো বড় শালিগ্রাম নয়। আত্মা আকারে বড় ছোট হয়না। মানুষ আকারে বড় ছোট হয়, এছাড়া সকল আত্মাই একই রকম। কিন্তু আমি হলম পরম আত্মা, উঁচুর থেকেও উঁচু পরমধামের নিবাসী। উঁচুর থেকেও উঁচু পরমপিতা পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। রচয়িতাকে বীজ বলা হয়। যেরকম জড় বীজ লাগানো হয় এবং সেখান থেকে গাছ বেরিয়ে আসে। ঠিক সেইরকম আত্মার রূপ দেখ কিরকম আর শরীরের কত বিস্তার। তাহলে প্রথম নতুন কথা হল এটা যে এখানে পরমাত্মা বাবা পড়ান। যখন উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানুবাচ তখন পরীক্ষাও অনেক উঁচু হবে। ভগবান বলছেন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি যার দ্বারা ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য তোমাদের দেবতা বানিয়ে দিই। তারপর সেখানে তোমরা সূর্যবংশী হও বা চন্দ্রবংশী। অনেক রকমের পদ আছে। এই সমগ্র রাজধানীর স্থাপনা

হয়। এটা হল সঙ্গমযুগ। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা এই জন্মের জন্য পড়ছ না । এটা হল ভবিষ্যতের উপার্জন। বাকি যা কিছু করতে থাকে সেইগুলো সব এই জন্মের জন্য। মানুষ মনে করে যে ভবিষ্যতের জন্য কেন ভাবব, যা হওয়ার হবে দেখা যাবে। বাচ্চারা তোমরা নিশ্চয় করো যে আমরা আগামী জন্ম-জন্মান্তরের জন্য পড়ছি। বাবা আগামী ২১ জন্মের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, এই নিশ্চয়ে তোমরা পড়ছ। নিশ্চয় ছাড়া কেউ এখানে বসতে পারবে না । এখানে কোনো পন্ডিতরা পড়ায়না, কিন্তু নিরাকার ভগবান পড়ান। আত্মাদের খুশি হয় যে আমাদেরকে বেহদের বাবা পড়াচ্ছেন, ওঁনার তো নিজের শরীর নেই। তিনি স্বয়ং বলছেন আমাকে অর্থাৎ নিরাকারকে এই ব্রহ্মার শরীরেই আসতে হয়। এটা হলো অনাদি পূর্বনির্ধারিত নাটক। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ স্মরণ আসছে। মূলবতনে আমরা আত্মারা থাকি। আর কোনো মানুষের বুদ্ধিতে এটা আসেনা যে আমরা আত্মারা বাবার সাথে পরমধামের নিবাসী, যাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। আমরা আত্মারা হলাম একদম ছোট তারার মত। পূজার জন্য বড় বানিয়েছে। কিন্তু এতবড় আত্মা তো এইখানে ক্রকুটিতে বসতে পারবেনা। গায়ন আছে ক্রকুটির মাঝে চকমক করে আজব তারা...। তারা কত ছোট। এটা হলো পূর্বনির্ধারিত অবিনাশী নাটক। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজের নিজের অবিনাশী পার্ট ভরা আছে এবং সবাই নিজের নিজের সেই পার্ট পুনরায় প্লে করছে। এতে একটুও তফাৎ হওয়া সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রে যে পার্ট একবার হয়ে গেছে সেইটাই পুনরায় হবে। এতে ভুল ক্রটি হতে পারে না । এটা হল একদম নতুন কথা। কোটির মধ্যে কেউ বুঝতে পারে। ৮-১০ বছরের বাচ্চারাও পড়া ছেড়ে দেয়, সঙ্গদোষ লেগে যায়। এই পড়া এমনই যে যতক্ষণ জীবিত আছ পড়তে থাকো। শেষ সময় পর্যন্ত এই পড়া চলতে থাকবে। এই পড়া আমরা আগামী ২১ জন্মের জন্য পড়ছি। বাচ্চাদের এই নেশা চড়ে যে আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন। কেউ যদি রাজার বাচ্চা হয় আর রাজাই বসে তাকে পড়ায় তাহলে সে বলবে আমার বাবা মহারাজা আমাকে পড়ান। এখানে পতিত পাবন বাবা আমাদেরকে পড়ান, রাজযোগ শেখান। অন্তরে সর্বদা অফুরন্ত খুশী থাকা উচিত। আমরা গডলী স্টুডেন্ট (ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থী), গড ফাদার পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে স্বর্গের স্বরাজ্য নিষি। কত সহজ কথা। কিন্তু এই পড়াতে মায়ার অনেক বিঘ্নও পড়ে। চলতে চলতে পড়া ছেড়েও দেয়। এই রহস্যময় পড়া প্রতিদিন পড়তে হবে, সেইজন্যই এই টেপ ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা আছে। মানুষ পড়ার জন্য আমেরিকা, লন্ডনেও যায়। আর এখানে তো ঘরে থেকেও পুরো পড়েনা। বোঝেই না যে পরমাত্মা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভগবান, মিনি ত্রিলোকীনাথ, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি, মুক্তিদাতা, গাইড তার দেখ কত মহিমা। কিন্তু বাবাকে তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই চেনে। এই সময়ে তোমরা হলে গুপ্ত। তোমরা জানো যে আমরা হলাম মূলবতনের নিবাসী, এরপর সূক্ষ্মবতনও আছে। সেই সূক্ষ্মবতনে কন্যারা(দিদিরা) যায়। মানুষ সাক্ষাৎকার করে, কিন্তু তোমরা তো বাস্তবিকই যাও। সূক্ষ্মবতনে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সাথে দেবতাদের মিলন হয়। ওটা হলো ব্রাহ্মণ আর দেবতাদের সঙ্গম। এটা হল ব্রাহ্মণ আর ঋত্বিগদের সঙ্গম। ওখানে ভোগ নিয়ে যায়। অন্তিমে অনেক সাক্ষাৎকার হবে। যেমন কন্যা যখন বাপের বাড়ি থেকে স্বশুড় বাড়ি যায় তখন খুব ধুমধামের সাথে বাজনা বাজায়, সেইরকম অন্তিমেও অনেক সাক্ষাৎকার হবে। শুরু শুরুতে তোমরা অনেক কিছু দেখেছো, এরপর শেষেও অনেক কিছু দেখবে। পড়তে থাকলে তবেই তো দেখবে। যদি কারো কর্মবন্ধন না থাকে তাহলে পড়াতে পুরো মনোযোগ দেওয়া উচিত। যদি কারো কেউ মারা যায় তখন বোঝা যায় যে এবার সে ভালোভাবে পড়তে পারবে কারণ বন্ধন কেটে গেছে। এবার অনেক পুরুসার্থ করো আর ভালো পদ পাও। এই জ্ঞান খুবই আশ্চর্যজনক। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, বলছেন - বাচ্চারা, এখন গাফিলতি করো না । মায়ী তোমাদের দীপক হঠাৎ নিভিয়ে দেবে, তাই বাবাকে

ভালোভাবে স্মরণ করতে হবে আর পড়তে হবে। যতক্ষণ এইখানে বসে আছে ততক্ষণ সরাসরি শোনার ফলে নেশা চড়ে। বাইরে গেলে নেশা হারিয়ে যায়। যেমন সঙ্গ সেইরকম রং লেগে যায়। যদি বন্ধন না থাকে তাহলে বসে বসে পড়ো আর পড়াও। খুব সুন্দর চিত্র বানানো আছে। বাবা যুক্তি রচনা করেছেন, যারা গ্রামে থাকে তারা কিভাবে শিখবে। এখানে তো স্লাইডের সাহায্যেও শিখতে পারে। দিন প্রতিদিন উন্নতি হচ্ছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সারাদিন স্বদর্শন চক্র ঘোরানো উচিত। বুদ্ধিতে থাকলে তবেই তো কাউকে বোঝাতে পারবে। না হলে টিচার বুঝে যায় যে এর পড়াতে মনোযোগ নেই। অনেক দেহ অভিমান আছে। মিত্র সম্বন্ধী, শরীরের ভান ইত্যাদি স্মরণে থাকে, তাই ধারণা হয় না। তখন আমরা বলি ভাগ্যে নেই। কত বোঝানো হয় তবুও শ্রীমৎ অনুসারে চলে না। বাচ্চারা প্রশ্ন করে বাবা কি হয়? *বাবা বলেন তোমরা ঠিক করে পড়ছ না, এতে তো আশীর্বাদের কোনো কথাই নেই। আমি পড়াই, তুমি পড়ে নিজের ওপর কৃপা করো। শ্রীমৎ অনুসারে চলা - এইটাই হলো কৃপা। না চলা অর্থাৎ নিজের ওপর অকৃপা করে অভিশপ্ত করে দেওয়া*। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার না নিয়ে রাবণের মত অনুসারে চলে নিজেকে অভিশপ্ত করে দেয়। বাবা তো উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। তিনি আশীর্বাদ করছেন যে চিরজীবী হও, স্বর্গবাসী হও। স্বর্গকেই অমরপুরী বলা হয়। অমরনাথই এইরকম আশীর্বাদ করেন। অমরপুরীর দেবতারা তো পবিত্র ছিল, তাই না। হদের সম্বন্ধ ইত্যাদির থেকে মোহ ত্যাগ করতেই হবে। এখন বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা বলছেন, দেহের প্রতি মোহ থাকার জন্য তোমাদের এখানকার কথা স্মরণ আসছে, তাই দেহী-অভিমानी হলে অন্তিমে তোমাদের মুক্তিধাম এবং সুখধামের স্মরণ আসবে। শান্তিধাম এবং সুখধাম, এটা হল দুঃখধাম। আদি, মধ্য, অন্ত। নতুন দুনিয়া, মধ্যবর্তী দুনিয়া এবং পুরাতন দুনিয়া। যখন অর্ধেক সময় পূর্ণ হয়ে যায় তখন পুরাতন দুনিয়ার নাম শুরু হয়। এই পুরাতন দুনিয়া এখন নতুন হচ্ছে। কিভাবে আবার নতুন হচ্ছে সেটা এসে দেখো, বোঝো। কিন্তু কোটির মধ্যে কেউ মনোযোগ দিয়ে বুঝবে। হাজার লোক আসে, তাদের মধ্যে ২-৪ জন বেরিয়ে আসে। তারপর আবার টিলেও হয়ে যায়। একটা প্রদর্শনী থেকে যদি ২-৪ জনও বুঝে যায় তাহলেও অহো সৌভাগ্য। দিনে দিনে এই প্রদর্শনীরও বৃদ্ধি হবে। চলতে চলতে এরপর রোজ ১০ হাজার জনও আসবে। বড় বড় হল, বড় বড় চিত্রও হবে। যে বোঝাবে সেও দক্ষ হবে। অন্তিমে মহিমা তো প্রকাশ পাবেই। বলবে হে প্রভু, আপনার পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর গতি সব থেকে অনন্য। ভক্তির অভ্যাস অনেক বেড়ে গেছে। দেউলিয়া হয়ে গেলে বা কেউ মারা গেলে গুরুরা বলবে দেখেছ, ভক্তি ছেড়েছ তাই এইরকম হয়েছে। মায়াবী বিঘ্ন পড়ে, শ্রীমৎকে ছাড়া যাবে না। মায়ী খুব মোহিনী, কত ফ্যাশনেবল হয়ে গেছে। মনে করে আমাদের জন্য এটাই স্বর্গ হয়ে গেছে। এটা হল মায়ার জৌলুস (পম্প), রাবণ রাজ্যের পতন। বিজ্ঞানের কারণে মায়ার এখন অনেক ভভকা(জৌলুস)। মনে করে গান্ধীজী স্বর্গ স্থাপন করেছেন। তোমাদের এখন স্বর্গের স্তান মিলেছে তাই বাচ্চারা তোমরা বোঝো যে এটা হল নরক। এই রাজ্য হল মৃগ তৃষ্ণার সমান। (উদাহরণ স্বরূপ : দুর্যোধনের পান্ডবদের প্রাসাদ দেখে যে অবস্থা হয়েছিল) এই রাজ্য গেল কি গেল। এটা হল কল্পের কথা। প্রতি কল্পেই নতুন দুনিয়ার স্থাপন হয় এবং পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়, ত্রিমূর্তি শিবও থাকেন। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করাছেন, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ হবে। তারপর যারা এখন রাজযোগ শিখছে তারাই রাজ্য চালাবে। দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করে জন্ম-জন্মান্তর তার পালনা করে। এটা বুদ্ধিতে ধারণ করে তারপর সেবা করতে হবে। তোমরা সত্যিকারের গীতার শিক্ষার্থী (স্টুডেন্ট)। নিজে শোনা, অন্যকে শোনানো এবং কাঁটাকে ফুল বানানো। তোমরা অর্ধেক কল্পের জন্য দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে যাও। যেমন রবিবারে সবার ছুটি থাকে, সেইরকম অর্ধেক কল্পের জন্য তোমরা দুঃখ, কান্নাকাটি এবং মারামারি থেকে মুক্তি পেয়ে যাও।

আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে প্রতিদিন রুহানি পড়া পড়তে হবে। যতদিন বেঁচে আছি, অবশ্যই পড়তে হবে।

২) হদের সম্বন্ধ বা দেহ থেকে মোহ ত্যাগ করে নিজের শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। সঙ্গদোষের থেকে নিজেকে সামলে চলতে হবে।

বরদান:- সব সময় নিজের হৃদয়ে বাবার প্রত্যক্ষতার পতাকা ওড়ানোর দৃঢ় সংকল্পধারী হও।

যেরকম স্নেহ থাকার জন্য প্রত্যেকের হৃদয়ে এটাই আসে যে বাবাকে প্রত্যক্ষ করতেই হবে। সেইরকম নিজের সংকল্প, বাণী এবং কর্মের দ্বারা হৃদয়ে প্রত্যক্ষতার পতাকা ওড়াও, সর্বদা খুশিতে থেকে নৃত্য করো, কখনো খুশি, কখনো উদাসী - এইরকম যেন না হয়। এমন দৃঢ় সংকল্প অর্থাৎ ব্রত ধারণ করো যে যতদিন পর্যন্ত বাঁচবে ততদিন খুশিতে থাকবে। মিষ্টি বাবা, প্রিয় বাবা, আমার বাবা - এই গীত যদি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাজতে থাকে তাহলে প্রত্যক্ষতার পতাকা উড়তে থাকবে।

স্লোগান:- যদি বিঘ্ন-বিনাশক হতে চাও তাহলে সর্ব শক্তিতে সম্পন্ন হও।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা স্বয়ং এসেছেন, তোমাদেরকে প্রকৃত বৈষ্ণব বানাতে। এখন তোমরা কালো (পতিত) জীবন থেকে পরিবর্তিত হয়ে গোরা (পবিত্র) জীবনে প্রবেশ করছো।"

প্রশ্ন :- সবার মনোকামনা পূর্ণ করার সমর্থ বাচ্চারা, তোমাদের কি এমন উপাধি হতে পারে? (অন্যের) কোন্ ধরণের মনোকামনা তোমাদের পূর্ণ করা উচিত ?

উত্তর :- তোমরা হলে সকল আত্মার মনোকামনা পূর্ণ করার ক্ষমতা সম্পন্ন জগৎ অস্থার সন্তান, কামধেনু-স্বরূপ। সকলেরই কামনা থাকে - তারা যেন মুক্তি ও জীবনমুক্তি পায়। তাই তোমরা জগৎ-অস্থা ও জগৎ-পিতার সন্তানেরা, সবাইকেই সেই মুক্তি ও জীবন মুক্তির দিশা-ই জানাতে থাকো। আর এটাই হল তোমাদের পবিত্র কর্ম-কর্তব্য।

গীত : অশ্বে তু হ্যায় জগদশ্বে
(মাতা অস্থা তুমিই হলে জগদশ্বে.....)

ওঁম্ শান্তি! মাঙ্গ্মার উদ্দেশ্যে, ভক্তি-মার্গের ভক্তদের এটাই হলো মহিমা কীর্তন। এই ভক্তি-মার্গেও মাঙ্গ্মাকেই ভক্তির রক্ষাকারী বলা হয়। তাই শিববাবার পরেই মাঙ্গ্মার গুণকীর্তন করা হয়। যখন পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা আসেন, তখন এসে প্রথমেই তিনি এই জগদশ্বেকেই রচনা করেন। রচনার অর্থ হল পরিবর্তন করা অর্থাৎ কালো (অপবিত্র) -কে ফর্সা (পবিত্র) করা। বর্তমান সময়ে জগৎ-অস্থা হলেন কেবল একজনই। যেমন নিরাকারী শিববাবার চিত্র তো একটাই, কিন্তু জগতের মানুষ শিববাবার ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে তাঁর ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরও বানিয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন প্রকারেই তারা পরমাত্মার গুণ-গান ও মহিমার কীর্তন করে। যেখানে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন এক ও একমাত্র নিরাকারী শিববাবা, সেইরকম জগৎ-অস্থাও একজন-ই, যিনি দুই হাতধারী এক আত্মা। আট হাত ধারী কোনো দেবী-দেবতা হয় না।

প্রজাপিতা-ব্রহ্মা এবং জগৎ-অস্থা দুজনেই হলেন দুই হাত বিশিষ্ট বিশেষ আত্মা। এই জগৎ-অস্থার গুণ-গান ও মহিমা কীর্তন বেশী করে করা হয় কলকাতাতেই। সেখানে তিনি *কালী কলকাতা-বালী*নামে খুবই প্রসিদ্ধ। ওনার (জগদশ্বে) ছবিকে খুব ভয়ঙ্কর মূর্তির আকারে দেখানো হয়েছে, গলায় আবার কাটা মূন্ডের মালাও পরিয়ে রাখে। যদিও এসবই হলো ভক্তিমার্গের রীতি-নীতি। তথাপি জগৎ-অস্থা তো কখনোই বলি গ্রহণ করতে পারেন না, যেখানে তিনি স্বয়ং হলেন জগতের রচনাকারী। সেক্ষেত্রে তিনি কিভাবেই বা বলি গ্রহণ করবেন অথবা আমিষ খাবার গ্রহণ করবেন! তাঁর মন্দির তো কেবল কলকাতাতেই নয় বরং আরও অনেক জায়গাতেই তাঁর মন্দির আছে। মা কি কখনো নিজের সন্তানের বলি গ্রহণ করতে পারেন ? ভক্তি-মার্গে যা কতই না কঠোর রূপে তা দেখানো হয়েছে। এখন জগতের মানুষকে এসব কে বসে বোঝাতে যাবে যে, জগৎ-অস্থার এমন ভয়ানক রূপ কখনই হতে পারে না। তিনি এই ধরণের বলিও গ্রহণ করেন না। ওনাকেই একদিকে যেমন দেখানো হচ্ছে বৈষ্ণব-দেবী, অপর দিকে আবার দেখানো হচ্ছে আমিষ ভোজী মাংসাহারী। আমিষ ভোজীরা কিভাবেই বা বৈষ্ণব হতে পারেন ? এদিকে আবার মাঙ্গ্মা হলেন কুমারী এবং তিনি কোনো রকম আমিষ খাবার গ্রহণ করেন না। জগৎ আত্মা একদিকে যেমন কুমারী, তেমনি আবার ব্রহ্মারও (কন্যা) সন্তান। এখন তোমরাই বলো, কুমারীকে কিভাবে আত্মা বলা হবে ? এটা অবশ্যই

তোমাদের জানতে ও বুঝতে হবে। কলকাতাতে জগৎ অশ্বার ভয়ানক সব মূর্তি বানিয়ে ভক্তরা ধূম-ধাম সহযোগে প্রচুর সংখ্যায় পূজা-অর্চনাও করে থাকে। কিন্তু জগৎ-অশ্বার তো এমন ভয়ানক রূপ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। উনি তো সকল আত্মাদেরই মনোকামনা পূরণকারী এবং প্রকৃত অর্থেই বৈষ্ণব-দেবী। হয়তো বা তিনি পূর্ব জন্মে নিশ্চয় আমিষ ভোজী মাংসাহারী ছিলেন, এখন আবার বৈষ্ণব অথবা পবিত্র-পাবন দৈবীগুণের অধিকারী হতে চলেছেন। যদিও এসবই হলো এই সঙ্গমযুগেরই কথা। তাই তো এমন জগৎ-অশ্বার মন্দিরে গিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে মহিমা কীর্তন করাই উচিত। সর্বপ্রথমে সবাইকে জানাতে হবে, সকল নিরাকারী আত্মাদের পিতা কেবল একজনই এবং সাকার প্রজাপিতা ব্রহ্মাবাবাও হলেন একজন। আবার ব্রহ্মার সন্তান সরস্বতীও হলেন একজন। তাই তিনি কখনও বলি ইত্যাদি গ্রহণ করতে পারেন না। প্রথমে তিনি পবিত্র, খুব সুন্দর ও স্বচ্ছ প্রকৃতির ছিলেন, যদিও (জগতের নিয়মে) বর্তমানে উনি ময়লা হয়েছেন, আবারও উনি পবিত্র, সুন্দর ও স্বচ্ছ হবেন। সেইসঙ্গে সকল আত্মারাও পরিবার, পরিজন, কুটুম্বরাও সুন্দর অর্থাৎ পবিত্র হয়ে উঠবে। অনেক জায়গাতে আবার আত্মার দুই হাতই দেখানো হয়েছে। কিন্তু, এসব তথ্য বোঝাতে গেলে, কোনো কোনো আত্মা হয়ত বুঝতে পারবে, বাকিরা কিন্তু ঝগড়া করতে পিছপা হবে না। এমন কি কেউ কেউ হাঙ্গামা করতেও দেরি করবে না। তাই খুব বুদ্ধিমত্তার সাথেই তা বোঝাতে হবে। বাচ্চারা, তোমরা হলে প্রকৃত কল্যাণকারী ব্রাহ্মণ। মাশ্বা যদিও বা একদা কলকাতায় গিয়েছিলেন, কিন্তু মুরলীতে সে কথার কিছু উল্লেখ অবশ্য নেই। যেহেতু জগদশ্বা তো কেবল একজনই। তোমরা এত অনেক সংখ্যায় তাঁর সন্তান-সন্ততি। যদিও নাম তো সেই একজনেরই হবে -তাই না! আবার এই একজনের উদ্দেশ্যেই কত অনেক মন্দির বানানো হয়। কিন্তু, কলকাতার এত সকল ভক্তদের ভক্তি-মার্গের এই পূজার থেকে বিরত করবো বা কিভাবে ? তাদেরকেও তো পূজ্য স্বরূপ বানাতে হবে! তাই কাউকে না কাউকে তো সেখানে (কলকাতায়) গিয়ে তাদেরকে এইসব কিছু বোঝাতে হবে। এই সময় অর্থাৎ বর্তমানের এই সঙ্গমযুগেই জগদশ্বাই তো সকল আত্মাদের মনোকামনা পূরণকারী হয়ে বসে আছেন। যেহেতু তিনি হলেন কামধেনু স্বরূপ। কোন্ নিয়ম-রীতিতে তিনি সেই সকল আত্মাদের মনোকামনা পূরণ করেন, সেটা অবশ্য অন্যেরা কেউই জানতে পারে না। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে কামধেনু অর্থাৎ জগদশ্বার সন্তান-সন্ততি। তবে তা শুধুমাত্র গো স্বরূপা মাতারাই নয়, অনেক পুরুষেরাও আছেন, যারা অনেকের সেই মনোকামনা পূরণ করেন। তোমাদেরও কর্ম-কর্তব্য হলো সেই সকল আত্মার মনোকামনা পূরণ করা। কোথাও কোথাও ভাইয়েরাও নিয়ম অনুসারে সেন্টার অর্থাৎ ঈশ্বরীয় বিদ্যালয় সুন্দর ভাবে পরিচালনা করে থাকেন। তারাও বুদ্ধি সহযোগে যুক্তিযুক্ত মনোভাবের দ্বারা ভেবে থাকেন, কিভাবে সকলের মনোকামনা পূরণ করা যাবে অর্থাৎ তাদের মুক্তি এবং জীবন-মুক্তির পথের দিশা বলে দেবেন এবং স্বর্গের আশীর্বাদী-বর্সা পাইয়ে দেবেন। অবশ্য যারা আগের কল্পে যেমনটা পেয়েছিলো তারা ততটাই পাবে। হ্যাঁ, সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে সকল প্রকার সুখই পাওয়া যায়। জগৎ-পিতা ও জগৎ-অশ্বা এই দুজনেরই রচয়িতা হলেন স্বয়ং নিরাকার শিববাবা। আর এনাদের মাধ্যমেই কত জনেরই না মনোকামনা পূরণ হয়ে থাকে। কলকাতাতে কত ধরনের বিবিধ পূজার প্রচলন আছে। বিভিন্ন ধরনের মানুষ কত বিভিন্ন ধরণের পূজায় বিশ্বাসী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বৈষ্ণবদেবীর আরাধনাও করেন। এসব কথা খুব সহজেই তোমরা তাদেরকে বোঝাতে পারবে, আর তারা তাতে বেশ সন্তুষ্টও হবে। তাদেরকে বোঝাবে, কল্প পূর্বে এই জগদশ্বার মাধ্যমেই তোমরা রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলে। আচ্ছা! এই জগদশ্বাকে তোমরা পেলে কোথা থেকে ? অবশ্যই তা জগৎ-পিতার থেকেই। আবার সেই জগৎ-পিতাকেই বা পেলে কোথা থেকে ? অবশ্যই তা শিববাবার মাধ্যমে। শিব অর্থাৎ যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের রচয়িতা। এ কথাই তোমরা খুব

ভাল যুক্তি দিয়ে, অন্যদেরকে বোঝাতে পারো। জগদম্বাকে তো সবাই খুব শ্রদ্ধার সাথেই মানে। এনাদেরও এত উচ্চ সম্মানের আশীর্বাদী-বর্ষা, তাও তো সেই শিববাবার থেকেই পেয়েছেন ওনারা। আবার ওনার মাধ্যমে তোমরা বাচ্চারা তা পেয়ে থাকো। জগৎ-অম্বা তো একজনই, যার দুটি মাত্র হাত আছে। অনেক বা ৮ কিম্বা ১০ হাত মোটেই নয়। উঁনি-ই আবার সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী বা ব্রহ্মার কন্যা। সেই ওনাকেই আবার কত ভয়ঙ্কর রূপে দেখানো হয়। অতএব, এই বিষয়গুলিকেও বোঝাতে হবে যে, যিনি স্বয়ং জগদম্বা, তাঁর কি এমন ভয়ঙ্কর রূপ হতে পারে! মানুষেরা সত্যোপস্থান অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে তমোপ্রধানে পৌঁছায়। তমোপ্রধান মানুষেরা তারপর তমোপ্রধান মানুষকেই পূজা করতে শুরু করে। জগদম্বাও মানুষই ছিলেন, যেহেতু তিনি বর্তমান জগৎ-সংসারের এই দুনিয়াতেই ছিলেন। কিন্তু, মূল-বতন ও সূক্ষ্ম-বতনকে জগৎ-সংসার বলা হয় না কিন্তু। সূক্ষ্ম-বতনে দেবতাদের বাস আর মূল-বতন আত্মাদের বাসস্থান। এগুলো সঠিক রীতিতে বোঝাতে হবে। এছাড়া বাবাকে ও ওঁনার আশীর্বাদী-বর্ষাকে স্মরণে রাখতে হবে সর্বদা। যারা ভারতবাসী, কেবল তাদেরকেই ৮৪ জন্ম চক্রের হিসাবটা বোঝাতে হবে। কল্পের শুরুতে যারা দেবতা ছিলেন, তারা তো এখন আর দেবতা নেই। কিন্তু যারা সেই সব দেব-দেবীর পূজারী - কেবল তারাই এসবের অর্থ বুঝতে পারবে। ফলে উচ্চ-পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, তারা তখন কঠোর পুরুষার্থ করতে থাকবে। আবার অনেক বাচ্চা তো এমনও আছে যে, তারা ভেবে নেয়, বাবার বাচ্চা যখন হয়েছি, তখন উচ্চ-পদের প্রাপ্তি তো অবশ্যই হবে। কিন্তু, এটা মনে রাখতে হবে যে, মনোযোগের সাথে পঠন-পাঠন, ধারণা-ধারণ করলে তবেই তো উপযুক্ত পদ প্রাপ্তি ঘটবে। জ্ঞানের পাঠ না পড়ে বিকর্ম করতে থাকলে - তাতে তো সাজার সাথে সাথে উপরন্তু চাকর-বাকর, দাস-দাসী পদেরই প্রাপ্তি হবে, যেহেতু বিকর্মের বোঝা তখন আরও বেড়ে যায়। এভাবেই জন্ম-জন্মান্তর দাসী হয়েই কাটাতে হয়। কিন্তু, কল্প-পূর্বে যারা ভাল পদ পেয়েছিল, তাদেরও বা কি হল ? এই আশীর্বাদী-বর্ষার দ্বারা প্রজা হলেও তো প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। তখন তো আর কারও দাস-দাসী হওয়ার প্রয়োজন হবে না। এগুলি সব যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে। তবে মূল কথা তো বাবাই জানিয়ে দিয়েছেন, বৈষ্ণব-দেবীই লক্ষ্মী-স্বরূপা হন। এবার বলো তো - লক্ষ্মীর মন্দির বড় নাকি বৈষ্ণব-দেবীর মন্দির বড় ? গুণ ও মহিমা কার বেশী ? একজন (জগদম্বা) হলেন জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। লক্ষ্মী রূপকে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী বলা যায় না। তাই জগদম্বা রূপেরই মহিমা এত বেশী। আর সবচেয়ে বড় মেলা ওখানেই হয়ে থাকে। আর লক্ষ্মী রূপের আহ্বান করা হয় কেবল দীপ-মালা উরৎসবের সময় কালে। কিন্তু এখানে *এই ঈশ্বরীয় বিদ্যালয়ে তো রোজই বসে আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন-মেলা।* যা অন্য সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না। আর এসব কথা বোঝাবার জন্য পরমাত্মা জ্ঞানের জ্ঞানী বাচ্চার প্রয়োজন। যে যুক্তি ও সত্যাবের দ্বারা তা অনেককেই বোঝাতে পারবে। যারা তা একবার বুঝতে পারবে, তারা চিরকালের জন্য তা মনে রাখবে। শ্রী লক্ষ্মী কতই না সুন্দর ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের যে এত পূজা-অর্চনা করা হয়, যেহেতু তারা ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব। তেমনি জগদম্বাও হলেন খাঁটি-বৈষ্ণব। এই বাবা তাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে মনুষ্য থেকে দেবতা বানিয়েছেন। তোমাদের শরীর এখনো সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে ফার্স্টক্লাস না হওয়ার কারণে তোমরা পূজা পাওয়ার উপযুক্ত হওনি। যখন তোমরা ষোলো কলা সম্পন্ন হবে, তখন তোমাদের বর্তমানের এই শরীরেরও বদল হয়ে যাবে, একমাত্র তখনই তোমরা পূজা পাওয়ার উপযুক্ত হবে। বাস্তবে সন্ন্যাসীদেরকেও পূজা করা উচিত নয়। আজকাল তো কোনও কোনও সন্ন্যাসী নিজেদেরকে শিবোহম্ (আমিই শিব) বলে ভক্তদেরকে দিয়ে নিজেদের পূজাও করিয়ে থাকে। যদিও এদের মধ্যেও এমন একটা মঠ আছে, যারা সেই পূজা করান না। কিন্তু, শিব তো হলেন নিরাকার, তাই তিনি কিভাবেই বা নিজের পূজা করতে

পারেন! তোমরা প্রত্যক্ষই তা দেখ । যদি শিববাবা তাদের মাধ্যমে আসতেন, তাহলে কি কখনোই তিনি নিজের পূজা করাতেন ? --মোটাই না। বাবা তো আসেন-ই সেই সব পূজারীকে পূজ্য-স্বরূপ বানাতে। তা হলে তিনি পূজা করানো শেখাবেন বা কেন। শিববাবা এসব কিছুই করতে দেন না। তিনি তো বলেন, মুখে রাম রাম উচ্চারণ না করে কেবল এক বাবাকেই সর্বদা স্মরণ করতে থাকো। স্মরণ করা মানে কোনো জপ করা নয়। স্বরণের যোগ দ্বারাই বাচ্চারা বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকে। আচ্ছা একবার ভেবে দেখ তো, বাচ্চাদের কেন বাবার নাম জপতে হবে ? তমনি তোমাদেরও কোনও জপ জপতে হবে না। জপ করা আর বাবাকে স্মরণ করার মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ। বোঝানোর জন্য এমন অনেক নিত্য-নতুন পয়েন্টও আসতে থাকবে। আর এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ইনি হলেন আমাদের আত্মাদের বাবা, এবং এঁনার থেকেই আমরা বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকি, আবার লৌকিক বাবার থেকে পাই জাগতিক দুনিয়ার-বর্সা। এই পারলৌকিক বাবাই আগের কল্পেও এই ভাবেই আশীর্বাদী-বর্সা দিয়েছিলেন, এখনও আবার তা দিতে এসেছেন। সেসব জ্ঞান যথাযথ ভাবে আমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই ধারণ করতে হবে, যেহেতু এর দ্বারাই মানুষ দেবতা হতে পারে। জ্ঞান-মার্গের মানুষদের এসব বোঝানোর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হবে, এর দ্বারাই মানুষের জীবন বহুমূল্য হীরের মতন মূল্যবান হয়ে যায়। বর্তমান জগতে অনেক আত্মাই এখন দুঃখী থাকার কারণে একে অপরের সাথে সর্বদা লড়তেই থাকে। তাই বাবা এসে সকল আত্মাদেরকে প্রথমে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় ভুক্ত করে, তারপর তাদেরকে দৈবী সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। তাই সেখানে লড়াই ঝগড়ার প্রশ্নই ওঠে না। ঈশ্বরীয় দরবারে কোনো আসুরী শক্তির মানুষদের থাকা আদৌ সম্ভব নয়। নোংরা অপবিত্র বসনে সেখানে বসার হুকুম নেই। বাবা এসে বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন, তারা যেন কখনো নিজেরাই নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া না করে। যারা তাদের কোনও স্বভাবের কারণে সদগুরু নিন্দা করান, তারা সত্যযুগে কোনও উচ্চ পদ পায় না। সদগুরু তো আমাদের স্বর্গের মালিক বানান, সেখানে তার নিন্দা ও গ্লানি করালে, কখনই সে উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে না। এসব তো হল জাগতিক দুনিয়ার রীতি-নীতির কথা। কিন্তু অন্যেরা তা নিজেদের মতন করে এইসব জাগতিক রীতি-নীতি প্রচলন করেছে কেবল মাত্র সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য।

এখানে তো তোমাদের (বি. কে) নিজেদেরকে পবিত্র হয়ে, সমগ্র দুনিয়াকেই পবিত্র বানাতে হবে। জগতের মানুষেরা তো গৃহস্থী সংসারের দেহধারীকেই গুরু বানায়, কিন্তু তারা নিজেরা বা গুরুরাও পবিত্র না হওয়ার কারণে কারও কোনও লাভও হয় না। বর্তমান সময়টা হল প্রজাদের দ্বারাই প্রজাদের শাসনের রাজ্য। কিন্তু দৈবী-রাজ্য বানানোর জন্য একজন সমর্থ আত্মার প্রয়োজন এখন। তাই তো বাবা স্বয়ং এসেছেন, এই আসুরী দুনিয়াকে দৈবী-দুনিয়াতে পরিবর্তিত করতে। শীঘ্রই অন্যান্য সব ধর্ম লোপ পেয়ে একমাত্র দৈবী-ধর্মের স্থাপনা হবে। এ কথা তো প্রচলিত আছেই, -ভগবান স্বয়ং এসে সবাইকে তাদের যথোপযুক্ত ফল প্রদান করেন। এর থেকে এটা প্রমাণ হয় যে, *বাবার আশীর্বাদী-বর্সা ছাড়া কেউ-ই নির্বানধামে যেতে পারবে না। তাই বাবা স্বয়ং এসে সকলকে রাজযোগ শেখান এবং নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন, "আমিই হলাম তোমাদের সেই একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। একমাত্র আমার মধ্যেই সেই সকল জ্ঞান নিহিত আছে। আর আমাকেই পতিত-পাবন বলা হয়। আমিই তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। তোমাদেরকে ও অপর আত্মাদের রাজযোগ শেখাতে হবে।" * যদিও যারা এই ঈশ্বরীয় পড়া বোঝান, তারা সবাই তো আর একই রকমের হন না। তাই তোমাদের এই সব ঈশ্বরীয় বাণী নোট (লিখে রাখা) করে রাখতে হবে, কারণ কখনো কখনো

ভালো বক্তারও ঈশ্বরীয় বাণী আলোচনা করার সময় অনেক পয়েন্ট (লাইন) মনে আসে না। যা পরে অবশ্য মনে পড়ে। তখন ভাবে যেটা তারা শোনাতে ভুলে গেছে, অথচ শোনানো উচিত ছিল। তাই অবশ্যই নোট করে বা টুকে রাখা উচিত। তবে এমন কোনো না যেন, নোট করে তা আবার কোথাও ফেলেই রাখবে, না পড়েই। সঠিক ধারণা একমাত্র তখনই হবে, যখন বাবার শ্রীমত অনুসারে চলবে। *প্রভাতে অমৃতবেলায় উঠে বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করবে। তারপর মূরলীর পয়েন্টস গুলো বার বার পড়বে এবং অন্যকেও তা শোনাবে, তবেই তো তোমরা উচ্চ পদের অধিকারী হবে।* রাজা হওয়াটা কোনও সাধারণ ব্যাপার নয় বা মাসির বাড়ী যাওয়া নয়। বুঝেছো ! এর জন্য তোমাদের যথার্থ পুরুষার্থ করতে হবে। *আচ্ছা*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পূজ্য হওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে। কখনও নিজের পূজা করাবে না। আত্মা এবং শরীর উভয়ই সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র হলে, তবেই পূজনীয় হওয়ার উপযুক্ত হতে পারবে।

২) খুবই সতর্কতার সাথে বুদ্ধিমত্তা বজায় রেখে এবং মানুষের কল্যাণ করার মানসিকতা নিয়ে সেবা করতে হবে। দৈবীগুণ সম্পন্ন খাঁটি বৈষ্ণব হতে হবে।

বরদান :- সর্বশক্তির দ্বারা প্রতিটি অভিযোগকে (কমপ্লেন) সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ (কমপ্লিট) হতে পারা শক্তিশালী আত্মা ভব (হও)।

বিস্তার : তোমাদের মনের মধ্যে যদি কোনও ঘাটতি থাকে, তবে তার কারণ অনুসন্ধান করে তাকে নিবারণ করতে হবে। কেননা মায়ার নিয়মই হল, তোমাদের মধ্যে যে ধরনের ঘাটতি বা দুর্বলতা থাকবে, সেই দুর্বলতাকে আধার করে মায়া তোমাদের কখনই মায়াজীত হতে দেবে না বরং সেই দুর্বলতার সুযোগ নেবে এবং শেষ সময়েও সেই দুর্বলতাই আমাদের ধোঁকা দেবে। সেই জন্যই সর্বশক্তির পুঁজি (স্টক) সঞ্চয় করে শক্তিশালী আত্মা হও আর যোগের প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি অভিযোগকে (কমপ্লেন) সমাপ্ত করে পরিপূর্ণ (কমপ্লিট) আত্মা হয়ে ওঠো। অতএব সর্বদা এই স্লোগানকে স্মরণে রাখবে যে, *"এখন নয় তো কখনো নয়"।*

স্লোগান :- শান্তি এবং ধৈর্যের শক্তি দ্বারা সকল বিঘ্নের বিনাশকারী আত্মাই হল বিঘ্ন-বিনাশক আত্মা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - রাতে জেগে কামাই করো , অমৃতবেলায় ওঠার অভ্যাস করো"

প্রশ্ন - জ্ঞানে আসতেই যে নেশা হয় , সেই নেশাকে স্থায়ী ভাবে ধরে রাখার নিয়ম কি ?

উত্তর - : যখন জ্ঞানে নতুন নতুন আসা হয় , তখন অনেক নেশা চড়ে থাকে । সেই সময়ে নিজেরা নিজেদের কাছে অনেক প্রতিজ্ঞাও করে থাকে । বাবা বলেন সেই প্রতিজ্ঞাগুলি ডায়রীতে নোট করে রেখো , তারপর সেগুলোকে রিভাইজ করতে থাকো , তাহলে নেশা স্থায়ী থাকবে । নইলে তো মায়ার তুফানের বেগে সেই নেশা উড়ে যাবে । যদি চলতে চলতে কোনো ভুল হয়ে যায় , তাহলে বাবাকে বলে হাঙ্কা হয়ে যাও, দ্বিতীয় বার যেন কোনো ভুল না হয় , নাহলে তো বৃদ্ধি হতে থাকবে ।

গীত - : দুঃখীদের ওপরে দয়া করো ও মাতা-পিতা

ওম্ শান্তি । গানটি খুবই সুন্দর - কারণ সমগ্র দুনিয়াই তো দুঃখী আর স্মরণ করেও চলেছে - তুমি মাতাপিতা তোমারই কৃপায় গহন সুখ প্রাপ্ত হয় । এই সময়ে সমগ্র দুনিয়া দুঃখী , এইজন্য বাবাকে স্মরণ করে , তাই মাতাকেও স্মরণ অবশ্যই করবে । গানটি খুব ভালো । তোমরা জানো মাতাপিতার কাছে জন্ম গ্রহণ করলে আমাদের এক সেকেন্ডের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয় । ভারতে গায়নও আছে । বাচ্চারা এবার সম্মুখে উপস্থিত আছে । জগত অস্বা যখন আছেন, তখন তো জগত পিতাও থাকবে , তাইনা! তাদের ওপরেও তো কেউ হবেন, কারণ এই সময় সুখধামের অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার আছে । তাই সুখধামের স্থাপনা করতে মাতাপিতারও দরকার আছে । যাদের মাতাপিতা সাহকার (ধনী) , তাদের তো ফার্স্ট ক্লাস ঘর হয় । যাদের মাতাপিতা গরীব হয় , তাদের ঘর সেরকমই হয় । সত্যযুগে দেখো রাধাকৃষ্ণ আছে , তারা তো সর্বপ্রথম বাদশাহি প্রাপ্ত করেছে । রাধা অবশ্যই কোনো রাজার সন্তান হবে , তাই রাজকুমারী হবে আর শ্রীকৃষ্ণ হবে রাজকুমার, তারপর তাদের বিবাহ তো নির্ধারিত । এইসব তো বরাবর আছে । মাতাপিতা এবার দৈবী রাজধানী স্থাপন করছেন । দেবীদেবতারা সূর্যবংশী মহারাজা মহারানী ছিলেন । তোমরা জানো ওনারা এরকম সুযোগ কিভাবে প্রাপ্ত করলেন ? রামসীতা চন্দ্রবংশীয় রাজত্ব পদ কিভাবে প্রাপ্ত করল ? কলিযুগের অন্তিম সময়ে তো এইসব আর কিছুই নেই । এখন হলো পড়াশোনার মাধ্যমে রাজত্ব লাভ । যেমন লৌকিকে পড়াশোনার দ্বারা ইঞ্জিনিয়ার , ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরী হয় , সেরকম এই পড়াশোনার দ্বারা রাজাদের রাজা হওয়া যায় । বাবা-ই যিনি রাজত্ব পদ লাভের জন্য আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আর কোনো ইউনিভার্সিটি নেই, যেখানে রাজত্ব পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করানো হয় । নামই হল গীতা পাঠশালা । গীতা পাঠ করেই তো রাজত্ব পদ লাভ হয় । বেদ উপনিষদ পড়ে কোন্ পদ লাভ হয়েছে? রাজযোগ তো ভগবান এসেই শেখান । কত সহজ কথা , তাই না! কালকের কথা । অবশ্যই লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল । গায়নও আছে যে ক্রাইস্ট থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের রাজ্য ছিল । তারা কিভাবে প্রাপ্ত করলো ? ভগবান নিশ্চয়ই বিনাশের পূর্বে রাজযোগের পাঠ পড়িয়েছিলেন । তারপরই বিনাশ হয়ে থাকবে । তারপর রাজযোগ দ্বারা সত্যযুগের রাজত্ব পদ লাভ করেছে । এটা হল সঙ্গম ।

তোমরা লিখতে পারো , এই সেই সময় , যখন এক সেকেন্ডে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজস্ব পদ লাভ হয়ে থাকে, এসে বোঝো । চিত্রের দ্বারা তোমরা ভালো করে বোঝাতে পারো । বোঝানোর জন্য বিচক্ষণ (বোঝাদার) বুদ্ধিমান হতে হবে । তোমরা হলে ব্রহ্মা কুমার কুমারী তথা শিবের পৌত্র পৌত্রী । কিন্তু বাবা বলেন আমাকে কোটির মধ্যে কেউ জানে আর আমার (শিববাবার) কাছ থেকে অধিকার গ্রহন করে । সেকেন্ডে জীবন মুক্তি পেয়ে যায় । তারপর জীবন মুক্তিতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হয় । এইসব বোঝানোর জন্য মেলার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে । এ বিষয়ে নানান পরিকল্পনাও চলতে থাকে । নতুন নতুন পয়েন্টসও বেরোতে থাকে । দিন দিন চিত্র ইত্যাদি নানান সহজ রূপে বেরোতে থাকে, আর সবকিছুই ডামানুসারে হয়ে চলেছে । কল্প পূর্বে যেরকম অ্যাক্ট হয়েছে , সেটাই আবার রিপিট হচ্ছে । এরকম কেউই লিখতে পারে না যে এই প্রদর্শনী পাঁচ হাজার বছর পরে আবার এই সময়ে হচ্ছে । আবার কল্পে পরে হবে । প্রতি কল্পে একই বার এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয় অথবা বোঝানোর জন্য আমরা আয়োজন করি । এবার এইসব দেশ-দেশান্তরে বেরোবে । বাবা সবসময়ই নতুন নতুন পয়েন্টসও বোঝাতে থাকেন । এডিশন, কারেকশনও হতে থাকে । লোকেরা যখন রামায়ণ ইত্যাদি ছাপায় তখন সেটা হুবহু সেরকমই ছাপায় । এইজন্য আমাদের বলে প্রথমে তোমরা কি লিখেছিলে , আর এখন কি লিখছো? *বাবা বলেন আমি তোমাদের রোজ নতুন নতুন কথা বা পয়েন্টস শোনাতে থাকি । একসাথে সবকিছু খোড়াই শোনানো যায়* ! তারা লিখেছে , যুদ্ধের ময়দানে গীতা শোনানো হয়েছে । ১৮ অধ্যায়ের গীতা তৈরী করা হয়েছে, যারা সংস্কৃতে জ্ঞানী বা পটু, তারা আধা ঘন্টায় শ্লোক মুখস্থ (কন্ঠস্থ) করতে পারে । গীতাই হল মুখ্য, বাকী ভাগবতে তো অনেক গল্প রয়েছে । গীতাকেই সংস্কৃতে তৈরী করা হয়েছে । জ্ঞান সাগর বাবা এতো জ্ঞান শুনিয়েছেন যে সাগরকে কালি বানিয়ে ...জঙ্গলকে কলম বানিয়ে আর সমগ্র পৃথিবীকে কাগজ বানিয়ে লিখলেও শেষ করা যাবে না । কিন্তু এরকম তো হয় না আর না কোনো সংস্কৃতির কথা হয় । হিন্দি ভাষা চলে । ভাষা তো অনেক আছে । সব ভাষা তো আর একসাথে শেখা যায় না । তবে চেষ্টা করে অনেকেই পাঁচ ছটি ভাষা লিখতে বলতে শিখে যায় তো তখন তাদের সম্মানও বেড়ে যায় । এবার ভগবান এসে সব ভাষা খোড়াই বোঝাবেন । তিনি তো হিন্দিতেই বোঝান । যেমন হিন্দি ভাঙা ভাঙা সবাই জানে, সেরকম ইংরেজীও সবাই ভাঙা ভাঙা জানে । বাবা তোমাদের বাচ্চাদের হিন্দিতে বোঝান । ভগবান এসে ভক্তের ভক্তির ফল দিয়ে থাকেন । ভক্ত তো অনেক আছে । ভগবান এক হন । বলাও হয় পতিতপাবন এসো । এরকম তো বলা হয় না ভগবান এসো । সকলের বাবাই হলেন এক । সবার গড ফাদার এক হয় । তিনি হলেন ক্রিয়েটর । সুখের দিন আনার জন্য ক্রিয়েট করেন । বাবা বাচ্চাদের সুখ দেওয়ার জন্যই চেয়ে থাকেন । গড ফাদার স্বর্গ রচনা করেন আর যাদের স্বর্গের মালিক তৈরী করেন , তাদের দেবীদেবতা বলা হয় । কিন্তু সবাইকে বলা হবে না । এসব হল গুপ্ত কথা । গড ফাদার অ্যাডম আর ইভের দ্বারা কিভাবে স্বর্গ রচনা করেন ! গড হলেন আলাদা । এইসব ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে । বৃক্ষ বৃদ্ধি হতে থাকবে । ভারতকেই মুক্তি জীবন মুক্তি হয় । সুখধাম ভারতেই তৈরী হয় । প্রথমে ভারতই প্রাচীন খণ্ড ছিল, যেখানে দেবী দেবতারা রাজস্ব করতেন । তারপর ইসলামী, বৌদ্ধী খণ্ড স্থাপিত হয় । এ তো একদম সহজ। যে সময়ে যাদের চারা (স্যাপলিং) লাগার সেসময়ে সেটাই লাগে ।

দেখো, বাচ্চারা কিরকম কিরকম পত্র লেখে -- বাবা আমি চারদিনের বাচ্চা । আমি আপনাকে চিনেছি । অনেকে তো কত বছর ধরে আসা যাওয়া করে, কিন্তু কখনো পত্রও লেখে না । অনেকে আবার ফট করে পত্র লেখে । পরে মায়ার তুফান অনেক আসবে । তুফানের বেগে পুরানো পাতাও পড়ে যায় । নতুনদের প্রথম প্রথম খুশীর পারা অনেক উঁচুতে থাকে । বাবা আমরা আপনার হয়ে থাকব, কিন্তু মায়াও তো কম নয় , তাইনা! যখন প্রতিজ্ঞা করা হয় , তখন ডায়েরীতে নোট করে রাখা দরকার , যে আমরা কি কি প্রতিজ্ঞা করে থাকি । অনেকে তো প্রতিজ্ঞা করে তারপর কখনো ডায়েরি দেখেও না , ফলে লাভ কি হয় ! এরকম নয় যে আমাদের পেছনে যে আসবে , তারা পড়বে । এখানে তো কোনো পৌত্র পৌত্রীরা থাকতে আসে না । যেরকম যে পড়বে , সেরকম সে পাবে । আর না পড়লে ঐরকমই থেকে যাবে । অল্প ভুল করে বলে দেওয়া উচিত নাহলে সেই ভুল বৃদ্ধি পেতে থাকবে । একটা গল্পও আছে যে ছেলে তার মা'য়ের কান ধরে বলেছিল - "আমাকে এই শিক্ষা প্রথমে দাওনি কেন ? আগে শোনালে আজ আমাকে জেলে যেতে হত না ! এইসব দৃষ্টান্তও রয়েছে । কখনও চুরি করা উচিত নয় , নইলে অভ্যাসে পরিণত হবে । তারপর ধর্মরাজের কাছে অনেক শাস্তি পেতে হবে । এবার বাবার কাছ থেকে যত অধিকার নেওয়ার আছে, নিয়ে নাও । বিশ্বের বাদশাহী বাবা দিচ্ছেন, আর কি দেবেন? আর বাকি কি থাকে ? এখন হল তোমাদের ভিখারীর জীবন । এই শরীরে থেকে দেহী অভিমানী (আত্মা হওয়ার) হওয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে । দেহ সহ সমগ্র দুনিয়াকে ভুলতে হবে । লোভ থাকা উচিত নয় । যেটা পেলাম, সেটাই ভালো । বলা হয় যে, চাওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভালো। শিববাবার ভাণ্ডার থেকে তো সবকিছুই প্রাপ্ত হয় । অমৃতবেলায় নিজে থেকে ওঠার অভ্যাস করতে হবে । রাতে জেগে কামাই করতে হবে । বাবা অনেক অনুভবী শরীর নিয়েছেন (চয়ন করেছেন)। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন রত্ন, আর তিনি (শিববাবা) হলেন জ্ঞান রত্ন । আজকাল নকল হীরে এমন বেরিয়েছে যে, বলার নয় । চিত্রে বোঝানো অনেক সহজ হয় । সেকেন্ডে বাবার কাছ থেকে অধিকার লাভ করো । ওপরে বাবা, এ হল ব্রহ্মা কুমার কুমারী। যেদিন থেকে আমরা বাবার হয়েছি, সেদিন থেকেই জীবন মুক্তির অধিকার তো লাভ করেছি । বাকী উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য আমরা পুরুষার্থ করে থাকি । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন । বাঁধেলীরা (যারা বন্ধনে আবদ্ধ) বলে - "বাবা আমরা তো শুধু তোমাকেই স্মরণ করি । যদিও আমরা তোমাকে (শিববাবাকে) দেখিনি, তবুও অধিকার তো আমরাই প্রাপ্ত করবো* । কতখানি আশ্চর্যের ব্যাপার, তাইনা! অনেক অনেক বাচ্চা রয়েছে । প্রভাব বাড়তে থাকলে বাঁধেলীরাও মুক্ত হবে । অনেকে আছে যারা স্বামীদেরও গুরু হয়ে যায় । সেসব লিস্টও বের করো - কতজন স্ত্রী স্বামীদের গুরু হয়েছে , তারপর স্বামীরাও লেখ যে আমাকে আমার স্ত্রী জ্ঞান দিয়েছে, এইজন্য এ হল আমার গুরু । পুরুষেরা বলবে- অবশ্যই স্ত্রী আমার গুরু। কিন্তু এরকম ভাবে থোড়াই মানবে । মাতা গুরু ছাড়া কারোরই উদ্ধার হওয়া সম্ভব নয় । কলস জগত মাতা প্রাপ্ত করে , তাহলে তো জগত মাতাই গুরু হল, তাইনা! আজকাল স্ত্রীদের অনেক সম্মান দেওয়া হচ্ছে । বাবাও বলেন মাতা গুরু ছাড়া মুক্তি জীবন মুক্তি পাওয়া অসম্ভব । যখন মাতাদের দ্বারা অ্যাডপ্ট হবে, তখন জীবন মুক্তি পাবে । মাতাকে গুরু মনে করা উচিত । বাচ্চাদের নিজেদের ওপরে অহংকার করা উচিত নয় । মাতাদের সুযোগ দেওয়া দরকার । অনুসরণ (follow) করতে হবে, দেহ অভিমান থাকা উচিত নয় । নিজেদেরকে নিরংহকারী মনে করতে হবে । বাবাও নিজেকে নিরাকার বোঝেন । তোমরা বলবে , আই এম ইনকারপোরিয়ল কাম করপোরিয়ল অর্থাৎ আমরা হলাম নিরাকার আবার শরীর ধারী আত্মা । যেমন লেখা হয় হাসপাতাল কাম ইউনিভার্সিটি । এইসব কথা বোঝার জন্য দেওয়া হয় ।

সবার মধ্যে একরস ভাব (ধারণা) হয় না । পুরুষার্থ করে ধারণ করতে আর করতে হবে । যেটা শুনেছ, সেটা শোনাও - তৎক্ষণাৎ দান হল - মহাপুণ্য । ধন দান না করলে , সাহকার (বিত্তবান) কিভাবে তৈরি হবে ।

তোমরা হলে সবচেয়ে বড় লোভী, সমগ্র বিশ্বের মালিক হওয়ার বাসনা - এ অনেক বড় কামনা ! প্রত্যেককে সদা সুখী, সদা শান্তিময় তৈরী করতে হবে । মানুষ মাত্রকেই কলিযুগী ভ্রষ্টাচারী থেকে সত্যযুগী শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করতে হবে । ভারতে দেবতারা ছিল, এখন আর নেই, তবে আবার দেবতারা হবে আর যেখানে থাকবে , তাকে স্বর্গ বলা হয় । প্যারাডাইস শব্দটি খুব সুন্দর । আমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । এক বাবা ছাড়া বাকী সবাইকে ভুলতে হবে । সবদিক থেকেই মোহকে নষ্ট করে দিতে হবে । আচ্ছা! --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) সার্ভিসেবল বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার -:

১) এই ভিত্তারী জীবনে পুরোপুরি দেহী অভিমানী হতে হবে । কোনো জিনিসে বেশী লোভ রাখা উচিত নয় । যা পাওয়া যাবে সেটাই ভাল । চাওয়ার চেয়ে মরণ ভাল ।

২) নিজের মধ্যে অহংকার না রেখে মাতাদের সুযোগ দিতে হবে । বাবার সম্মান নিরাকারী নিরংহকারী হতে হবে । জ্ঞান ধনের দান করতে হবে ।

*বরদান -: পবিত্রতার (purity) রয়্যালিটি দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ করতে সম্পূর্ণ পবিত্র ভব!

পবিত্রতার রয়্যালিটি হল ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব । যেমন কেউ রয়্যাল ফ্যামিলির সন্তান হলে, সেটা তার চেহারা আর চলনে বোঝা যায় যে এ কোনো ভালো বংশের সন্তান । সেইরকম ব্রাহ্মণ জীবনের যাচাই পবিত্রতার ঝলকে হয়ে থাকে । চলন আর চেহারার দ্বারা পবিত্রতার ঝলক তখন দেখা যাবে, যখন সঙ্কল্পেও অপবিত্রতার নামচিহ্ন থাকবে না । পবিত্রতা অর্থাৎ কোনো বিকার বা অশুদ্ধির প্রভাব না থাকা , তখন বলা হবে সম্পূর্ণ পবিত্রতা ।

স্নোগান -: হোলী হংস তারা হয়, যারা ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তন করতে পারে ।

মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার থেকে তোমরা সুমত পেয়েছ,তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। তাই তোমাদের কর্তব্য হল এই সুবুদ্ধির দ্বারা সবাইকে সহযোগ দেওয়া।

প্রশ্ন :- এই সপ্তমযুগে বাচ্চারা, তোমাদের ভিতর কোন্ আশা উৎপন্ন হয় যা বাবা পূরণ করে থাকেন?

উত্তর :- এই সপ্তমযুগে বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে স্বর্গে যাওয়ার আশা উৎপন্ন হয়। আগে কখনো এই কথা ভাবোনি যে আমরা স্বর্গে যাবো। এখন তোমাদের মধ্যে এই নতুন আশা উৎপন্ন হয়েছে। এই আশা একমাত্র বাবা-ই পূরণ করে থাকেন, আর এই আশা পূরণ হলে আর অন্য কোনো আশা থাকে না। এই গায়নও আছে যে দেবতাদের সম্পত্তিতে অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই।

গীত :- অবশেষে সেই দিন আজ এল

ওম্ শান্তি। সব ভক্তদের জন্যই কোনো না কোনো দিন আসতে হবে। সবাই ভগবানকেই স্মরণ করে। বাকি সবাই হল সীতা, তারা সবাই ভক্তি করে, সকলেই দুঃখী। বাবাকে স্মরণ করতে করতে অবশেষে সেই দিন আসে, যখন বাবা এসে হাত ধরেন। বাবাকে কান্ডারী, মালী বা পতিত - পাবনও বলা হয়। এখন বাচ্চারা জানে আমরা একজনেরই হাত ধরেছি। আমরা এখন নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়েছি। বাবা তাঁর বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দিয়ে আপন করে নিয়েছেন এই বর্ষা বা সম্পত্তি দেবার জন্য। বাবার থেকেই তো বর্ষা বা সম্পত্তি পাওয়া যায়। এখন এই শিববাবা হলেন বেহদের বাবা, পরমপিতা, তাই সমস্ত বাচ্চারা যারা ভক্ত তারা সকলেই তাঁকে স্মরণ করেন। কিন্তু এইসব কথা ভক্তরা বোঝে না। তারা কতো ধুমধাম করে বাজনা বাজিয়ে তীর্থে যায়। কুস্তুর মেলা হয় সেখানে বেদ শাস্ত্রও পাঠ হয়। এ সবই হল ভক্তিমার্গের সামগ্রী, তাই মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে যে তিনি এসে আমাদের এই দুর্গতি থেকে উদ্ধার করবেন। মানুষ ডাকতে থাকে কিন্তু বাবাকে তারা চেনে না, আবার যারা বাবাকে সঠিক জানে না তারা এখনও বাবার সন্তান হয়ে উঠতে পারে নি। বাবাকে না জানার কারণে বা নাস্তিক হওয়ার কারণে জীবন দুঃখ আর দুঃখতে ভরে গেছে। বাবার সন্তান হতে পারলে তোমাদের জীবনে সুখই সুখ হবে। শিববাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। সেই স্বর্গে তো সবাই যেতে পারবে না। সীমিত সংখ্যায় লোকই আসবে বাবার থেকে এই বর্ষা বা সম্পত্তি নিতে। বাকি সব ধর্মের লোক বাবার থেকে মুক্তির বর্ষা নিতে আসে। সবাইকে বাবার থেকেই নিতে হবে।

বাবা বলেন যে এখন আমি তোমাদের অতি সহজ কথা বুঝিয়ে বলি। এখন তোমরা এই বাবাকে স্মরণ করো, আর এই কথা বাবাই বুঝিয়ে বলেন যে ৫ হাজার বছর আগে তোমরা এমন ভাবেই বাবার সাথে মিলিত হয়েছিলে। আবার প্রতি ৫ হাজার বছর বাদেও এইভাবে মিলতে থাকবে। তোমাদের জন্য এ হল পুরানো কথা। কল্প কল্প তোমরা এই রাজ্য হারাও আবার ফিরেও পাও। এই ৮৪ জন্ম তোমারই গ্রহণ করো। আর এ হল তোমাদের অনেক জন্মের শেষ জন্ম। তোমরা এই কথা বুঝতে পারো যে আমরা প্রথমে ক্ষীরসাগরে ছিলাম তারপর এসে এই বিষয়সাগরে বন্দী হয়েছি। ক্ষীর সাগর বা বিষয় সাগর বলে কিছু হয় না। তোমরা একদিন পবিত্র ছিলে তারপর মায়া রাবণ

তোমাদের পতিত বানিয়েছে এখন শিববাবা আবার তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছেন । গানেও ওই কথা বলা হয় , অবশেষে ওই দিন এলো আজ । ভক্তিমার্গে তোমাদের এমন আশা ছিল না যে আমরা স্বর্গের মালিক হবো । এই কথা তো বুদ্ধিতেই ছিল না । এই ব্রহ্মা বাবাও অনেক গীতা পড়তেন এবং শুনতেন । কিন্তু এই আশাই ছিল না যে আমি রাজযোগ শিখে নর থেকে নারায়ণ হবো । তাই বাবা হঠাৎই একদিন ঐনার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন । বাবা বলেন যে আমি এখন তোমাদের সেই স্বর্গের আশা পূরণ করতে এসেছি । এখন স্বর্গে যাওয়ার আশা বুদ্ধিতে ধারণ করো । এই স্বর্গের রচয়িতা হলেন শিববাবা । তিনি অনেক সহজভাবে বুঝিয়ে বলেন । কাম মহাশত্রু এইকথা সন্ধ্যাসীরাও বলে, তাই তারা গৃহ ত্যাগ করে । এ হল একজন দুজনের কথা । তাদের নিবৃত্তি মার্গের কথা এই সৃষ্টি নাটকেই আছে । তারাও তো আসলে ভক্ত । তারা গড ফাদার বলে কিন্তু তিনি কে -- এই কথা কেউ জানে না । আবার বলে ভজ রাধে গোবিন্দ কিন্তু কাকে ভজনা করবে ? কৃষ্ণের নাম গোবিন্দ রেখে দিয়েছে । যা শুনেছে তাই রেখে দিয়েছে , গোবিন্দ কাকে বলবে ? গাভীকে চড়ানো, মুরলী শোনানো একমাত্র বাবাই করে থাকেন । এ হল মনুষ্য রূপী গরুর কথা । আগে তোমরাও কিছু বুঝতে না । এখন বাবা এসে সু-মত দিচ্ছেন । মায়া রাবণ তোমাদের কুমত দেয় । কিন্তু বাবা এসে সুমত দেন । সুমত হল শিববাবার আর কুমত হল রাবণের । সুমত হল শ্রীমত আর কুমত হল মিথ্যা মত । এখন তোমরা এই কনট্রাস্টকে জানো । তোমরা জানো যে আমরা মিথ্যা মতে ছিলাম , আমাদের স্বর্গের আশাও ছিল না । এখন বাবা এসে তোমাদের সেই আশা জাগিয়ে তুলেছেন । সেই স্বর্গে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু থাকে না যার জন্য তোমাদের মাথা খুঁটতে হবে । এখন তোমাদের সবার মনে নতুন আশা । যদিও তোমরা পুরুষার্থ নম্বর অনুসারে করো । বাবা তো তোমাদের এক নম্বর মত দিয়ে থাকেন । বলা হয় যে এ তো এমন যে স্বয়ং ব্রহ্মাও যদি নেমে এসে বলেন তবুও তাঁর মতও নেবে না(একমাত্র শিববাবার মত ছাড়া) । এই মহিমা হল পরের দিকের । তোমাদের মহিমার গায়ন পরে হবে । যখন তোমরা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন বাহ্ বাহ্ ধ্বনি বেরোবে । এখন তো তোমরা উঠতে আর নামতে থাকো । এই ক্ষণে খুশীতে নাচতে থাকো আবার পরক্ষণেই মৃতপ্রায় হয়ে যাও । মায়া বিভিন্ন ভাবে তোমাদের ধাক্কা দেয় । কোথাও না কোথাও এমন দ্বিধায় ফেলে দেয় যে শ্রীমত ছেড়ে রাবণের মতে চলতে থাকে তারপর দুঃখে চিত্কার করতে থাকে ।

বাবা বলেন তোমরা প্রতি পদে সাবধানে চলো । শ্রীমতে চললেই তোমাদের কল্যাণ হবে । তোমাদের ভেতর বাবাই এই আশা প্রকট করেছেন যে বাবার শ্রীমতে চললেই তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো হতে পারবে । যেমন এই ব্রহ্মা এমন হয়েছেন তেমনই তোমরাও এমন হতে পারবে । এই কথা ভুলো না । কিন্তু এই মায়া এমনই যে শ্রীমতে চলার সুযোগই দেয় না । কোথাও না কোথাও ভুল কাজ করিয়ে দেয় । ভুল কাজ করে আবার বাবাকে এসে বলবে , বাবা আমি এই কাজ করে ফেলেছি । সময়ই পাইনি যে তোমার রায় নেব । এখন আর কি করা যাবে, মায়া তোমাদের থাপ্পড় মেরেছে , এতে বাবা আর কি করবেন ! প্রতি পদে পদে তোমাদের অনেক সাবধানে থাকার প্রয়োজন । সন্ধ্যাসীরা কখনোই বলবে না যে -- স্ত্রী পুরুষ একসাথে থেকে পবিত্র থাকতে পারে , এতে অনেক যুক্তির দরকার । নিজেদের ব্রহ্মাকুমার , কুমারী বলা, এতে অনেক যুক্তির দরকার । তোমরা বাচ্চারা ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী হলে বলা হয় যে কুলে কোনো কলঙ্ক যেন লাগিল না । ভাই - বোনের সম্পর্ক কখনো উল্টো হয় না । ভাই - বোন নিজেদের মধ্যে বিয়ে করা নীতি বিরুদ্ধ(নিয়ম নেই) । এখানে তো সবাই ভাই - বোন হয়ে যায় । এর ওপর দুনিয়ার লোক হাসে যে এ কোথাকার নিয়ম । এ তো নতুন কথা । এমন রায় কখনোই কেউ দেয় না । কেউ কেউ জিপ্তেস করে তাহলে তো তোমরা

বি. কে রা তো সবাই ভাই - বোন হয়ে গেলে। এই কথা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। কেননা সকলেরই বুদ্ধির তালা বন্ধ। কারোর যদি পাথর তুল্য বুদ্ধি হয় তাহলে তার তালা তোমাদের খুলতে হবে। অনেক অনেক সেন্টার আছে সেখানে সবাই নিজেদের ব্রহ্মাকুমার, কুমারী বলে - তাহলে তো ভাই বোনই হল তাই না। তারা কোনো দোষ করে এ অসম্ভব। এ হল ঈশ্বরের নতুন রচনা। দুনিয়ার লোক বলে - গীতায় তো এমন কথা কখনো শুনিনি। বাবা বলেন যে এ তো আমি তোমাদের শেখাই, তারপর না থাকবে শিববাবা আর না থাকবে এই বি কে। এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যাবে। তারপর তোমরা আর কোথায় শুনতে পাবে? এখন আমি শিববাবা তোমাদের এই রাজযোগ শেখাচ্ছি। এরপর যখন এই রাজধানীর স্থাপন সম্পূর্ণ হয়ে যাবে তখন এইসবই শেষ হয়ে যাবে। পাণ্ডবরা রাজধানী স্থাপন করেছিল। এও শাস্ত্রে নেই। দেবতারা তো পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিলেন। আর দৈত্যরা হল পতিত দুনিয়ার মালিক। তাহলে এদের নিজেদের মধ্যে একই সময়ে লড়াই কি করে লাগবে? স্বর্গ থেকে নরকে লড়াই কি করে করবে! আচ্ছা, অসুর আর দেবতাদের লড়াই কি করে হয়েছিল? অবশ্যই এই সঙ্গমেই হওয়া উচিত। ওরা সৈন্য সামন্ত এনে লড়াই করবে এমন তো হয়ই না। যেখানে অসুর থাকে সেখানে দেবতারা কেউই থাকে না। তাহলে লড়াই কি করে লাগবে! কৌরব আর পাণ্ডবদের লড়াইও লাগতে পারে না। যারা শ্রীমতে চলে তারা কিভাবে কাউকে লড়াই করাবে। লড়াই তো মানুষ করে। বাবা লড়াই করার বা জুয়া খেলার অনুমতি দেন না। *পাণ্ডবরা কি এমনই মূর্খ ছিল যে জুয়া খেলবে বা নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে*।

বাবা বুঝিয়েছেন, এ হলো বাবার রুদ্ধ জ্ঞান যন্ত্র। অবলা নারীদের ওপর অনেক অত্যাচার হয়। বিকাররূপী বিষের জন্য তারা কতো অত্যাচারিত হয়। সবাইকে বলে যে কাম হল মহাশত্রু, একে জয় করতে পারলে তোমরা স্বর্গে আসতে পারবে। এমনভাবে বোঝালে অনেকেই জয় করতে পারে। তারপর তাদেরই দেবী বলে পূজো করা হয়। সাহায্যও মিলে থাকে। মানুষ তো এইকথা শুনেই ভয় পেয়ে যায় যে স্ত্রী - পুরুষ একসাথে থেকে পবিত্র থাকে এ তো সম্ভব নয়। তারা বলে এ নিশ্চই কোনো জাদু। এমন সত্সঙ্গে কখনো যেও না। শুরুতে যখন মেয়েরা এখানে আসতো তখন আসতে আসতে নাম হতে থাকে। যখন ভাঙি হতো মেয়েরা সেখানে যেত। সংসারে আবদ্ধ মেয়েদের অনেক রায় মিলত। কিন্তু এতে অনেক উত্সাহের দরকার। গরীব তো ভাবে এতে কোনো ব্যাপার নেই, এই কারণে আমরা স্বর্গের রাজত্ব কেন হারা। ঘরের লোক যদি ঘর থেকে বের করে দেয়, আমরা বাইরে গিয়ে বাসন মাঝে, ঝাড়ু দেব। বড় ঘরের মানুষরা তো এইভাবে ঘর ছাড়তে পারে না। শুরুতে তো মেয়েদেরই পার্ট ছিল। গরীবদের জন্য এ অনেক সহজ। বাবা বলেন যে বাবার কাছে এলে প্রথমে ঝাড়ুও দিতে হবে, সব কাজও করতে হবে। মায়ার ঝড়ও অনেক জোরে আসবে। বাচ্চাদের কথা স্মরণে আসবে তাই অনেক সাবধান থাকার প্রয়োজন। প্রথমে নষ্টমোহা (মোহ নাশ হওয়া) তবে তো কথা। শিববাবাকে তো মত দিতেই হবে। এই জ্ঞান তো তোমরা পেয়েছো, কাপড় যেমনই পড় কোনো সমস্যা নেই, শিববাবা তোমাদের চোখের মণি করে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। সাজনের পিছনে যখন সজনী যায় তখন কলসীর ভিতরে বাতি জ্বালানো হয়। বাবা আসেনই সবাইকে ফুল বানিয়ে নিয়ে যেতে। সবাই একদিন পবিত্র হয়ে যাবে। পাপের বোঝা মাথার ওপর থাকলে অস্তিম সময়ে তাকে তো শোধ করেই যেতে হবে, এই কারণেই তোমরা বাবার স্মরণে থাকার জন্য এত পরিশ্রম করো, আর যারা তা করে না তারা কি সহজেই মুক্তিতে যাবে? শেষ সময় খুব সাজা খেয়ে তারপর মুক্তিধামে যাবে। আত্মার স্বধর্ম হলো মৌন থাকা। আমরা সবাই অশরীরী হয়েই বসি। এই কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তখন কাজ করি না, চুপ করে অশরীরী হয়েই বসি। কিন্তু কতক্ষণ?

অবশেষে কর্ম তো করতেই হবে। সাধু - সন্ত ইত্যাদির কেউই এই কথা জানে না যে আত্মার স্বধর্ম হলো মৌনতা। সন্ন্যাসীরা শান্তির খোঁজ করে। বাবা বলেন যে শান্তি তো তোমাদের গলার হার। তাহলে আমরা জঙ্গলে কেন যাবো! আমরা হলাম কর্মযোগী। বাবা বলেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন তোমরা স্বর্গকে স্মরণ করো, ৬৩ জন্ম ভক্তির অব্যবস্থা তোমাদের বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, এখন তোমাদের সেইসব হাঙ্গামা থেকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি।

এখন বাবার নির্দেশ হল, তোমরা এখন অশরীরী হও। কেননা তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে তারপর আমি তোমাদের স্বর্গে পাঠাবো। এতে হাঙ্গামার কোনো ব্যাপার নেই। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছ, সে তো আবার খেতে হবে। সবাইকে পুনর্জন্ম নিতে নিতে তমোপ্রধান তো হতেই হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রতি পদে খুব সাবধানে চলতে হবে। শ্রীমতে কোনো দ্বিধা রাখলে চলবে না। কখনো এই কুলে কলঙ্ক লাগানো চলবে না।

২) বাবার কাছে যাওয়ার জন্য পুরানো সব হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে। অশরীরী হওয়ার সম্পূর্ণ অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- জ্ঞানের লাইট আর মাইটের দ্বারা আত্ম - অভিমानी থেকে স্মৃতি স্বরূপ হও।

তোমাদের অনাদি রূপ হল নিরাকার জ্যোতি - স্বরূপ আত্মা আর আদি স্বরূপ হল দেব - আত্মা। এই দুই স্বরূপ তখনই স্মৃতিতে থাকবে যখন এই জ্ঞানের লাইট আর মাইটের আধারে আত্ম - অভিমानी স্থিতিতে থাকার অভ্যাস হবে। ব্রাহ্মণ হওয়ার অর্থ হল জ্ঞানের লাইট আর মাইটের স্মৃতি স্বরূপ হওয়া। যারা স্মৃতি - স্বরূপ হতে পারে, তারা নিজেও সন্তুষ্ট থাকতে পারে আর অন্যকেও সন্তুষ্ট করতে পারে।

স্লোগান :- সাধারণত্বের মধ্যে মহানত্বের অনুভব করা অর্থাৎ মহান আত্মা হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা — স্মরণে - মননে সুখ অনুভব করো, বাবার স্মরণ করো তাহলেই দেহের কষ্ট - ক্লেশ মিটে যাবে । তোমরা নিরোগী হয়ে যাবে ।"

প্রশ্ন :- এই সময়ে বাচ্চারা তোমরা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত আছ, তাই জীত বা হারের আধার কি হতে পারে ?

উত্তর :- শ্রীমতে চললে জীত হবে, নিজের মতে অথবা অন্যের মতে চললে হার হবে । একদিকে রাবণ মত অনুসারী আর একদিকে রাম মত অনুসারী । বাবা বলেন - বাচ্চারা, রাবণ তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে । এখন তোমরা আমার সাথে বুদ্ধিযোগ স্থাপন করো, তাহলে বিশ্বের অধীশ্বর হয়ে যাবে । যদি কারণে অকারণে নিজের মতে চলো অথবা কোনো বাক-বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ো বা পড়াশোনা ছেড়ে দাও, তাহলে মায়া তোমাদের মুখ ঘুরিয়ে দেবে । এই জন্য তোমাদের খুব খুব সাবধানে থাকতে হবে ।

গান - দেখো প্রভু তোমার সংসারের এ কী হাল....

ওঁম শান্তি । মানুষকে কত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় । এতো তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চার তারা তা জানোই । এই মানুষই কত উন্নত থেকে উন্নততর হতে পারে , আবার এই মানুষই কত নিম্ন থেকে নিম্নস্তরের হয়ে যায় । মানুষ সত্যযুগী সতোপ্রধান হয়ে বিশ্বের মালিক হতে পারে, আবার এই মানুষই তমোপ্রধান হয়ে মূলহীন কানা কড়ি(worth not a penny) হয়ে যায় । এই সব কিছু তোমরা জেনেছ বাবার দ্বারা । একজনই পতিত পাবন সদগতি দাতা আছেন । উনিই পবিত্র বানান । রাবণ আবার পতিত বানিয়ে দেয় । তারপর আবার পরমপিতা পরমাত্মা এসে উচ্চ বা মহৎ বানিয়ে দেন । তবেই তো বলা হয়েছে যে ঈশ্বরের মতি গতি একদমই স্বতন্ত্র বা আলাদা (ন্যারা) । ওঁনার মহিমাও সবার থেকে আলাদা (ন্যারা) । বাবার মহিমা সীমাহীন। কেননা ওঁনার মতন "মত" আর কারোর হয় না । ওঁনাকে বলা হয় শ্রীমত ভগবদ। "মত" সবারই তো হয় । ব্যারিষ্টারের মত, সার্জনের মত, ধোপার মত, সন্ন্যাসীদের মত, উদাসীদের ইত্যাদিদের মত । তা সত্ত্বেও গাওয়া হয়.. ঈশ্বর তোমার মতি গতি সবার থেকে স্বতন্ত্র (ন্যারা)। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন উচ্চ হতেও উচ্চ, সর্বোচ্চ, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম । এটা কোনো মানুষ বা দেবতার "মত" নয় । তোমাদের মধ্যে যারা পাক্ষা নিশ্চয়বুদ্ধির হয় তারা এই সমস্ত বুঝতে পারবে আর অন্যদেরকে বোঝাতে পারবে । তারা জানে যে বাবার শ্রীমত দ্বারা আমরা কত শ্রেষ্ঠ হয়ে যাই । বাবা হলেন স্নেহময় (love full), শান্তিময় (peace full)। বাবা প্রত্যেক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, তাই তো তোমাদেরকে বাবার থেকে পূর্ণ বর্সা(অধিকার) নিতে হবে । পূর্ণ বর্সার (অধিকার) অর্থ কী ? নম্বরওয়ান বিশ্বের মালিক হওয়া । অন্ততপক্ষে সূর্যবংশী মালাতে গাঁথা যেন হয়ে যায় । আমরাই পূজ্য ছিলাম তারপর আবার আমরাই পূজারী হয়েছি । সমগ্র দুনিয়া ওঁনার স্মরণের মালা জপ করে । স্মরণকারীরা নিশ্চিত ভাবে স্মরণ করে । কিন্তু স্মরণের অর্থ কিছু জানে না । বলা হয় স্মরণে মননে সুখ পাও অর্থাৎ একজনকেই স্মরণ করতে হবে , তাহলে এই সব লোকেরা সবাইকে স্মরণ করে কেন ? বাবা বলেন সবাইকে স্মরণ করো না, কেবলমাত্র আমাকেই স্মরণ করো । আমি" বাবাকে " খুব স্মরণ করো,

তাহলেই স্মরণ করতে করতে আমার কাছে পৌঁছে যাবে । আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে গৃহস্থ সংসারে থেকেও কেবলমাত্র আমাকে "বাবাকে" স্মরণ করো । কত সহজ উপায় । বলা হয় স্মরণে মননে সুখানুভূতি হয় অর্থাৎ জীবনমুক্তির পদ প্রাপ্ত হবে । কষ্ট ক্লেশ সব কিছু দেহ থেকে মিটে যাবে । ওখানে তোমাদের শরীরে কোনো রোগ থাকবে না । এখন বাবা তোমাদের সম্মুখে সব শোনাচ্ছেন, তোমরা শুনে অপরকে শুনিয়ে দাও। সব থেকে ভালো ভাবে টেপ রেকর্ডার থেকে শোনা যায় । কিছু বাদ যায় না । কিন্তু এক্সপ্রেসন(হাব ভাব) কিছু দেখা যায় না । বুদ্ধি দিয়ে কল্পনা করতে হবে যে, বাবা এই- এই ভাবে বুঝিয়ে দেন । এই টেপ রেকর্ডার তো সম্পদের খনি । মানুষ তো শাস্ত্র দান করে থাকে । গীতা ছাপিয়ে দান করে । এই টেপ রেকর্ডার কত ওয়ান্ডারফুল জিনিস । একটু নমনীয় হয় তাই সাবধানে ব্যবহার করতে হয় । এটা হল একাধারে হাসপাতাল আর বিশ্ব বিদ্যালয় । সবাইকে স্বাস্থ্য, সম্পদ ইত্যাদির বর্সা(অধিকার) দিতে পারে । *মুরলী থেকেই সব পাওয়া যায় ।* কিন্তু মায়া তো এমন মোহিনী হয় যে সব কিছু ভুলিয়ে দেয় । হয় রাবণ মোহিত করে দেয় অথবা রাম মোহিত করে দেন । রাম একবার মোহিত করে, রাবণ তো অর্ধ কল্প ধরে টেনে টেনে নিয়ে একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দূষিত করে দেয় । এখানে প্রত্যেকটা জিনিস তোমোপ্রধান হয়ে গেছে । পাঁচ তন্ত্রও তোমোপ্রধান হয়ে গেছে । সত্যযুগে এই পাঁচ তন্ত্র সতোপ্রধান হয়ে যাবে । কত বৃহৎ ও মহৎ উপার্জন (আমদানি) । কিন্তু গ্রহণ করে ক'জন ! কোটিতে কয়েক জন । বাঁদর বুদ্ধিকে মন্দির বুদ্ধি বানাতে কত মেহনত করতে হয় । সমস্ত দুনিয়া বেশ্যালয় হয়ে গেছে । তারপর আবার আমি এসে শিবালয় বানাই । ভারত তো শিবালয় ছিল, বর্তমানে রাবণ বেশ্যালয়ে পরিণত করেছে । এই সব অর্ধেক অর্ধেক সময়ের জন্য হয় । বাবা বলছেন যে - "বাম্বারা খুব সার্ভিস(সেবা) করো" । ওরা তো বলার জন্য বলে দেয় যে, পতিত পাবন এসো। কিন্তু কিছুই জানে না । অনেক মত মতান্তর আছে। ভগবান স্বয়ং বলেন যে এ হল ব্রষ্টাচারী দুনিয়া । মানুষ ব্রষ্টাচারী হয় বিষের (বিকারের) কারণে । কাম হল সবথেকে মহাশত্রু। ওখানে এই বিকার হয়ই না । এই ভারত পরম পরমপ্রিয় বাবার জন্মস্থান । রাবণ, যে হল শত্রু তাকে জ্বালায় । যেমন দেবীদের চিত্র বানিয়ে পূজো করা হয় , তারপর বিসর্জন দিয়ে দেওয়া হয় । এ সব হল অন্ধশ্রদ্ধা । পাদরীরাও এমন সব কথা শুনিয়ে অনেককে কনভার্ট করে দেন । এই সবই ড্রামার ভবিষ্যৎ । কিন্তু তারা অনেক মেহনত করেন । এই সময় পুরো দুনিয়া রাবণ রাজ্য হয়ে গেছে । এই সময়ে সবাই রাবণের ছিঃ ছিঃ মতে চলছে । যিনি পরমপিতা পরমাত্মা পতিত পাবন, তাঁরই মহিমা সবথেকে বেশী, কিন্তু তাঁকেই সর্বব্যাপী বলা হয়েছে । মানুষের আর কোনো শত্রু নেই । মায়ার দ্বারা মানুষ সবথেকে বেশি পীড়িত । ওদের তো একমাত্র বাবা এসে মুক্ত করেন, অন্য আর কেউ মুক্ত করতে পারবে না । প্রভু তোমার শরণে আছি , আমার মান রক্ষা করো প্রভু... এমন গান আছে । এখন তোমাদের রাবণের থেকে রক্ষা করেন । রাবণ তোমাদের অনেক কষ্ট দিয়েছে । বাবা বলেন একরকম, আর রাবণ নিয়ে যায় অন্যদিকে । বাবা বলেন - "আমার মতে চলো"। কিন্তু রাবণ সব ভুলিয়ে দেয় । বাবা আসেন বিশ্বের মালিক বানাতে । অনেকে রক্ত দিয়েও লিখে দেয়, তাসত্ত্বেও মায়া এমন যে তোমাদের ভুলিয়ে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয় । এ সব হল বুদ্ধির ব্যপার । বাবা বলেন যে," বাম্বারা এবার ফিরতে হবে। এইজন্য আমাকে স্মরণ করো, তাহলে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে"।

বাবা বলেন — *"বাচ্চারা, শ্রীমতকে কখনো ভুলো না"* । কিন্তু কারণে অকারণে নিজের মতে চলে অথবা কারো সাথে বাক বিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে বাবাকে ছেড়ে দেয় । এটাকে বলা হয় যুদ্ধক্ষেত্র । একদিকে রাবণের মত অনুসারী । আর একদিকে রামের মত অনুসারী । আরে ! তোমরা ভগবানের থেকে বর্সা (অধিকার) নাও না ! এতজন সব নিচ্ছে, এরা কি মূর্থ ! তোমরাও ভগবানের সন্তান, তোমরাও বর্সা (অধিকার) নিয়ে নাও । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন । এমনও না যে বিষ্ণুর দ্বারা দেবতার রচনা করা হয় । ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর রচনা করা হয় । বলা হয় যে সব একদম ঠিকঠাক আছে । বিষ্ণুর রাজধানীতে আমরা রাজ্যত্ব নেবো । এখানে এসে বসে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় । কারণে অকারণে মতভেদের সৃষ্টি হয় । কেউ বন্ধনে জড়িত হয়ে যায় অথবা কেউ কিছু বললে তখন বাবাকে ভুলে যায়। এই ভাবে হারিয়ে যায় । দেখো তো কত বি. কেরা আছে, পরমপিতা পরমাত্মার থেকে বর্সা (উত্তরাধিকার) নিচ্ছে। খুব ভালো ভাবে পড়াশোনা করে কিন্তু যেই বাইরে যায় সব ভুলে যায় । মায়া ভ্রষ্ট বুদ্ধির বানিয়ে দেয়। কত পরিশ্রম করা হয় এই সব বোঝাবার জন্য । বাচ্চারা মাঝে মাঝেই কাজ কারবার থেকে ছুটি নিয়ে সার্ভিস করতে যায় । সকলের ওপর দয়া করতে চায়, কেননা এদের মতন দুঃখী আর মূল্যহীন কানা কড়ি তুল্য কেউ নেই । সবাইই ধন দৌলত সব কিছু একদিন মাটিতে মিশে যাবে। বাকি থাকবে কেবল তোমাদের সত্যকারের উপার্জন, যা তোমরা হাত ভর্তি করে নিয়ে যাবে । বাকিরা সবাই হাত শূন্য করে যাবে । এটা তো সবাই জানে যে বিনাশ নিশ্চয়ই হবেই । সবাই বলে যে এটা সেই মহাভারতের মহাযুদ্ধের সময়, সবাইকে কাল গ্রাস করে নেবে । কিন্তু কি ভাবে হবে সেসব কেউ বুঝতে পারে না । বাবা স্বয়ং বলেন যে, "আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । আমাকেই কাল, মহাকাল বলা হয় । মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এই জন্য এখন তোমরা আমার মতে চলো আর উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে সচেষ্ট হও" । জীবন মুক্তির জন্য নির্দিষ্ট পদ আছে । মুক্তির জন্য তো সব ধর্মের স্থাপকেরা বসে আছেন । ওরা যখন আসবে তখন প্রথমে সতোপ্রধান হবে তারপর আবার এক এক করে সতো, রজো, তমোতে আসবে । উচ্চ আর নিম্ন, ভিখারী আর রাজকুমার । ভারত এখন সবথেকে নীচ, পতিত হয়ে গেছে । আগামীতে আবার পবিত্র প্রিন্স হয়ে যাবে । দেবী দেবতার ধর্ম অনেক সুখ প্রদান করে । এতো সুখ অন্য কোনো ধর্ম দিতে পারে না । "বাচ্চারা তোমরা সত্যযুগের মালিক ছিলে, এখন নরকের মালিক হয়েছে, তারপর আবার তোমরা প্রথম জন্ম সত্যযুগেই নেবে। কেউই "হম সো" অর্থাৎ "আমিই সে"- এর অর্থ বুঝতে পারে না । আমরা জীব আত্মা এই সময় ব্রাহ্মণ হয়েছি, এর আগে শুদ্র ছিলাম । কালকে আমরা সেই দেবতা হব, তারপর ঋগ্রিয় হব । তারপর বৈশ্য, শুদ্র সাম্রাজ্যে আসবে । এখন হল আমাদের আরোহী কলা (চড়তি কলা)। তোমাদের সত্যযুগে এই জ্ঞান আর থাকবে না যে, এর পূর্বে আমরা অবরোহী কলায় (উতরতী কলা) ছিলাম । বাবা আমাদের আরোহী কলায় নিয়ে যান । কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে এই জ্ঞান স্থিত হয় না। কেননা তারা বুদ্ধিযোগে আমার সাথে থাকে না, সেইজন্য সত্যযুগী (golden aged) পাত্র বা আধার তৈরীই হয় না ।

বাবা বলেন — "কেবল বাবা - বাবা মুখে বলতে হবে না। বাবাকে অন্তর থেকে স্মরণ করতে হবে। তাতে যেমন অস্তিম সময়ে যথা মতি তথা গতি প্রাপ্ত হবে । দেহ বোধ ছেড়ে নিজেকে আত্মা ভাবো । যতই নিজেকে আত্মা ভাববে, বাবাকে স্মরণ করবে ততই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, এছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই । ভগবানুবাচ — "তোমাদের সবাইকে বোঝাতে

হবে যে - এই যে তোমরা যজ্ঞ, তপস্যা, দান ইত্যাদি করো - এই সবার দ্বারা আমাকে পাবে না" । এখন তোমরা একদম পতিত হয়ে গেছ। একজনও আমার কাছে আসেনি । নাটকে একদম অন্তিম পর্যন্ত সবাইকে থাকতে হবে । নাটক সম্পূর্ণ হলে সবাইকে ফেরত যেতে হবে । আত্মাদের বৃদ্ধি হতে থাকে । মাঝপথ থেকে বেরোনো যায় না । যারা স্থাপনা করেন তারাই এখানে বসে আছেন। ৮৪ জন্ম নিতে হবে । ঝাড়কে জর্জরিভূত অবস্থায় আসতে হবে । বোঝবার জন্য এ সব খুবই ভালো বিষয় । খুবই সাবধানে থাকতে হবে, মায়া যেন ঠকাতে না পারে । নিজের মুখ ওপরের দিকে করে রাখতে হবে , খুশী মনে যেতে হবে । (মৃতদেহের মুখ ঘোরানো থাকে) বাবা বলেন * "নিজের মুখ স্বর্গের দিকে রাখবে, আর পা নরকের দিকে" * । এই জন্যই কৃষ্ণের এমন চিত্র বানানো হয়েছে । শ্যাম সুন্দর হয়েছেন । তোমরাও নম্বর ওয়ান গৌরবর্ণের হও, তবেই তো বলা হয় মানুষ থেকে দেবতা হয়েছে..... অর্থাৎ কলিযুগকে সত্যযুগ বানানো, এগুলো সব বাবার কাজ। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, তোমরা শ্রীমত অনুসরণ করে বিশ্বে রাজ্য স্থাপন করো, তারপর সেখানে থেকে রাজ্যত্ব করবে । এরজন্য যজ্ঞ,তপ ইত্যাদি করার প্রয়োজন হয় না । বাবা ব্রহ্মার দ্বারা মত দেন যে "আমাকে স্মরণ করো ।" এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । ওখানে যা পদ চাই তাই নিয়ে নিতে পার । যেমন এই যে মাম্মা এখন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী হয়েছেন, তারপর রাজ রাজেশ্বরী হবেন । এই জ্ঞানটাই হল রাজযোগের । তাহলে এমন কলেজে কত ভালো ভাবে পড়াশোনা করা উচিত । বাবা বলছেন যে *আজ অনেক ভালো - ভালো পয়েন্ট শুনিয়েছি, এই জন্য খুব মনোযোগ দাও*। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজনদের কল্যাণ করে চলো । যার ভাগ্যে আছে সে-ই উঠে দাঁড়াবে । শিব মন্দিরে গিয়ে ভাষণ দাও। শিববাবা নরক থেকে স্বর্গ বানাতে এসেছেন । অনেকেই এখানে (স্বর্গে) আসবে । মায়ার সাথে তোমাদের হল অনেক কঠিন লড়াই । অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা আজ নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়, তারপরে তারা হারিয়ে যায় । তোমরা তো জান যে পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । আমরা এই পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন দুনিয়ায় গিয়ে পা রাখব । এই দিল্লি পরীস্থান হয়ে যাবে । এখন পরীস্থানে যাওয়ার জন্য শোভন সুন্দর ফুল হয়ে যাও । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত ।
রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহ - অভিমান ছেড়ে বাবাকে অন্তরে অন্তরে এমন ভাবে স্মরণ করো যাতে যথা অন্তিম মতি তথা গতি হয় । স্মরণ দ্বারা বুদ্ধিকে সত্যযুগী (গোল্ডেন এজড) বানাতে হবে ।

২) কখনো নিজের মনমত বা মতভেদে পড়ে পড়াশোনা ছাড়া উচিত নয় । নিজের মুখ স্বর্গের দিকে রাখতে হবে । নরক ভুলে যেতে হবে।

বরদান :- মায়ার বা প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন কার্টুন শো-কে সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকা সন্তুষ্ট আত্মা ভবঃ

সঙ্গমযুগে বাপদাদার বিশেষ দান হল সন্তুষ্ট থাকা । সন্তুষ্ট আত্মার সামনে যতই নাড়িয়ে দেওয়া কঠিন পরিস্থিতি আসুক না কেন, সেই পরিস্থিতিতে এমন অনুভব হবে যেন পুতুল নাচ (পাপেট শো) হচ্ছে । আজকাল কার্টুন শো- এর ফ্যাশন চলছে । তাহলে যখনই যে কোনও পরিস্থিতি আসুক না কেন, এমন ভাবতে হবে যে, যেন বেহদের স্ক্রিনে কার্টুন শো অথবা পুতুল নাচের প্রদর্শনী চলছে । মায়া বা প্রকৃতির এটা একটা প্রদর্শনী, যা তোমরা সাক্ষী স্থিতিতে স্থিত হয়ে, নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখে, সন্তুষ্টতার স্বরূপে দেখতে থাকো — তবেই বলা হবে সন্তুষ্ট আত্মা ।

স্লোগান :- কোনো প্রকারের ত্রুটি বা ভুল (defect) থেকে দূরে থাকতে হবে তাহলেই নির্ভুল (perfect) হতে পারবে ।

বাপদাদার দ্বারা দেশ-বিদেশের সমাচার

আজ বাপদাদা বাচ্চাদের সাথে পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন । সারা সৃষ্টির পরিক্রমা করতে বাপদাদার কতখানি সময় লাগতে পারে ? পরিক্রমণে কতখানি সময় লাগবে তা বাপদাদাই স্থির করতে পারেন ; তিনি সবিস্তারে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত বলবেন নাকি সারসংক্ষেপে ! আজ ডাবল্ বিদেশীদের সাথে মিলনের দিন, তাই না ! এইজন্যে বাবা তাঁর ভ্রমণের বিবরণ দিচ্ছেন । দেশে - বিদেশে তিনি কি দেখলেন ?

কিছুকাল পূর্বে, বিদেশের একটা বিশেষ প্রবণতার তরঙ্গ এসে ভারতে উপনীত হয়েছিল । সেটা কি ছিল ? বিদেশীরা যেমন সাময়িক সুখের সাধনকে নিজেদের অধিকারভুক্ত করতে সর্বদা ব্যস্ত থাকত, ঠিক তেমনই ভারতবাসীও সুখ লাভের জন্য বহু বিদেশী সুখ- সাধনে অভ্যস্ত হয়েছিল । বিদেশী অনেকরকম সুখসাধনের দ্বারা তারা স্বল্পকালের সুখ অনুভব করেছিল এবং এখনও করছে । ভারতবাসী সাময়িক সুখের সাধন কপি করতে থাকলে, এই কপি করার উত্সাহেই তারা নিজেদের সহজাত শক্তি হারিয়ে ফেলল । তারা তাদের আত্মিকতা থেকে দূরে সরে গিয়ে বিদেশী সুখ-সাধনকে নিজের করে নিয়েছিল । আর বিদেশ কি করেছে ? তারা বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিল । ভারতের প্রকৃত রহনী শক্তি তাদের বিদেশে অর্থাৎ এই ভারতে আসতে আকৃষ্ট করেছে । এর পরিণাম স্বরূপ, যারা আধ্যাত্মিক শক্তির ধারক বা এর নিমিত্ত কোনও গুরু, তাদের কাছে অনেক বিদেশী ফলোয়ারদের অনুগমন করতে দেখা যায় । বিদেশী আত্মারা কৃত্রিম সাধন ছেড়ে আসল বস্তু এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে আর সেখানে ভারতবাসী কৃত্রিম সাধন বস্তুতে মেতে আছে । তারা নিজের জিনিস ছেড়ে যে বস্তু তাদের নয় সেইদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে আর বিদেশী আত্মারা প্রকৃত জিনিস খুঁজে নিয়ে, পরখ করে অভীষ্ট ফল লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছে ।

সেইজন্য, বাপদাদা আজ দেশে-বিদেশে সফর করা কালীন দেখেছিলেন ভারতবাসী কি করেছে আর বিদেশীরা কি করেছে । ভারতবাসীকে দেখে বাপদাদার দয়া হল। শ্রেষ্ঠ কুলের নাম্বার ওয়ান ধর্মের আত্মারা নিজেদের বিশেষ গুণ ভুলে, পিছনের সারির ধর্মের লোকেরা যা পরিত্যাগ করেছিল সেইসব জিনিস করায়ত্ত করতে মত্ত হয়েছে ! এই কারণে, ভারতের ঘরে বসেও ভারত ঘরে আসা শ্রেষ্ঠ অতিথি, বাবাকে তারা জানতে পারছেননা ; সেখানে বিদেশী আত্মারা কতদূরে থেকেও মেসেজ শুনে বাবাকে চিনতে পেরে এখানে এসেছে । অতএব, বাপদাদা দেখলেন যে ডাবল্ বিদেশীদের পরখ করার চোখ অতি তীক্ষ্ণ । দূরে থেকেও তারা দেখতে পাচ্ছে এবং তাদের পরখ করার এবং উপলব্ধির চোখ দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছে যাচ্ছে । ভারতবাসীর জন্য বাপদাদার দয়া হয়, বিশেষতঃ আবুর বাসিন্দাদের জন্য । কাছে থেকেও যাদের পরখ করার চোখ নেই । পরখ করার চোখ তো অন্ধ হয়ে গেছে ! এইরকম বাচ্চাদের দেখে দয়া তো হবেই তাই না ! বাবা ডাবল্ বিদেশীদের চমত্কারিত্ব দেখছিলেন ।

বাবা আর কি দেখেছেন ? অন্তিম সময় নিকটবর্তী হওয়ায় যেমন আজকাল ভারত গরীব হয়েছে তেমনই বিদেশীদের মধ্যেও বৈভব কমে গেছে । পূর্ণ তেজসম্পন্ন বৃক্ষ ফুলে ফলে ভরে থাকে কিন্তু যখন এটা শুষ্ক হতে শুরু করে এর ফল, ফুলও শুকনো হতে থাকে । সুতরাং, এই ভূমিতে প্রাপ্ত ফল-ফুলের বৈশিষ্ট্যরূপী শান্তির বাতাবরণে যেখানে মানুষ সুখে থাকত তাও আজ শুকিয়ে গেছে । এখন

বিদেশেও চাকরি পাওয়া সহজ নয়। তোমরা আগে কখনও বিদেশের এই সমস্যা শুনেছ ? সুতরাং, সুখের সাধন আর শান্তির ফল শুষ্ক হওয়াটাও একটা লক্ষণ। ভারতের মূলকাণ্ড শুকিয়ে যাচ্ছে যার প্রভাব পড়ছে অন্য শাখাতেও। মূল শাখাগুলোর মধ্যে খ্রিস্টিয়ান ধর্মই শেষ বড় শাখা। বৃক্ষের চিত্রে খ্রিস্টিয়ান ধর্মের শাখা কোনটি ? যে মুখ্য শাখাগুলো তোমরা ছবিতে দেখাও, এইটাই তার মধ্যে লাস্ট, তাই না ! যে বৃক্ষ তেজসম্পন্ন ছিলো, সেই বৃক্ষের উপর দিককার সমৃদ্ধ শাখাও শুকিয়ে গেছে। এই হলো সমগ্র বৃক্ষের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ। বাবা দেখেছিলেন যে, সাময়িক সুখের ফল, ফুলের প্রাপ্তি শুকিয়ে গেছে। মাত্র দুটো জিনিস বাকি আছে :-

এক হলো, মনে মনে চিত্কার করা এবং দ্বিতীয়তঃ, যে কোনও বাধ্যবাধকতার মধ্যে ক্রমাগত জীবনকে এবং দেশকে যেভাবে সম্ভব চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। চিত্কার করা আর চালনা করা এই দুই কাজই বাকি রয়ে গেছে। খুশির সাথে চলা সমাপ্ত হয়েছে। বাকি রয়েছে যে কোনও উপায়ে সহজে চালনা করা। এটা বিদেশের মতো হয়ে গেছে। তবে এটা কিসের লক্ষণ ? কতদূর পর্যন্ত কেউ বাধ্যবাধকতার মধ্যে সব কিছু চালাতে পারে ? এখন সবাই আত্ননাদ করছে, এমন বিশ্ব নিয়ে তোমরা কি করবে ? যারা সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে সবকিছু সামলাচ্ছে তাদের প্রাপ্তির পাখনা দিয়ে ওড়াও। কে পারবে তাদের ওড়াতে ? যে নিজে আরোহণ কলায় অর্থাৎ চড়তি কলায় থাকবে। তোমরা কি তবে উড়তি কলার স্থিতিতে আছ ? তোমরা উড়তি কলায় নাকি চড়তি কলায় ? এখনই চড়তি কলার স্থিতি হবে না, তোমরা এখন উড়তি কলার স্থিতিতে থাকবে। তাহলে তোমরা কতদূর পৌঁছেছ ? তোমরা ডাবল্ বিদেশীরা কি ভাবছ ? তোমাদের মেজরিটি তো বাবার মতেন টিচার কোয়ালিটির, তাই না ! টিচার মানে যিনি উড়তি কলার স্থিতিতে আছেন। তোমরা তো ঠিক এইরকমই, তাই নয় কি ! আচ্ছা -

আজ, বাবা শুধু তোমাদের কাছে তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিয়েছেন। এখন দেশবিদেশের লোকেরা স্পষ্টভাবে প্র্যাকটিক্যালি এই লক্ষণগুলো দেখতে পাচ্ছে। আজকাল যা কিছুই হয় তারা বলে ১০০ বছর আগেও এই ঘটনা ঘটেছিল। অনুপম সব ঘটনা ঘটেছে কারণ অনুপম বাবা সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন। সকলের মুখ থেকে একই আওয়াজ বেরোচ্ছে, এখন কি হবে ? এই কোশ্চেন মার্ক তাদের সবার বুদ্ধিতে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আওয়াজ বেরোবে, যা হওয়ার ছিলো তা হয়েছে। বাবা এসেছেন। কোশ্চেন মার্ক সমাপ্ত হয়ে ফুল স্টপ-এর প্রয়োগ হবে। ঠিক যেমন মন্ডন দণ্ডের দ্বারা মাখন তোলার সময় প্রথমে প্রবল আলোড়ন হয় তারপরে মাখন উত্থিত হয়। সুতরাং, একমাত্র কোশ্চেন মার্কের অস্থিরতা থেমে যাওয়ার পরে জ্ঞানদ্বারা উপলব্ধির মাখন উত্থিত হবে। তীব্র গতিতে পরিবর্তন শুরু হয়ে গেছে। প্রত্যক্ষতার মাখন এখন বিশ্বের কোনায় কোনায় দেখা দেবে। যাই হোক, এই মাখন কে খেতে যাচ্ছে ? এটা খাওয়ার জন্য তুমি প্রস্তুত হয়েছ ? অ্যাঞ্জেলরা, তোমাদেরকে সকলে মিনতিভরে আহ্বান করছে। আচ্ছা।

সকল অপ্রাপ্ত আত্মাদের সর্ব প্রাপ্তি করিয়ে, সবাইকে পরখ করানোর নেত্র দান করে, সবাইকে সন্তুষ্টির বরদান দিয়ে বরদাতা সন্তুষ্ট আত্মারা, সর্বদা নিজের প্রাপ্তির পাখনা দ্বারা অন্য আত্মাদের উড়িয়ে, সদা উড়তি কলায় স্থিত, সদা স্ব-রূপ দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করে বিশ্বের দরবারে প্রখ্যাত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং নমস্কার।

বিদেশী বাচ্চাদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার পার্সোনাল সাক্ষাত

সর্বদা নিজেকে সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন অনুভব করো ? সর্ব প্রাপ্তির অনুভূতি হয় ? যে সমস্ত প্রাপ্তির অনুভব করেছে সেই আত্মার মধ্যে কোন লক্ষণ দেখা যাবে ? সে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবে । প্রসন্নতার লক্ষণ তার মুখে সবসময় দেখা যাবে । তার চেহারা থেকে দৃশ্যমান হবে যে, এই আত্মার সবকিছু প্রাপ্তি হয়েছে । জাগতিক স্তরে, তোমরা রাজকুমার, রাজকুমারী অথবা উচ্চবংশীয় কারও চেহারা দেখে বলতে পারো যে, এই আত্মার অভ্যন্তর ধারণ ক্ষমতায় পরিপূর্ণ । এই একইভাবে, তোমাদের রূহানী কুলের আত্মাদের চেহারাও দৃশ্যমান হবে যে, অন্যদের যা প্রাপ্ত হয়নি তা এদের প্রাপ্ত হয়েছে । তোমাদের কি অনুভূত হয় যে তোমাদের আচার- ব্যবহার এবং তোমাদের চেহারা বদলে গেছে, তোমাদের মুখে প্রাপ্তির চমক এসেছে ? ডাবল্ বিদেশীরা ডাবল্ চাম্প পেয়েছে । সুতরাং, তাদের ডাবল্ সেবা করতে হবে । তোমরা ডাবল্ সেবা কিভাবে করবে ? শুধুমাত্র বাণী দিয়ে নয়, আচারআচরণে এবং চেহারার মাধ্যমেও সেবা করতে হবে । তোমরা আত্মারা নিজেরা যেমন আলোক- পতঙ্গ হয়েছ তেমন করেই আরও অনেক আলোক-পতঙ্গকে বহিঃশিখার কাছে নিয়ে আসো । তোমাদের উড়তে দেখে অন্যান্য বহিঃ-পতঙ্গেরাও তোমাদের পিছু পিছু উড়তে শুরু করবে । তোমরা যেমন সবকিছুর গভীরে যাও ঠিক তেমনভাবেই সর্বগুণের অনুভবের গভীরে অবশ্যই যাও । তোমরা যত গভীরে যাবে ততই তোমরা রোজ নতুন অনুভবে সক্ষম হবে । যেমন শান্ত স্বরূপের অনুভব রোজ করছ তেমনই প্রতিদিন নবীনতার অনুভব করো । নবীনত্বের অনুভব তখনই হবে যখন একান্তবাসী হবে । একান্তবাসী অর্থাৎ স্থূলভাবে একান্ত হওয়ার সাথে সাথে সর্বদা একের গভীরে হারিয়ে যাওয়া ।

যখন তোমরা 'বাবা' শব্দ বারবার বলো, তখন প্রত্যেকবার নতুন কিছু অনুভব হতে হবে । যেমন শুরুতে যখন এসেছিলে তখন তোমরা 'বাবা' শব্দই বলতে, মধুবনে পৌঁছেও সেই একই শব্দ বলছ 'বাবা' । এখন তোমাদের ঘরে ফেরার সময়ও তোমরা সেই 'বাবা' শব্দই ব্যবহার করবে । কিন্তু প্রথম এসে বলার মধ্যে এবং এখনকার বলার মধ্যে অনেক ফারাক হয়ে যায় । তোমরা এই অনুভব করেছ তাই না ! এটা সেই একই শব্দ, কিন্তু তোমাদের হৃদয়ের অভীষ্ট (কাঙ্ক্ষিত বস্তু) প্রাপ্তির আধারে, তোমাদের অনুভবে সেই একই 'বাবা' শব্দ তোমাদের উল্লসিত পথে নিয়ে যাচ্ছে । সুতরাং, তফাত তো হয়েই যায় তাই না ! এইভাবে তোমরা রোজ সর্ব গুণের অনুভব করো । তোমরা শান্তির প্রতিমূর্তি, কিন্তু কোন পয়েন্টের ভিত্তিতে তোমরা শান্তি অনুভব করেছ ? উদাহরণস্বরূপ, যখন তুমি বলো, "আমি আত্মা, পরমধাম নিবাসী" , তোমরা শান্তির অনুভব করো । আবার যখন বলো, "সত্যযুগে, আমি আত্মা সুখ- শান্তির প্রতিমূর্তি" , তখন এর অনুভব অনেকটা অন্যরকম । এইরকমই কর্ম করাকালীন অশান্তির বাতাবরণে থেকেও যখন তোমরা বলবে, "আমি আত্মা শান্তস্বরূপ " , তখন সেই অনুভব আবার আরেকটু অন্যরকম হবে । এতসবের মধ্যেও তোমরা সেই শান্তস্বরূপ আত্মাই, পার্থক্য কেবল তিন-অনুভবে, তাই না ! অতএব, এইরকম শান্ত স্বরূপের অনুভূতিতে তোমাদের রোজ প্রগ্রেস হয় । কখনও কখনও একটা পয়েন্টে শান্তস্বরূপ স্থিতির অনুভব করো আবার কোনও সময় অন্য পয়েন্টে করো । তারপর তোমরা রোজ নতুন কিছু অনুভব করবে । নিজেকে অনবরত এর সাথে বিজি রেখে অর্থাৎ ব্যস্ত রেখে সবসময় তোমরা নতুন নতুন কিছু অনুভব করবে । তানাহলে, চলতে চলতে স্মরণের ওই একই বিধির, একই নিয়মে মুরলি শোনা এবং পড়া, একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হলে কমন অনুভব হতে থাকে; আর এইজন্য উত্সাহ-উদ্দীপনা যেমন ছিলো সবসময়ই তেমনই থেকে যায় আর অগ্রসর হতে পারে না । যার ফলে তোমরা মাঝে মাঝে অমনোযোগী হয়ে যাও - "আমি জানি কিভাবে, এটা করতে হয় ! আমি আগে থেকেই জানি " ! এইসব কারণে উড়তি কলার বদলে

তোমরা স্থির কলায় উপনীত হও । এইজন্য তোমাদের নিজেদের জন্য এবং যে আত্মাদের তোমরা সহায়ক হয়েছ তাদের জন্য এই বিধি অবশ্যই তোমাদের প্রয়োজন । সর্বদা নবীনতার অনুভব করো । তোমরা বুঝেছ ? তোমরা মেজরিটি আত্মারা সেবার নিমিত্ত । সুতরাং, তোমাদের এই বিশেষত্ব ধারণ করতে হবে । প্রতিদিন কোনও না কোনও পয়েন্ট বার করো । শান্ত স্বরূপের অনুভূতির পয়েন্টস কি ? সেইরকম প্রেমস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ হওয়ার বিশেষ পয়েন্টগুলো তোমাদের বুদ্ধিতে রেখে রোজ নতুন নতুন অনুভব করো । সর্বদা মনে রাখবে, প্রতিদিন নতুন কিছু অনুভব করে অন্যকেও ওই একই অনুভব করাবে । তারপর তোমরা অমৃতবেলায় বসতে অনেক উত্সাহ পাবে । তানাহলে, অলসতার তরঙ্গে ভেসে যাবে । যখন নতুন জিনিস তুমি লাভ করছ তখন আর অলস হয়োনা । যখন একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয়, ধীরে ধীরে ভিতরে আলস্য চলে আসে । সুতরাং, তোমর বুঝতে পারছ তোমাদের কি করতে হবে ! কার্যসাধনের নিয়ম বুঝতে পেরেছ ? তোমার কোনও প্রশ্ন থাকলে তোমরা এখন তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারো । বিদেশীরা সাধারণতঃ ভ্যারাইটি পছন্দ করে । পিকনিকে যেমন তোমাদের কিছু নোনতা, কিছু মিষ্টি চাই; নানা ভ্যারাইটি তোমাদের প্রয়োজন; সেরকমই, যখন তোমরা বিশেষ অনুভবের জন্য বসো তখন বুঝবে, এখন বাপদাদার সাথে ভ্যারাইটি পিকনিকে যেতে হবে । 'পিকনিক ' শব্দ শুনতেই তোমরা তত্পর হয়ে উঠবে, অলসতা পালিয়ে যাবে । এমনিতে তোমরা পিকনিকে বা বাইরে যেতে তো পছন্দ করো, তাই না ? তবে, যাও বাইরে ! কখনও পরমধামে যাও, কখনও স্বর্গে যাও, কখনও মধুবনে এসো, কখনও লন্ডন সেন্টারে যাও, কখনও অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে যাও । ভ্যারাইটি থাকায় তোমরা হৃদয়ে অতিশয় তৃপ্তি অনুভব করো।

বরদানঃ বেহদের সম্পূর্ণ অধিকারের নিশ্চয় করে এবং রুহানী নেশায় থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ, সম্পত্তিবান ভব

এই সময় তোমরা বাচ্চারা এমন শ্রেষ্ঠ আর পূর্ণ অধিকারপ্রাপ্ত হও যে অলমাইটি অথরিটির উপর তোমাদের অধিকার জন্মায় । পরমাত্মা অধিকারী বাচ্চারা সর্ব সস্বন্ধের এবং সর্ব সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত করে । একমাত্র এই সময়েই বাবা দ্বারা "সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি ভব" -এই বরদান লাভ করো । তোমাদের কাছে সর্বগুণের, সর্বশক্তির, এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অবিনাশী সম্পত্তি আছে, এইজন্য তোমাদের মতো সম্পদশালী আর কেউ নেই ।

স্লোগানঃ- সর্বদা সতর্ক থাকলে একাগ্রতার অভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - একমাত্র বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখো। যদি তাঁর মত অনুসারে চল তাহলে বাকি সব মিত্র-সম্বন্ধীদের থেকে মমত্ব চলে যাবে।"

প্রশ্ন:- কোন কথা বাবা ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষেই বলা সম্ভব নয় ?

উত্তর:- আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা, তোমাদেরকে পড়াতে এসেছি, আমি তোমাদেরকে আমার সাথে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এইরকম কথা বলার শক্তি বাবা ছাড়া কোনো মানুষের মধ্যেই নেই। তোমাদের নিশ্চয় আছে - এই নতুন জ্ঞান নতুন বিশ্বের জন্য, যেটা রুহানি বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থী।

*গীত:- ভালানাথের মতো অনন্য আর কেউ নেই *

বাচ্চাদেরকে চিরকাল বাবাই দিয়ে থাকেন। একজন হয় হদের বাবা, যে তার ৫-৮ জন বাচ্চাকে উত্তরাধিকার দেয়। বেহদের বাবা বেহদের উত্তরাধিকার দেন। সকলের বাবা এক তিনিই। লৌকিক বাবা তো অনেক আছে এবং তাদের অনেক সন্তানও হয়। ইনি হলেন সকল সন্তানের পিতা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকেও বাবা বলা যাবে না। শঙ্করের কাজটাই আলাদা। তিনি দান করেন না। একমাত্র নিরাকার বাবার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তিনি হলেন পরমপিতা, ওপরের থেকেও ওপরে মূলবতনের নিবাসী। বোঝানোর জন্য ভালো যুক্তি প্রয়োজন, মিষ্টি কথাও প্রয়োজন। কাম হল মহাশত্রু - এর ওপর বিজয়ী হতে হবে। কন্যারা তো স্বতন্ত্র। এমন অনেক মানুষ আছে যারা ব্রহ্মচর্যে থাকতে পছন্দ করে। বিকারী পরিবার মার্গে যেতে না চাইলে এইভাবে থেকে যায়, এতে নিষেধ নেই। কথায় আছে কন্যাদের কানাইয়া, অর্থাৎ শিব হলেন কন্যাদের পিতা। কৃষ্ণকে কন্যাদের বাবা বলা যাবে না। এখানে তো ব্রহ্মাকুমারীরা আছে। কৃষ্ণ-কুমারী হয় না। কৃষ্ণকে প্রজাপিতাও বলা হয়না। কন্যা এবং মাতাদেরকেই তো সহ্য করতে হয়। কিন্তু হৃদয় (অন্তর) পরিষ্কার হতে হবে। বুদ্ধিযোগ এক বাবার সাথেই লেগে থাকলে অনেকের থেকে বুদ্ধি উঠে যাবে। পাক্কা নিশ্চয় যেন থাকে যে আমাকে কেবল বাবারই হতে হবে। তাঁর মত অনুসারে চলতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে তুমি তোমার যুগলকেও বোঝাও যে এখন কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। কংসপুরীর বিনাশের প্রস্তুতি চলছে। কৃষ্ণপুরীতে যেতে চাইলে বিকারকে ছাড়তে হবে। কৃষ্ণপুরীতে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে। এখন তোমাকে আমার এবং তোমার দুজনেরই কল্যাণ করতে হবে। আমি এবং তুমি দুজনেই এক ভগবানের সন্তান। তুমিও এটা বল যে ভগবান আমাদের বাবা, তাহলে আমরা তো নিজেদের মধ্যে ভাই বোন হয়ে গেলাম। তাই বিকারে যাওয়া উচিত নয়। ভারত যখন পবিত্র ছিল তখন সবাই সুখী ছিল, এখন তো দুঃখী। নরকে ধাক্কা খেতে থাকছে। বাবা বলছেন দুই হাত বাবার হাতে দিয়ে পবিত্র হয়ে স্বর্গে চল। এখন কেন আমরা ২১ জন্মের উত্তরাধিকারকে হারালাম। প্রতিদিন বোঝাতে থাকলে হাড় নরম হয়ে যাবে (মন গলবে)। কন্যারা তো স্বাধীন, শুধু খেয়াল রাখতে হবে যে তাদের সঙ্গ যেন খারাপ না হয়। এই অপবিত্র ব্রষ্টাচারী দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাবা বলছেন - যদি পবিত্র হও তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে। বিষ্ঠার কীট হলে তাদেরকে ভুঁ ভুঁ করে নিজের সমান বানাতে হবে। শক্তি সেনার মধ্যে তো শক্তিও থাকতে হবে, তাই না। সন্তানদেরকে তো সামলাতেই হবে। কিন্তু মোহ রাখা যাবে না। একের সাথেই যেন বুদ্ধির

যোগ থাকে। চাচা, মামা, কাকারা হল এই সৃষ্টিরপী নাটকের অভিনেতা। এখন খেলা সম্পূর্ণ হচ্ছে, ফেরত যেতে হবে। বিকর্মের হিসাব ইত্যাদি মেটাতে হবে। এই পুরানো দুনিয়াকে হৃদয় থেকে সরিয়ে দিতে হবে। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলছেন শ্রীমৎ অনুসারে চললে স্বর্গের বাদশাহী পাবে। এটা ভগবানের শ্রীমৎ। রাজযোগের দ্বারা বরাবর রাজাদের রাজা হয়। এই মৃত্যুলোক তো এখন বিনাশ হবে। তাহলে কেন না বাবার থেকে ২১ জন্মের পুরো উত্তরাধিকার নিয়ে নিই। স্টুডেন্ট (শিক্ষার্থী) বোঝে যে আমি যদি ভালো করে পড়ি তাহলে ভাল নম্বর পেয়ে পাস করব। আর এখানে ভাল নম্বর পেয়ে পাস করলে সেখানে স্বর্গেও উঁচু পদ পাব। রাজকুমার-রাজকুমারী হওয়ার লক্ষ্য তো রাখতে হবে। সবাই তো হবে না। প্রজা তো অনেক অনেক তৈরি হচ্ছে। প্রদর্শনীর দ্বারা ধীরে ধীরে অনেক প্রভাব বিস্তার হবে।

তোমরা জানো, যে নাটক এখন হচ্ছে সেটা ৫০০০ বছর আগেও হয়েছিল। বাবা বলছেন আমিও নাটকের বন্ধনে বাঁধা। আমার পার্ট না থাকলে আমিও কিছু করতে পারিনা। এইরকম নয় যে স্বদর্শন চক্র দিয়ে কারোর মাথা কেটে দিই। স্বদর্শন চক্রের অর্থও তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে। শাস্ত্রে তো অনেক কথা লিখে দিয়েছে। স্ব-দর্শন অর্থাৎ সৃষ্টির আদি, মধ্য, অন্তকে জানা। স্ব অর্থাৎ আত্মার সৃষ্টি চক্রের দর্শন হয়েছে যে, আমরা বরাবর ৮৪ চক্র পরিক্রমা করি। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী... এখন চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। আবার নতুন চক্র ঘুরবে। এই চক্র ভারতেরই। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ভারতবাসীদেরই পার্ট আছে। যখন ভারতের দুই যুগ শেষ হয় তখন অর্ধেক দুনিয়া শেষ হয়, তাকেই প্যারাডাইস (স্বর্গ) বলা হয়। এছাড়া অন্যান্য ধর্মগুলো তো আসেই তারপরে। তাদেরকে বলা, তোমাদের আগে এই দুনিয়া স্বর্গ ছিল, নতুন ছিল। এখন পুরাতন দুনিয়া হয়ে গেছে। তোমরা জানো যে শুরুতে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশীরা ছিল। সেই রাজধানীর যখন শেষ হয় তখন নতুন এবং পুরানোর মাঝখানে মধ্যবর্তী দুনিয়া আসে। প্রথম অর্ধেক কল্প শুধু ভারতই ছিল। সমগ্র নাটক আমাদের ওপরেই তৈরি হয়েছে। আমরাই শ্রেষ্ঠাচারী দ্বিমুকুটধারী রাজা ছিলাম। আবার আমরাই ব্রহ্মাচারী হয়েছি, পূজ্য থেকে পূজারী - আর কেউ এইরকম কথা বলতে পারবেনা। বোঝানোর কত সহজ বিষয়। পরম আত্মা (সুপ্রীম রুহ) এই রুহানী জ্ঞান বাচ্চাদেরকে দিচ্ছেন। তোমরা জানো যে আমাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে বাবা জ্ঞান দিচ্ছেন। বাবা বলছেন যে আমি আত্মাদেরকে পড়াচ্ছি। আত্মাদেরকে সাথে নিয়ে যাব। আর কারোর এইরকম বলার সাহস নেই। যদি কেউ নিজেকে ব্রহ্মা অথবা ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলেও, তবুও সেই সামর্থ্য তাদেরও নেই। , এখানের জ্ঞানকেও কিছুটা কপি করে নেবে, কিন্তু তারা এইপথে চলতে পারবেনা। সত্য সর্বোপরি সত্যই হয়, সত্য কখনও লুকিয়ে থাকতে পারেনা। অন্তিম কালে বলতেই হবে - হে প্রভু, আপনি যেটা বলেন সেটাই সত্য, বাকি সব মিথ্যা। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন সত্য। তিনি নিরাকার। শিবরাত্রির অর্থও বোঝেনা। যদি কৃষ্ণের শরীরে আসেন তাহলে বলবেন আমি কৃষ্ণের শরীরে এসে তোমাদের জ্ঞান দিই। এটা তো হতে পারেনা। এটা হল জ্ঞান, এতে ভাল করে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আমরা হলাম ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থী (গডলী স্টুডেন্ট), এটা বুদ্ধিতে না থাকলে বুদ্ধিতে কিছুই বসবেনা। এটা হল তোমাদের অনেক জন্মের শেষে অন্তিম জন্ম। এই মৃত্যুলোকের এখন বিনাশ হবে। তাই এখন আমি অমরপুরীর মালিক বানানোর জন্য এসেছি। সত্য নারায়ণের কথা অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জ্ঞান, কথা নয়। পুরাতন, প্রাচীন বিষয়কে কথা বলা হয়। এটা হল জ্ঞান। তোমাদের একটা লক্ষ্যও আছে। এটা একটা কলেজও। ইতিহাস, ভূগোল হল পুরাতন কথা। অমুক-অমুক রাজা রাজত্ব করতেন। এখন বাবা বলছেন নাটকে আমারও পার্ট আছে। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা

বিনাশ। বিনাশের জন্য ওরা তো এইসব বোমা ইত্যাদি বানাবেই। যাদব, কৌরব, পাণ্ডবরা কি করত? শাস্ত্রে তো উল্টোপাল্টা লিখে দিয়েছে। যাদবদের জন্য ঠিকই লিখেছে যে নিজেদের কুলের বিনাশ নিজেরাই করেছে। কিন্তু পাণ্ডব আর কৌরবদের হিংসক যুদ্ধ দেখিয়ে দিয়েছে। এটা তো হয়নি। তোমাদের সাথে আছেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি হলেন প্রধান পান্ডা এবং গাইড। তিনিই পতিত-পাবন এবং মুক্তিদাতা। রাবণ রাজ্য থেকে মুক্তি দিয়ে রাম রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন। বাবা বলছেন, এই রাবণ রাজ্য বিনাশ হয়ে, মূর্দাবাদ হয়ে আবার পবিত্র, শ্রেষ্ঠাচারী সত্যযুগী রাজ্য শুরু হচ্ছে। এটা তোমরা বাচ্চরাই জানো এবং অন্যকে বোঝাতেও পার। আর কেউ এটা জানেনা। ভক্তিমার্গের লোকেরা শাস্ত্র তো অনেক জানে। মনে করে ভক্তির দ্বারা ভগবানকে পেতে হবে। অর্ধেক কল্প হল ভক্তিমার্গ। ভক্তির শেষে জ্ঞানের সাগর এসে জ্ঞানের ইনজেকশন দেন। এটা হল তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের পতিত-পাবন গড ফাদারলি স্টুডেন্ট লাইফ। পতিত-পাবন মানে সংগুরু। গড ফাদার মানে পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি আবার শিক্ষক রূপে রাজযোগও শেখান। কত সহজ কথা। আগে পতিত-পাবন অবশ্যই লিখতে হবে। গুরু সকলের থেকে বুদ্ধিমান হন। মনে করে গুরু সদগতি দেন, দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন। বাবা কত ভাল করে বোঝাচ্ছেন। কিন্তু এটা কারোর বুদ্ধিতে বসেনা যে আমরা ভগবানের সন্তান তাই উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হবে। বাবা বলছেন হে আমার বাচ্চারা, তোমরা রাবণের ওপর বিজয় লাভ করলে জগৎজিৎ হয়ে যাবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা যেসকল মিষ্টি, বাচ্চাদেরকেও সেইসকল মিষ্টি হতে হবে। যুক্তির দ্বারা বোঝাতে হবে, পরে অবশ্যই বুঝবে। তোমাদেরকেও বিশ্বাস করবে। দেখবে যে লড়াই তো লেগে গেছে, কেন না বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে নিই। এইসকল যুদ্ধ ইত্যাদির সময়ে বিকারের কথা স্মরণে থাকেনা। কেউ এইসকল বলবেনা যে বিনাশ হওয়ার আগে বিশ্বের স্বাদ তো নিয়ে নিই। সেই সময়ে নিজেকেই সামলাতে থাকবে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই কাম কাটারী চালানোর ফলে তোমাদের এই অবস্থা হয়ে গেছে, দুঃখী হয়ে গেছ। পবিত্রতাকেই সুখ আছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, তাই তো তাদের পূজা করা হয়। কিন্তু এই সময়ে দুনিয়ায় ঠকবাজের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এখানে কেউই প্রভু বা কর্তা নয়। প্রজার ওপর প্রজার রাজত্ব। স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের কত সুন্দর পয়লা নম্বর রাজ্য ছিল। একে সেই ভারত কে বলবে! এসবই ভুলে গেছে। রুদ্রমালা, তারপরে বিষ্ণুর মালা। ব্রাহ্মণদের মালা তো হতে পারে না। কারণ নিচে ওপরে নামতে উঠতে থাকে। আজ যে ৫-৬ নম্বরে, কালকে দেখ সে নেই। উত্তরাধিকার থেকে, রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। বাকি থাকল প্রজা পদ। যদি এখানে থেকেও ছেড়ে দেয় তাহলে প্রজাতেও উঁচু পদ পাবে না। অনেক বিকর্ম হয়ে যায়। তোমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন - কত আশ্চর্যজনক কথা। এটা হল নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান। তোমরা নতুন বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন পুরাতন বিশ্বে কড়ি তুল্য হয়ে গেছ। বাবা কড়ি তুল্যকে পুনরায় হীরে তুল্য বানান। তোমরা কাঁটা থেকে ফুল হচ্ছে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কোনো সম্বন্ধের প্রতিই মোহ রাখা যাবেনা। অন্তরের সত্যতা এবং স্বচ্ছতার দ্বারা নির্বন্ধন হতে হবে। বিকর্মের হিসাব চুক্ত করতে হবে।

২) মিষ্টি বাণী এবং যুক্তিযুক্ত কথার দ্বারা সেবা করতে হবে। পুরুষার্থ করে ভাল নম্বর পেয়ে পাস করতে হবে।

*বরদান:- বাবার থেকে প্রাপ্ত বরদানগুলিকে সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করে ফলদায়ক করতে সমর্থ বরদানী মূর্ত হও(ভব)।

বাবার থেকে যে সকল বরদান প্রাপ্ত হয় সেগুলোকে যদি সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ কর তবে বরদান অক্ষুণ্ণ থাকবে। বরদানের বীজকে ফলদায়ক বানানোর জন্য তাকে বারবার স্মৃতির জল দাও, বরদানের স্বরূপে স্থিত হওয়ার রোদ দাও। তাহলে একটা বরদান অনেক বরদানকে সাথে নিয়ে আসবে এবং তার ফলে বরদানী মূর্ত হয়ে যাবে। যত বরদানকে সময় অনুসারে কার্যে প্রয়োগ করবে তত বরদান এবং শ্রেষ্ঠ স্বরূপ দেখাতে থাকবে।

স্লোগান:- মনোযোগ (অ্যাটেনশন) যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে দুশ্চিন্তা (টেনশন) নিজে থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরানো দেহের ভানকে ভুলে যাও, এর প্রতি মমত্ব দূর করো, তাহলেই তোমরা ফার্স্ট ক্লাস শরীর প্রাপ্ত করতে পারবে, তোমাদের এই শরীর তো শেষ হয়েই আছে"।

প্রশ্ন :- এই নাটকের অটল নিয়ম কি, যে কথা মানুষ জানে না ?

উত্তর :- যখন জ্ঞান থাকে তখন ভক্তি থাকে না, আবার যখন ভক্তি থাকে তখন আবার জ্ঞান থাকে না। যখন পবিত্র দুনিয়া ছিল তখন একজন মানুষও পতিত ছিল না আবার যখন পতিত দুনিয়া থাকে তখন একজনও পবিত্র থাকে না এই হল নাটকেইর অটল নিয়ম, যে নিয়ম কোনো মানুষই জানে না।

প্রশ্ন :- সত্যিকারের "কাশীর মুক্তি" (কাশী কলবট) কাকে বলা হবে ?

উত্তর :- অন্তিম সময়ে কারো স্মরণই যেন না আসে। এক বাবা-ই যেন স্মরণে থাকে। একেই বলা হয় "কাশীর মুক্তি"। "কাশীর মুক্তি" অর্থাৎ পাশ উইথ অনার হওয়া। যাতে সামান্যতম সাজাও না খেতে হয়।

গীত :- তোমাদের দ্বারে এসেছি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে.....

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। কারণ বাচ্চারাও যেমন বাবাকে আপন করেছে ঠিক তেমনই বাবাও বাচ্চাদের আপন করেছে। কেননা এই দুঃখধাম থেকে মুক্ত করে শান্তিধাম আর সুখধামে একমাত্র বাবাকেই নিয়ে যেতে হবে। এখন তোমরা সেই সুখধামে যাওয়ার জন্য যোগ্য তৈরী হচ্ছ। পতিত মানুষ কখনো পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারবে না। এর কোনো নিয়ম নেই। এই পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার নিয়ম একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই জানো। সমস্ত মানুষই এই সময় পতিত এবং বিকারী। যেমন তোমরাও পতিত ছিলে, কিন্তু সেইসব অপগুণ দূর করে তোমরা এখন সর্বগুণ সম্পন্ন দেবী - দেবতা হতে চলেছ। গানেও এই কথা বলা আছে যে -- আমরা জীবনমৃত অবস্থা পেতে বা তোমার হতে এসেছি। এখন তুমি যে মত দেবে সেই মতেই আমরা চলবো। কারণ তোমার মতই হল সর্বোত্তম মত। আর এই দুনিয়ায় যে সকল অন্য মত আছে সে সবই আসুরী মত। এতটা সময় ধরে আমরা তো জানতামই না যে আমরা আসুরী মতে চলেছি। না দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারে যে তারা ঈশ্বরীয় মতে চলেছে না, তারা রাবণের মতে চলেছে। বাবা বলেন যে, "বাচ্চারা অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা রাবণের মতে চলে এসেছ"। সে হল ভক্তিমার্গ বা রাবণ রাজ্য। বলা হয় *রাম রাজ্য জ্ঞান কান্ড আর রাবণ রাজ্য ভক্তি কান্ড*। তাহলে হল জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য। কিন্তু কিসের বৈরাগ্য? ভক্তি আর পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য। জ্ঞান হল দিন আর ভক্তি হল রাত। রাতের পর তো দিনই আসে। পুরানো দুনিয়া আর ভক্তির থেকে বৈরাগ্য আনতে হবে। এ হল সঠিক বেহদের বৈরাগ্য। সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য আবার আলাদা। তারা কেবল ঘর সংসারের বৈরাগ্য নেন। এও এই নাটকে নিহিত আছে। এ হল হদের বৈরাগ্য বা প্রবৃত্তির সন্ন্যাস। বাবা বোঝান যে - "তোমরা বেহদের সন্ন্যাস কিভাবে করবে। তোমরা হলে আত্মা। ভক্তিতে আত্মা বা পরমাত্মার জ্ঞান থাকে না"। আমরা আত্মারা কি, কোথা থেকে আসি, আমাদের কি অভিনয় করতে হয়, ভক্তিতে

কিছুই জানা যায় না। সত্যযুগে কেবল আত্মার জ্ঞান থাকে। আমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করি। সত্যযুগে পরমাত্মার জ্ঞানের দরকার হয় না, তাই সেখানে কেউ পরমাত্মাকে স্মরণ করে না। এই নাটক এমনভাবেই বানানো হয়েছে। বাবা হলেন সর্বজ্ঞানী। এই সৃষ্টিচক্রের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান বাবার কাছেই আছে। বাবা-ই তোমাদের এই আত্মা আর পরমাত্মার জ্ঞান দিয়েছেন। তোমারা যে কোনো লোককেই জিজ্ঞেস করতে পারো যে আত্মার স্বরূপ কি? তারা বলবে আত্মা হল জ্যোতি - স্বরূপ। কিন্তু তা কি জিনিস সে বিষয় কেউই জানে না। এখন তোমরা জানো যে আত্মা হল খুব ছোটো একটি বিন্দু, তারার মতো। বাবাও ঠিক তারার মতো। কিন্তু তাঁর অনেক মহিমা। এখন বাবা তোমাদের সামনে এসে বোঝান যে তোমরা কিভাবে মুক্তি আর জীবনমুক্তি পেতে পার। বাবার শ্রীমতে চললে তোমরা উঁচু পদ পেতে পারবে। মানুষ দান - পুণ্য, যজ্ঞ ইত্যাদি করে থাকে। তারা ভাবে যে এসব করলে ভগবান আমাদের দয়া করে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। কি জানি কখন না কখন ভগবানকে পাওয়া যায়। তোমরা তাদের জিজ্ঞেস করো, কবে পাবে? তখন তারা বলবে, এখনো অনেক সময় আছে, অন্তিম সময়ে ঠিক পাওয়া যাবে। মানুষ সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে। তোমরা এখন প্রকাশের আলোয় এসেছ। তোমরা এখন গুপ্ত রূপে পতিত মানুষদের পবিত্র বানানোর নিমিত্ত হয়েছ। তোমাদের এই কাজ খুব শান্তি সহকারে করতে হবে। এমন ভালোবেসে সকলকে বোঝাও যে মানুষ থেকে দেবতা বা কড়ি থেকে হীরের তুল্য এক মুহূর্তেই হতে পারে। এখন বাবা বলেন, কল্পে কল্পে আমাকে এসে বাচ্চাদের সেবায় উপস্থিত হতে হয়। এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে চলে সেইকথা বুঝিয়ে বলতে হয়। সত্যযুগে দেবতারা খুব আনন্দে থাকে। তারা বাবার বর্ষা বা সম্পত্তি প্রাপ্ত করেছে। তাই কোনো চিন্তার বিষয় নেই। এই গায়ন আছে যে "আল্লার বাগিচা।" সেখানে সব মহলই হীরে আর জহরতের ছিল, সকলেই ধনবান ছিল। এইসময় বাবা তোমাদের জ্ঞান - রত্নের দ্বারা অনেক ধনবান বানাচ্ছেন। এরপর তোমরা একনশ্বর শরীরও প্রাপ্ত করবে। এখন বাবা তোমাদের বলেন যে দেহ - অভিমান ছেড়ে দেহী - অভিমানী হও। এই দেহ আর দেহ - সম্বন্ধীয় যা কিছুই আছে সবই পার্থিব বস্তু। তোমরা নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করো, কারণ ৮৪ জন্মের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে তাই নিজের ঘরে ফিরে চলো। বুদ্ধিতে যেন তোমাদের এই কথা থাকে যে এখন এই পার্থিব দুনিয়া ছাড়ছি, তখনই বুদ্ধির যোগ বাবার সঙ্গে থাকবে আর বিকর্মও বিনাশ হবে। গৃহস্থ জীবনে থেকে পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র থাকতে হবে। সবোতে থেকেও পৃথক এবং সবকিছুর উর্ধ্বে থাকো। বানপ্রস্থীরা বাড়ি ঘর ছেড়ে সাধুদের কাছে গিয়ে বসে থাকে। কিন্তু এই কথাই তারা জানে না যে সেখানে কি পাবে। *বাস্তবে মানুষের মমত্ব তখনই দূর হয় যখন তারা প্রাপ্তি সম্বন্ধে জানতে পারে*। অন্তিম সময়ে সন্তান - সন্ততিও স্মরণে আসে না। এখানে তোমরা জানতে পারো যে এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মমত্ব দূর করতে পারলেই বিশ্বের মালিক হতে পারব। এখানকার প্রাপ্তি অনেক বড়। বাকি দুনিয়ার মানুষ যা কিছুই পড়ে সবই অল্পকালের সুখের জন্য। ভক্তিও করে অল্পকালের সুখের জন্য। মীরার সাক্ষাত্কার হয়েছিল কিন্তু রাজ্য তো পায় নি।

তোমরা জানো যে বাবার মতে চললে তোমরা অনেক বড় পুরস্কার পাবে। পবিত্রতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করার জন্য তোমরা কত পুরস্কার পাও। বাবা বলেন এখন এই দেহের ভান ত্যাগ করো। আমি তোমাদের সত্যযুগে একনশ্বর দেহ আর দেহের সম্বন্ধী দেবো। ওখানে দুঃখের কোনো চিহ্ন থাকবে না, তাই এখন সম্পূর্ণভাবে আমার মতে চলো। মাগ্না, বাবা চলেছিলেন তাই প্রথম বাদশাহী তাঁরাই প্রাপ্ত করবেন। এইসময় তাঁরা জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী হন আর সত্যযুগে রাজ -

রাজেশ্বরী হবেন। ঈশ্বরের জ্ঞানে তোমরা রাজার রাজা হতে পারো কিন্তু সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকে না। এই জ্ঞান তোমরা এখনই পেয়ে থাক। এখন তোমাদের এই দেহ -ভান ত্যাগ করতে হবে। আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, এইসব ভুলতে হবে। এইসবই প্রায় মৃত অবস্থায় আছে কল্পনা করতে হবে। আমাদের শরীরও মৃত মনে করতে হবে। আমাদের তো বাবার কাছে যেতে হবে। এইসময় আত্মার জ্ঞানও কারোর নেই। সত্যযুগে আত্মার জ্ঞান থাকে। তাও অন্তিম সময়ে যখন শরীর বুড়ো হয়ে যায় তখন আত্মা বলে - এখন আমার শরীর বুড়ো হয়েছে এখন আমাকে নতুন নিতে হবে। প্রথমে তোমাদের মুক্তিধামে যেতে হবে। সত্যযুগে এমন কথা বলবে না যে ঘরে যেতে হবে। না। ঘরে ফেরার সময় এখনই। এখানে তোমাদের সামনে বসিয়ে কিভাবে একটু একটু করে বুদ্ধিতে বসানো হয়। সামনে বসে শোনা আর মুরলী পড়ার মধ্যে রাত দিনের তফাত। আত্মার এখন নিজের পরিচিতি মিলেছে যাকে জ্ঞানের চক্ষু বলা হয়। এই কথা বোঝার জন্য কত বিশাল বুদ্ধি চাই। ছোট তারার মতো আত্মাতে কতো বড় পার্ট ভরা আছে। এখন বাবার পিছনে আমরাও যাবো। সবার শরীরই শেষ হয়ে যাবে। এই পৃথিবীর ইতিহাস এবং ভৌগলিক অবস্থান আবার রিপিট হবে। তোমাদের গৃহত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। কেবল মমত্ব দূর করতে হবে আর পবিত্র থাকতে হবে। কাউকে দুঃখ দিও না। প্রথমে নিজে জ্ঞানের মন্ডন করো তারপর সবাইকে সেই জ্ঞান শোনাও। শিববাবা তো বিচার সাগর মন্ডন করেন না। তিনি বাচ্চাদের জন্য এই কথা বলেন। তবুও এটাই বোঝো যে শিববাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। ব্রহ্মাবাবার এইকথা মনে হয় না যে তিনি শোনাচ্ছেন। শিববাবাই শোনান। একেই নিরহংকারিতা বলা হয়। একমাত্র শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা যে বিচার সাগর মন্ডন করেন, তাই শোনান। এখন বাচ্চারাও তাঁর অনুসরণ করছে। যতটা সম্ভব নিজের সঙ্গে কথা বলতে থাকো, রাতে জেগেও চিন্তন চালানো উচিত। শুয়ে নয়, উঠে বসে চিন্তা করা উচিত। আমি আত্মা কতো ছোটো একটি বিন্দু। বাবা কতো জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে বলেছেন - এ হল সুখদাতা বাবার জাদু। বাবা বলেন তোমাদের নিদ্রাজয়ী বাচ্চা হতে হবে এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে দেহের মিত্র সম্বন্ধীদেরও ভুলতে হবে। এই সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে যাবে। আমাদের বাবার থেকেই বর্ষা বা সম্পত্তি নিতে হবে আর সবার থেকে মমত্ব দূর করে গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। শরীর ত্যাগের সময় কোনো আসক্তি যেন না থাকে। সবাইকে সত্যিকারের "কাশীর মুক্তি" (কাশী কলবট) পেতে হবে। স্বয়ং কাশীনাথ শিববাবা তোমাদের বলেন যে আমি তোমাদের সবাইকে নিতে এসেছি। "কাশীর মুক্তি" এখন তোমাদের পেতেই হবে। এখনই প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসার সময়। সেই সময় তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কাশীতে মানুষ ঈশ্বরের স্মরণে থেকেই কুয়োতে ঝাঁপ দিত। কিন্তু এই কুয়োতে ঝাঁপ দিলে কিছুই হবে না। এখানে তো তোমাদের এমন হতে হবে যাতে সাজা না খেতে হয়। না হলে উঁচু পদ পেতে পারবে না। বাবার স্মরণে থাকলেই বিকর্ম বিনাশ হয়। সাথে সাথে এই জ্ঞানও তোমাদের আছে যে তোমরাই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করবে। এই জ্ঞান ধারণ করতে পারলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে। কোনো বিকর্ম তোমরা করো না। কিছু জিজ্ঞেস করতে হলে বাবার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারো। সার্জন তো আমি একজনই। চাইলে বাবার সামনে বসে জিজ্ঞেস করতে পারো অথবা চিঠি লিখেও জিজ্ঞেস করতে পারো, বাবা তোমাদের রাস্তা বলে দেবেন। বাবা কতো ছোটো, ঠিক তারার মতো। কিন্তু তাঁর মহিমা কতো গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কর্তব্য করেছিলেন তাই তো তাঁর মহিমা গাওয়া হয়। ঈশ্বরই হলেন সবার সঙ্গতি দাতা, তাই তাদেরও জ্ঞানদাতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর।

বাবা বলেন - বাচ্চারা , এক বাবাকে স্মরণ করো আর অতি মিষ্টি হয়ে যাও । শিববাবা কতো মিষ্টি । তিনি ভালোবেসে সকলকে বুঝিয়ে বলেন । বাবা যদি প্রেমের সাগর হন তাহলে তিনি অবশ্যই সকলকে ভালোবাসবেন । বাবা বলেন মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দিও না । যদি কারোর সঙ্গে তোমাদের শত্রুতাও থাকে তবুও কাউকে দুঃখ দেওয়ার চিন্তা যেন তোমাদের বুদ্ধিতে না আসে । সবাইকে সুখের কথাই তোমাদের বলতে হবে । কারোর জন্যই মনে খারাপ চিন্তা রেখো না । দেখো *দুনিয়ার লোক শংকরাচার্য ইত্যাদি সন্ন্যাসীদের কত বড় বড় রূপোর সিংহাসনে বসিয়ে রাখে । এখানে শিববাবা যিনি তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য বানান , তাঁরও তো হীরের সিংহাসন হওয়া চাই , কিন্তু শিববাবা বলেন আমি পতিত শরীর আর পতিত দুনিয়াতেই আসি । দেখো বাবা কিভাবে তাঁর আসন নিয়েছেন । নিজের থাকার জন্যও তিনি কিছুই চান না* । যেখানে খুশী থাকতে পারতেন । এই গাওয়াও হয় যে, ভগবান এসে কারো পুরানো দেহে নিজেকে আবৃত রেখে নিজের কাজ করে দেখান । এখন বাবা তোমাদের স্বর্ণ যুগের পৃথিবীর মালিক বানাতে এসেছেন । তিনি বলেন আমি এই পৃথিবীর তিন পা (তিন বর্গ ফুট) জমিও নিই না । তোমরাই এই বিশ্বের মালিক হও । নাটকে আমার এইরকম পার্টই আছে । ভক্তিমার্গেও আমাকেই সকলকে সুখ দিতে হবে । মায়া তোমাদের খুব দুঃখী বানিয়ে দেয় । বাবা তোমাদের সেই দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যায় । এই খেলা কেউই জানে না । এখন এক রয়েছে ভক্তির জৌলুস (pomp) আর এক মায়ার জৌলুস । দেখো, সায়েন্স কি কি বানিয়ে ফেলেছে । মানুষ ভাবে আমরা স্বর্গে বসে আছি । বাবা বলেন এ হল সাইন্সের জৌলুস । এইসবও শেষ হওয়ার মুখে । এইসব বড় বড় বাড়ি সবই ভেঙ্গে যাবে তারপর এই সায়েন্সই সত্যযুগে তোমাদের সুখের কাজে আসবে । এই সায়েন্সের দ্বারাই বিনাশ হবে । তারপর এর দ্বারাই তোমরা অনেক সুখ ভোগ করবে । এ সবই খেলা । বাচ্চারা তোমাদের অনেক মিষ্টি স্বভাবের হতে হবে । মাঝা, বাবা কখনো কাউকে দুঃখ দিতেন না । তাঁরা বোঝাতেন বাচ্চারা তোমরা নিজেদের মধ্যেই লড়াই - ঝগড়া করো না । কখনোই মাতা - পিতার সম্মান নষ্ট করো না । এই পার্থিব শরীরের মমত্ব দূর করো । এক বাবাকেই স্মরণ করো । এই দুনিয়ার সবকিছুই শেষ হয়ে যাবার জিনিস, এখন তোমাদের ঘরে যেতে হবে । বাবাকে এই সেবাকাজে সাহায্য করতে হবে । সত্যিকারের ধর্মীয় মুক্তিযোদ্ধা (Salvation Army) তোমরাই , তোমরাই হলে ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদা-ই খিদমতগার) । বিশ্বের এই ডুবন্ত জাহাজকে তোমরাই পার করে নিয়ে যাবে । তোমরা জান যে এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে । ভোরবেলা ৩টে - ৪ টের সময় উঠে যদি তোমরা চিন্তন করো তাহলে অনেক খুশীতে থাকতে পারবে আর এই বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হবে । *যদি তোমরা রিভাইজ না করো তাহলে মায়া তোমাদের সব ভুলিয়ে দেবে* । তোমরা মন্বন করো যে আজ বাবা তোমাদের কি বুঝিয়েছেন । একান্তে থেকে বিচার সাগর মন্বন করা উচিত । এখানেও একান্ত খুব ভালো রয়েছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ , ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মন - বচন এবং কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দেবে না । কারো কথায় মনে আঘাত পাবে না । বাবার মতো প্রেমের সাগর হতে হবে ।

২) একান্তে থেকে বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। এই বিচার সাগর মন্ডন করে তারপর স্নেহের সাথে সকলকে বুঝিয়ে বলতে হবে। বাবার এই সেবাকাজে সাহায্যকারী হতে হবে।

বরদান :- স্নেহের উড়ানের দ্বারা বাবার নৈকট্যের অনুভব করে পাস উইথ অনার হও।

এই স্নেহের শক্তির দ্বারাই সমস্ত বাচ্চারা এগিয়ে চলেছে। এই স্নেহের উড়ান দেহ, মন এবং হৃদয় দিয়ে বাবার কাছে নিয়ে যায়। জ্ঞান, যোগ আর ধারণাতে সকলেই যথাশক্তি নম্বর হিসেবে আসে কিন্তু এই স্নেহতে সকলেই একনম্বর। এই স্নেহতে সকলেই পাস। স্নেহের অর্থ হল বাবার পাশে থাকা আর সব বিষয়ে পাস হওয়া বা যে কোনো পরিস্থিতিতে সহজেই বিজয়ী হওয়া। এমন বাবার নিকটে থাকা সন্তানরাই পাস উইথ অনার হতে পারে।

স্নোগান :- মায়া আর প্রকৃতির ঝড়ে সুরক্ষিত থাকতে হলে বাবার হৃদয় সিংহাসনে বিরাজ করো।

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - ভগবান, যাঁকে সমগ্র দুনিয়াই স্মরণ করে - তিনি স্বয়ং তোমাদের সম্মুখেই বসে আছেন। তাই, এমন বাবার থেকে সম্পূর্ণ রূপে আশীর্বাদী-বর্সা নিতে ভুল কোরো না যেন।"

প্রশ্ন :- যথার্থ রূপে বাবার শ্রীমতে চলার শক্তি, কোন্ ধরনের বাচ্চাদের মধ্যে থাকে ?

উত্তর :- যে সকল আত্মারা সঠিক বর্ণনাপত্র (পোতামেল) বাবাকে শুনিয়ে, প্রতিটি পদক্ষেপেই বাবার মতামত নিয়ে থাকে। আর বাবার মতামত নেওয়ার ফলে শ্রীমতে চলার শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শ্রীমতের সাথে বাবা এও বলেন- "বাচ্চারা, জাগতিক অর্থ উপার্জনের সাথে সাথে এই ঈশ্বরীয় জ্ঞানও উপার্জন করতে ভুলো না। কেননা জাগতিক উপার্জিত অর্থ একসময় তো শেষ হয়ে যায়। তাই প্রত্যেক ব্যাপারেই বাবার শ্রীমত অনুসারে, সজাগ ও সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে। কখনই নিজের মত অনুসারে চলবে না।"

*গীত :- তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এবার নেমে এসো..... *
(ছোড় ভী দে আকাশ সিংহাসন)

ওঁ শান্তি বাচ্চারা, তোমরা এখন কার সামনে বসে আছ ? -- বেহদের বাবা আর দাদার সম্মুখে। সত্যি এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় ! বেহদের বাবা পরমপিতা-পরমাত্মা এবং বেহদের পবিত্র-স্বরূপ দাদা প্রজাপিতা ব্রহ্মা, দুজনেই (সংযুক্ত-রূপে) সামনে বসে আছেন। তাঁরা (বাপ-দাদা) আবার কাদের সামনে বসে আছেন ? --তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের সামনে। মনে হয় এটা যেন এক ঈশ্বরীয় কুটুম্ব-পরিবারে বসে আছি আর বেহদের পবিত্রতার-স্বরূপ পরমপিতা স্বয়ং বসে ওঁনার বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন ও সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন। এই ধারণা যদি তোমরা বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারো, তা হলে খুশীর পারদও উর্দ্ধগামী হবে। জগতের মানুষেরা তো গান গেয়ে বাবাকে আহ্বান করে বলে, "বাবা এবার তো নীচে নেমে এসো, এই জগৎ যে এখন দুঃখে ভরে গেছে।" জগতের লোকেরা তো তাকে আহ্বান করতে থাকে, অথচ এখানে বাবা স্বয়ং তোমাদের সম্মুখে বসে আছেন। তোমরা জানো যে, বেহদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা এই দাদার শরীরকে আধার করেই আমাদের এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়াচ্ছেন। বাচ্চাদের মধ্যেও তাদের পুরুষার্থ অনুযায়ী নশ্বরের ভিত্তিতে বুদ্ধির দ্বারা তা নিশ্চিত হয়ে থাকে। যখন কেউ ব্যারিস্টারী পড়ে, সে নিশ্চিত থাকে যে, তাকে তার শিক্ষক ব্যারিস্টারী-ই পড়াচ্ছেন! বা অমুক সার্জন তাদেরকে সার্জারি শেখাচ্ছেন। কিন্তু এখানে এটা খুবই আশ্চর্য জনক বিষয় যে, মানুষ এখানে যখন পড়ছে তখন বলছে যে, আমাদের দুটো বিশ্বাস, বেহদের বাবা অর্থাৎ নিরাকার শিববাবাই আমাদের এই পাঠ পড়াচ্ছেন এবং রাজযোগ শেখাচ্ছেন। কিন্তু যখনই তারা এখান থেকে দূরে চলে যায়, অমনি তাদের সেই বিশ্বাসও ভেঙে যায়। এটা সত্যিই খুবই আশ্চর্যের বিষয়- তাই না! ভগবান, যাঁকে সমগ্র দুনিয়াবাসীই স্মরণ করে, তিনি স্বয়ং বাচ্চাদের সামনে বসে বলেন, "বাচ্চারা তোমরা এখন খুব ভালো রীতিতে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট পুরুষার্থ করো।" যদিও বাচ্চারা নিজেরাই তা বুঝতেও পারে কিন্তু পরক্ষণেই আবার তা ভুলে যায়। তোমরা বেহদের বাবার সামনে বসে আছ আর তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই বাবার শ্রীমতে চলতে হয়। কিন্তু চলতে পারবে কেবল তারাই, যাদের সম্বন্ধে সবারকম তথ্যই বাবার জানা থাকবে। বাচ্চাদের শৈশব থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত কার্য-কলাপ ইত্যাদি সব খবরই

বাবার কাছে পৌঁছতে হবে। তবেই তো বাবাও তা জানাতে পারবে আর সেই অনুসারে উপযুক্ত সময় অনুযায়ী তিনিও তাঁর মতামত দিতে পারবেন। তাই তো প্রতিটি পদক্ষেপেই বাবার শ্রীমত নিতে হবে। যেহেতু এটা হল গর্ড-ফাদারলী অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, তাই এখানে মনোযোগ সহকারে খুব ভাল ভাবে পাঠ পড়তে হবে। এমন হওয়া মোটেই উচিত নয় যে, আজ পড়লে আবার কাল কোনও কাজ পরার দরুণ পড়া মিস বা গরহাজির হয়ে গেলে। জাগতিক এই সব কাজ হল অতি সামান্য অর্থ উপার্জনের জন্য। এই দুনিয়ায় মানুষ যত কিছুই উপার্জন করুক না কেন, সেসব কিছুই শেষ পর্যন্ত থাকবে না। সবকিছুই একদিন শেষ হয়ে যাবে। যেমন, একজন পিতা তার বাচ্চাদের জন্য উপার্জন করেন। তিনি ভাবেন তার এই উপার্জিত অর্থে তার পুত্র, পৌত্র এমনকি পৌত্রের পুত্রও খেয়ে-পড়ে থাকবে। আবার তার বাচ্চারও যখন পিতা হবে, তখন তারাও তাদের বাচ্চাদের জন্য অর্থ উপার্জনের তেমনই প্রয়াস করবে, যেমনটি তাদের বাবা করেছেন। কিন্তু, মহা-বিনাশ তো এখন সামনে দণ্ডায়মান। তাই বাবা (পরমাত্মা) যখন বাচ্চাদের বর্ণনাপত্র (পোতামেল) সম্বন্ধে জানতে পারবেন, তখনই তো সেই সঠিক মত দিতে পারবেন। তাই প্রতিটি পদক্ষেপেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে হবে। আর এমন যেন না হয় যে, কোনো আত্মার দ্বারা কোনও প্রকারের বিকর্ম ঘটে যায়। কেননা এটা হল বেহদের বাবার ঘর। তাই বাবা এখানেই বসে বাচ্চাদের বোঝান। যে রকম হুবহু নিজের ঘরে বসে লৌকিক পিতা তার বাচ্চাদের বোঝান। একমাত্র তোমরা সব বি কে বাচ্চারাই তা জানো যে, তোমরা ব্রাহ্মণ। যদি অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করো, 'ভগবান তোমাদের কে হন ?' তখন অন্যরা বলবে, 'তিনি তো সকলেরই পিতা'। আবার যদি জিজ্ঞাসা কর তিনি থাকেন কোথায় ? তখন তারা বলবে, 'তিনি তো সর্বব্যাপী।' আসলে তারা বেহদের বাবাকে সঠিক ভাবে জানেই না। কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই বাবাকে যথার্থ রীতিতে জেনেছ, তাই তোমাদেরকে অবশ্যই দৈবী মতে চলতে হবে। বাবা তো এসেছেন-ই তোমাদের দেবী-দেবতা বানানোর উদ্দেশ্যে। তাই তোমাদেরও প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমতেই চলতে হবে। জাগতিক পান্ডারা (পথ-প্রদর্শকরা) তীর্থ ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার সময় সতর্ক হয়ে থাকতে বলে এবং সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে নির্দেশ দেন। আবার এরকমও অনেকেই আছেন যারা তীর্থ যাত্রা ইত্যাদিতে বিশ্বাসী নয়। তীর্থ কথার অর্থ হল ভক্তি। তাই তীর্থকে না মানার অর্থ হল ভক্তিকেই অস্বীকার করা। যদিও এই ভক্তিমার্গ অর্ধকল্প অবধি চলে। এই অর্ধকল্প ধরে তারা কেবল ভগবানকেই খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের প্রতি অনেক শ্রদ্ধা-ভাবনাও রাখে। অনেকেই আবার শিবের কাছেও যায়। তারা ভাবে যদি একবার ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়, এটাই থাকে তাদের মূল ভাবনা। তারপর যদি সত্যি সত্যিই ভগবানের সাক্ষাৎকার পেয়ে যায় তাহলে তো তাদের খুশীর সীমানা থাকে না। তখন তারা মনে করে 'আমি ভগবানকে পেয়ে গেছি, কৃষ্ণকে পেয়েছি, হনুমানকে পেয়ে গেছি। অর্থাৎ এবার আমাদের মুক্তি অবধারিত।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুক্তি তো তাদের কারোরই হয় না।

তাই বাবা এখন বসে খুব সুন্দর রীতিতে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, মিষ্টি বাচ্চারা, প্রথমেই তোমরা সবাইকে বাবার আসল পরিচয় জানাতে থাকো। এই সময় সকল আত্মারই অনাথ অবস্থা। তোমরাও ব্রাহ্মণ হওয়ার আগে অনাথ ছিলে। কিন্তু এখন বাবার সংস্পর্শে এসে তোমরা সেসব কিছু বুঝতে সক্ষম হয়েছ। জগতের লোকেরা তো বলে থাকে, 'আমি হলাম নীচ, পাপী-আত্মা।' কিন্তু, তাদেরকে এই নীচ আত্মা বানিয়েছে কে ? যদিও কারোরই তা জানা নেই। কেন না কেউ-ই নিজেকে মুখ ভাবতে পারে না। আবার এই অবিদ্যার ড্রামাও (সৃষ্টি রূপী নাটক) অনাদিকাল থেকে চলেই আসছে, তাই সেই রীতিতে সবাইকেই নিঃসঙ্গামী হতেই হবে, ব্রষ্টাচারীও হতে হবে। আমাদের অবশ্যই

খেয়াল রাখতে ও সতর্ক হতে হবে যে, আমরা ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত। যেহেতু স্বয়ং ভগবান আমাদের পিতা, তাই আমাদেরই সমগ্র বিশ্বের মালিক হতে হবে। কিন্তু, তবুও আমাদের এমন দুর্গতি হল কেন ? এই সামান্য কথাটাই কারও বুদ্ধিতে আসে না। একদিকে অন্যেরা সবাই বলে পরমাত্মা সর্বব্যাপী, অপরদিকে তারাই আবার বলে যে জগতে শান্তি কিভাবেই বা স্থাপিত হবে! এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সংশয়ান্বিত তাই তারা নানান কনফারেন্সও (অধিবেশন) করতে থাকে। বোঝালেও বুঝতে চায় না, কিন্তু অন্তিম সময়ে তো তাদেরকে বুঝতে হবেই। তাই এই নিমিত্তে অবশেষে তোমাদেরকেই দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে বোঝাতে হবে। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের যোগের অভ্যাসে থেকেই কর্মাভীত অবস্থায় আসতে হবে। কারণ, একদা এই তোমরাই সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে, তাই আবারও তোমাদেরকে তেমনই নির্বিকারী হতে হবে। অন্যান্য যেসব ধর্মগুলি আছে, তাদের কেউ-ই সত্যযুগে থাকবে না। গত কল্পে যারা সত্যযুগে ছিল, তারাই দীর্ঘ সময় ধরে পরমাত্মার থেকে পৃথক ছিল। তাই কেবল তাদের উদ্দেশ্যেই এই হারানিধি (সিকিলধে) শব্দটি উচ্চারিত হয়। তাই তো বলা হয়, "আত্মা আর পরমাত্মা উভয়েই আলাদা ছিল বহুকাল। কিন্তু, কোন্ কোন্ আত্মারা পরমধাম থেকে প্রথম দিকে এখানে এসেছেন, তারা তাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট করতে! প্রথম দিকে তো দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই আসেন তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট করতে। তাই তাদেরকেই প্রথমে নিজের ধর্মে আনতে হবে। বাবাও তাই বলেন, "একমাত্র তাদের জন্যই আমাকে আসতে হয় এখানে। আর তাদের সকলকেই একত্রে নিয়ে আসতে হয়, কেননা সবাইকেই তো মুক্তি দিতে হবে। যদিও এখন তো আর সেই দেবী-দেবতা ধর্মই নেই। তাই তাদের জন্যই আবার নতুন করে চারাগাছের (স্যাপলিং) নিড়ানি করতে হবে। কেউ এক ধর্মে তো অপর কেউ অন্য কোনও ধর্মে চলে গেছে। যদিও তারা নিজেরাই অবশ্য সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। সত্যি, এই ধর্মের স্থাপনাও কতই না আশ্চর্যজনক! তাই তো তারা বলে, 'হে প্রভু তোমার শ্রীমতের গতি সদগতির খেলা বড়ই আশ্চর্যের! যা কেউই তা বুঝতে পারে না।' আচ্ছা, তা হলে এই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা তবে কেমন করে হয়ে থাকে! এতদিন ধরে যেসব পতিত আত্মা দেহভানে ছিল, তাদেরকেই আবার দেহী-অভিমানী বানাতে যথেষ্টই পরিশ্রমও করতে হয়। কারণ তারা যে বার বারই সে কথা ভুলে যায়। তাই বাবা বলেন, 'উঠতে বসতে সব সময়ই কেবল আমাকেই স্মরণ করো।' যেহেতু, এখন তোমাদের উপর বিকর্মের বোঝা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এই তোমরাই-সুখ এবং দুঃখ দুটোকেই অনেক ভালো ভাবেই দেখেছ। এখন আবার আমি তোমাদের সেই দুঃখ থেকে সুখের সাগরে নিয়ে যাচ্ছি।' তাই তো তোমাদের অবশ্যই শ্রীমতে চলতে হবে এবং অন্যান্য আত্মাদেরও একথা স্মরণ করাতে হবে। সৃষ্টি চক্রের গোপন তথ্য বোঝান কিন্তু অনেক সহজেই। তাই তো কেবল তাঁকেই ত্রিকালদর্শী বলা হয়।

বাবা তোমাদের যা বোঝাচ্ছেন, তোমরাও তা অন্যদেরকে বোঝাও, 'আসলে তোমরা তো হলে ভগবানের সন্তান- তাই না!' আর যেহেতু ভগবান স্বর্গের রচয়িতা, তাই তোমাদেরও ভগবানের কাছ থেকে তাঁর আশীর্বাদী-বর্ষাও পাওয়া উচিত। এসব কথা কেবল তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানো, তাই তোমরাই তা জিজ্ঞাসা করতে পারো, যেখানে জগতের মানুষ বলে, 'ঈশ্বর আমাদের জন্মদাতা'-সেক্ষেত্রে, তাহলে তোমাদেরও তো ঈশ্বরের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে- তাই না! যদি তোমাদের ঈশ্বর পিতা স্বর্গের রচয়িতা হন, তাহলে তোমরা এই নরকেই বা পড়ে আছ কেন! একথা তো তোমাদের জানাই আছে যে, তোমরাই পূর্বে স্বর্গে ছিলে, কিন্তু বিকার রূপী রাবণ তোমাদের নরকের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যদিও রাবণ আসলে কে, সেটাও কেউ সঠিক ভাবে জানে না। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ

বাচ্চারা তা স্মরণ করতে পারে যে, এই ভারতভূমিই একসময়ে প্রাচীন স্বর্গ-রাজ্য ছিল আর তখন সকল ভারতবাসীই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিল। সেই ভারতই এখন আবার নরকে পরিণত হয়েছে, যদিও অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে এ সবই আগে থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অর্ধকল্প রামরাজ্য এবং অর্ধকল্প রাবণ রাজ্য। এটাই হল সৃষ্টি-চক্রের খেলার নিয়ম। আর এর মধ্যবর্তী সময় কি কি ঘটে, সেটাই বাবা বসে আমাদের বোঝান বিস্তারিত ভাবে। যে সকল আত্মারা নিশ্চয়-বুদ্ধি সম্পন্ন, তারা তা বিশ্বাস করে যে, আমরা পরমাত্মা বাবার সামনেই বসে আছি। আর এই পরমাত্মা শিববাবাই হলেন একাধারে ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী আর ত্রিমূর্তি। এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকরের রচয়িতাও হলেন তিনি। কিন্তু, জগতের মানুষ তো ত্রিমূর্তি শিবের বদলে সেখানে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার নামকরণ করেছে। কিন্তু ত্রিমূর্তির রচয়িতা ব্রহ্মা কিভাবেই বা হতে পারে? তারাই আবার এই গানও গেয়ে থাকে যে, 'ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, শংকরের দ্বারা বিনাশ,'- তা হলে রচয়িতা তো অবশ্যই অন্য কেউ হবে,- তাই না! এত সামান্য কথাটাও কেউ বুঝতে পারে না। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই স্বর্গের আশীর্বাদী-বর্ষা দিয়ে থাকেন, এছাড়া আর কি বা দেবেন তিনি! আচ্ছা, বিষ্ণুপুরী কে স্থাপন করেন? পরমাত্মা শিববাবাই বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য স্থাপন করায়। যদিও জগতের মানুষেরা এ সবার কিছুই জানে না, তারা তো বিষ্ণুর পৃথক চিত্র বানিয়ে তাকেই নর-নারায়ণ বলে মনে করে, আবার লক্ষ্মী-নারায়ণকেও আলাদা আলাদা করে দেখানো হয়। সত্যি, চিত্রগুলোও কেমন আশ্চর্যজনক ভাবে বানানো হয়েছে।

বাচ্চারা, তোমাদেরকেই তো প্রদর্শনীতে গিয়ে এইসব অন্য আত্মাদের বোঝাতে হয়। কিন্তু প্রদর্শনী চলাকালীন বাচ্চারা যদি নিজের নিজের কার্যে ব্যস্ত থাকে, তাহলে তারা ভাববে এরা খোড়াই সঠিক পরিচয় জানে। বাবা বুঝে যান যে এই বাচ্চা নিশ্চয়ই নিজে কিছুই বোঝেনি, নইলে প্রদর্শনীর সংবাদ পেলেই সেবার জন্য ছুটে যেত। কারণ, সেবার কথা শুনেই তো ছুটে যাওয়ার কথা। যে অঙ্কের লাঠি না হতে পারে, তার মানে তারা নিজেরাই অন্ধ হয়ে আছে, এমন বাবাকে না জানার কারণে। কাউকে এটা বলার প্রয়োজন আছে কি, তোমরা তোমাদের সেবার কাজ করো। তাদের নিজেদেরকেই তো এসে বাবার কাছে সেবার কাজ করার অনুমতি নেওয়াটাই উচিত। বাবাও খুব ভাল ভাবেই জানেন, কারা কারা সেবার কাজ করার উপযুক্ত। যদিও এমনটা কেউ লেখে না যে - 'বাবা আমি সেবা করার জন্য তৈরি আছি।' জগতের মানুষকে যে কাঁনা-কড়ি, নুড়ি-পাথর থেকে হীরে তুল্য মূল্যবান বানাতে হবে। আর তাতে যদি ১০, ২০, ৫০ টাকা কমও রোজগার হয়, তবে তাতে আর কি বা লোকসান হবে? বরঞ্চ, অনেক আত্মাদের কল্যাণ-সাধন হবে তো তাতে। যেহেতু অন্যেরা তো বাবাকে সম্পূর্ণ ভাবে জানেই না। কোটি কোটির মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক আত্মাই তাঁকে জানতে সক্ষম হয়েছে। তার থেকেও সেইসব গুটি-কয়েক সেবাধারী বাচ্চাদেরকেই সেবার জন্য টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠানো হয়। যদিও তারা নিজেরা বলে না যে, 'বাবা আমি সেবার জন্য তৈরি আছি।' কিন্তু, বাবা তো সবকিছুই লক্ষ্য রাখেন, বোঝেন কোন্ কোন্ বাচ্চারা সেবা করার প্রতি আগ্রহী। মানুষেরা তো এখন পশুর সমানই হয়ে গেছে, তাই তো তাদেরকে আবার দেবতা-স্বরূপ বানাতেই হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের নিরহংকারী হতে হবে। এর মধ্যে যিনি সবার প্রধান, তাকে অবশ্যই অতি নম্র হতে হবে। কেন না বাবা হলেন সম্পূর্ণ নিরহংকারী। যদিও কোনো কোনো বাচ্চা আবার ভীষণ অহংকারীও হয়। তাই তারা যেমন কার্য-কলাপ করবে, তাকেই নকল করার প্রয়াস করবে অন্যান্য

ইচ্ছুক বাচ্চারাও। অবশ্য তাদের শাস্তি স্বরূপ, তারা নিজেরাই নীচের দিকে নেমে যেতে থাকে। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বলেন, তোমাদেরকে সবকিছুই নিজের হাতেই করতে হবে। বাবা কেমন সধারণ রীতিতে এই সব পাঠ পড়ান। যদিও মানুষ তো জানেই, তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। চাইলে তিনি কি না করতে পারেন! কিন্তু বাবা বলেন, 'আমাকে তো সেবক (সার্ভেন্ট) হয়েই আসতে হয়। যদিও তাঁকে উদ্দেশ্যে করে ভাকা হয়, জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন ও সুখের সাগর এসো, এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। তথাপি বাবাকে এসে নিজেকেই এই সব সেবার কাজ করতে হয়। কিন্তু, কোথায় এসে তাঁকে থাকতে হয়! সেখানে কত প্রকারের বিঘ্নও ঘটে, যেমন লাফা-ভবনে (কৌরবরা আগুনে পান্ডবদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল) আগুন লাগিয়ে দেয়, এখানেও তেমনি এ সব বাস্তবে ঘটছে। কিন্তু, সমগ্র কর্ম-কর্তব্যের পাট-ই যে বাবার জানা, যা কেবল আমরাই জানি না। তাই বাবা বলছেন, আমাকে তো আসতেই হবে। আফশোসের সাথে ভগবান স্বয়ং বলেন, আমাকে তো কত প্রকারের অনেক গালি-গালাজও শুনতে হয়। সবথেকে বেশী গালি-গালাজ তো আমি একাই পেয়ে থাকি। ভক্তিমাগেও আমাকে কত গালমন্দ শুনতে হয়। এমন কি, তিন পা (তিন বর্গফুট, অর্থাৎ যৎ সামান্য) ভূমিও পাওয়া যায় না, এত বড় পৃথিবীতে। তথাপি কতই না নিরহংকারীতার সাথে বাবা নিজের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পাট সুন্দর রূপে করে চলেছেন। মাশ্বা আর বাবা, বাচ্চাদেরকে শেখানোর জন্য নিজেরাই সব কিছু করে থাকে। তাদেরকে কত নীচেই না নামতে হয়, কেবল পতিতদের পবিত্র বানানোর জন্য। নোংরা-বসন ধুয়ে পরিষ্কার করার সময় তিনি ধোপা, আবার জ্ঞানের অলংকারে সাজাবার জন্য তিনি স্বর্ণকারও বটে। সবার পাপকে ভাঙে গালিয়ে, একেবারে পাঁকা সোনায় পরিণত করেন। *আচ্ছা*!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা ওনার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন,- নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতন নিরহংকারী, নম্র-চিত্তের হতে হবে। নিজের সেবা নিজের হাতেই করতে হবে। কোনো কারণেই অহংকার প্রকাশ করবে না।

২) সেবার জন্য সর্বদাই নিজেকে তৈরি রাখতে হবে। সেবা করার নিমিত্তে নিজে থেকেই তা জানাতে হবে। কাঁনা-কড়ি, নুড়ি-পাথরের মত মূল্যহীন মানুষদের হীরের মতো মূল্যবান বানানোর উদ্দেশ্যে সেবা করতে হবে।

বরদান :- নিজের দৈবী-সংস্কারকে প্রকাশ (ইমার্জ) করে দিব্যতার অনুভবকারী, ব্যর্থ থেকে নির্দোষ (ইনোসেন্ট) অবিদ্যা স্বরূপ হও।

বিস্তার : যখন তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা নিজেদের সত্যযুগী রাজ্যে ছিলে, তখন ব্যর্থ তথা মায়ার কবল থেকে নির্দোষ (ইনোসেন্ট) ছিলে। এই কারণেই দেবতাদের সেন্ট অর্থাৎ মহান-আত্মা বলা হয়। সুতরাং নিজের সেই সংস্কারকে পুনরায় উত্থিত (ইমার্জ) করে, ব্যর্থের অবিদ্যা স্বরূপ হও (ব্যর্থ কি তা সে জানবেই না)। সময়, শ্বাস, কথা, কর্ম সব কিছুতেই ব্যর্থতার অবিদ্যা স্বরূপ অর্থাৎ ইনোসেন্ট হওয়া। যখন ব্যর্থ অবিদ্যা হবে, তখন দিব্যতা স্বতঃতই আরও সহজ অনুভব হবে। তাই

এমনটা কখনই ভেবো না যে, পুরুষার্থ তো করছি। বরং পুরুষ হয়ে এই রথের (দেহ) দ্বারা কার্য করাও। একবার যে ভুল হয় দ্বিতীয়বার যেন তার পুনরাবৃত্তি (রিপিট) না হয়।

স্লোগান :- রুহানী গোলাপ হতে পারে সে-ই, যে কাঁটার মধ্যে থেকেও নিজেকে সবকিছুর থেকে পৃথক রেখে সকলের প্রিয় হয়ে ওঠে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এটা হল তোমাদের অন্তিম জন্ম, এইজন্য বিকার রূপী অবগুণের পরিত্যাগ করে, এই অন্তিম জন্মে রাবণের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করো"

প্রশ্ন - কোন্ বাচ্চারা বাবার আশ্রয়ে লালিত পালিত হয় ? বাবা কোন্ বাচ্চাদের সাথে সর্বদা খুশী থাকেন ?

উত্তর - বাবার আশ্রয় তারা লাভ করে , যারা সাফ হৃদয়ের হয় । বলা হয় , স্বচ্ছ হৃদয়াসনে সাহেব বিরাজিত হন । যারা বাবার প্রতিটি নির্দেশকে পালন করে , তাদের প্রতি বাবা অনেক খুশী থাকেন । বাবার নির্দেশ হল স্মরণে থেকে পবিত্র হয়ে সার্ভিস করো, সবাইকে পথ দেখাও । শুদ্ধদের সঙ্গ থেকে নিজেদের সামলে রেখো । কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কখনও কোনও খারাপ কাজ কোরো না । যারা এইসব কথা ধারণ করে, তাদের প্রতি বাবা খুব খুশী থাকেন ।

গীত - : আমায় আশ্রয় দেন যিনি

ওম শান্তি । বাচ্চারা এখানে জ্ঞান শুনছে । কিসের জ্ঞান? শাস্ত্রের ? না । বাচ্চারা জানে যে শাস্ত্রের জ্ঞান তো সব মানুষই শুনে থাকে । এখানে আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞান দিয়ে থাকেন। কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি পড়লে বা অধ্যয়ন করলে , তাদের সন্ধ্যাসী বলা যাবে না । তারা কোনো জ্ঞান শোনায় না । কোনোও সতসঙ্গে গেলে তো মানুষ থাকবেই । এখানে বাচ্চারা জানে যে আমাদের কোনো মানুষ জ্ঞান দান করে না, স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা মানুষের দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন । এইসব কথা কোনও সতসঙ্গ ইত্যাদিতে শোনানো হয় না । যারা ভাষণ করে, তাদের বুদ্ধিতে এইসব কথা স্থির থাকে না । আমাদের যিনি জ্ঞান প্রদান করেন, তিনি কোনও মানুষ অথবা দেবতা নন । যদিও এই সময় দেবীদেবতা ধর্ম হয় না, তবুও ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, যাঁরা সূক্ষ্ম বতন বাসী, তাদের নামও গায়ন করা হয় । লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যাদি সবাই হল দৈবী গুণধারী মানুষ । এসময়ে সবাই হল আসুরী গুণধারী । কোনো মানুষ বুঝতে চায় না যে আমরা হলাম আত্মা । অমুক দ্বারা পরমাত্মা আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন । তারা তো বোঝে অমুক মহাত্মা, অমুক শাস্ত্রী আমাদের কাহিনী শোনাচ্ছে । বেদ শাস্ত্র, গীতা ইত্যাদি পাঠ করে শোনাচ্ছেন । বাবা বলেন আমি তোমাদের এরকম শাস্ত্রের কথা শোনাই না । তোমরা তো নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করেছে, আবার বলছ পতিতপাবন এসো । যিনি সবার দুঃখ হতা, সুখ কতা আবার তিনিই হলেন সবার শান্তি দাতা, আর সকলের জীবন মুক্তি দাতা । তিনি তো কোনোও মানুষ হতে পারেন না । মানুষ প্রাতে: উঠে কত ভক্তি করে । অনেকে ভজনও করে, অনেকে আবার পূজোপাঠও করে, এইসবকে বলা হয় ভক্তি মার্গ । ভক্তি মার্গের মানুষেরা জানে না যে ভক্তি মার্গ কি ? এখানে সব স্থানে ভক্তি আর ভক্তিই হচ্ছে । জ্ঞান হল দিন আর ভক্তি হল রাত । যখন জ্ঞান হয়, তখন ভক্তি থাকে না । আর যখন ভক্তি থাকে, তখন জ্ঞান হয় না । দ্বাপর কলিযুগ হল ভক্তি, সত্যযুগ ত্রেতা হল জ্ঞানের ফল । জ্ঞানের সাগর যিনি, তিনিই এসে ফল প্রদান করেন । কিন্তু ভগবান কি ফল দেন ? ফলের অর্থ অধিকার । ভগবান মুক্তির অধিকার দেন আর সাথে করে মুক্তিধামে ফেরত নিয়ে যান । এই সময় অত্যধিক মানুষ হওয়ার জন্য থাকার স্থানের অভাব, আনাজের অভাব, এই কারণে ভগবানকে আসতে হয় । রাবণ সবাইকে পতিত তৈরী করে আর পতিতপাবন শিববাবা এসে পবিত্র বানান ।

পবিত্র বানান যিনি আর পতিতে পরিণত করেন যিনি, দুজনেই কিন্তু আলাদা আলাদা হয় । এখন তোমরা জেনে গেছ যে পাবন দুনিয়াকে পতিতে পরিণত কে করে আর পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান কে ? বলা হয় পতিতপাবন এসো। কিন্তু একজনকেই ডাকা হয় । সকলের পালন কর্তা হলেন একজনই । সত্যযুগে কোনো বিকারী থাকতে পারে না । পতিত অর্থাৎ যারা বিকারে যায় । সন্ন্যাসীরা বিকারে যায় না, সেক্ষেত্রে তাদের পতিত বলা যাবে না । বলা হয় পবিত্র আত্মা, পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস করেছেন যারা। নম্বর ওয়ান বিকার হল কাম । ক্রোধ তো সন্ন্যাসীদেরও অনেক থাকে । স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তারা মনে করে সঙ্গে থাকলে নাকি নির্বিকারী হওয়া যায় না । বিবাহের অর্থই হল এই । সত্যযুগে এসব নিয়ম থাকে না । বাবা বোঝান বাচ্চারা সেখানে কেউই পতিত হয় না । দেবতাদের মহিমা হল সর্বগুণসম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী । রাবণ রাজত্ব তো দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হয়েছে । বাবা নিজে বলেন কাম থেকে বিজয়ী হও । তোমরা বাচ্চারা আমাকে (শিববাবাকে) আর পবিত্র দুনিয়াকে স্মরণ করো, তাহলে আর তোমরা পতিত হবে না । আমি (শিববাবা) পবিত্র দুনিয়ার স্থাপন করতে এসেছি আর দ্বিতীয় কথা একজন পিতার সন্তানেরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা তোমরা নিজেদের মধ্যে হলে ভাই - বোন । এই কথাটা ভালো করে বুদ্ধিতে স্থির না হওয়া পর্যন্ত কেউই বিকার রূপী অবগুণের হাত থেকে মুক্ত হতে পারবে না । ব্রহ্মার সন্তান না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র হওয়া খুবই মুশকিল ব্যাপার । বাবার সাহায্যও প্রাপ্ত হবে না । আচ্ছা! ব্রহ্মার কথা ছাড়ো । তোমরা তো বলো আমরা ভগবানের সন্তান, সাকারেও বলো যে সেই হিসেবে আমরা সবাই ভাই -বোন হয়েছি, তাহলে তো বিকারে যাওয়া যায় না । এরা সবাই তো বলবে আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান আর বাবা বলেন বাচ্চারা আমি এসে গেছি । এবার যারা আমার (শিববাবার) সন্তান হয়েছে, তারা নিজেদের মধ্যে ভাইবোন হয়ে গেলে । ব্রহ্মার দ্বারা ভাইবোনের রচনা হয় , সেই কারণে বিকারের পথে যেতে পারবে না ।

বাবা বলেন এটা হল তোমাদের অন্তিম জন্ম । এক জন্মের জন্য এইসব বিকার ত্যাগ করো! সন্ন্যাসীরা জঙ্গলে যাওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করে আর তোমরা ত্যাগ করো পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য । সন্ন্যাসীদের কোনো টেম্পটেশন (লোভ) হয় না । সেই কারণে গৃহস্থীরা তাদের অনেক মানসম্মান দিয়ে থাকে, কিন্তু তারা কেউই মন্দিরে পূজ্য হওয়ার যোগ্য হতে পারেন না । মন্দিরে পূজন যোগ্য দেবতারাই হয়, কারণ তাদের আত্মা আর শরীর দুই - ই পবিত্র হয় । এখানে আমাদের পবিত্র শরীর পাওয়া মুশকিল । এটা তো তমোপ্রধান পতিত শরীর আর পাঁচ তত্ত্বও পতিত হয় । সেখানে (সত্যযুগে) আত্মাও পবিত্র থাকে আর পাঁচ তত্ত্বও সতোপ্রধান পবিত্র হয় । এখন আত্মাও তমোপ্রধান তাই তত্ত্বও তমোপ্রধান। যে কারণে বন্যা, তুফান ইত্যাদি অধিক মাত্রায় হচ্ছে । কাউকে দুঃখ দেওয়া - এসব হল তমোগুণ । সত্যযুগে তত্ত্বও কাউকে দুঃখ দেওয়ার কারণ হয় না । এই সময়ে মানুষের বুদ্ধিও তমোপ্রধান । সতো, রজো, তমোতে নিশ্চয়ই আসতে হবে, নইলে দুনিয়া পুরানো কিভাবে হবে আর নতুন দুনিয়া যিনি বানান, তিনি কীভাবে আসবেন ! বাবা বলছেন বাচ্চারা এবার পবিত্র হও । এই অন্তিম জন্মে রাবণের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করো । আসুরী মতে অর্দ্ধকল্প তোমরা পতিত ছিলে, এসব হল খুবই খারাপ অভ্যাস । সবচেয়ে বড় শত্রু হল কাম । অনেক বাচ্চারাই ছোট বয়সেই বিকারে চলে যায়, কারণ সঙ্গই সেরকম পায় । সময়ই যে এই রকম, যখন সবাইকে পতিত হতেই হবে । সন্ন্যাস ধর্মেরও পার্ট আছে । সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ রসাতলে যাওয়ার হাত থেকে কিছুটা রক্ষা করে । এবার ড্রামাকে তো তোমরা বাচ্চারাও জানো । যদিও বলা হয় ক্রিস্টান ধর্মের এতো বছর হয়েছে কিন্তু তারপরও তারা জানে না এই ধর্ম (ক্রিস্টান)

কবে শেষ হবে? বলা হয় কলিযুগ নাকি চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত চলবে , তাহলে তো খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্ম চল্লিশ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে! এবার যেখানে পাঁচ হাজার বছরেই জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না , তারপর চল্লিশ হাজার বছর হলে যে কি অবস্থা হতো কে জানে! শাস্ত্রে তো অনেক গালগল্প লেখা হয়েছে, যে কারণে কম জনই এসব কথা বিশ্বাস করে, কদম - কদম শ্রীমতে চলে । শ্রীমতে চলা কতটা মুশকিল ! লক্ষ্মী নারায়ণ, যাদের সমগ্র দুনিয়া পূজা করে -- এখন তোমরা সেই লক্ষ্মী - নারায়ণ হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে । তোমরা এটাও জান যে সবকিছুই হবে নশ্বরের ভিত্তিতে । এবার বাবা বলছেন আমাকে আর ঘরকে (পরমধামকে) স্মরণ করো । ঘর তো শীঘ্রই স্মরণে আসে , তাইনা! মানুষ আট দশ বছর পর্যটন করে যখন ঘরে ফেরে , তখন খুশী হয় যে আমরা এবার আমাদের জন্মভূমিতে ফিরছি যাচ্ছি । সেই পর্যটন হয় অল্প সময়ের জন্য, এইজন্য ঘরকে কেউ ভোলে না । এখানে তো পাঁচ হাজার বছর হয়ে গেছে। তাই ঘরকে একদম ভুলে গেছে ।

এবার বাবা এসে বলছেন যে বাচ্চারা - এ হল পুরানো দুনিয়া আর এই দুনিয়াকে এবার আগুন লাগবে । কেউই থাকবে না, সবাইকেই যেতে হবে । এইজন্য ঋষিত (পচা গলা) দুনিয়া আর ঋষিত শরীরের প্রতি ভালোবাসা রাখার কোনও প্রয়োজন নেই । শরীর বদলাতে বদলাতে পাঁচ হাজার বছর হয়েছে । চুরাশী বার শরীর পরিবর্তন করে এসেছে । এবার বাবা বলছেন, "তোমাদের চুরাশী জন্ম যখন সম্পূর্ণ (complete) হয়, তখন আমি (শিববাবা) আসি । তোমাদের পাঁচ কমপ্লিট অর্থাৎ সবার কমপ্লিট । এই জ্ঞান ধারণ করতে হবে" । সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে । বাবার দ্বারা নলেজফুল হওয়ার জন্য সমগ্র বিশ্বের মালিক হবে আর বিশ্বও নতুন হয়ে যায় । ভক্তি মার্গে যেসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপার স্যাপার আছে, সে সব কিছুকেই শেষ করতে হবে । তারপর কেউই "হে প্রভু" বলার থাকবে না । হায় রাম, হে প্রভু, এসব অক্ষর বা শব্দ দুঃখেই বের হয় । সত্যযুগে বেরোয় না। কারণ সেখানে কোনও দুঃখের কোনো কিছুই নেই । তাহলে এরকম বাবাকে কেন স্মরণ করা হবে না আর কেনই বা ওঁনার মতে চলা হবে না ? ঈশ্বরীয় মতে সদা সুখী হয়ে যায় । এটা বুঝেও যদি কেউ শ্রীমতে না চলে তাহলে তাদের মহামুর্খ বলা হবে ! ঈশ্বরীয় মত আর আসুরী মত - দুটোতে রাতদিনের ফারাক হয় । এবার বিচার তোমাদের করতে হবে যে , আমরা কোন্ দিকে যাবো! মায়ার দিকে তো শুধু দুঃখই আছে আর ঈশ্বরের দিকে একুশ জন্মের সুখ আছে । তাহলে এবার কার মতে চলা হবে !

বাবা বলেন "শ্রীমতে যদি চলতে চাও তো চলো ! প্রথম কথাটাই হল কামের ওপরে বিজয়ী হতে হবে । তার থেকেও প্রথম কথা হল আমাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করো । এই পুরানো শরীর তো ত্যাগ করতে হবে । এবার যে ঘরে (পরমধাম) ফেরার পালা । এসময়ে আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা চুরাশী জন্মের পুরানো খোলস ত্যাগ করছি" । সত্যযুগে তো বোঝা যায় যে এই বৃদ্ধ বয়সের শরীর ত্যাগ করে আবার শৈশবের শরীর ধারণ করা হবে । পুরানো দুনিয়া এবার মহা বিনাশের মুখে । এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে লেখা থাকে না । এইসব কথা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন । এইসব কথা মনে থাকলে তো "অহো সৌভাগ্য" ! কত সহজ । তারপরেও যে সুইট হোম আর সুইট রাজধানীকে কেন ভুলে যায়, কে জানে ! স্মরণ করো না কেন? সঙ্গ দোষে এসে নোংরা হয়ে যাচ্ছে । বাবা বলেন "বাচ্চারা নোংরা বিকল্প অনেক আসবে, কিন্তু কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনো খারাপ কাজ করবে না । এরকম নয় যে, বিকর্ম করে আবার লিখলে - বাবা ঋমা করো, এই বিকর্ম হয়ে

গেছে । বিকর্ম যখন করেছ, তখন তো শতগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হতেই হবে । আবার না বললে তার জন্যও দণ্ড পেতে হবে । এই সময়ই বোঝা যায় যে অজামিল কে হয়ে যায় ! যারা ঈশ্বরের কোলে এসে আবার বিকারে যায় , তখন প্রমাণিত হয়ে যায় যে কত বড় অনাবিল, পাপকর্ম - যারা বিকার ছাড়া থাকতে পারে না । বায়োস্কোপ, সিনেমা সবাইকে নোংরা বানানোর নিমিত্ত হয় । যে কোনো প্রকারের বিকার থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত । ব্রাহ্মণ হল নির্বিকারী, তাই ব্রাহ্মণের সঙ্গই দরকার । শূদ্রের সঙ্গ দুঃখ ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না । শরীর নির্বাহের জন্য সবকিছু করতে হবে । কিন্তু কর্মেন্দ্রীয় দ্বারা কোনও বিকর্ম করবে না । হ্যাঁ, বাচ্চাদের শোধরানোর জন্য বোঝাতে হবে আর কোনো না কোনো যুক্তি দিয়ে প্রয়োজনে অল্প স্বল্প শাস্তিও দিতে হবে । রচনা যখন রচিত করা হয়েছে তখন দায়িত্বে তো রয়েছে । তাদেরও সত্যিকারের উপার্জন করাতে হবে । ছোট ছোট বাচ্চাদেরও অল্প বিস্তর শেখানো ভালো । শিববাবাকে স্মরণ করলে, সাহায্য প্রাপ্ত হবেই । "সম্মে দিল পর সাহেব রাজী" অর্থাৎ সত্য ও স্বচ্ছ হৃদয়াসনে সাহেব বিরাজ করেন । সাক্ষ হৃদয়াধারী বাচ্চাদেরই বাবার আশ্রয় প্রাপ্ত হয় । এখন এই সমগ্র দুনিয়ায় কোথাও কেউ কারো সাহারা নয়। সাহারা দেবার নিমিত্ত সে - ই হতে পারে যে সুখে নিয়ে যেতে পারে। এক পরমাত্মাকেই স্মরণ করা হয় । তিনিই এসে সবাইকে শান্তি প্রদান করেন । সত্যযুগে সবাই সুখী হয় । বাকী সব আত্মারা শান্তিধাম নিবাসী হয় । ভারত স্বর্গ ছিল, সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল । অশান্তি, মারামারি কিছুই ছিল না । সেই নতুন দুনিয়া নিশ্চয়ই বাবা রচনা করেছেন । বাবার কাছ থেকেই অধিকার লাভ হয়েছে হবে! কিন্তু কিভাবে? সেটাই তো কেউ বুঝতে চায় না । ঐ দুনিয়াকে তো রাম রাজ্য বলা হতো । এখন আর নেই । ছিল তো সত্যি, তাইনা! সেই ভারত যখন পূজ্য ছিল, সেই পূজারী হয়েছে আর সেই আবার পূজ্য হবে । এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো । শিব ভগবানুবাচ, শ্রীকৃষ্ণের আত্মা অন্তিম জন্মে শুনছে , আবার সেই আত্মা কৃষ্ণ হবে । প্রাতেঃ উঠে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । সেই সময় খুব ভালো হয় । ভায়রেশনও অনেক শুদ্ধ থাকে । যেমন আত্মা রাতে ক্লান্ত হয় , তখন বলে আমি (আত্মা) আলাদা (ডিটচ) হয়ে যাই । তোমাদেরও এখানে থেকে বুদ্ধিযোগ সেখানে লেগে থাকুক । অমৃতবেলায় উঠে স্মরণ করলে সারাদিন স্মৃতিতে আসতে থাকবে । এটাই হলো কামাই । যত স্মরণ করবে , তত বিকর্মাভিত পরিণত হবে , ধারণা হবে । যারা পবিত্র হয় , তারা স্মরণে থেকে সার্ভিসও করতে পারে । ডাইরেকশান মেনে চলে তাই বাবাও খুশী থাকেন । প্রথমে সার্ভিস করতে হবে, সবাইকে পথ দেখাতে হবে । যোগের রাস্তা বলার জন্য জ্ঞানও দিতে হবে, তাইনা! যোগে থাকলে বিকর্মের বিনাশ হবে । সাথে সাথে চক্রকেও ঘোরাতে হবে । রূপ - বসন্ত (জ্ঞান+যোগ) হতে হবে । তারপর সেরকম পয়েন্টসও আসতে থাকবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার -:

১) এই ক্ষয়িত দুনিয়া আর ক্ষয়িত শরীর থেকে মমস্ব মিটিয়ে এক বাবাকে আর ঘরকে (পরমধামকে) স্মরণ করতে হবে । শূদ্রের সঙ্গ থেকে নিজেদের সামলে রাখতে হবে ।

২) বিকর্মাভিত হওয়ার জন্য অমৃতবেলায় উঠে স্মরণে বসতে হবে । এই শরীর থেকে ডিট্যাচ (অশরীরী) হওয়ার অভ্যাস করতে হবে ।

*বরদান -: প্রতিটি সেকেন্ডে, প্রতিটি খাজানাকে সফল করে সফলতার খুশী অনুভব করতে সফলতার প্রতিমূর্তি ভব!

সফলতা মূরত হওয়ার বিশেষ সাধন হলো - প্রতিটি সেকেন্ডকে, প্রতিটি শ্বাসকে, প্রতিটি খাজানাকে সফল করতে হবে । যদি সঙ্কল্পে, বোলে, কর্মে, সম্বন্ধে সম্পর্কে সব প্রকারের সফলতা অনুভব করতে চাও, তাহলে সফল করে চলতে থাকো, ব্যর্থ ভাব যেন না আসে ! সেটা নিজের প্রতি সফল করো অথবা অন্য আত্মাদের প্রতি, অটোমেটিক্যালি সফলতার খুশীর অনুভব করতে থাকবে , কারণ সফল করতে হবে অর্থাৎ বর্তমানে সফলতা প্রাপ্ত করা আর ভবিষ্যতের জন্য জমা করা ।

স্লোগান -: যখন সঙ্কল্পেও কোনো আকর্ষণ আকৃষ্ট না করে তখন বলা হয় - সম্পূর্ণতার সমীপতা অর্থাৎ সম্পূর্ণতার কাছাকাছি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বেহদের বাবার কাছ থেকে সর্বদা সুখী থাকার উত্তরাধিকার নিতে হলে যা কিছু খামতি আছে তাকে বের করে দাও, ভালো করে পড়ো এবং পড়াও।"

প্রশ্ন:- বাবার সমান সেবার নিমিত্ত হওয়ার জন্য কোন্ মুখ্য গুণ থাকা প্রয়োজন ?

উত্তর:- সহনশীলতার গুণ। দেহের ওপর খুব বেশি মোহ রাখা যাবে না । যোগবলের সাহায্যে সব কাজ করো । যখন যোগবলের দ্বারা সমস্ত অসুখ সেরে যাবে তখন বাবার সমান সেবার নিমিত্ত হতে পারবে।

প্রশ্ন:- কোন্ মহাপাপ হলে বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে যায় ?

উত্তর:- যদি বাবার হয়ে গিয়ে বাবার নিন্দা করে, বাধ্য এবং বিশ্বস্ত হওয়ার পরিবর্তে কোনো ভূতের বশীভূত হয়ে ডিসমার্ভিস করে, খারাপ আচরণ ত্যাগ না করে তবে এই মহাপাপের জন্য বুদ্ধিতে তালা লেগে যায়।

গীত:- কে এসেছে আমার মনের দুয়ারে...

ওম্ শান্তি। ভগবানুবাচ। বাচ্চারা জেনে গেছে যে নিরাকার যিনি পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর তিনি বসে আত্মাদের পড়ান। শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া - এ সব হল ভক্তিমার্গ। সত্যযুগ বা ত্রেতাতে কেউ এইসব পড়েনা। দ্বাপর থেকে মানুষ এগুলো পড়তে শুরু করে। শাস্ত্র মানুষই বানিয়েছে, ভগবান নয়। ব্যাসদেব ভগবান নয়, তিনি তো মানুষ ছিলেন। নিরাকার, পরমপিতা, পরমাত্মাকে সবাই স্মরণ করে। শুধু এটাই ভুল করেছে যে শ্রীকৃষ্ণকে গীতার ভগবান ভেবে নিয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, শ্রীকৃষ্ণ নয় । এই বেহদের দুনিয়ার আদি থেকে অন্তের হিন্দি - জিওগ্রাফি কেবল বাবাই জানেন যে, এই আত্মারা কীভাবে আসেন । মূলবতন, সূক্ষ্মবতন এবং এটা হল স্থূলবতন। এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেই জ্ঞান আমি, নিরাকার বীজরূপ জ্ঞানসাগর ছাড়া আর কেউ শোনাতে পারবেনা। তারপর যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন ভক্তরাই বসে বসে এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি বানায়। এই শাস্ত্রগুলো তো আবার বানানো হবে। এইরকম নয় যে এগুলো বানানো বন্ধ হয়ে যাবে। ভারতের আসল আদি সনাতন ধর্ম হল দেবী-দেবতা ধর্ম। সত্যযুগের শুরুতে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। ভারতবাসী নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে। যারা পবিত্র ছিল তারা এখন পতিত হয়ে গেছে, তাই ভগবান বলছেন আমি এসে তোমাদেরকে পতিত মানুষ থেকে পবিত্র দেবতা বানাই। তোমরাও জানো যে আমরা দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছি। বাবা ছাড়া আর কেউ মানুষ থেকে দেবতা বানাতে পারেনা। কারণ এখানে তো সবাই পতিত ব্রহ্মচারী, তারা আবার কীভাবে শ্রেষ্ঠাচারী বানাবে। এটা হল পতিত আসুরী রাবণ রাজ্য। এখানে তোমাদের রাজত্ব নেই। রাম রাজ্য, রাবণ রাজ্যের গায়নও করা হয়। ভগবান এসে রাম রাজ্য স্থাপন করেন। এটা বলেও যে হে ভগবান, পুনরায় এসে গীতার জ্ঞান শোনাও। কৃষ্ণ তো শোনাবেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারছ যে আমাদেরকে কোনো মানুষ পড়ায়না। মানুষ আত্মারা পড়ে আর নিরাকার ভগবান পড়ান। কি বানান? মানুষ থেকে দেবতা। এটা হল এইম অবজেক্ট (লক্ষ্য)। স্কুলে লক্ষ্য না থাকলে কেউ কি পড়বে। তোমাদের অর্থাৎ

বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা পুনরায় মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য এসেছি। যিনি পড়াচ্ছেন তাকেও পুরোপুরি জানতে হবে। ওঁনার নাম হল শিব। শারীরিক কোনো নাম তো নেই। অন্যান্যরা যারা পড়ায় তারা হল আত্মা, যারা নিজের নিজের শরীরের দ্বারা পড়ায়। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের শরীর আছে। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন একমাত্র আত্মা যিনি বলেন আমার নিজের শরীর নেই। আমি এর আধার নিই। এই আত্মাও পড়াচ্ছেন, যিনি পয়লা নম্বর দেবতা হবেন। যে নতুন (আদি) মানুষ ছিল সেই এখন পুরাতন হয়ে গেছে। কৃষ্ণ হল সবচেয়ে প্রথম নতুন মানব। তারপর ৮৪ জন্মের পরে এসে ব্রহ্মা হয়েছে। ইনি নিজের জন্মকে জানেনা, তাই আমি বসে শোনাই। প্রথম জন্মে ইনি শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছে। এখন আমি একে আবার ব্রহ্মা বানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বানাই। ঝাড়ের (কল্পবৃক্ষ) চিত্রেও স্পষ্ট লেখা আছে। নীচে ব্রাহ্মণ রূপে তপস্যা করছে, উপরে ঐ ব্রহ্মাই পতিত দুনিয়াতে দাঁড়িয়ে আছে এবং এখানে সঙ্গমযুগে এখন তপস্যা করছে। এইরকম তোমরাও দেবতা ছিলে, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত শূদ্র হয়ে গেছ। তোমরা এখন পুনরায় পবিত্র হচ্ছ। জানো যে পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা আমরা পবিত্র হচ্ছি। এর জন্য বাবা উপায় বলছেন যে আমাকে স্মরণ কর। আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হবে। কেবল সত্যযুগেই আত্মা এবং শরীর দুটোই পবিত্র হবে। এখানে সবাই পতিত শরীর পায়। সবথেকে খারাপ ভ্রষ্টাচার হল কাম বিকার। যাদের বিষ থেকে জন্ম হয় তাদের ভ্রষ্টাচারী বলা হয়। সত্যযুগে কেউ ভ্রষ্টাচারী হয়না। কারণ ওখানে বিষই নেই। কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়, তারপর নির্বিকারীই বিকারী হয়ে যায়। সত্য, ত্রেতাযুগে বিকারই থাকেনা তাই বাবা বলছেন এই ৫ ভূতের ওপর বিজয়ী হতে হবে। বাবাই বিকারী দুনিয়াকে নির্বিকারী বানান। কেউ কেউ আছে যাদের একদম ধারণা হয়না। ক্রোধের ভূত, লোভের ভূত, মোহের ভূত একদম বিস্ত্রী বানিয়ে দেয়। সবথেকে খারাপ হল কাম বিকার। এটা তখনই আসে যখন দেহ-অভিমান আসে। বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা বোঝো। আত্মার মধ্যেই জ্ঞানের সংস্কার থাকে। এখন আত্মার জ্ঞানের সংস্কার সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে।

বাবা বলছেন আমাকে স্মরণ করো। মানুষ তো সাকারকেই স্মরণ করে। ভক্তিতে পড়ে আছে, গুরু গোঁসাই অথবা কোনো দেবতাকে স্মরণ করে। বদ্রীনাথ, অমরনাথ গেল বসে বসে পাথরের পূজা করে। শিবের মন্দিরেও যায় কিন্তু এটা কেউ জানেনা যে ইনিই হলেন বাবা। এটাকে বলা হয় অঙ্কশ্রদ্ধা। কেউ জানেই না যে বাবা কবে এসেছিলেন, কিভাবে এসেছিলেন। এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সব বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও খুব কম জনই আছে যারা ভাল বুদ্ধিমান, বিশ্বস্ত এবং বাধ্য - যাদের মধ্যে ভূতের প্রবেশ হয়না। যাদের মধ্যে ভূতের প্রবেশ হয় তারা খুব ঝামেলা করে। অনেক ডিসমার্টিস করলে পদও অনেক নীচের মিলবে। পূণ্য আত্মা হওয়ার পরিবর্তে আরও পাপ আত্মা হয়ে যায়। এক তো দেহ-অভিমান আছেই, তার সাথে অন্যান্য বিকারও এসে যায়। লোভের ভূত এসে যায়। রাবড়ি, মালাই এইসব খেতে হচ্ছে হয়। এইগুলো শুরু থেকেই চলে আসছে। এখন তো স্থিতিকে পরিপক্ব বানাতে হবে। লোভের ভূতও পদভ্রষ্ট করে দেয়। অর্ধেক কল্প ধরে এই ভূতেরা নাজেহাল করে দিয়েছে। যে বলে আমরা পূণ্য আত্মা হচ্ছি এবং অন্যকেও বানাচ্ছি সে নিজেই পাপ আত্মা হয়ে যায় আর অপরকেও বানানোর চেষ্টা করে। নাম বদনাম করে দেয়। যদি তোমাদের মধ্যেই ক্রোধের ভূত থাকে তাহলে তুমি অন্যের ভূত কিভাবে বের করবে। দেহ-অভিমানের কোনো উল্টো পাল্টা চলন দেখলে রিপোর্ট কর। ধর্মরাজের কাছে তো রেজিস্টার থাকে, পরে শাস্তি দেওয়ার সময় তোমাদের সব সাক্ষাতকার করানো হবে যে তুমি এইসব ভূতের বশে এসে

অনেকজনকে বিরক্ত করেছ। কোনো বাচ্চা ক্রোধের আগুনে জ্বলে মরে। আত্মা একেবারে কালো হয়ে যায়। *ডিসসার্তিস করলে বাবা বুদ্ধির তালা বন্ধ করে দেন*। তার দ্বারা আর কোনো সেবা (সার্তিস) হয়না। অন্তিম সময়ে যখন বাবা সব সাক্ষাৎকার করাবেন তখন খুবই মর্মান্বিত হবে। তাইজন্য বাচ্চারা এমন কোনো কাজ করে না। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন যদি খারাপ চাল চলন হয়ে থাকে তাহলে রিপোর্ট করো। বাবা বুঝে যান যে দেহ-অভিমানের জন্য এ গিয়ে দাস দাসী হবে। প্রজাদের মধ্যেও কম পদ পাবে। বাবা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জিত করছেন। তবুও শোধরায় না। এই সময়েই পরমপিতা পরমাত্মা এসে জ্ঞানের দ্বারা সুসজ্জিত করে সত্যযুগের মহারাজা মহারানী বানান। এর জন্য অনেক সহনশীলতা থাকা প্রয়োজন। দেহের ওপরে খুব বেশী মোহ থাকা উচিত নয়। যোগবলের দ্বারা কর্ম করিয়ে নিতে হবে। বাবাও (ব্রহ্মা বাবা) তো বুদ্ধ, কিন্তু যোগের ব্যাপারে সতর্ক। ওনার তো কাশির (cough) সমস্যা রয়েছে, তবুও সেবাতে লেগে থাকেন। বুদ্ধি দিয়ে কত সেবা করতে হয়। এতো বাচ্চাদেরকে সামলানো, অতিথিদের জন্য ব্যবস্থা করা - কত দায়িত্ব থাকে। চিন্তনও চলতে থাকে। যদি কোনো বাচ্চার খারাপ চলন হয়ে যায় তাহলে বদনাম করে দেবে। সবাই বলবে ব্রহ্মাকুমার কুমারী এইরকম! এতে তো ব্রহ্মারই বদনাম হল, তাই না। এইজন্য বলা হয় গুরুর নিন্দুক...। এটা আসলে সংগুরুর জন্য। কিন্তু কলিযুগী গুরুরা এটাকে নিজের জন্য বলে দিয়েছে। তাই মানুষ তাদেরকে ভয় পায় যে অভিষাপ না দিয়ে দেয়। এখানে এইরকম কোনো ব্যাপার নেই। নিজের চলনের দ্বারা নিজেকেই অভিষপ্ত করে। বাচ্চাদেরকে নিজের ভবিষ্যতের খেয়াল রাখতে হবে। এখন পুরুষার্থ না করলে কল্প-কল্পান্তর এইরকমই হাল হবে। বাবা কত ভাল করে বোঝান তবুও কয়েকজন থাকে যারা খারাপ কাজ করা থেকে বিরতই হয় না। তারপর তারা ভেঙে পড়ে অথবা মরে গিয়ে নরকে গিয়ে পড়ে। পড়া ছেড়ে দেয়। কোনো কোনো বাচ্চা বেশ ভালো ভাবে চলতে থাকে। আবার কেউ ঈশ্বরীয় জন্ম নেওয়ার ৮-১০ বছর পরেও মরে যায় বা ত্যাগ করে চলে যায়। লৌকিক বাবাও বাধ্য সন্তানকে দেখে খুশি হয়। তবুও তো ক্রমানুসারে আছেই। কেউ কেউ সেন্টারেও ঝামেলা করে। বড় কাঁটা হয়ে যায়। ঘরের হয়ে যদি নিন্দা করতে থাকে তাহলে মহান পাপ আত্মা হয়ে যায়। তাই বাবা বোঝাতে থাকেন যে এখানে তোমরা এসেছ বাবার থেকে সুখের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য, তাই সকল খামতি বের করে দিতে হবে। স্কুলে যেসব ছাত্ররা পাস করে তারা বাজি রাখে যে আমি ৮০% বা ৯০% নিয়ে পাস করব। তারপর যখন পাস করে যায় তখন খুশীতে একে অন্যকে তার (টেলিগ্রাম) করে। এটা হল বেহদের পড়া। সূর্যবংশী হবে, না চন্দ্রবংশী - সেটাও বোঝা যায়। *চন্দ্রবংশীরা যখন রাজা রানী হয় তখন সূর্যবংশীরা তাদের তুলনায় দ্বিতীয় নম্বরে চলে আসে। যখন রাম সীতার রাজত্ব চলে তখন লক্ষ্মী-নারায়ণ কনিষ্ঠ (junior) হয়ে যায়। সূর্যবংশী নামটাই হারিয়ে যায়*। এই জ্ঞান বড়ই চমৎকার। যে শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তারই ভাল ধারণা হবে, সে উঁচু পদও পেতে পারবে। শিববাবার ভক্তিমার্গেও পার্ট আছে, জ্ঞানমার্গেও পার্ট আছে। শঙ্করের কেবল বিনাশের কর্তব্য, তার সম্বন্ধে আর কি বর্ণনা করবে। শিববাবা এবং ব্রহ্মাবাবার বিষয়ে তো অনেক বর্ণনা রয়েছে। ৮৪ চক্রতে সবথেকে প্রথমে বাবার পার্ট। তারা আবার শিব এবং শংকরকে মিলিয়ে দিয়েছে। শিববাবার তো সবথেকে উঁচু পার্ট। সকল বাচ্চাদেরকে খুশী করা কত পরিশ্রমের কাজ। তারপর তিনি বিশ্রাম করেন। এঁনার (ব্রহ্মা) তো ৮৪ জন্মের পার্ট আছে। ইসলামী, বৌদ্ধিরা অনেক পরে আসে। তারা কেউ অলরাউন্ড পার্ট প্লে করে না। যারা অলরাউন্ড পার্ট প্লে করে তাদের কত সুখ! আমরাই স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। ভারতকে স্বর্গ বলা হয়। কত খুশি হয়, আমরা আমাদের জন্য স্বর্গে রাজ্য স্থাপন করছি। অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে যাতে তারা এসে নিজের জীবন বানিয়ে নেয়।

তোমরা এসেছ পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বুদ্ধিতে যদি সেই লক্ষ্যই না থাকে তাহলে এখানে বসে কি করবে। ব্রাহ্মণরা হল ব্রহ্মার মুখবংশাবলী। বেহদের বাবা বেহদের (অনেক) সন্তানকে দত্তক নেন। ব্রহ্মার সন্তান না হলে শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবেনা। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, সেখানে কোনো ভূত ছিলনা। *যদি একটাও ভূত থাকে তাহলে ব্যভিচারী বলা হবে*। ভূত গুলোকে তো একেবারে তাড়াতে হবে। বাবাকে অনেকে লিখে পাঠায় - বাবা, কাম বিকারের ভূত এসেছিল কিন্তু বেঁচে গেছি। বাবা বাচ্চাদের বলেন তুফান তো অনেক আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম করো না, ভূত গুলোকে তাড়াও। নাহলে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী হতে পারবে না। ধ্যানে যাওয়াও ঠিক নয়। কারণ এতে অনেক মায়ার প্রবেশ হয়ে যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো বিকর্ম করা যাবে না। এমন কোনো চলন চলা উচিত নয় যার জন্য অনেকের অভিশাপ বেরিয়ে আসে। নিজের ভবিষ্যতের খেয়াল রেখে পুণ্য কর্ম করতে হবে।

২) অন্তরে যা কিছু খারাপ জিনিস আছে, দেহ-অভিমানের জন্য ভূত প্রবেশ করে আছে, সেইসব বের করে দিতে হবে। জ্ঞানের দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে সুযোগ্য সন্তান হতে হবে।

বরদান:- ব্রহ্মাবাবার ভালোবাসার বাস্তব প্রমাণ দিয়ে সুযোগ্য এবং সমান হও (ভব)।

তোমরা যদি বল যে ব্রহ্মাবাবার প্রতি আমাদের অনেক ভালোবাসা আছে, তাহলে ভালোবাসার লক্ষণ হল যার সাথে বাবার (ব্রহ্মা বাবার) ভালোবাসা রয়েছে তার প্রতি আমাদেরও ভালোবাসা হবে। যেকোনো কাজই কর - করার আগে, কথা বলার আগে, সংকল্প করার আগে চেক করো যে এটা কি ব্রহ্মাবাবার প্রিয়? ব্রহ্মাবাবার এটাই মুখ্য বিশেষত্ব ছিল - যেটা ভেবেছিলেন সেটাই করেছিলেন, যেটা বলেছিলেন সেটাই করেছিলেন। বিরোধিতা (অপজিশন) থাকা সত্ত্বেও সর্বদা নিজের অবস্থানে (পজিশন) অনড় ছিলেন। তাই ভালোবাসার বাস্তব প্রমাণ দেওয়ার অর্থ বাবাকে অনুসরণ (ফলো ফাদার) করে সুযোগ্য এবং সমান হওয়া।

স্লোগান:- সৌভাগ্যশালী আত্মা সে-ই - যার সংকল্পের মধ্যেও দুঃখের ঢেউ আসেনা।